বন্ধু শ্যামকৃষ্ণ মিত্র—

হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(অনুবাদকে)

হেনরি এস, কিং এণ্ড কোংর ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্যে এই অনুবাদ করা হইয়াছে।

সমালোচনা

("পক্কপুষ্প"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।)

বংশানুক্রমিতা—শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া। মূল্য দুই টাকা। ১৩৩৭।

ফরাসী গ্রন্থকার Th. Ribot প্রণীত d'la Heredite নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। বংশগত গুণাগুণ মানুষের মধ্যে কিরূপে সংক্রমিত ও বিকশিত হয়, তাহাই গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য বিষয়টি বহুদিক হইতে বিশদ ভাবে বিশেষ বিশ্লেষণমূলক পন্থায় উপস্থিত করা হইয়াছে। অধ্যায়-গুলির উল্লেখ করিলেই বিষয়টীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতর প্রাণীর বুদ্ধির বংশানুক্রমিতা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বংশানুক্রম এবং স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাব, কাম, ক্রোধ, ইচ্ছাশক্তি, জাতীয় চরিত্র, অসুস্থ মনোবৃত্তি ইত্যাদির বংশানুক্রম বংশানুক্রমের নিয়ম, সীমা ও ব্যতিক্রম এবং ইহার নৈতিক ফলাফল ও সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি বহু বিভাগে বিষয়টী বিভক্ত। অনুবাদক মহাশয় অত্যন্ত যত্নের সহিত বিষয়টী পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনামূলক পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত করিয়া অনুবাদক বাঙ্গালী পাঠকগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অনুবাদের ভাষায় স্থানে স্থানে দোষ আছে। তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে যাওয়ায় এইরূপ ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ফরাসী দার্শনিক রিবর্টের

d'la Heredite গ্রন্থের

বঙ্গানুবাদ।

BY

HARI NATH CHATTERJEE

Retired Head Master. Bankura.

Heredity

বংশগত গুণাগুণ।

ভূমিকা।

জীব মাত্রেই বংশধরের ভিতর দিয়া আপনাদিগকে পুনরাবৃত্ত করার প্রবণতারূপ জীব তত্ত্বের যে নিয়ম, তাহাই হইতেছে বংশগত গুণাগুণ; ব্যক্তিগত একত্ব বুঝাইতে ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ, ইহা জাতির পক্ষেও সেইরূপ। ইহার দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের মধ্যে, একটি প্রধান উপাদানের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা হইতেই প্রকৃতি দেবী আপনাকে অনুকরণ করিয়া অগণ্য অনুলিপি বাহির করেন। ভাব লইয়া ধরিতে গেলে ইহা সমান হইতে সমানের পুনরুৎপাদন ইহা সম্পূর্ণ আনুমানিক কল্পনা, কারণ জীব দৃশ্যে এরূপ অঙ্ক শাস্ত্রের নির্ভুলতা সমন্বিত ঘটনা দেখা যায় না; সেরূপ ঘটিবার অবস্থা ততই জটিল হইতে থাকে যত আমরা উদ্ভিদ হইতে উচ্চতর জীবে ও তথা হইতে মনুষ্যে উঠিতে থাকি।

মানুষকে দুই দিক দিয়া দেখা যাইতে পারে, কায়িক সম্বন্ধে কিম্বা গতি-শীলতা সম্পর্কে; দৈহিক জীবনের ক্রিয়া ধরিয়া কিম্বা যাহাতে তাহার মানসিক জীবন হইয়াছে তাহাদের কার্য্য ধরিয়া। জীবনের এই দুই আকার কি বংশানুক্রমিতার নিয়মের অধীন, পূর্ণ মাত্রায় না আংশিকভাবে অধীন? যদি আংশিক ভাবে অধীন হয় কি পরিমাণে অধীন?

এই প্রশ্নের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দিক্‌টীকে অধ্যবসায়ের সহিত পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু মানস তত্ত্বের দিক হইতে নহে। এই ত্রুটী মোচন করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। মানসিক বৃত্তি সকলকে তাহাদের প্রত্যক্ষ বিষয়, নিয়ম পরিণাম ও কারণের সহিত বংশানুক্রমিক প্রেরণকে দেখিতে

গেলে দেখা যায় যে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশগত গুণাগুণের সঙ্গে ইহারা এত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ যে প্রথমেই ইহাদিগের আলোচনা করিতে আমরা বাধ্য। ইহা আমরা খুব সংক্ষেপে করিব এবং বিস্তারিত বিবরণ পাইতে হইলে ইহার উপর লিখিত বিশেষ প্রবন্ধ সকল পড়িতে হইবে। কতকগুলি বিশিষ্ট সুনিশ্চিত তথ্য দেখাইলেই প্রচুর হইবে এবং বুঝিতে পারা যাইবে যে বংশানুক্রমতা, শরীরের সমস্ত মূল উপাদান ও ক্রিয়া, ইহার বাহিরের ও ভিতরের গঠন, ইহার ব্যাধি, বিশেষ লক্ষণ, এবং প্রাপ্তবিকার এই সকলের উপরেই ছড়ান রহিয়াছে। বাহিরের গঠন সম্বন্ধে বংশানুগতি, খুব অমনোযোগী লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিদিন দেখা যায় ও শুনা যায় যে এ ছেলেটী ঠিক পিতা মাতার মত কিম্বা পিতামহ পিতামহীর মত। বংশানুক্রমতার ক্ষমতা হস্তপদাদি, ধড় মস্তক এমন কি নখ চুলে প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ মুখে, মুখের ভাবে, এবং মুখের বিশেষত্ব দ্যোতক অপরাপর লক্ষণে। প্রাচীনেরাও একথা বলিয়াছেন এই জন্যই রোমানদিগের মধ্যে বংশানুগ চিহ্নের জন্য এইরূপ নাম হইয়াছে—দীর্ঘনাসা (Nasones) স্থূলোষ্ঠ (Labeones) ব্যাঘ্রাস্য (Buccons) দীর্ঘশীর্ষ (Capitones)। হলার (Haller) বলেন বেণ্টিভোগলিওজ (Bentiboglios) বিখ্যাত গোষ্ঠীর, পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত বড় রকমের আব (tumour) হইত, যাহা স্যাঁত স্যাঁতে হাওয়া বহিবার উপক্রম হইলে আরও বড় হইত, এবং ঋতু পরিবর্ত্তনও উহার দ্বারা বুঝা যাইত। সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ হইতে পারে যে ব্যক্তিগত একত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উদয় করাইতে পারে এবং কোন্ বাপ হইতে উৎপত্তি তাহা ধরাইয়া দিতে পারে। (Nourrit) নরীট নামক অপেরা গায়ক তাহার মৃত্যুর ১০ বৎসর পূর্ব্বে, রঙ্গমঞ্চে তাহার পুত্রের সহিত উপস্থিত হইয়াছিল, যে পুত্রের তাহার মত মিষ্ট স্বর ও চেহারা (শারীরিক অবয়ব) ছিল; মেনিক্মী (Menacchmi)র মতন পরিকল্পনাযুক্ত এক নাটকে, পিতা পুত্রের অসাধারণ সাদৃশ্য থাকায়, নাট্যোল্লিখিত অসীম ভ্রমাত্মকতাকে আরও শতগুণ চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। এই সকল সাদৃশ্য অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত বিপৎসঙ্কুল কার্য্যে লইয়া যায়, যাহা অবলম্বন করিয়া ম্যারিয়ট (Marryat) জ্যাকেটের

পিত্র্যান্বেষণ (Japhet in search of a father) নামক উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিস্মিত হইবার কিছুই কারণ নাই।

ইহা আরও বিচিত্র যে পিতা পুত্রের সাদৃশ্যে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সন্তান কখনও পিতার মত কখনও মায়ের মত হইয়া থাকে। জিরো-ডি-বুজারিঙ্গিজ (Girou-de-Buzareingeus) ডিলা জেনারেসন নামক গ্রন্থে কতকগুলি অদ্ভুত কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে দুইটী ভাই বাল্যজীবনে মাতার সদৃশ এবং ভগ্নীটি পিতার মত। এ সাদৃশ্য এরূপ যে, যে দেখিত সেই চমকিত হইয়া যাইত; কিন্তু এখন তিনি বলেন বালক দুইটি যৌবন হইতে বাপের সদৃশ হইয়াছে আর কন্যাটিতে বাপের সাদৃশ্য আর নাই। সেই গ্রন্থকার বলেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন কন্যা অপেক্ষা পুত্রে বেশী হইয়া থাকে।

ইচ্ছা করিয়া জানা নির্ব্বাচনের প্রথা কেবল জন্তুতে নহে মানুষেও আরোপ করা হইয়াছে। ফ্রেডারিক উইলিয়েম প্রথম ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পিতা দীর্ঘাকার পুরুষের উপর ভয়ানক ভালবাসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অতিকায় সেনাপল্টনদের, পশুপালক যেরূপ দীর্ঘাকার ষাঁড়ের দ্বারা বৎস উৎপাদন করে, সেইরূপ ব্যবহারে লাগাইতেন। তিনি প্রহরীদের উচ্চতার ন্যূন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে দিতেন না। হলার (Haller) গর্ব্ব করিতেন যে তিনি সেই জাতির লোক যাহাদের জমকাল শরীরোচ্চতা দেখিলে মনে হয় যেন অপর মানুষকে শাসনে রাখিবার জন্যই তাহারা জন্মিয়াছে।

বংশানুক্রমতা চামড়ার রংএ শরীরের গঠন ও আয়তনে ধরা যায়। অতি-স্থূলতা (মেদস্বিতা) সত্য সত্যই শারীরিক প্রবণতার জন্য হইয়া থাকে, কারণ কঠিন পরিশ্রম, দরিদ্রতা ও নানারূপ অভাবের ভিতরেও ইহাকে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

বংশানুক্রমতার প্রভাব বাহিরের গঠন অপেক্ষা ভিতরের আকৃতিতেও কম নহে। আকৃতি আয়তন এবং অস্থি সম্বন্ধীয় প্রণালীর উপর ইহার প্রভাবের কথার মত আর নির্বিবাদ কথা কিছু পাওয়া যায় না, মস্তিষ্কবেষ্টক অস্থি সমূহ, বক্ষ, বস্তিকোটর. মেরুদণ্ডের স্তম্ভ এমন কি কঙ্কালের ক্ষুদ্রতম

অংশে পর্য্যন্ত বংশানুক্রমতার শক্তি প্রতিদিনের সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতেছে। দন্তে এবং মেরুদণ্ডের অস্থির সংখ্যার কম বেশীর উপরেও ইহার শক্তি দেখা যায় (Lucas) লুক্যাস ইহা বলেন। রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ও পেশী সম্বন্ধীয় পদ্ধতি সকলও সেই আইনের বশে চলে, যাহা শরীরাভ্যন্তরের অপর প্রণালী সকলকে শাসন করে। কতকগুলি পরিবারের ভিতর হৃৎপিণ্ড এবং প্রধান রক্তবহা নাড়ীর আয়তন স্বাভাবিক খুব বড়, অপরে অপেক্ষাকৃত ছোট, আরও কতকগুলিতে আকৃতির ! দোষও একইরূপ হইয়া থাকে। অবশেষে যাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুব নিকট স্নায়ু-মণ্ডলের পরিমাণের উপরও বংশানুক্রমতার হাত আছে। সেই মণ্ডলের প্রধান ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কের সাধারণ আয়তনের উপরেও ইহার হাত দেখা যায়, আবার অনেক সময় মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পাকানর (convolutions) আকৃতি ও আয়তনে ইহার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এ তথ্য গল (Gall) প্রথম ধরেন এবং মানসিক প্রবৃত্তি সকলের ইহার দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। বর্ত্ত-মান গ্রন্থে অনেক স্থানে এ কথার উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া আর এ বিষয়ে বেশী বলিলাম না।

আভ্যন্তরিক উপাদানের উপর বংশানুক্রমতা যেরূপ শক্ত অংশে খাটে তরল অংশেও তদ্রূপ ; কোন কোন পরিবারে রক্তের আধিক্য এত থাকে যে তাহার ভিতরের লোকদের সন্ন্যাস রক্তস্রাব প্রদাহর পূর্ব্ব প্রবণতা হইয়া থাকে। কতকগুলি পরিবারে রক্তস্রাবের প্রবণতা এত থাকে যে আমীনে বিদ্ধ স্থানের রক্তস্রাব থামান যায় না। ঐরূপ পিত্ত ও লেসীকা (শরীরের রস) সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

বাহ্যাভ্যন্তরের গঠনই যে কেবল চালিত হয় তাহা নহে, মা বাপ হইতে সন্তানে জীবন যাপনের বিশেষ লক্ষণ কতকগুলিও ঐ ভাবে চালিত হয়। লক্ষণের মধ্যে প্রধান ও অপ্রধান উভয়কেই বংশানুগতি শাসন করিয়া থাকে। এইরূপ উৎপাদিকা শক্তি দীর্ঘ জীবন এবং সেই সকল ব্যক্তিগত লক্ষণ যাহাকে চিকিৎসকেরা প্রকৃতির বিশেষত্ব বলিয়া থাকেন এসকলও ইহার দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। কতকগুলি ঘটনা দেখাইলেই ইহা সুদৃঢ় হইবে।

ইহার উৎপাদিকা শক্তির উপর প্রভাব বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কতকগুলি পরিবার ঐ শক্তির জন্য বিখ্যাত এবং ইহা পিতা মাতা প্রত্যেকের নিকট হইতে আসিতে পারে। একটী স্ত্রীলোক ২৬টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫টী মাত্র বালিকা, যাহারা আবার ৪৬টী সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকের পুত্রের কন্যা যখন যুবতী তখনি ষোড়শ পুত্র ভুমিষ্ট হওয়ায় সুতিকাগৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। জীরো (Girou) একটী দম্পতির কথা বলেন যাহাদের ১৯টী পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী সকলেই প্রতিভাশালী ও ঐরূপ উৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট। লুক্যাস (Lucas) ইহা বলেন।

প্রাচীন ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেক পরিবারের মধ্যে উৎপাদন সম্বন্ধে এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যাইত। অ্যানী ডি মণ্টমরেন্সী ৭৫ বৎসরের অধিক বয়সে সেণ্টডেনিসের যুদ্ধে একজন স্কচ সৈনিকের তরাল দিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তিনি ১২টী সন্তানের বাপ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে ম্যাথিউ ১ম, ম্যাথিউ ২য়, ম্যাথিউ ৩য়, ইহাদের ১৮টি সন্ততির মধ্যে ১৫টী পুত্র। খ্যাতনামা কর্ত্তার পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে ১৯টী গননায় আসে, এবং উহাদের প্রপিতামহ যিনি জার্নাকের যুদ্ধে মারা পড়েন তাঁহার ১০টী সন্তান ছিল। প্রথম ৪ জন গাইসের সর্ব্বসমেত ৪৩টী হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৩০টী পুত্র। প্রথম প্রেসিডেণ্টের পিতা একেলী ডি হালের ৯টি, তাঁহার পিতার ১০টি এবং প্রপিতামহের ১৮টি সন্তান হইয়াছিল। ৫।৬ পুরুষ ধরিয়া কোন কোন পরিবারে এরূপ উৎপাদিকা শক্তি থাকিয়া যায়।

সাধারণে এখন বুঝিয়াছে যে দীর্ঘজীবন, জাতি, জলবায়ু, ব্যবসা, জীবন যাপনের ধারার উপর তত নির্ভর করে না যত বংশানুক্রমিক চালনার উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিতে পাই যে শতবর্ষজীবী সাদার মধ্যে যেমন দেখা যায় কালার মধ্যেও তেমন, রুসিয়া স্কটলেণ্ডেতে যেমন ইটালী স্পেনেও তেমন;

স্বাস্থ্যের জন্ত যাহারা খুব যত্ন লয় তাহাদের মধ্যে যেরূপ অমিতাচারীদের পক্ষেও সেইরূপ। স্কটলেণ্ডের একজন কয়লা-খননকারী তাহার কষ্টের ও দুঃখের জীবনকে ১৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল এবং ৮০ বৎসর বয়সের পরও খনির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। কয়েদী ও নৌচালকদের মধ্যেও এরূপ দীর্ঘ জীবন দেখা যায়। ডাক্তার লুক্যাস বলেন যে আয়ুর গড় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বাসস্থান ও সভ্যতার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ব্যক্তিগত দীর্ঘজীবন এই সকলের অধীন নহে।

প্রত্যেক জিনিস ইহাই প্রমাণ করিতে ঝুঁকিতেছে, যে দীর্ঘজীবন হইতেছে, জীবনী শক্তির আভ্যন্তরিক মূল কারণের ফল, যাহা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত কতকগুলি লোক তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার সময় প্রাপ্ত হয়। ইহা তাহাদের প্রকৃতির উপর এরূপ গভীররূপে অঙ্কিত যে তাহাদের শরীরের প্রত্যেক অংশেই ইহা লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে এরূপ বংশানুক্রমতা অনেক দিন হইতে বুঝিয়াছে, যেখানে জীবনবীমা কোম্পানিরা বিমা করিতে ইচ্ছুক লোকদের পূর্ব্ব পুরুষদের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে।

অপরদিকে অনেক পরিবারের ভিতর প্রথম যৌবনে চুল সাদা হইয়া যায় এবং অল্প বয়সে দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের জোর কমিয়া যায়। অপরের মধ্যে অকাল মৃত্যু এত ঘন ঘন হইয়া থাকে যে অতি অল্প সংখ্যক, বিশেষ পূর্ব্ব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পায়। টার্গট (Turgot) পরিবারে ৫৯ বৎসর প্রায় কেহই পার হয় না। সেই পরিবারকে যিনি খ্যাতাপন্ন করিয়াছিলেন তিনি সেই সাংঘাতিক সময় আসিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যদিও এখন বাহিক চেহারা খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ যে তাঁহার বিষয়াদি এখন গুছাইতে হইবে, এবং যে কার্য্য হাতে লইয়াছিলেন তাহা শেষ করিতে হইবে কারণ তাঁহার পরিবারে ঐ বয়সে মরাই নিয়ম। বস্তুতঃ তাঁহার ৫৩ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহা একটী সুপ্রমাণিত ঘটনা যে কতক পরিবারের ভিতর সংক্রামক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার ক্ষমতা থাকে, বিশেষতঃ বসন্ত রোগ হইতে।

"বংশানুক্রমতা, পৈশিক বল ও গতি জননী শক্তি চালনা করিতে পারে। প্রাচীন কালে মল্লক্রীড়ক ও অর্থলাভের জন্য মুষ্টিযুদ্ধকারীদিগের বিশেষ বিশেষ নামজাদা পরিবার ছিল। মল্ল এবং দাঁড়ীদিগের সম্বন্ধে গ্যাণ্টনের গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে জেতারা অল্পসংখ্যক পরিবারের ভিতর আবদ্ধ, যাহাদের বল ও পারদর্শিতা বংশানুক্রমিক। গতিশীল শক্তি অশ্ব সম্বন্ধে বিশেষ দরকারী এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতায় উৎপাদকেরা জানিতে পারিয়াছেন যে ঘোড়দৌড়ে দ্রুতগামিতা, গামলা কামড়ান এবং বদচালের মত অভ্যাস এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষে চালিত করা যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে অনেক পরিবারের মধ্যে লঘুহস্ততা ও চলনের সৌন্দর্য্য থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। নাচিবার বিদ্যা যে বংশানুগ তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে বিখ্যাত ভেষ্ট্রিও (Vestrios) পরিবার।

স্বর সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রত্যেক জন্তুর বিশেষ স্বর আছে; কিন্তু ব্যক্তিগত বিশেষ লক্ষণও পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চালিত হয় যেমন তোতলাম, নাকে কথা কওয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কথা কওয়া ইত্যাদি। অনেক পরিবার গানের জন্য বিখ্যাত, আবার কতক পরিবার সুস্বর এবং গান কাহাকে বলে জানে না। বাচালতাও বংশানুক্রমিক, ডাক্তার লুক্যাস বলেন বাচাল লোকদের ছেলেরাও কথার ধুকড়ি হয়। ভাবশূন্য উদ্দেশ্যহীন অসংযত কথা সকল স্থিতিস্থাপক যন্ত্র হইতে যেন বাহির হইতেছে যাহার উপর বক্তার কোন শাসন নাই। একটী বন্ধুর দুর্দ্দমনীয় বাচালতা বিশিষ্ট একটী পরিচারিকাকে দেখিয়াছিলাম। সে এমন সব লোকের সঙ্গে কথা চালাইতে থাকিবে যাহারা পার্শ দিয়াও একটী কথাও ঢুকাইতে পারিবে না; বোবা জন্তু এবং অচেতন পদার্থের সঙ্গেও এইরূপ কথা কহিতে থাকিবে এবং নিজে নিজের সঙ্গে উচ্চরবে কথা বলিতে থাকিবে। তাহাকে জবাব দিতে বাধ্য হওয়ায় তাহার মনিবকে সে বলিল "এ দোষ আমার নহে ইহা বাপ হইতে আমি পাইয়াছি, দোষের জন্য আমার মা ব্যাকুল হইয়া গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং আমার কাকারও ঐরূপ দোষ ছিল।"

শরীর সম্বন্ধে এরূপ ব্যতিক্রমের বংশানুগতি একরূপ সুনিশ্চিত তথ্য। ইহার সুপরিচিত অদ্ভুত দৃষ্টান্ত হইতেছে এডওয়ার্ড ল্যাম্বার্টের ঘটনায় যাহার

সমস্ত শরীর, মুখ, হাতের চেটো, পায়ের তলা ছাড়া শক্ত কড়ার বর্ম্মে আবৃত, যে গুলি খড় খড় শব্দ করিত। তিনি ৬টী ছেলের বাপ, যাহারা ৬ সপ্তাহ বয়স হইতে ঐ অদ্ভুত আবরণ দেখাইত। তাহাদের মধ্যে যেটী বাঁচিয়াছিল তাহার ৬টী ছেলেরই ঐরূপ হইয়াছিল এবং পুত্র হইতে পুত্রে ঐরূপ ৫ পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল। অস্বাভাবিক শ্বেতকায়, টলটলে, খঞ্জ, বহু-অঙ্গুলি কিম্বা অঙ্গুলী-হীন, গর্ণাকাটা বস্তুতঃ আদর্শ মুর্ত্তির ব্যতিক্রম যাহা দেহের পুষ্টির কম বেশী হইতে হইয়া থাকে এ সমস্তই বংশানুক্রমিক রূপে চালিত হইতে পারে। এ সকল তথ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে জাতীয় আদর্শের ন্যায় ব্যক্তিগত আদর্শও বংশানুক্রমিতার নিয়মের অধীন।

ইহা এখনও তর্কের বিষয় যে, টেরা দৃষ্টি, অদূর-দৃষ্টি, শীর্ণতা, অতিপুষ্টি এপ্রকার জাতীয় আদর্শের ব্যতিক্রম এবং সকল প্রকারের বিশৃঙ্খলা চিরকালের জন্য স্থায়ী বংশানুক্রমিক, না সীমাবদ্ধ অস্থায়ী রকমের। নিয়মের এই সকল ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম কখনও চালিত হয় আবার কখনও হয় না। ভূয়োদর্শনে দেখা যায় যে প্রাচীন আদর্শে ফিরিয়া যাইবার ঝোঁক অত্যধিক। কোলবর্ণ পরিবারে পায়ের হাতের একটী করিয়া বেশী আঙ্গুল ৪ পুরুষ ধরিয়া হইয়াছিল কিন্তু বর্ডক বলেন যে স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকের উপর দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে।

অনুপাত এইরূপ :—

১ম	পুরুষ	১	হইতে	৩৫	পর্য্যন্ত
২য়	,,	১	,,	১৪	
৩য়	,,	১	,,	৩½	,,

স্বাভাবিক আদর্শে যাইবার গতি খুব শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে। ইহা হইতেই আমরা অর্জ্জিত বিকৃতির বংশানুগতিতে আসিয়া পড়িতেছি। বাহ্যিক অঙ্গের গঠন, দীর্ঘজীবন, উর্ব্বরতা এবং অপরাপর ব্যক্তিগত বিশেষত্বর চালনা জীবের প্রকৃতির সঙ্গে জড়ান রহিয়াছে, যাহা প্রজনন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত এবং সত্তার মৌলিক ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত; কাজেই ইহা স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে যে এই সকল গুণ এবং বিকৃতি বংশধরেও সংক্রমিত হইবে। অপর জীবের ন্যায় মানুষও অভ্যাসের দাস, কিছু না কিছু বিকৃতি প্রত্যেক পুরুষে না হইয়া

যাইতে পারে না, তাহা অবস্থার জোরেই হউক কিম্বা কোনও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় কিম্বা কম চালনার জন্যই হউক, যে বিকৃতিগুলি স্থায়ীভাবে থাকিয়া যায়। এই গুলি কি পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চালান যায়, না সে গুলি ব্যক্তির সঙ্গেই ধ্বংস হয়, না বংশধরের ভিতর নূতন অর্জ্জিত লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়? মস্তিষ্কও চালনার দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, অপর ইন্দ্রিয় যেরূপ করিয়া থাকে। যদি এই বর্দ্ধন আকারে ও তেজে হয় এবং তাহা যদি পুরুষান্তরে চালিত হয় তাহা হইলে মানসিক বৃত্তি সকলের খুব ভাল ফল হয়; উন্নতি যে কোন বাহ্যিক বিষয়ে ও কিম্বদন্তী ধরিয়া হইবে যেমন বড় লোকের ছেলে বড় হইবে তাহা নহে আভ্যন্তরিক শরীর যন্ত্র ধরিয়া হইতে থাকিবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে এই প্রশ্নই আলোচ্য, কিন্তু এখন শারীর তত্ত্বের বিষয় লইয়াই আলোচনা করিব।

অভ্যাসকে অর্জ্জিত প্রবণতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ব্যক্তিগত অভ্যাস কি পুরুষান্তরে চালিত হয়; চালিত হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেকে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। জিরো ডি বুজারিঙ্গিজ বলেন যে তিনি একজনকে জানিতেন তিনি বিছানায় উপুড় হইয়া শয়ন করিত ডাইন পা'টী বাম পায়ের উপর এড়ো ভাবে রাখিয়া, ঐ ব্যক্তির কন্যারও জন্ম হইতে ঐ অভ্যাস এমন কি দোলাতে গাদা করা তোয়ালের বাধা না মানিয়া ঐরূপ ভাবে শয়ন করিত। তিনি আরও বলেন অনেক বালিকাকে আমি জানি যাহারা বাপের সদৃশ এবং তাঁহা হইতে অদ্ভুত রকমের অভ্যাস পাইয়া থাকে, যাহা অনুকরণ কিম্বা শিক্ষার উপর আরোপ করা যায় না এবং অনেক বালকের কথা বলেন, যাহারা মা হইতে ঐরূপ অভ্যাস পাইয়া থাকে; কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিতরূপে কিছু বলা অসম্ভব। 'ডারউইন' একটী দৃষ্টান্ত দেন যাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটী বালক খুসী হইলে তাহার অঙ্গুলি সমান্তরভাবে ঘন ঘন নাড়িত এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে মুখের দিকে চক্ষের সমতল পর্য্যন্ত দুটী হাত তুলিত তখনও আঙ্গুলগুলি সেই ভাবে নাড়িত। এই

বালক যখন বৃদ্ধ হইয়া আসিল তখনও ইহা ছাড়িতে পারে নাই, কিন্তু ইহা হাস্যাস্পদ মনে করিয়া লুকাইয়া করিত। তাঁহার ৮টী সন্তান হইয়াছিল তন্মধ্যে একটী বালিকা সাড়ে চারি বৎসর বয়সে বাপের অভ্যাস পাইয়াছিল, আরও বিচিত্র উত্তেজিত হইলেই উভয় হাত তুলিত ও আঙ্গুলও নাড়িত, ঠিক তাহার বাপ যেমন করিত। অনেকগুলি শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের উপর হস্তাক্ষর নির্ভর করে আর আমরা অনেক সময় পিতাপুত্রের হস্তাক্ষরে সাদৃশ্য দেখিতে পাই। "হফ্যাকার" বলেন যে হস্তাক্ষর জার্ম্মাণিতে বংশগত। একথা ফ্র্যান্সের উপরও ধরা যাইতে পারে; ইংরাজ বালকদিগকে ফ্র্যান্সে লেখা শিখাইতে গেলে তাহাদের ইংরাজী ধরণে লিখিবার ভঙ্গি ছাড়িতে পারে না। অভ্যাস সম্বন্ধে যেমন শারীরিক বিকৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। একজন লোকের ডান হাতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার একটী আঙ্গুলকে খারাপ রকম বসান হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি ছেলে হইয়াছিল সকলকারই সেই আঙ্গুল বাঁকা। কৃত্রিম বিকৃতি ও চালিত হয়; পেরু দেশের ৩টী জাতি হুয়াঙ্কাজ (Huancas) আয়মারাজ (Aymaras) এবং চিঞ্চাস (Chinchas) ছেলেদের মাথাকে একরকম করিয়া বাঁকাইয়া দেয়, সে বিকৃতি থাকিয়া গিয়াছে আর বাঁকাইতে হয় না। "এম, ডি, কোয়াট্রি ফ্যাজেস" বলেন এস্কুইমারা বরফের উপর যাইবার জন্য যে সকল কুকুরকে গাড়ীতে জোড়ে তাহাদের লেজ কাটিয়া দেয়, শাবকেরা প্রায় লেজ শূন্য হইয়া ভুমিষ্ঠ হয়।

এ সকল ঘটনা সত্ত্বেও অর্জ্জিত বিকৃতি বাপ মা উভয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে; একজন বধির বোবা, বধির বোবাকে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিল যে কথা কহিতে পারে শুনিতেও পায়। ইহুদিদের মধ্যে সুন্নৎ ক্রিয়া অতি আবশ্যক হইলেও, এ অর্জ্জিত বিকৃতি পর পর হইতেছে কিন্তু ইহা বংশানুক্রমতা প্রাপ্ত হয় না। আদর্শ হইতে বিকৃতি কিছু পুরুষ থাকিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এ কারণ অনেক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ইহাকে নিশ্চিত নিয়ম বলিয়া ধরেন যে দৈবাৎ প্রাপ্ত বিকৃতি কখনও স্থায়ী হয় না।

ল্যামার্ক যে নিয়মের কথা বলেন তাহা হইতে ইহা বিভিন্ন। "বহুকাল ধরিয়া জাতি যে সকল অবস্থার বশীভূত তাহার প্রভাবে লোকে কিছু হারায়

কিম্বা কিছু অর্জ্জন করে, তাহা নূতন বংশধরদের জন্য রক্ষিত হয়, যদি অর্জ্জিত পরিবর্ত্তনগুলি বাপ মা উভয়ের থাকে।"

এ দুইটী বিভিন্ন মত অনেক প্রকৃত ঘটনার দ্বারা সমর্থিত, এ দুইটী একই মত, যদি আমরা ভাবিয়া দেখি যে নূতন বিকৃতিগুলি চতুর্দ্দিকস্থ জিনিষের বিরুদ্ধে হওয়ায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার অবস্থা সকলকে কঠিন হইতে কঠিনতর করিতেছে, তাহা হইলে সেগুলি পঁছিয়া যায়। আর যে বিকৃতি চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থের সঙ্গে মিলিয়া যায় ও স্বাভাবিক কিম্বা কৃত্রিম নির্ব্বাচনে স্থায়ীভাব ধারণ করে, তাহারাই চিরকালের মত থাকিয়া যায়। এ দুরূহতা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, যখন আমরা মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার কথা বলিব, এবং সেই সময়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

বংশানুগতির শেষ আকার ব্যাধির কথা এখন বলিব। প্রত্যেক জাতির ভিতর প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি হইতে ইহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এমন কি গ্রীক চিকিৎসকেরা বংশানুগত ব্যাধিকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাধির বংশানুক্রমতা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। ইহা লইয়া তর্ক করা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে এবং আমাদের ক্ষমতারও অতীত। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রোগের বংশানুগতির খুব বলবান প্রতিপক্ষেরা রোগের না হউক ইহার প্রবণতার বংশানুক্রমতা স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার লুকাসের বংশানুক্রমতার গ্রন্থে এরূপ অনেক ঘটনার কথা পাওয়া যায় যাহা হইতে ভালরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখাইতেছে যে বংশানুক্রমিতার নিয়ম জীবনী শক্তির প্রত্যেক আকারকে প্রভাবিত করিতেছে যাহা সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে মানসতত্ত্ব সম্বন্ধেও কি ঐ রূপ? এখন ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং তথ্যের আলোচনা লইয়া আরম্ভ করিব।

প্রথম ভাগ—

দ্বিতীয় ভাগ—

তৃতীয় ভাগ—

চতুর্থ ভাগ—

প্রথম অধ্যায়।

ইতর প্রাণীর বুদ্ধির বংশানুক্রমিতা।

(১)

সহজ জ্ঞানের কথা বলিতে গেলেই ঐ পদের সংজ্ঞা করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই পদের সাধারণ ভাষায় যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় তাহা সংখ্যা ধরিয়া না বলিলেও প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ও দার্শনিকেরা ইহাকে তিনরকম ভাবে ব্যবহার করেন, যাহাদের ভাষা অপর লোকের কথা অপেক্ষা খুব সঠিক হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাণিগণ যে সকল কার্য্য তাহাদের শারীরিক গঠন ও স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যন্ত্রবৎ সমরূপ, এবং সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন করে তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া হয়। আবার ইহাকে ইচ্ছা, আসক্তি ও ঝোঁকের সঙ্গে একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়; যেমন ভাল মন্দ প্রবৃত্তি কিম্বা চুরি কি খুন করিবার প্রবৃত্তি। অবশেষে এই শব্দের ভিতরে জন্তুদিগের সমস্ত মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যকে ফেলা হয়, ও মনুষ্যদের ভিতর যে সকল মানসিক ক্রিয়া হয়, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট রকমের ক্রিয়াগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জন্তুদিগের উপর বুদ্ধিমত্তা আরোপ করিবার অনিচ্ছার ফল হইতেছে এই শেষোক্ত অর্থ: এজন্যই সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে আমরা জন্তুদিগের সংজ্ঞা যুক্ত ক্রিয়াগুলিকে যাহা তাহারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চালনায় সম্পন্ন করে, অন্ধ সংজ্ঞাহীন উত্তেজনা বলিয়া থাকি, সেগুলি আমরা করিলে বলিব বুদ্ধি পূর্ব্বক করা হইয়াছে।

যদিও আমাদের মতে সহজজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা একই জিনিস, যাহা আমরা পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব, এবং উহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য কিছু নাই, কেবল পরিমাণের ন্যূনাধিক্য তত্রাচ আমরা প্রথম অর্থে কথাটিকে ব্যবহার করিব, কারণ ইহাই ঠিক ইহার ব্যুৎপত্তির সঙ্গে মিলে। ইহাকে

বেশী ঠিক করিবার জন্য এই কথাটীর একটী ভাল সংজ্ঞা লইয়া আরম্ভ করিব কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার ভাল সংজ্ঞা একটীও নাই। আমরা সমসাময়িক জার্ম্মাণ দার্শনিকের সংজ্ঞা লইতে পারি যে ইহা 'উদ্দেশ্যের সংজ্ঞাহীনতা সত্ত্বেও, উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য" কিম্বা ডারউইনের সঙ্গে বলিতে পারি, যে কার্য্য করিতে আমাদের বহু দর্শন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহা যদি কোন জন্তু, বিশেষতঃ অভিজ্ঞতাশূন্য তাহার শাবক, কিম্বা ঐ শ্রেণীর বহু জীব কেন যে করিতেছে তাহা না জানিয়া যদি করে, তাহকেই সহজ জ্ঞানের দ্বারা হইল বলিব।

সহজ জ্ঞান কি, তাহার সংজ্ঞা করার পরিবর্ত্তে যদি আমরা ইহার লক্ষণ বাহির করিবার চেষ্টা করি, যাহার একটীও একবারে নিশ্চয় ও নিঃসন্দেহ নহে, তাহা হইলেও নিম্নলিখিতরূপে সাধারণ মিল দেখিতে পাই।

নৈসর্গিক বুদ্ধি অন্তর্জাত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্ব্ব হইতেই আছে। অপর দিকে বুদ্ধিমত্তা আস্তে আস্তে রাশিকৃত বহু দর্শন জ্ঞানে পুষ্ট হয় কিন্তু নৈসর্গিক বুদ্ধি প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ। হাঁসের ছানা, মুর্গির দ্বারা তা দিয়া যাহাকে ফুটান হইয়াছে, সে সোজাসুজি জলের দিকে যায়; কাঠ বিড়াল শীতের বিষয় কিছুই জানে না, কিন্তু বাদাম জমা করিয়া রাখে। পক্ষীকে খাঁচায় ফোটান হইল, মুক্তি পাইলে, বাপ মায়ের মতন সেই সকল দ্রব্য লইয়া বাসা নিম্মাণ করিতে লাগিল যেরূপ বাপ মা করিয়াছে। বুদ্ধিমত্তা হাতড়াইয়া বেড়ায়, এদিক ওদিক চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য হারায়, ভুল করে, আবার তাহাকে ঠিক করে, কিন্তু নৈসর্গিক বুদ্ধি যন্ত্রবৎ নিশ্চয়তার সহিত অগ্রসর হয়। ইহাতেই সংজ্ঞাহীনতার স্বভাব দেখা যায়, ইহা উদ্দেশ্য জানে না, কি করিয়া তাহা সাধিত হইবে তাহাও জানে না, ইহাতে বিচার তুলনা নির্ব্বাচন বুঝায় না। চিন্তাতে না পোঁছিয়া সমস্তই যেন চিন্তা দ্বারা চালিত মনে হয়; এ দৃশ্য যদি অদ্ভুত মনে হয়, আমাদের ভিতরও উহার সদৃশ অনেক অবস্থা আছে। অভ্যাসবশতঃ যাহা আমরা করি যেমন বেড়ান, লিখা, শিল্প কর্ম্ম করা ইত্যাদি এই সকল এবং অপরাপর অনেক জটিল ক্রিয়া অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

(ক) একটী কুকুরকে গৃহ হইতে অনেক দূরে ছাড়িয়া দাও সে বহু রাস্তার ভিতর দিয়া ঠিক রাস্তা ধরিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিবে।

সহজজ্ঞান নিশ্চল, ইহা বুদ্ধিমত্তার ন্যায় বাড়েও না কমেও না, কিছু অর্জ্জন করে না, কিছু হারায় না, ইহা উন্নতিশীল নহে। অপরিবর্ত্তনীয় না থাকিলেও, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই প্রশ্ন লইয়া আজ কাল খুব তর্ক চলিতেছে কিন্তু মীমাংসা কিছুই এখনও হয় নাই, তত্রাচ আমরা বলিতে পরি যে নৈসর্গিক জ্ঞানে অপরিবর্ত্তনীয় তাই নিয়ম এবং পরিবর্ত্তন ব্যভিচার।

নৈসর্গিক জ্ঞানের ইহাই স্বীকৃত প্রকৃতি, যদিও সূক্ষ্ম দোষ গুণ বিচারের আয়ত্তের বাহিরে কেহই নহে; কেহই একবারে নিশ্চিত সত্য না হইলেও এত ঠিক যে আমরা ও জ্ঞানকে অপর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্য হইতে পৃথক করিতে পারি।

এরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত সহজ জ্ঞান নিঃসন্দেহে বংশানুক্রমিতার নিয়মের বশীভূত এবং ঐ জ্ঞান পুরুষ পরম্পরায় চালিত হয়। জন্তু পিতা-মাতার দৈহিক এবং মানসিক অবস্থা সকল পাইয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ উভয়েরই হিসাব লইয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষে মৌমাছির পুষ্পরেণু বাহির করিয়া আনা, মধুচক্রের কোষ নির্ম্মাণ করা, এবং তাহাতে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখা, যেমন আবশ্যক আবার তাহার ৪টী ডানা, ৬টী পা ও চোয়াল থাকাও তেমন দরকারী। যদি তিনি কার্য্যকারক মৌমাছিকে পিপীলিকার সহজ জ্ঞান যুক্ত দেখেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সেইরূপ অদ্ভুত হইবে, যেমন ৮টী পা ও পর্দ্দার মত ডানা যুক্ত মৌমাছি দেখা।

প্রত্যেক জীবের দুইটী আবশ্যকীয় কার্য্য একটি ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য পুষ্টি, অপরটী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সন্তানোৎপাদন। শেষোক্ত সহজ জ্ঞান ও শারীরিক অবয়ব দেয়, অর্থাৎ প্রজনন হইতে নৈতিক ও জড় দেহ সম্বন্ধীয় উভয় গুণই পাওয়া যায়। দন্তুর স্তন্যপায়ী বীবর তাহার শাবককে তাহার শরীরের গুণ ও গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যা দিয়া থাকে।

এইরূপে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে বংশানুগ চালনার অধীনে অনেক সংখ্যক মানসিক ও সহজ জ্ঞানের ক্রিয়া সকল রহিয়াছে। নৈসর্গিক জ্ঞানের রাজ্য যে কত বিস্তৃত তাহা বুঝিতে অধিক চিন্তার প্রয়োজন

করে না; মেরুদণ্ডহীন জীবেরা এরূপ মানসিক ক্রিয়ার পূর্ণরূপে অধীন; মেরুদণ্ডীর মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর জীবদিগের যথা মৎস্য, ভেক, সরীসৃপ ও পক্ষীদিগের এ জ্ঞান ছাড়া নিজেদের ভরণ পোষণের, শত্রুকে চিনিবার, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করার আর কোন উপায় নাই। অবশেষে স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে এমন কি মানুষের ভিতরেও সহজ জ্ঞান আস্তে আস্তে কমিতে থাকে কিন্তু একবারে অদৃশ্য হয় নাই। জীব যেখানে, সেই খানেই ইহার রাজ্য এবং এই প্রকাণ্ড রাজ্য বংশানুগতির আইনের দ্বারা শাসিত।

আমাদের তর্কের স্থানকে সুদৃঢ় করিবার জন্য আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই যখন সকলেই স্বীকার করেন যে নৈসর্গিক জ্ঞান চালনা সম্বন্ধে বংশানুক্রমিতা হইতেছে অপরিহার্য্য নিয়ম। সহজ জ্ঞানের নাছোড়বান্দা ভাব অর্থাৎ দৃঢ়প্রকৃতিতা এত বেশী, ও তাহাদের বংশানুক্রমিক চালনা এত নিশ্চিত যে জীবনের যে অবস্থার জন্য তাহারা উপযোগী ছিল তাহা বহু শত বৎসর আর নাই, কিন্তু ঐ জ্ঞানগুলি এখনও রহিয়াছে। এ জন্যই ডারউইন বলেন যে আদিকালীন অভ্যাস সকল গৃহপালিতাবস্থাতেও অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। আদি কালে গর্দ্দভ যে মরুভূমে ছিল তাহা তার সামান্য নদী পার হইবার অনিচ্ছা ও ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ার আনন্দে বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ প্রবল অনিচ্ছা উষ্ট্রেতেও ক্ষুদ্র নদী পার হইতে দেখা যায় যদিও প্রাচীন কাল হইতে ইহাকে গৃহপালিত করা হইয়াছে। শূকর ছানারা এত দিন ধরিয়া পোষ মানা হইলেও, ভয় পাইলেই খোলা বৃক্ষশূন্য যায়গায় আপনাকে লুকাইবার জন্য গুড়ি গুড়ি মারিয়া বসিয়া পড়ে। পেরু পাখীর ও মুর্গীর ছানারা ধাড়ী পাখী বিপদ জন্য চীৎকার করিলেই, দৌড়িয়া যাইয়া লুকাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের মাকে পালাইবার সুযোগ দিবার জন্য, কারণ তাহারা উড়িবার ক্ষমতা হারাইয়াছে। তিত্তির পক্ষী ও বন্য মুরগীর ছানারাও ঐরূপ করিয়া থাকে। গন্ধওয়ালা পাতিহাঁস তাহার যে দেশে জন্মস্থান, সেখানে গাছের ডালে বসে ও বাসা করে, আমাদের গৃহপালিত ঐরূপ হাঁস যদিও ধীরে ধীরে চলাফেরা করে, গোলাঘরের মটকায় কিম্বা দেওয়ালের উপর দাঁড়ে বসিবার মতন বসে। অং ও আমরা জানি তিতিরও ভাল খাঁচা পাইলেও যে কাঁপিয়া থাকে

অতিরিক্ত খাদ্য পুঁতিয়া রাখে, এবং কার্পেটের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে যেন ঘাসকে মাড়াইয়া শুইবার স্থান করিতেছে। মেষশাবক এবং ছাগল ছানারা সামান্য উঁচু পাহাড় পাইলেই আনন্দে চারিদিকে সকলে মিলিয়া লাফাইতে থাকে এবং তাহাতেই তাহাদের পাহাড়ে অভ্যাস বুঝা যায়।

(২)

স্বাভাবিক আদি সময়ের সহজজ্ঞানের বংশানুগতির কথা আর না বলিয়া অর্জিত জ্ঞান চালিত হইতে পারে কিনা তাহাই অনুসন্ধান করা যাউক! এল কুভিয়ার ও ফ্লাওরেন্সের মতানুসারে নৈসর্গিক জ্ঞান হইতে যে সকল কার্য্য হয়, তাহারা অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়। বীবর অবস্থানুসারে তাহার বাটীর স্থান ও আকার পরিবর্ত্তন করে এবং গৃহনির্ম্মাতা না হইয়া খনক হয়। মৌমাছিও বাটী নির্ম্মাণের স্থান বদলায় এবং ঘরগুলিকে ছয় কোণবিশিষ্ট না করিয়া পাঁচকোণা করে। গোরী দ্বীপে বাবুই পক্ষী সমস্ত বৎসর থাকে কারণ সেখানকার জলবায়ুর উষ্ণতা সকল সময়ে আহার অন্বেষণ করিতে তাহাদিগকে পারগ করে। উহাদের মধ্যে অনেক জাতির ভিতর বাসা নির্ম্মাণপ্রণালী বদলাইয়া যায়, জলবায়ুর উষ্ণতা, জমির প্রকৃতি এবং স্থানের অবস্থানুসারে। সহজজ্ঞান বুদ্ধিমত্তার ন্যায় নমনীয় না হইলেও কতকটা সীমার ভিতর স্থায়ী প্রবল প্রভাবের অধীনে পরিবর্ত্তন করিতে পারে; বুদ্ধিমত্তা কিন্তু সকল অবস্থার উপযোগী হইতে পারে এবং তাহার কার্য্যকে হাজার রকমে পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রধানতঃ দুইটী কারণ—বাহ্যিক অবস্থা ও গৃহপালিতের ভাব। জলবায়ু, জমি খাদ্য এবং বিপদ সকল, যাহা জন্তুদিগকে সর্ব্বদাই ঘেরিয়া থাকে এবং এই সকল হইতে যে সকল ধারণা প্রাপ্ত হয়, এই সকল দ্বারা তাহাদের শরীর পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে সহজ জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রকৃতি অপেক্ষা জন্তুদিগের উপর মানুষের প্রভাব খুব বেশী: শিক্ষা দ্বারা মানুষ তাহার দরকার ও ইচ্ছামত তাহাকে

অর্থাৎ নৈসর্গিক জ্ঞানকে নোয়াইয়া নূতন আকার দেয়। কি করিয়া ইহা পরিবর্ত্তিত হয় তাহা জানিবার দরকার নাই তবে তাহা বংশানুক্রমিক কি না দেখিতে হইবে।

দেখিয়া শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে স্বাভাবিকের স্থায় অর্জ্জিত নৈসর্গিক জ্ঞানও বংশের ভিতর চালিত হয়। জি লেরয় বলেন যে, যেখানে খেঁক-শিয়ালীদের বিরুদ্ধে খুব যুদ্ধ চলে সেখানে তাহাদের শাবকেরা ভূয়োদর্শন জনিত কোন জ্ঞান তখন জন্মায় নাই এমন সময়েও খুব চালাকী ও সাবধানের সহিত সন্দিগ্ধমনে গর্ত্ত হইতে বাহির হয় কিন্তু যে জায়গায় উহাদিগকে পাশবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই সেখানকার বুড়া খেঁকশিয়ালীরাও এরূপ করে না। ইহার এই অনুমানের দ্বারা তিনি ব্যাখ্যা করেন যে জন্তুদিগের মধ্যেও একরূপ ভাষা আছে। এফ কুভিয়ার এই সমস্যার সমাধানে বলেন যে সহজ জ্ঞানের দ্বারা অর্জ্জিত বিকার সকল বংশপরম্পরায় নামিয়া আসায় এরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে অনেক বন্যপশু দ্বারা প্রাপ্ত ভয়ের জ্ঞান তাহাদের বংশধরের ভিতর নামিয়া আসে। নাইট ৬০ বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর তথ্যের গবেষণা করিয়া ইংলণ্ডের বন্য মোরগ সম্বন্ধে বলেন যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং মানুষের উপরে ভয় বংশানুক্রমে চালিত হইয়া অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ডারউইন এ সত্যকে একরূপ স্থির করিয়াছেন যে জনশূন্য দ্বীপবাসী জীবের ভিতর মানুষের ভয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় যে পরিমাণে তাহাদিগকে নাশ করিবার আমাদের কৌশল তাহারা বুঝিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে ইংলণ্ডের ছোট অপেক্ষা বড় পাখীরা মানুষকে ভয় পায় কারণ তাহাদের উপরেই বেশী অত্যাচার হয় বলিয়া। ইহার প্রমাণ এই যুক্তি হইতে পাওয়া যায় যে বাসশূন্য দ্বীপেছোট বড় কেহই মানুষকে ভয় পায় না।

যখন কোন জন্তু শিক্ষা পাইবার পারগ হয় অর্থাৎ ইহার আদি সংস্কার রূপান্তর পাইবার উপযুক্ত হয় সাধারণতঃ শিক্ষার ফল কে স্থায়ী করিতে ৩। ৪ পুরুষ লাগে এবং তাহা হইলে বন্য অবস্থার সহজ জ্ঞানে আর ফিরিয়া যায় না। যদি আমরা বন্য হাঁসের ডিমকে পোষা হাঁসের দ্বারা ফোটাইতে

চেষ্টা করি দেখিব যে ডিম হইতে বাহির হইতে না হইতে উড়িবার চেষ্টা করিবে এবং ইহাতে তাহার জাতীয় সংস্কারের বশবর্ত্তিতা প্রমাণ করিতেছে। উহাদের উড়িয়া পলাইবার চেষ্টাকে নিবারণ করিয়া শাবক প্রসব করিতে যদি রাখা যায়, তাহা হইলে অনেক পুরুষ পরে তবে পোষা হাঁস পাইতে পারি। মুক্ত বন্য ঘোটক সম্বন্ধেও তাহাই। উহাদের শাবককে বশ করা বড় শক্ত, বশীভূত হইলেও গৃহপালিত ঘোটকের ন্যায় শিক্ষনীয় হয় না। বন্য এবং গৃহপালিত ঘোটকদের কিম্বা বন্য হরিণদের খচ্চর শাবকদের স্বাভাবিক অবস্থার ভড়কান অর্থাৎ চমকান অভ্যাসকে ছাড়িতে ৩। ৪ পুরুষ লাগে। অপর দিকে ভাল বশ করা বাপ মায়ের অশ্ব শাবকেরা পৃথিবীতে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত হইয়া আসে; কতক অশ্ব-শিক্ষক এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে সার্কাসের ঘোড়া হইতে তাঁহারা জননাশ্ব বাছিয়া লইতে চাহেন।

এখনকার গৃহপালিত জন্তুদিগকে, বশে আনিতে মানুষের অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; এবং তাঁহার কার্য্য বৃথাই হইত যদি বংশানুগতি তাঁহার সাহায্য না করিত। মানুষ, বন্য জন্তুকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়িক পরিবর্ত্তন করার পর, নিস্তব্ধে দুইটী বংশানুক্রমিতার মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে, একটী অর্জ্জিত রূপান্তরকে স্থায়ী করিতে চাহে, অপরটী আদি সময়ের সংস্কারকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। শেষোক্ত প্রায়ই প্রাধান্য লাভ করে আর অনেক পুরুষ অতীত হইবার পর তবে শিক্ষা জয়ী হয়। এ স্থলে আমরা দেখিতেছি যে বংশানুগতি উভয় স্থানেই তাহার অধিকার ঠিক রাখিয়াছে। সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বিশিষ্ট বড় জন্তুদিগের মধ্যে মানসিক বৃত্তি সরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে গুলি অর্জ্জিত হইয়াছে ও বংশানুগতির দ্বারা এত নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে তাহার স্বয়ংকলতা ও স্বতঃস্ফুর্ত্ততার জন্য তাহাকে সহজ জ্ঞানের সঙ্গে গোলমাল হইয়া যায়। ক্ষুদ্র শিকারীদের মধ্যে পয়েণ্টার নামক কুকুর প্রথম দিন শিকারে বাহির হইয়াই, অনেকদিন ধরিয়া শিক্ষিত অন্য কুকুর অপেক্ষা, ভালরূপে শিকারকে দেখাইয়া দেয়। মেষপালকের কুকুর যেমন তাহার ভেড়ার দলের চারিদিকে ঘুরিতে ও চৌকী দিতে অভ্যস্ত হয়, প্রাণ বাঁচাইবার অভ্যাসও কতক জাতীয় কুকুরের ভিতর

দেখা যায়, যাহাদিগকে বিপন্ন লোকের প্রাণ বাঁচাইবার কার্য্য শিখান হইয়াছে নাইট এই প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভাল শিকারী হাউণ্ড নামক কুকুর জন্ম হইতেই ভাল। তিনি বিশেষ সাবধান লইয়াছিলেন যে দিন প্রথম তাহাদিগকে মাঠে লইয়া যাওয়া হইল, যে হাউণ্ড শাবকেরা অপর বড় কুকুরের নিকট যাহাতে উপদেশ না পায়। তিতির পাখী দেখিবামাত্র একটি কাঁপিতে কাঁপিতে বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত ও দৃঢ়বদ্ধ পেশী ও স্থির চক্ষের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাহার পিতামাতা যেরূপ নির্দেশ করিবার জন্য শিক্ষিত হইয়াছিল তাহাই করিল।

বন্য মোরগ শিকার করিতে শিক্ষিত এক জাতীয় স্পানিয়ল নামক কুকুর প্রথম হইতেই বৃদ্ধ কুকুরের মত জানে কোন কোন স্থান পরিহার করিতে হইবে এবং কোথায় খুঁজিতে হইবে। বরফে জমা স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল, কারণ সেখানে শিকার অন্বেষণ বৃথা, কারণ সেরূপ স্থানে জন্তু কোন গন্ধ রাখিয়া যায় না যে তাহার অনুসরণ করিবে। একটী ছোট গন্ধ-গোকুলা শিকারী টেরিয়ার এইরূপ একটী খট্টাস দেখিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল কিন্তু স্পানিয়ল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল কারণ তাহার অভ্যাস বন্য মোরগ শিকার করা।

রোলিন বলেন দক্ষিণ আমেরিকায় বিপদজনক পেকারি শিকারে শিক্ষিত এক জাতীয় কুকুর আছে, যাহাদের শাবকদের প্রথমে বনে লইয়া গেলেই উপদেশ বিনা, সমস্ত কল কৌশল বৃদ্ধ কুকুরের মত অবলম্বন করিবে। এই কার্য্য প্রণালীতে অনভিজ্ঞ অন্য জাতীয় যতই বলবান হউক না কেন সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। আমেরিকার গ্রেহাউণ্ড হরিণের লাফাইয়া গলা না ধরিয়া পেট আক্রমণ করিয়া উল্টাইয়া দেয় যেরূপ তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে শিকার করিতে শিক্ষিত হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বংশানুক্রমিতা যেমন স্বাভাবিক সহজ জ্ঞানকে তেমনি অর্জ্জিত বিকারকেও চালিত করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইলে, সহজ জ্ঞানের বংশানুক্রমিতায়

কোন ব্যতিক্রম নাই, কিন্তু বিকৃতিতে অনেক আছে। বিকৃতিগুলি যখন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া দ্বিতীয় প্রকৃতি হইয়া শরীরের অংশ হইয়া পড়ে, এবং সহজ জ্ঞানের ন্যায় যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে তখনি তাহাকে পুরুষান্তরে চালিত করা যাইতে পারে। এই পার্থক্য এখন হইতে দেখিলে আবশ্যকীয় অনেক সিদ্ধান্তে পরে পৌঁছিব।

আমরা অকাট্য তথ্য হইতে দেখাইয়াছি যে বংশানুগতি সহজ জ্ঞানের চালনাকে শাসিত করে সে জ্ঞান আদিই হউক কিম্বা অর্জ্জিতই হউক। আমাদের চর্চ্চার এই অংশে যেখানে ঘটনা লইয়া ব্যাপার সেখানে এই ব্যাখ্যা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ বিষয়ে এক্ষণে বড়-লোকদের মত কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না, যাঁহারা বলেন যে নৈসর্গিক জ্ঞানকে গঠন করিতে বংশানুগতির প্রধান হাত রহিয়াছে, বস্তুতঃ এই সকল অনুমান অনুসারে মানসতত্ত্বের পুষ্টি বিষয়ে বংশানুক্রমিতাই প্রধান উপাদান এবং ইহার প্রভুত্ব এত বেশী যে এ সহজ জ্ঞানকে কেবল রক্ষা করে না তাহাকে সৃষ্টিও করে এজন্যই সহজ জ্ঞানের প্রকৃতির বেশী সাবধানতার সহিত বিচার করিতে বাধ্য হইতেছি এবং ঘটনার কথা আর না বলিয়া এই সকল অনুমানের কারণ বলিব। ইহা আপশোষের বিষয় যে সহজ জ্ঞানের অনুমানকে ভাসা ভাসা রকমে দেখা ভিন্ন উপায় নাই। সমস্ত মানস তত্ত্ব ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা জটিল প্রশ্ন আর কিছু নাই এবং শেলীং (Schelling) যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যুক্তি নহে যে চিন্তাশীলের পক্ষে জন্তুদিগের সহজ জ্ঞানের দৃশ্য অপেক্ষা আর গুরুতর বিষয় কিছুই নাই আর প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের ইহা ছাড়া আর ভাল পরীক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না। আমাদের এ বিষয়ের সংক্ষেপ আলোচনাকে দুটী প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করিব—সহজজ্ঞান কাহাকে বলে এবং কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি সহজ জ্ঞান হইতেছে অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন বুদ্ধির কার্য্য প্রণালী এবং দ্বিতীয়ের উত্তরে ইহা সম্ভব মনে হয় যে এ জ্ঞান হইতেছে বংশানুক্রমিতার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস।

ইহা অস্বীকার করা যায় না যে মোটে একশত বৎসর এ জ্ঞানের গম্ভীরভাবে আলোচনা হইতেছে, বর্ত্তমান শতাব্দী এ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক করিয়াছে বলিতে হইবে। অতীতকালে কেবল গোলমেলে চতুরতা সহিত উদ্ভাবিত লোক বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এখন ইহার প্রকৃত ক্ষেত্র, দর্শন ও পরীক্ষার ভিতর সরাইয়া লইয়াছেন। উহাদের দিক হইতে দেখিলে প্রথমেই ইহা মনে লাগে যে ঐ জ্ঞানের শরীর যন্ত্রের সঙ্গে পূর্ণ উপযোগিতা। কোন জন্তুর আকৃতি উহার অভ্যাসের অনুরূপ হইয়া থাকে; এবং যাহা ইহার শরীর যন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্তব্য তাহাই বাঞ্ছা করে, আরও ইহার শরীর যন্ত্র সেদিকে উত্তেজিত করে না যে দিকে ইহার ইচ্ছা নাই। ছুঁচা ইহার অভাব মোচনের জন্য মাটার নীচে থাকা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হওয়ায় ইহার শারীরিক যন্ত্রে এমন কিছু নাই যাহা ঐ প্রবৃত্তি হইতে তাহাকে সরাইয়া দিবে। যদিও ইহা দেখিতে পায় কিন্তু সে দৃষ্টি ঠিক নহে কারণ চক্ষু ছোট ও ঘন চুলের দ্বারা বেষ্টিত। ইহার সম্মুখের পায়ের থাবা গর্ত্ত খুঁড়িবার জন্য হইয়াছে চলিবার জন্য নহে। ঐ থাবা এরূপভাবে গঠিত ও সম্মুখের হাতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে না খুড়িয়া নড়া চড়ার জন্য ব্যবহার করিতে পারে না।

আমেরিকা দেশীয় জন্তু স্লোথ সমভূমির উপর অতি ধীরে ধীরে চলে কারণ তাহার পায়ের আঙ্গুলগুলি ভিতরের দিকে মোড়া, ঐ জন্য লোকের ভুল ধারণা হইয়াছে যে প্রকৃতি দেবীর এ জীবের উপর বিমাতার ন্যায় ব্যবহার। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ ভাবে ব্যবস্থিত যে ইহা অনায়াসে গাছে উঠিতে পারে এবং তাহার উপর বাস করিতে পারে। মাকড়সার পাগুলিকে এরূপভাবে সাজান ও প্রস্তুত করা হইয়াছে যে সমতলের উপর কষ্টে চলিতে পারে যেহেতু ইহার পা এক লাইনে সূতার উপর চলিবার জন্য তৈয়ারি যে সূতা কাটিবার মসলা ইহার শরীরের ভিতর থাকে। সাধারণতঃ আমরা এ কথা বলিতে পারি যে যেরূপ শরীর যন্ত্র তদ্রূপ জ্ঞান এবং যেরূপ জ্ঞান সেইরূপ শরীর যন্ত্র। কোন জীবের সহজ জ্ঞান জানা থাকিলে ভাল প্রাণীশাস্ত্রজ্ঞ ইহার শরীর বাহির করিতে পারেন, এবং উল্টাইয়া ধরিলে শরীর জানা থাকিলে জ্ঞান বাহির করিতে পারেন।

শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে এ সিদ্ধান্ত আপনিই আসিয়া পড়ে যে জন্তুর সহজ জ্ঞান ইহার শরীরের ফল। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যন্ত্র এমন কি প্রত্যেক মাংসপেশী বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে, আর সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করার প্রবণতা হইতেছে সহজ জ্ঞান। যে জীবের ভিতর সেই যন্ত্র কিম্বা পেশী থাকে তাহার অনুরূপ কার্য্য করিবার প্রয়োজন বোধ করাইয়া দেয়; অতিরিক্ত যন্ত্র কিম্বা পেশী নূতন প্রয়োজন কিম্বা সহজ জ্ঞান আনিয়া দেয়।

এজন্য বলিতে হয় কোন জন্তুর নৈসর্গিক জ্ঞান হইতেছে তাহার সমস্ত অঙ্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যোগ ফল। ইহা তাহাদের আবশ্যকীয় অপরিহার্য্য ফল এবং সেই শক্তি দ্বারা কার্য্য করিতে থাকে যাহার অধীনে জন্তু অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে।

এ ব্যাখ্যা খুব সরল বটে যদিও সকল বিষয়ে পাকা নহে। শরীরের অঙ্গের উপর যে স্বাভাবিক জ্ঞান নির্ভর করে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু ইহা তর্কের বিষয় যে ইহার উৎপত্তি কেবল ঐ হইতেই হয় কি না। এ রাজ্যের দৃশ্য সকল এত জটিল যে শরীর বিজ্ঞান সমস্তকে ব্যাখ্যা করিতে অযোগ্য এবং এই খানেই শারীরিক জীবন হইতে মানসিক জীবনে যাইবার রহস্যপূর্ণ পরিবর্ত্তন। শারীরিক পরিবর্ত্তন শুধু স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ হওয়ার জন্য শারীর বিজ্ঞানের ভিতর পড়ে, এবং মানসিক সহজ জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার জন্য মানস তত্ত্বের অধিকার ভুক্ত। এ পরিবর্ত্তন অগম্য এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং এই খানেই দেখা যায় যে শারীরতত্ত্ব ও মানসতত্ত্বের মধ্যে যে পার্থক্যকারী রেখা টানা হয় তাহা খামখেয়ালী এবং ইহা বলা অসম্ভব যে কোথায় এবং কেমন করিয়া মানসিক জীবন আস্তে আস্তে ক্রমশঃ শারীরিক জীবন হইতে মুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। প্রাণ সম্বন্ধীয় সমস্ত দৃশ্যের শেষ অবিশ্লেষণীয় লক্ষণ শারীর যন্ত্র তাহাও সহজ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করিতে অপর্য্যাপ্ত হয়। কারণ ঐ যন্ত্র যদি আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্ন মূর্ত্তিগুলির ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে উচ্চ মূর্ত্তিগুলিরও করিতে পারিবে কারণ ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য কেবল পরিমাণ ও জটিলতা লইয়া কিন্তু উচ্চগুলির যদি ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে নিম্নগুলিরও

পারিবে না। বিশ্ব-যন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ মূর্ত্তি যে চিন্তা তাহাকেও গতির রূপান্তর মাত্র বলা হয়। এ অনুমান যে বড় চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাহা হইলে জাগতিক সমস্ত দৃশ্যকে এক নিয়মের অধীনে আনা যায়, দ্রব্যের সামান্য অভিঘাত হইতে সামাজিক জীবন ও ইতিহাসের জটিল ঘটনা পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র যেহেতু চিন্তা ও গতি তুল্য মূল্য হইতে পারে না। প্রত্যেকেই চরম স্বস-মান পদার্থ এবং একটী আর একটীতে পরিবর্ত্তন করা যায় না।

এই সকল আনুমানিক চিন্তার সঙ্গে প্রকৃত ঘটনা হইতে যাহা পাই তাহা যোগ করিতে পারি। অঙ্গই যদি স্বাভাবিক জ্ঞানের কারণ হইল তাহা হইলে একটী বদলাইলে আর একটী বদলাইবে। পর্য্যবেক্ষণ দেখাইতেছে যে ইহা তাহা নহে, এবং আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে সাধারণ জ্ঞান ও শারীর যন্ত্রের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন নহে। ইউরোপের বীবর আমেরিকার বীবর হইতে চেনা যায় না, কিন্তু প্রথমোক্ত ছুঁচার মত মাটীতে গর্ত্ত করে এবং শেষোক্ত রীতিমত গৃহ নির্ম্মাণ করে। মাকড়সাদের জাল বুনিবার যন্ত্র এক থাকিলেও কেহ গোলাকার কেহ অসমান আকারের এবং কেহ কোন জালই বুনে না কেবল গর্ত্তে বাস করে এবং তাহাতে একটী দ্বার রাখে। বাসা নির্ম্মাণ জন্য পাখীদের যন্ত্র হইতেছে ঠোঁট ও পা কিন্তু সেই বাসার আকৃতি, নির্ম্মাণ কৌশল ও স্থান কত বিভিন্ন প্রকারের।

এখনকার মত ধরিয়া লওয়া যাউক যে, যে মতের আলোচনা হইতেছে তাহা যেন ঠিক, যদিও আমার জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাকে অনুমানই বলিতে হইবে। বিজ্ঞান এত রকম অদ্ভুত আবিষ্কারে আমাদিগকে অভ্যস্ত করিয়াছে যে এমত অসমর্থনীয় বলা হঠকারিতা হইবে। সহজজ্ঞান যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ফল নহে ইহা ধরিলেও ইহার প্রকৃতি কিরূপ সে বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এ অনুমান কেবল কোথা হইতে ইহা আসিল তাহাই বলে কিন্তু ইহা কি তাহা বলে না। সমস্ত জড়ের দৃশ্যকে গতিতে রূপান্তর করা যায় বলিয়া বিদ্যুৎ, শব্দ, উত্তাপ, আলোর পৃথক চর্চ্চাকে রোধ করে না; তদ্রূপ মানসিক দৃশ্য গতিতে পরিবর্ত্তিত হইলে সহজ জ্ঞান সংবেদন, কল্পনা. ইচ্ছা ইত্যাদির শক্তির পৃথক আলোচনা

নিবারণ করিতে না। যেরূপই হউক সহজজ্ঞান কি ? এ প্রশ্ন এখনও থাকিয়া গেল। সহজ জ্ঞান হইতেছে শরীর যন্ত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিমত্তার অজ্ঞাতসারের রূপ।

তৃতীয় ভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অজ্ঞাতসারে মানসিক দৃশ্য সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিব ; এবং কতকগুলি ঘটনা দেখাইব যে গুলিকে তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে কিন্তু সেগুলির ভিতর অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে কেবল এই বলিব যে মনের সচেতন কার্য্য ছাড়া বহু বিস্তৃত অনেক কার্য্য অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে ; সংজ্ঞা মানসিক জীবনের অভ্যাস-লব্ধ জিনিস, আবশ্যকীয় সঙ্গী নহে ; স্বাভাবিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সংবেদন, স্মৃতি ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে সংজ্ঞাহীন ও সংজ্ঞা যুক্ত হয়। এ কথা সম্ভবতঃ সহজ জ্ঞান রূপ সমস্যাকে বুঝিতে কিছু সাহায্য করিবে।

মনে কর কোন সভ্যজাতি পরিশ্রম বিভাগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে ; যেমন পূর্ত্তবিদ্যা-বিশারদ, কবি, স্থপতি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ইহারা নিজের বিদ্যা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। স্থপতি কেবল এক রকমের বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারে, পূর্ত্তবিদ্যা-বিশারদ কেবল এক রকমের সেতু প্রস্তুত করিতে পারে, কবি কেবল কবিত্বের পদ লিখিতে পারে, ইহারা সকলে মনে করা যাউক, যে যার কার্য্য নিঃসঙ্গ হইয়া করিতেছে। এ সকল কার্য্য স্বাভাবিক জ্ঞান হইতে হই-তেছে ভাবা যাউক তাহা হইলে স্থপতির তুলনা বীবরের সঙ্গে, পূর্ত্তকার্য্য বিশারদের মৌমাছি ও পিপীলিকার সঙ্গে, তাঁতীর মাকড়সার সঙ্গে ও ছুতারের উইএর সঙ্গে করা যাইতে পারে। সহজাত জ্ঞানের একমাত্র লক্ষণের অভাব যে ইহা মানুষের পক্ষে অন্তর্জাত হইতেছে না, এ অনুমান মানসিক ক্রিয়া সকল সহজ জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইল দেখাইতেছে ; বুদ্ধিমত্তাকে সংকীর্ণ সীমার ভিতর আবদ্ধ করিতে হইবে ও চেতনা বির-হিত করিতে হইবে ; ইহার নমনীয়তা ও বহুপ্রকারের উপযুক্ততা হইতে ইহাকে বঞ্চিত করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাকে ছাঁটিয়া দুঃখী করিতে হইবে।

ইহা অনুমান মাত্র, যাহাকে বর্জ্জন করিতে পারা যায়। সকলেরি জানা স্প্যাটানের একটী পরিচিত ঘটনা লইয়া এ প্রশ্নকে ভাল করিয়া

দেখা যাউক। স্বপ্নাটনিক চলাফেরা করে, দৌড়ায়, গ্যাসেণ্ডির ভৃত্যের ন্যায় খানা পরিবেশন করে, কবিতা লিখে, গান নকল করে, ধর্ম্মোপদেশ লিখে ও ভ্রম সংশোধন করে, সমস্যার সমাধান করে ও কণ্ডিল্যাকের ন্যায় পাত পাত দর্শন শাস্ত্রের কথা লিখে। এ সমস্ত জাগ্রত অবস্থাপেক্ষা ভাল করিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং সহজ জ্ঞানের মত অদ্ভুত স্থিরতার সহিত। এ সঙ্কট কালে কেবল সেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয় যাহা তাঁহার অভ্যস্ত কবি গান লিখে না, গায়ক কবিতা রচনা করে না এবং কৌণ্ডিল্যাক কে জাগিয়া উঠিয়া সূচী কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায় না। শেষে ইহা সহজ জ্ঞানের সদৃশ কারণ এ সমস্ত কার্য্য নিঃসজ্ঞ ভাবে সম্পন্ন হয়। স্বপ্নাটন যদি স্থায়ী ও অন্তর্জ্জাত হইত তাহা হইলে ইহাকে সহজ জ্ঞান হইতে পৃথক করা অসম্ভব হইত। এ সাদৃশ্য কুভিয়ার দেখাইয়াছেন এবং তিনি বলেন যে আমরা সহজ জ্ঞানের পরিষ্কার ভাব পাইতে পারি যদি স্বীকার করি যে জন্তুদিগের ঐন্দ্রিয় জ্ঞানের মূলস্থানে Sensorium প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা অবিরত সংবেদন রহিয়াছে যাহা তাহাদের কার্য্যকে স্থির করে যেমন সাধারণ কার্য্য প্রাত্যহিকের কিম্বা আকস্মিক বোধের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা একরূপ স্বপ্ন কিম্বা দৃশ্য যাহা সর্ব্বদাই তাহাদের ভিতর রহিয়াছে এবং সহজ জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগকে স্বপ্নাটনিক বলা যাইতে পারে। মুলার বলেন জীবদেহ মনশ্চক্রে উদিত মূর্ত্তি, ভাব ও প্রবৃত্তি সকলকে কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বিশেষরূপে অনুকূল। ইহার অভ্যন্তর ও বাহ্য সেই এক শেষ কারণের উপর নির্ভর করায় জন্তুর আকার ইহার প্রবৃত্তির অনুরূপ। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে মাকড়সার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাল নির্ম্মাণের প্রসঙ্গকে তাহার মনে স্বপ্নের ন্যায় উদয় করায়।

এদিকে স্বপ্নাটনের বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার কার্য্যকে স্বাভাবিক জ্ঞানের কার্য্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কেবল এই আবশ্যক যে বুদ্ধিমত্তাকে কতকগুলি বিশেষ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে যেমন কবিতা রচনা করা, গান লেখা ইত্যাদি, এবং এগুলিকে সব নিঃসজ্ঞ হইতে হইবে। অভ্যাসের দৃষ্টান্ত যে গুলিকে সহজ জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে সমান ভাবে

দেখায় বুদ্ধিমত্তা কেমন করিয়া সহজ জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। যেমন বুদ্ধির কার্য্য, আবৃত্তি (অর্থাৎ ইহার প্রসারতার সীমাবদ্ধ করণ) দ্বারা স্বয়ংকল অর্থাৎ নিঃসংজ্ঞ হইয়া যায়। তখন ইহাকে অভ্যাস কিম্বা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিতে পারি।

বুদ্ধিমত্তা কি করিয়া স্বাভাবিক জ্ঞান হইয়া যায়, ইহা বুঝা তত শক্ত নহে, সাধারণ লোকে যত মনে করে; আমরা যদি অন্তর্জাত গুণটা ছাড়িয়া দি, তাহা হইলেও এরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখিতে পাই। সহজ জ্ঞানকে, বিশেষ শ্রেণী সম্পর্কীয়, পৃথক বৃত্তি করিবার কোন কারণ নাই; এবং এই রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত দৃশ্যের, ভগবানের সাক্ষাৎ কার্য্য ছাড়া, আর কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না, এরূপ ভাবিবারও কারণ নাই। এই ভুল, অসম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানের জন্য হইয়াছে যাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে কোন কার্য্য হইতে পারে ইহা স্বীকার করে না।

স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য প্রদর্শনে, আমরা এত অভ্যস্ত, যে এ দুটাকে এক বলিলে, যেন বিরুদ্ধ বাক্য হয়—যখন আমরা বলি যে সহজ জ্ঞান অন্তর্জাত অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বয়ংকল, ও বুদ্ধিমত্তা, অর্জ্জিত, পরিবর্ত্তনীয়, ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

নৈসর্গিক জ্ঞানকে অন্তর্জাত বলা হয়, কিন্তু এরূপ অনেক জ্ঞান অর্জ্জিত দেখা যায়, এবং পরে ব্যাখ্যাত হইবে, এরূপ একটী অনুমান বলে, যে সমস্ত স্বাভাবিক জ্ঞানই কেবল বংশানুগ অভ্যাস মাত্র। অপর দিকে দেখিতে পাই যে বর্ত্তমান দার্শনিক মতাবলম্বীরা বুদ্ধিমত্তাকে এক ভাবে অন্তর্জাত বলেন, এবং সেই অনুমানকে অগ্রাহ্য করেন, যাহাতে বলে মানুষ মসৃণ ফলক tabula rosa লইয়া জন্মায় কিন্তু যে অনুমানে বলে যে পূর্ব্ব নিরূপিত স্নায়ুমণ্ডল ও শরীর ও প্রচ্ছন্ন ভাব এবং চিন্তার অনুমান সিদ্ধ আকার (a priori forms thought) লইয়া মানুষ জন্মায়, সেও এমতকে বিশ্বাস করে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে নিখুঁত, পার্থক্য কিছু নাই।

সত্য বটে বুদ্ধিমত্তা পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু সহজজ্ঞানও তাহাই। শীতকালে রাইন নদীর বীবর হাওয়ার দিকে দেওয়ালে পলস্তরা দেয়, এক সময়ে সে নির্ম্মাতা ছিল এখন খনক, এক সময়ে সমাজে বাস করিত এখন একক।

ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তা আর কি পরিবর্ত্তনশীল হইবে? অপর স্থানে ইহার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সহজজ্ঞান রূপান্তরিত, নষ্ট ও পুনর্ব্বার উদ্বোধিত হইতে পারে।

বুদ্ধিমত্তাকে প্রায়ই সংজ্ঞাযুক্ত দেখা যায় কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাও সংজ্ঞাহীন ও স্বয়ংচল হইয়া পড়ে, এবং এরূপ হইলেও ইহার একত্ব হারায় না; সহজজ্ঞান ও এত অন্ধ ও যন্ত্রবৎ নহে যেরূপ ভাবা যায় কারণ ইহারও ভুল হয়। বোল্‌তা যে কাগজটীকে ভাল করিয়া ছাঁটিতে পারে না আবার আরম্ভ করে; মৌমাছি অনেক চেষ্টা ও পরিবর্ত্তনের পর ইহার চাকের ঘরটীকে ষড়ভুজ করে। ইহা বিশ্বাস করা যায় না, যে উচ্চ শ্রেণীর জন্তুদের ষড় রকমের সহজ জ্ঞানের সঙ্গে, গোলমেলে চেতনা জড়িত থাকে না, কাজেই বলিতে হয় যে বুদ্ধিমত্তা ও সহজ জ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নাই, এবং ইহাদের ভিতর এমন কোন লক্ষণ নাই যে তাহার একাধিকৃত সম্পত্তি। বুদ্ধিমত্তা ও সহজ জ্ঞান নিষ্পন্ন কার্য্যের মধ্যে বৈপরীত্য আছে বটে, কিন্তু তাহা চরম অবস্থায় দেখা যায়। সহজ জ্ঞান উঠিয়া বুদ্ধিমত্তার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, আবার বুদ্ধিমত্তা নামিয়া সহজ জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হয়। ইহাদের পার্থক্য ও সাদৃশ্য উভয় মনে রাখিতে হইবে।

বুদ্ধিমত্তারূপ দর্পণে বিশ্ব সংসার প্রতিবিম্বিত হয়। ইহা এক অদ্ভুত যন্ত্র, যে বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া তাহার পরিমাণ করে ও তাহার ন্যায় অসীম। বহু পুরুষের রাশীকৃত উন্নতি ইহাকে ইহার গ্রহণীয় পদার্থের অনুরূপ করিতে ইহাকে প্রবণ করে, দেশ কালের ভিতর দিয়া, এবং জীবিত প্রাণীর অসীম বৈচিত্রের মধ্য দিয়া, ইহার অভিব্যক্তির সময়ে কেবল সেই আদর্শের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, যাহার দ্বারা সমুদায় পদার্থকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্য হইতে, বিশ্বের অনন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত নিয়ম পর্য্যন্ত, তুলিতে পারিবে। সহজ জ্ঞান ইহা অপেক্ষা বিনীত, সংসারকে একটী ছোট কোণের ভিতর দিয়া প্রতিবিম্বিত করে; ইহার সম্বন্ধ সকল সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ উপায়ের উপযোগী এবং অল্প সংখ্যক অবস্থার উপযুক্ত। বৃহৎ প্রাসাদ যেখান হইতে অসীম দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হয় তাহার পরিবর্ত্তে ইহা হইতেছে একটি মাত্র জানালাযুক্ত অনুচ্চ কুটীর। কিন্তু বাহির হইতে যদি সহজ জ্ঞান ও

বুদ্ধিমত্তার উপর দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে ইহাদের কার্য্যপদ্ধতি একই মনে হয়।

ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে যে সহজ জ্ঞান একই রকমের দৃশ্যের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, কারণ সংজ্ঞাহীনতার জন্য, ভাবিয়া চিন্তিয়া তুলনা করিয়া বাছিয়া লইয়া উন্নতি করিতে পারে না।

এখনও আমাদের দেখিতে হইবে যে সহজ জ্ঞানের এই অসীম বৈচিত্র কোথা হইতে আসিল, প্রত্যেক জাতির প্রাণী সংসারকে কেন একটী কোণের ভিতর দিয়া দেখে, এবং অপর কোন কোন্ ব্যবহার করিতে পারে না! এ সকল পার্থক্য শরীর যন্ত্রের ভিন্নতা জন্য হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; এই অনুসন্ধানে প্রবেশ করিতে হইলে, আমাদের বিষয় হইতে অনেক দূরে, তফাতে লইয়া ফেলিবে।

IV

সহজ জ্ঞানের প্রকৃতি কিরূপ. এ প্রশ্ন অপেক্ষা তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে, ইহা আরও কঠিন। এ প্রশ্ন আজ পর্য্যন্ত কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই. তবে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে, প্রাণীর গণ ও জাতি লইয়া বাদানুবাদের কালে ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক তর্কে উঠিয়াছে। বড় বড় লোকে যে দুরূহতর প্রশ্ন লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছেন তাহার মীমাংসা করিতে পারিব এরূপ ভাণ করিতেছি না তবে একটা অনুমান মাত্র করিতে পারি। ইহা বংশানুগতির উপর, স্থাপিত এই বলিয়া ইহার কথা কিছু বলিতে হইবে:

পাঠক অবগত আছেন যে, যে অনুমানের খসড়া ডিঃ ম্যালেট, রোচিনেট এবং প্রধানতঃ ল্যামার্ক করিয়াছেন এবং যাহা আমাদের সময়ে ডারউইন এবং ওয়ালেস কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই এখন ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্সের বড়লোকদের স্বীকৃত মত। এ মতানুসারে (Species) জাতি পরিবর্ত্তনশীল, এবং সামান্য পার্থক্য একত্র হইয়া এবং বংশানুক্রমিতার দ্বারা স্থায়ীভাব ধারণ করিয়া, পৃথক জাতি

হইয়া পড়ে। উপস্থিত (genus) এবং (Species) এবং জাতিগণ বহু প্রকারের হইলেও ৩টী ৪টী হয় ত ১টী আদি আদর্শ হইতে হইয়াছে। এরূপ করিতে এইমাত্র আবশ্যক যে কতকগুলি পার্থক্য স্বয়ংজাত হইয়া উঠিবে। এই পার্থক্য যদি জীবনের নূতন অবস্থার উপযোগী হয়, জীবন সংগ্রামে যদি ব্যক্তি বিশেষকে একটী অতিরিক্ত অস্ত্র দেয়, এবং তাহা যদি বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হয় তাহা হইলেই নূতন জাতি তৈয়ারি হইল, এবং এই সকল কারণ, কার্য্য করিতে থাকিলে দিন দিন আদিম আদর্শ হইতে তফাৎ হইতে থাকিবে। স্বয়ংজাত পার্থক্য জীবন সংগ্রাম, নির্ব্বাচন, সময়, বংশানুক্রমিতা, এই সকল উৎপাদকের সাহায্যে জীবিত প্রাণীদিগের বিকাশ ও জাতি সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

এই সাহসের অনুমান সহজ জ্ঞানের উপর নূতন আলো বিস্তার করিয়াছে। সকল জীবের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি অন্যোন্য সম্বন্ধী, আদিতে মৌলিক জীব ছাড়া, যদি আর কিছু না থাকিত, তাহাদের সহজজ্ঞানও মোটা রকমের হইত। সহজ জ্ঞানেও দেহের ন্যায় স্বয়ং-জাত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ন্যায় জীবন সংগ্রাম ও বংশানু-ক্রমিতার আইনের অধীন থাকে, জাতি সৃষ্টি করার বিষয়ে ইহাদের যদি ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে সহজ জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই থাকিবে। নূতন অবস্থার উপযুক্ত কোন দৈহিক বিকার হইতে যদি পূর্ব্ব পন্থা হইতে বিচ্যুতি উৎপন্ন করে এবং পূর্ব্বের অবস্থার উপর উন্নতি বলিয়া তাহা যদি স্থায়ী হইতে পারে, তাহা হইলে মানসিক বিকার সম্বন্ধে ঐরূপ কেন না হইবে। সহজ জ্ঞানের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন হইতে যদি প্রাণীর শিকার ধরিতে ও নূতন শত্রুর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে বেশী সুবিধা হয় তাহা হইলে অবস্থা যতই জটিল হউক না কেন ইহার বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশী হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত জাতিকে নিত্য বলিয়া ভাবা হইত সহজজ্ঞান কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। এ অতি সামান্য ব্যাপার

বলিয়া মনে হইত, যে জাতি সমস্ত দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি লইয়া সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে। অপর দিকে ক্রমবিকাশ-বাদীরা বলেন যে সহজজ্ঞান যাহা এখন দেখা যায় তাহা অত্যন্ত জটিল, এবং সময় ও বংশানুক্রমিতা আস্তে আস্তে যোগ হইয়া হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরকে পৃথক লইয়া সাবধানে বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এবং তুলনা, সাদৃশ্য ও বিশেষ ঘটনা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওনের প্রথা দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থা নির্ণয় করিতে হইবে, এবং ইহা হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া প্রাচীন স্তরে যাইতে হইবে। জটিল হইতে সরলে এইরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়া, কতকগুলি নিম্ন মানসিক প্রকাশে আসিয়া পৌছাইতে হইবে যাহাকে সমস্ত শ্রেণীর উদ্ভব স্থান মনে করিতে পারি।

শরীর যন্ত্রের অণুকোষ যে কার্য্য করে, মানসিক জীবনে বুদ্ধিমত্তার ক্ষুদ্রতম অংশকে প্রথমে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেখি; ইহার পর ক্রিয়া এবং ইচ্ছা ঘটিত নহে এরূপ স্নায়বিক ক্রিয়াকে আসিতে দেখি যেগুলি আবৃত্তি হইতে অভ্যাসে পরিণত হইয়া বংশানুগতির দ্বারা স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর বিকৃতি আসে যেগুলি অভ্যাসের ভিতর দিয়া যাইয়া বংশানুক্রমিতার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে একদল বংশানুক্রমিক অভ্যাস আসিয়া পড়ে। অভিব্যক্তি-বাদীদের মতে ইহাই সহজ জ্ঞানের আদি।

ডারউইন বিশেষ পারকতার সহিত বৈজ্ঞানিক আকারে এ মতের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তিনি অব্যাখ্যানীয়, অদ্ভুত জটিল স্বাভাবিক জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করিতে সাহসের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন; বিশেষতঃ পিপীলিকা ও মৌমাছির দৃষ্টান্ত লইয়া, ইহাদের কার্য্যের বিচিত্র দৃশ্যের কি করিয়া নির্ব্বাচন হইল ও বংশানুক্রমিতা ও কতকগুলি সরল সহজজ্ঞান দ্বারা উৎপত্তি হইল, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অপর কোন প্রাণীর সহিত তুলনা না করিয়া, যদি মৌমাছিকে দেখি, ইহার মধুচক্রের কোষ নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই, এবং

কিরূপে হইল বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা ধরিয়া লইয়া থাকি যে সৃষ্টি হইতে এইরূপ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ বিকার হইতে পরিবর্ত্তনের শ্রেণীর উৎপত্তি দেখিলে, প্রকৃতি দেবীর সৃষ্টি প্রকরণ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। ভোমরা ও মেলিপোনা মেক্সিকো দেশের মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

ভোমরা মোটা রকমের সহজ জ্ঞান দেখায়। পুরাণ গুটিপোকার কোষের ভিতর ইহার মধু জমা করে, ও তাহার ভিতর ছোট ছোট মোমের নলও যোগ করে। মধ্যে মধ্যে বিশৃঙ্খল, গোলাকার, ছাড়া ছাড়া কোষও নির্ম্মাণ করে।

পূর্ণাবয়ব মৌমাছিদের কোষ ও ভোমরার মোটা রকমের সরল কোষের মধ্যে দাঁড়াইতেছে মেক্সিকো দেশের পোষমানা মেলিপোনার কোষ। গঠনে, মৌমাছিও ভোমরার মধ্যবর্ত্তী হইতেছে মেলিপোনা, যদিও শেষোক্তের সহিত সাদৃশ্য অধিক। ইহারা সুশৃঙ্খল মোমের চাক নির্ম্মাণ করে যাহার ভিতর চোঙ্গের ন্যায় কোষ থাকে যাহাতে ডিমগুলিকে ফোটান হয়, এবং কতকগুলি মধুর ভাণ্ডার জন্ম বড় বড় কোষ থাকে, যে কোষগুলি প্রায় গোলাকার ও দূরে দূরে স্থিত। হিসাব করিয়া ইহা ধরা হইয়াছে যে মেলিপোনা যদি তাহার কোষগুলি সমান সমান দূরে এক আকারের সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক দুইটী পর্দ্দায় সাজান হয় তাহা হইলে মৌমাছির চাকের ঠিক সদৃশ হইবে। ডারউইন বলেন যে এ সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসে আসিতে পারি যে মেলিপোনার সহজ জ্ঞানকে সামান্য রকম পরিবর্ত্তন করিলে তাহারা মৌমাছির বিস্ময়কর মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত সুবিধা হিসাবে দেহের ও সহজ জ্ঞানের ছোট ছোট বিকার একত্র করিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কার্য্য করে, এখন প্রশ্ন হইতেছে, অপর জ্ঞানের নহে, কেবল বাটী নির্ম্মাণের জ্ঞানের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে, কিরূপে মৌমাছির স্থপতি বিদ্যার কৌশল জন্মিল। ডারউইন ইহার উত্তরে বলেন যে মাছিকে অনেক মধু খাইয়া সামান্য মোম বাহির করিতে হয়; এবং শীতকালে ইহা কেবল মধু খাইয়া থাকে। মোম যত বাঁচিবে, মধুও তত

বাঁচিবে, এবং চাকের ভবিষ্যৎ কার্য্যে লাগিবে। এখন ভাবা যাউক, ভোমরা শীতকাল জড়বৎ হইয়া যাপন করে, এজন্য অনেক মধুর দরকার হয়; কাযেই সহজ জ্ঞানের কোনরূপ পরিবর্ত্তনে, যদি কোষগুলি কাছাকাছি তৈয়ারি করায়, একটী দেওয়ালে ২টী ঘর হইলে, কতকটা মোম বাঁচিল ও ইহাতে অধিক সুবিধা হইল। ভোমরাদের পক্ষে আরও সুবিধা হইতে পারে, যদি মেলিপোনার কোষের মত, শৃঙ্খলার সহিত অনেকগুলিকে একসঙ্গে নিকটবর্ত্তী করিয়া তৈয়ারি করিতে পারে। মেলিপোনার পক্ষেও সুবিধার হইবে যদি কোষগুলিকে আরও গায়ে গায়ে লাগাইয়া তৈয়ারি করিতে পারে, আর তাহা হইলে মৌমাছির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চাকের কাছে যাইয়া দাঁড়াইবে। সমস্ত জানা সহজ জ্ঞানের মধ্যে মৌমাছির এই বিস্ময়কর জ্ঞান প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কেবল পর পর সরল জ্ঞানের সামান্য বিকৃতির সুবিধা লইতে হইবে।

কতকগুলি পিপীলিকার দাস করিবার প্রবৃত্তিকে ডারউইন ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পি. হিউবারের বিখ্যাত পর্য্যবেক্ষণ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে স্ত্রী পিঁপড়ারা কাল পিপীলিকার ডিম লইয়া যায় তাহাদিগকে দাস করিবার জন্য। যুদ্ধ করা ছাড়া অপর কার্য্যে অনুপযুক্ত থাকায়, কাল পিঁপড়ারা তাহাদিগকে খাওয়ায়, বহিয়া লইয়া যায়, যত্ন করে ও শাসন করে। ইংলণ্ডে এক জাতীয় লাল পিঁপড়াদের দাস আছে যাহাদিগকে বাসার কার্য্যে নিযুক্ত করে, যাহাতে নিজেরাও খাটে। ডারউইন এরূপে ইহার ব্যাখ্যা করেন; প্রথমে বিদেশীয় বাসা হইতে কতকগুলি ডিম খাদ্যের জন্য চুরী করা হইল, কতকগুলি তাহার মধ্যে ফুটিয়া সমাজের কার্য্যকরী সভ্য হইল ও অনেক কাজে লাগিল। এজন্য দাস করিবার অভিপ্রায়ে ডিম ধরিয়া আনার প্রবৃত্তি জন্মিল। তারপর প্রভুরা কতকটা পরিশ্রমের কার্য্য ইংরাজ পিপীলিকাদের মত দাসদিগকে দিল, পরে সুইস পিঁপড়াদের মত একবারে কার্য্য ছাড়িয়া দিল।

ফ্রান্স দেশে যে সকল প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ ডারউইনের মত শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যকে অধিক মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, তাঁহারাও ঐ মত অবলম্বন

করিয়াছেন, যাহা সহজজ্ঞানকে বংশানুক্রমিক অভ্যাসের উপর আরোপ করে। যে দার্শনিক, মানসতত্ত্বের দিক হইতে ইহাকে দেখিয়াছেন তিনি হইতেছেন হার্বার্ট স্পেন্সার। দৃষ্টান্তের স্বরূপ, তিনি কোকিল, পিপীলিকা ও বীবরের সহজজ্ঞানের কি করিয়া উদ্ভব হইল, শুধু তাহা দেখান নাই কিন্তু সাধারণ রকমে ক্রমবিকাশের ক্রিয়া পদ্ধতি ধরিয়া, বংশানুক্রমিতা ও নির্ব্বাচনের দ্বারা সরল সহজজ্ঞান হইতে জটিল জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হইল তাহারও বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডারউইন ইহাদের আদি উৎপত্তি স্থানের কথা কিছু বলেন নাই, স্পেন্সার কিন্তু ইহার প্রকৃত সম্পূর্ণ উৎপত্তির ইতিহাস দিয়াছেন। এই কঠিন সমন্বয়ের প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করিবা মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যের একত্র সংযোজনের দিক হইতে ধরিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, মনের উর্দ্ধগামী ক্রমবিকাশের প্রথম অবস্থায় আমরা সহজজ্ঞানকে দেখিতে পাই। স্পেন্সার সাধারণে স্বীকৃত মানসিক বৃত্তি যথা সহজজ্ঞান, স্মৃতি ও বিচারশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পায়েন না, কেবল কতকগুলি ক্রিয়াকে সুবিধার জন্য একত্র করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে। এ সব দৃশ্যের এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে পরিবর্ত্তন ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই উর্দ্ধগামী শ্রেণীতে সহজ জ্ঞান, ইচ্ছা বিরহিত স্নায়বিক ক্রিয়া ও স্মৃতির মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে; এজন্য সহজজ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ স্মৃতি ও স্মৃতিকে এক রকম জায়মান সহজজ্ঞান বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সহজজ্ঞানকে, মিশ্র ইচ্ছা বিরহিত ক্রিয়া (reflex action) বলিতে পারা যায়। পর পর জটিলতার সহিত যুক্ত হইয়া, ইচ্ছা বিরহিত কার্য্য হইতে ইহার উৎপত্তি। ইচ্ছা বিরহিত সরল কার্য্যে যখন থাকে, তখন একটী ধারণার পরে একটী সঙ্কোচন আসে; ঐ কার্য্যের উচ্চরকম পরিপুষ্ট আকারে, একটী ধারণার পরে অনেকগুলি সংকোচন আসে। যাহাকে সহজ জ্ঞান বলিয়া বুঝি, তাহাতে অনেকগুলি ধারণার অনেকগুলি সংকোচন অনুবর্ত্তী হয়। কট্‌কটিয়া পাখী সম্বন্ধে ঠিক তাহাই হইয়া থাকে, যে ডিম হইতে বাহির হওয়া মাত্র ঠোঁট দিয়া পোকা ধরিবে। সহজ জ্ঞানের প্রশ্ন এখন ইহাতে নামিয়া আসিল যে, ক্রমশঃ জটিল হইতেছে যে ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া, তাহার ঐরূপ সরল ক্রিয়া হইতে কিরূপে উদ্ভব হয়।

বহুদর্শন জ্ঞান রাশীকৃত হইয়া কিরূপে এ পরিবর্ত্তনকে আনয়ন করে তাহাকে বুঝাইবার জন্য স্পেন্সার নিম্নশ্রেণীর একটী জলজন্তুর দৃষ্টান্ত লইয়াছেন যাহার কেবল প্রাথমিক চক্ষু হইয়াছে, স্পর্শের পূর্ব্বাভাস এই জায়মান চক্ষু পাইয়া ঐ জীব জলের ভিতর দিয়া তাহার চক্ষের নিকটে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ যাইলে তাহা দেখিতে পাইবে। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল পদার্থ তাহার শরীরের সংস্পর্শে আসিয়া স্পর্শানুভূতি উৎপন্ন করিবে ও তাহা হইতে সংকোচন আসিবে, যাহা হইতেছে জীবনীশক্তির যন্ত্রবৎ বিশৃঙ্খল। এরূপ জীবদিগের মধ্যে ক্রমাগত পর পর এই সকল হইতে লাগিল—দর্শনের অনুভূতি স্পর্শানুভূতি ও সংকোচন। এইরূপ ক্রমে মানসিক অবস্থা সকল ঘটিতে লাগিল, বার বার হওয়ায় স্নায়বীয় অবস্থাগুলি এরূপ জমাট বাঁধিয়া গেল যে একটী উদয় হইলেই অপরগুলি পর পর আসিয়া দাঁড়াইবে।

প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি এখন বাড়িয়া গিয়াছে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই পদার্থগুলি বেশী দূরে দ্রষ্টব্য হইবে এবং ক্ষুদ্র পদার্থগুলিকে অল্প দূরে দেখিতে পাওয়া যাইবে; এ অবস্থায় যদি ধাক্কা লাগে সে অতি সামান্য ও নিকটে ছোট বস্তুর দ্বারা তাহা হইবে। ইহাতে প্রবল সংকোচনও হইবে না কেবল পেশীর আংশিক টান—যেমন শিকার ধরিতে গেলে জন্তুদের হইয়া থাকে। ইহাতে দৃষ্টি সম্বন্ধীয় একটী ছাপ পড়িল, পেশীতে টান পড়িল; যে টানের দ্বারা নিকটের ক্ষুদ্র বস্তু ধরিতে পারিবে এবং নিজের খোলার ভিতর ঢুকিতে পারিবে ও শত্রুর হাত হইতে পেশীর খেঁচুনির দ্বারা পলাইতে পারিবে।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক যে জীবের চক্ষুর আরও বিকাশ হইয়াছে এবং জলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহার নিকটের পদার্থগুলির মধ্যে, সম্মুখের গুলি ইহার উপর বেশী জোরে ছাপ দিতেছে। এইগুলিকে প্রথম দেখে ও স্পর্শ করে এবং ধরিবার যন্ত্রের দ্বারা ইহাকে ধরিয়া খাদ্য করিয়া লয়। এ সকল মানসিক অবস্থা পর পর আসিতেছে বোধ করিবে, চক্ষুর ভিতরের চিত্রপত্রের স্নায়ুতে সামান্য উত্তেজন অনুভব করিবে, গ্রহণোপযোগী হাত পায়ের স্নায়ুতে ও কতকগুলি পেশীতেও

উত্তেজনা অনুভূত হইবে। অগণ্য বংশপরম্পরায় আবৃত্তিতে এ সকল ভাব দৃঢ়রূপে এরূপ সম্বদ্ধ হইবে যে একটী আসিলেই অপরগুলি আসিবে।

এখানে দেখিতে পাইতেছি যে সরল সহজজ্ঞান, আবশ্যকীয় অবস্থায় পড়িয়া রাশীকৃত বহুদর্শন জ্ঞান দ্বারা, স্থায়ীভাব ধারণ করিতেছে। মানসিক ভাব কোনরূপ পর্য্যায়ে যত শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকিবে, তাহাদের এক সঙ্গে জমিয়া যাইবার ঝোঁক হইবে এবং অবশেষে অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়িবে; এই ঝোঁক পর পর পুরুষানুক্রমে চালিত হইলে বাড়িতে থাকিবে, এবং বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে স্নায়বিক ক্রিয়া সকল স্বয়কল হইয়া পড়িবে। তদ্রূপ কোন জাতির পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, সেই জাতীয় ব্যক্তিদিগকে পর পর পরিবর্ত্তনের সংস্পর্শে যদি আসিতে হয় এবং সেই জীবের শরীর যদি এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে বার বার আগত সেই বস্তু জটিল হইলেও তাহার ধারণা লইতে সক্ষম হয়; তাহা হইলে ভিতরের সম্বন্ধের এই বাহিরের নূতন সম্বন্ধের মিল হইয়া যাইবে এবং অবশেষে তাহা দেহ সম্বন্ধীয় জিনিস হইয়া পড়িবে। এই প্রকারেই উন্নতির পর উন্নতি হইয়া থাকে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে সহজজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে ইহা একটী সম্ভবনীয় মোটামুটি বর্ণনা। অনন্ত রকমের বৈচিত্র জটিলতা পূর্ণ, স্বাভাবিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা অসম্ভব। যে স্বীকৃত সত্য লইয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহা দুষ্প্রাপ্য, এবং পাইলেও সকলগুলিকে এক সঙ্গে পাওয়া অসম্ভব।

কেমন করিয়া সহজজ্ঞানের উৎপত্তি হইল ইহা লইয়া আমাদের বিচার করিতে হইবে না, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের বাহিরে ও আমাদের ক্ষমতার অতীত। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এ প্রশ্ন, জাতির উৎপত্তির প্রশ্নের সহিত সংযুক্ত, বিজ্ঞান এখনও এ সমস্যার সমাধান করে নাই, যদি কখনও করা সম্ভব হয়। ডারউইনের মত, যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে ধরিতে হইবে, যে সহজজ্ঞান সকল ক্রমে ক্রমে অর্জ্জিত এবং যাহাকে নির্দ্ধারিত বলিয়া দেখিতেছি, তাহা প্রথমে পরিবর্ত্তনীয়

ছিল, এবং সমস্ত স্থায়িত্ব, বংশানুক্রমিতা হইতে আসিয়াছে, যাহার কার্য্য রক্ষা করা ও জমা করা, সহজজ্ঞান সৃষ্টি বিষয়ে বংশানুগতিই প্রধান।

সরলতা ও প্রসারতা জন্য ক্রমবিকাশ মত, যতই শোভনীয় হউক না কেন প্রকৃত তথ্যের রাজ্যে ইহার অনেক প্রতিবন্ধক আছে। ইহার দ্বারা অনেক জিনিষ ব্যাখ্যাত হয়, কিন্তু অপর কতকগুলি আছে যেখানে ইহা হোঁচট্ খায়। একটী প্রতিবন্ধক হইতেছে, বন্ধ্যা কীট পোকা কিরূপে হইল, সেই একই রকমের শরীর একই রকমের সহজ জ্ঞান কিন্তু বংশ রক্ষা হইল না। কার্য্যকরী পিপীলিকাদের বিস্ময়কর জ্ঞানের এ অনুমানের দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না, কারণ বন্ধ্যাদের মধ্যে নির্ব্বাচন ও বংশানুক্রমিতা থাকিতে পারে না। ডারউইন কৌশলে ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ইহার দ্বারা তাঁহার সমস্ত অনুমানটী উল্টাইয়া যাইবার প্রথমে উপক্রম হইয়াছিল। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা বলা সম্ভব নহে যে এ জ্ঞান বংশানুক্রমিতা অভ্যাসের ফল না আদিম স্বাভাবিক সত্যের ফল যে সত্যকে আর কিছুতে পরিণত করা যায় না। এমন কিছু নাই যাহার দ্বারা ইহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারি।

সহজজ্ঞান বংশানুক্রমিক অভ্যাস, একথাটী এত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ যে ইহার ঠিক সংজ্ঞা হইয়াছে বলা যায় না। অভ্যাস একই কার্য্য বার বার আবৃত্তি করা হইতে জন্মায়; ইহাতে আদি কার্য্য কিম্বা অবস্থা বুঝাইতেছে যাহার আবৃত্তি হইতেছে অভ্যাস। আমি এখন চিত্র করিবার, লিখিবার ও হিসাব করিবার অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু প্রথমে এ কার্য্যগুলিকে আস্তে আস্তে কষ্টের সহিত ইচ্ছা শক্তির চেষ্টায় করিতে হইয়াছিল। সহজজ্ঞান যদি অভ্যাস হইল তাহা হইলে কোন কিছুর অভ্যাস অভ্যস্ত অভ্যাসের পূর্ব্বে কোন আদি অভ্যাস রহিয়াছে তাহা হইতেছে নিম্নতম মানসিক অবস্থার ক্রিয়া, সেই ন্যূন বুদ্ধিমত্তা যাহার ভিতর বোধ ও ইচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, ইহারই, গোল মেলা অবস্থা হইতেছে সহজজ্ঞান। সহজ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আবার

সেই সিদ্ধান্তে আসিয়া পড়িলাম। এখানে সাবধানতার বিশেষ দরকার; বুদ্ধিমত্তা যদি বীজে না থাকে এমন কি নিম্নতম মানসিক কার্য্যে তাহা হইলে পৃথিবীতে যত রকম রূপান্তর ও ক্রম বিকাশ থাকুক না কেন, ইহাকে সেখানে আনিতে পারিবে না; সাবধান না হইলে ক্রমাগত ভ্রমে ও ফাঁকিতে পড়িয়া ভাবিতে হইবে, যে যাহা প্রথম হইতে কোন জিনিসে নাই, তাহা হইতে বাহির হইতে পারে। সামান্য বুদ্ধিমত্তা থাকিলেও সহজে বুঝিতে পারি যে তাহা কিরূপে বর্দ্ধিত হইল। গাছ হইতে বীজ হইতে পারে কিন্তু বীজ না থাকিলে গাছ হইবে কোথা হইতে। এজন্য বিশেষ দরকার যে বংশানুক্রমিক অভ্যাস হইতে সহজজ্ঞানের উৎপত্তি না বলিয়া মানসিক অভ্যাস হইতে উৎপত্তি বলিতে হইবে।

এক কথায় বলিতে গেলে, যে মত সহজ জ্ঞানকে নির্দ্ধারিত কিম্বা সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতর পরিবর্ত্তনশীল মনে করে, সেখানে বংশানুক্রমিতার কার্য্য হইতেছে রক্ষণশীলতা।

ক্রম বিকাশের মতে, বংশানুক্রমিতা হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হয়, কারণ ইহা না থাকিলে কোন অর্জ্জিত বিকৃতি বংশপরম্পরায় চালিত হইতে পারিত না, আরও সহজজ্ঞানের সামান্যরূপ জটিলতা ও তৈয়ারি হইতে পারিত না।

আমাদের সহজজ্ঞানের সমাধানের সঙ্গে উভয় অনুমানই ঠিক মিলে। ইহাতে কিছু আসে যায় না যে নিকৃষ্টতম বুদ্ধিমত্তা ক্রমবিকাশের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এইরূপ হইবে কিম্বা নিম্ন রকমের বুদ্ধিমত্তা অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইয়া রহিবে। আমাদের দিক হইতে দেখিলে সহজ জ্ঞানের বংশানুক্রমিতা যখন ঠিক হইল তখন বুদ্ধিমত্তার বংশানুক্রমিতা ও আংশিক ভাবে উহার উপযুক্ত স্থানের কিছু অগ্রে ধরা হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় গুণাগুণের বংশানুক্রমিতা।

শারীরিক ও মানসিক গুণের মিশ্রণে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে; ইহার আরম্ভ ইন্দ্রিয়ে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় চেতনায়। সাধারণ মতের অভ্রান্ততা অতিশয় সন্দেহের বিষয় যে মতানুসারে আমাদের উপলব্ধি (সংবেদন) Sensation যাহার দ্বারা জড়জগৎকে আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইতেছে অবিভাজ্য চরম দৃশ্য। এই বৃহৎ বিষয়ের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও ইহা বলা আবশ্যক যে উপলব্ধি সকলের ভিত্তি দৈহিক এবং শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের উপর ধরিলেও বর্ত্তমান মানসতত্ত্ব বিশেষতঃ ইংলণ্ডের বেন ও হার্বর্ট স্পেন্সার জার্ম্মনীর হেল্মহল্‌জ্ ও উণ্ড (wundt) ফ্রান্সের টেন দেখাইয়াছেন যে রসায়ন শাস্ত্র জড় বস্তুকে প্রথমে যেমন সরল বলিয়া দেখাইত, তেমনি সংবেদনকে সরল বলা হইতেছে কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। মানসতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা দেখাইতেছেন যে রং, শব্দ, উত্তাপের জ্ঞান বস্তুতঃ বাহ্যজগতের কোন গুণই আমাদের বোধের সঙ্গে মিলে না; যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে আমাদের চেতনার একটী অবস্থা, বাহিরের সত্যের সহিত যাহার সদৃশ্য নাই অর্থাৎ গুণ সকলের সমষ্টির সহিত যাহাকে আমরা বাহ্যজগৎ বলি, এবং যাহাকে বিশ্বব্যাপী মায়ার দ্বারা আমরা তাহার স্বরূপ তত্ত্ব দেখিতেছি ভাবি, তাহা আমাদের মনের উৎপন্ন দ্রব্য কিম্বা সৃষ্টি, যাহার জন্য বাহ্যজগৎ আমাদের কাঁচা মাল মসলা যোগায়, যাহাদিগকে লইয়া আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল তাহাদের প্রণালী অনুসারে বাহ্যজগৎ গড়িয়া তুলে।

বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে চলিত মত ও আধুনিক মতের মধ্যে কোনটীকে বাছিয়া লইব ইহা লইয়া আমাদের কিছুমাত্র ইতস্ততঃ নাই, অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের দার্শনিকদিগের মত, ও সাধারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মতের

মধ্যে, যাহার সকল অপেক্ষা কম দোষ হইতেছে যে ইহা কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, আমাদের বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে এ প্রশ্নের কিছুই চিন্তা-কর্ষকতা নাই। জড় জগৎ সামনে আসিলেই স্বরূপতঃ বুঝিতে পারি, কিম্বা চেতনার সংযোগাত্মক অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারি—ইহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের সমস্যা হইতেছে যে প্রত্যক্ষ বৃত্তি ও ঐন্দ্রিক কার্য্য পদ্ধতি বংশানুগ কি না ইহারই সমাধান করা।

প্রথমেই আমরা বলিতে পারি যে জাতিগত বিশিষ্ট গুণ সম্বন্ধে উত্তর যাহা হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। জীব জন্তুদিগের সোপান পদ্ধতি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে নিম্নতম জীব যাহার মোটা রকমের স্পর্শজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই সেই জীব হইতে তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন জীব পর্য্যন্ত সকলেই কতক রকমের কতকগুলি ইন্দ্রিয় পিতামাতা হইতেই প্রাপ্ত হয়। প্রত্যক্ষ বৃত্তির পরিমাণ এবং রকম বংশানুক্রমিতার দ্বারা শাসিত হয়।

বংশানুগতি জাতি এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্রভাগকেও শাসন করে। কুকুর তীব্র ঘ্রাণশক্তিকে কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় তাহা নহে কিন্তু বিচিত্র রকমের ঘ্রাণশক্তি পায়, যাহার দ্বারা বিশিষ্ট প্রকারে শিকার অন্বেষণ করিতে পারে। এই ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা নিগ্রোকে অপরাপর মনুষ্যের জাতি হইতে বিভিন্ন করে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রশ্ন এই ভাবে রূপান্তরিত হইল; পদার্থের শীতোষ্ণতা ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কি বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হয়? যেমন প্রত্যক্ষ বৃত্তির মৌলিক আকারে হইয়া থাকে। ইহার উত্তর সত্য ঘটনা হইতে পাওয়া যায়; এমন কি ব্যক্তিগত নিয়ম বিরুদ্ধ খামখেয়ালী গুণসকলও চালনা বিষয়ে বংশানুগতির অধীন।

আমরা, ৫টী ইন্দ্রিয় পর পর ধরিব। সকলেই এখন ধরিয়া লয়েন যে প্রাণেন্দ্রিয় সমস্ত শরীর যন্ত্রের ইন্দ্রিয়, কিম্বা আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ এক প্রকারের অনুভূতি যাহার বাহ্যিক ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু সমস্ত শরীরে ছড়ান রহিয়াছে, যাহাকে আভ্যন্তরিক স্পর্শেন্দ্রিয় বলিতে পারি, এবং যাহার

দ্বারা ভিতরে কি হইতেছে বুঝিতে পারি। এ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ-ব্যক্তি বিশেষকে ধরিয়া থাকে, এবং বাহ্য জগতের সঙ্গে নহে, কেবল তাহার শরীরের সঙ্গে পরিচয় করায়; এবং ইহার বিশেষ সম্পর্ক আনন্দ, যাতনা, সহজজ্ঞানও রিপু সকলের সঙ্গে, এজন্য রাগ দ্বেষাদির ক্রিয়া পদ্ধতির বংশানুগতির বিষয় বলিবার সময় ইহার আলোচনা করা যাইবে।

১—স্পর্শ।

বিশ্বব্যাপক আদি ইন্দ্রিয় স্পর্শ যাহা প্রত্যেক প্রাণীরই আছে। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পর্শের রূপান্তর। হার্বার্ট স্পেন্সার দেখাইয়াছেন, যে ক্রম বিকাশ ও বিশিষ্ট করণের দ্বারা, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ নামক ইন্দ্রিয়ের, স্পর্শ হইতেই উৎপত্তি; অপরাপর ইন্দ্রিয় রূপ ভাষাকে এই সর্ব্বজনীন ভাষার অনুবাদ করিয়া, তবে বুঝিতে হইবে। এই মৌলিক ইন্দ্রিয়, যাহা বিশেষভাবে জড় ও অত্যাবশ্যক, যাহা হইতে আমরা শক্ত, নরম, স্থিতিস্থাপক এবং ঠাণ্ডা গরম বুঝিতে পারি।

সর্ব্বদাই একথা অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইউরোপের উত্তর ও দক্ষিণ দেশবাসীদের মধ্যে স্পর্শানুভূতির চরম দেখিতে পাওয়া যায়; শেষোক্তর মার্জ্জিত ও প্রথমোক্তর মোটা অসম্পূর্ণ। ল্যাপল্যাণ্ডবাসীর গায়ের চামড়ার মত পেটের চামড়া, অর্থাৎ উত্তেজনাপ্রবণ নহে অসাড়, যে পেট বেদনায় তামাকের তৈল খায়। মণ্টেস্ক বলেন যে ল্যাপল্যাণ্ডারের গায়ের চামড়া ছাড়াইলে তবে তাহাকে বোধ করা ইতে পারিবে।

পি, লুক্যাস বলেন যে স্পর্শের অদ্ভুত প্রকারের পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা ছেলেরা বাপ মা হইতে পায়; চামড়ার কোন প্রকারের অতীন্দ্রিয়তা কিম্বা অসাড়তা দেখা যায় নাই যে এই নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটাইবে। একজন স্ত্রীলোকের স্পর্শানুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে সামান্য আঘাতে তাহার ভয়ানক যাতনা হয়; বিপরীত গুণ বিশিষ্ট একজন পুরুষকে বিবাহ করিল। পুরুষের বুদ্ধিমত্তার অভাব নাহ তবে চামড়া ও হৃদয় অসাড়। একটী কন্যা জন্মিল যে পিতার ন্যায় বাহিরের যাতনা বিষয়ে অসাড়। আমরা তাহাকে অসন্তোষ

প্রকাশ না করিয়া এমন কি লক্ষ্য না করিয়াই যাতনা সহ্য করিতে দেখিয়াছি যাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত তীব্র বলিয়া বোধ হইবে।

ঐ গ্রন্থকার দক্ষিণ দেশ হইতে প্যারিস নগরে আগত একটী পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্যারিস নগরে কতকগুলি ছেলে জন্মিল, তাহারা এবং দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত সব ছেলেগুলিই ঠাণ্ডায় বড় কাতর হয়। ঐ পরিবারের একটী কন্যার ঠাণ্ডা অতিরিক্ত না হইলে গ্রাহ্যই করে না এরূপ উত্তরদেশবাসী একটী লোকের সঙ্গে বিবাহ হইল। এ বিবাহে যে ছেলে জন্মিল সে মার অপেক্ষা শীতে বড় কাতর, তাপমান যন্ত্র সামান্য নামিয়া গেলেই কাঁপিতে থাকে, এবং হাওয়া ঠাণ্ডা হইলে বাটী হইতে বাহির হইতে ভীত হয়।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত শক্তির খুব পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত হইতেছে সুড়সুড়ি কিম্বা কুতুর কুতুর দেওয়ার অনুভব। অনেক পরিবার আছে যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, অপর কতকগুলির এ বিষয়ে অনুভব শক্তি এত প্রখর যে সামান্য স্পর্শে মূর্চ্ছিত হইয়া যায়।

কতকলোকে কতকগুলি জিনিষের স্পর্শ কিম্বা সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারে না, যেমন রেশম কিম্বা (Cork) কাকের (শোলার)। এই অসুস্থ বোধ শক্তি, বাপ কিম্বা মা হইতে সন্তানে চালিত হয়। একটী পরিবারের কতকগুলি বালক বালিকাকে আমরা জানি, যাহারা কাক কিম্বা শোলা স্পর্শ করিলে কিম্বা পীচ সফেদ আলুর লোমযুক্ত খোসা দেখিলে তাহাদের এত কাঁপুনি যুক্ত আভ্যন্তরিক ঘৃণার উদয় হয়, যে ঐ ফলের দৃশ্য পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না, এবং উহা খাইতে দিতে হইলে খোসা ছাড়াইয়া দিতে হয়.

এখানে প্রসঙ্গতঃ, বংশানুক্রমিক সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের উল্লেখ করিতে পারি, যেমন বহু অঙ্গুলি বিশিষ্ট হওয়া এবং এডওয়ার্ড ল্যামবার্টের (Edward Lambert) মত আঁচিলপূর্ণ চামড়া পাওয়া, যাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু এ উভয়ই এ প্রশ্নের শরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়।

বংশানুক্রমিতার দ্বারা স্পর্শ জ্ঞানের প্রধান ইন্দ্রিয় হস্ত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। যে সকল নর নারীর পূর্ব্ব পুরুষেরা খাটিয়া খায়, তাহাদের হাত বড় হয় এবং অনেক পুরুষ ধরিয়া যাহারা শারীরিক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত,

তাহাদের ছেলে মেয়ের হাত সাধারণতঃ ছোট হয়। স্পেন্সর (Spencer) এ কথা বলেন।

নেটা লোকদের পক্ষেও ইহা সত্য। অনেক পরিবারের মধ্যে বাম হস্তের বিশেষ ব্যবহার বংশানুগত। জীরো (Girou) একটী পরিবারের কথা বলেন যাহাতে পিতা পুত্র পৌত্র সকলেই নেটা। উহাদের একটী নাতীর শৈশব কালে এই দোষ দেখিতে পাওয়ায় বাম হাতটী বাঁধিয়া কাপড় জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তথাচ অভ্যাস ভাঙ্গিল না।

২-দৃষ্টি।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দৃষ্টি হইতেছে সর্ব্বোচ্চ এবং বুদ্ধি বিষয়ক, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ দরকারী। ইহা জানা কথা যে হঠাৎ অন্ধ হইয়া গেলে ক্ষেপিয়া যায়। জন্মগত দৃষ্টিহীনতা মনকে বিকৃত করে; যাহার কেবল স্পর্শানুভূতি আছে এরূপ জন্মান্ধের কল্পনা আমাদের মত নহে যাহাতে দর্শনানুভূতির প্রাধান্য। এজন্য মানসতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলেও দৃষ্টি শক্তির বিভিন্ন প্রকারের বংশানুক্রমিতাকে ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা উচিত।

এই ইন্দ্রিয়ের ব্যক্তিগত বিভিন্নতাকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন হয় তাহারা যান্ত্রিক কারণের উপর নির্ভর করে, কিম্বা স্নায়বীয় উপাদানের অসাড়তা কিম্বা অতিরিক্ত অনুভূতির উপর নির্ভর করে। এ সমস্ত ব্যতিক্রম বংশানুগতির দ্বারা চালনীয়।

১। যান্ত্রিক কারণের উপর যে দৃষ্টির ব্যতিক্রম নির্ভর করে তাহা হইতেছে টেরা দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি ও দূর দৃষ্টি। এ সকলের পিতৃপুরুষ হইতে চালনা খুব সাধারণ। আমাদের দর্শন যন্ত্রকে ঠিক করিয়া লইবার ক্ষমতা যাহা হইতে নিকট কিম্বা দূর দৃষ্টি হইয়া থাকে, সে জন্য আমরা বংশানুগ কারণের কাছে ঋণী।

পোর্ট্যাল (Portal) তাঁহার পুস্তকে একরূপ অসম্পূর্ণ টেরা চাহনির বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাকে মন্টমরেন্সি চাহনি বলিয়াছেন কারণ ঐ পরিবারের প্রায় সকল লোকেরই ঐরূপ চাহনি।

ডারউইন (Darwin) তাঁহার (Variation) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে তিনি জাহাজে যাইতে যাইতে লক্ষ্য করিয়াছেন যে ফুইগোবাসীরা (Fuegions) বহুদিনের অভ্যাস জন্য পাকা ইংরাজ নাবিক অপেক্ষা বহুদূরে পদার্থ দেখিতে পায়। ইহা একটি অর্জিত ক্ষমতা, বংশানুগতির দ্বারা পুঞ্জীকৃত এবং স্থিরীকৃত। দর্শনের বংশানুক্রমিতার আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেছে যে যাহারা লেখা পড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট দৃষ্টি (Myopia) এবং ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। এম, জিরড টিউলন (M. Giraud Teulon) বলেন যে নিকট দৃষ্টির প্রধান কারণ হইতেছে যে পদার্থের নিকটে চক্ষুর ক্রমাগত ব্যবহার। ইউট্রেক্টের প্রোফেসর ডণ্ডার্স (Professor Donders of Utrecht) লোকসংখ্যা বিবরণী পাঠ করিতে গিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যখন দেখিলেন, যে নিকট-দৃষ্টি ধনী লোকের ব্যারাম এবং নগরবাসীদিগেরই বিশেষতঃ এই রোগ হয় এবং পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এ রোগ হইতে একেবারে মুক্ত। ফ্রান্সেও ঐরূপ দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডে চেলসীর সামরিক বিদ্যালয়ের ১৩০০ ছাত্রের মধ্যে কেবলমাত্র ৩ জনের নিকট দৃষ্টি। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রোগাক্রান্ত ছাত্র অনেক বেশী। অক্সফোর্ডে ১২৭ জনের মধ্যে ৩২ জনের এ রোগ দেখা গিয়াছিল। জার্ম্মণীতে এ রোগ আরও বেশী (Dr. Colin of Breslor) ব্রেসলর ডাক্তার কলিন তাঁহার নিজের দেশের বিদ্যালয়ের ১০০০০ ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া এই রোগাক্রান্ত ১০০৪ দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ শতকরা ১০ জন। গ্রাম্য বিদালয়ে এত নহে। শতকরা সিকি মাত্র অর্থাৎ ৪০০ মধ্যে ১ জনের। সহরের বিদ্যালয়ে ইহার সংখ্যা বিদ্যালয় যত উঁচু হইবে তত‌ই বাড়িতে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৭, মধ্য বিদ্যালয়ে ১০.৩, শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ১৯.৭, জার্ম্মানির উচ্চ এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ে ২৬.২। এজন্য জার্ম্মাণীতে পরীক্ষক সভা প্রার্থীদিগের মধ্যে নিকট দৃষ্টিকে একটা রোগ বলিয়া ধরেন না। ক্রমাগত অধ্যয়নে এ রোগের সৃষ্টি এবং বংশানুগতিতে ইহার স্থায়িত্ব। যে জাতি লেখা পড়ায় এত অনুরক্ত তাহাদের মধ্যে নিকট দৃষ্টির লোক বাড়িতে থাকিবে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর অসাড়তা নানা আকারে পিতা মাতা হইতে সন্তানে চালিত হয়। ইহার একটি সুপরিচিত ঘটনা যে চক্ষুর আলো অনুভব করার ক্ষমতা, নানা লোকের নানা রকমের এমন কি শতকরা ২০০ রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। আংশিক অসাড়তা হইতে পূর্ণ অসাড়তা অর্থাৎ অন্ধতা পর্য্যন্ত বংশানুক্রমিতা চালিত করে। তখন চক্ষু কেবল আলোর অস্পষ্ট অনুভব ছাড়া আকার কিম্বা রং বুঝিতে পারে না।

আজন্মিক অন্ধতা পরিবারের মধ্যে চলিতে পারে। অন্ধ লোকে মধ্যে মধ্যে অন্ধ সন্তান সন্ততির জন্ম দেয়। একজন অন্ধ ভিক্ষুকের ৬টী ছেলে ও ১টী মেয়ে সকলেই অন্ধ। ডুফো (Dufau) অন্ধতা বিষয়ক প্রশ্নে ২১ জন লোকের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহারা জন্ম হইতে কিম্বা জন্মের কিছু দিন পরে অন্ধ, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্য সকলকারই চক্ষের অত্যন্ত দোষ ছিল।

দৃষ্টিহীনতা (Amaurosis), দিবান্ধতা (nyctalopia) এবং ছানি রোগ (Cataract) পুত্র কন্যায় অন্ধতা হইয়া দাঁড়ায়; জীব জন্তুর মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন বিরল নহে।

বর্ণ প্রভেদ করিবার অক্ষমতা যাহাকে ডাল্টোনিজম (Daltonism) কিম্বা বর্ণান্ধতা বলে, ইহা যে বংশানুক্রমিক তাহা সকলেই জানে; বিখ্যাত ইংরাজ রাসায়নিক ডাল্টনের এ রোগ ছিল এবং তাঁহার দুইটী ভাইও এই রোগ পাইয়াছিলেন। সিজ্‌উইক্ (Sidgwick) বাহির করিয়াছেন যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ভিতর বর্ণান্ধতা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। পরস্পর সদৃশ ৮টী পরিবারের মধ্যে এ রোগ ৫ পুরুষ ধরিয়া ছিল, এবং ৭১ জনকে আক্রমণ করিয়াছিল। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শাস্ত্রের দিক হইতে দেখিলে, সহজে বুঝিতে পারা যায় যে দৃষ্টির এরূপ ব্যতিক্রম মনের উপরেও কার্য্য করিয়া থাকে। একজন বৃদ্ধ লোক যে বাল্যকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন রংএর নাম বলিতে পারিত না, বড় দুঃখিত হইত যে চিত্র সকলে সে ধূসরবর্ণ তমসাবৃত ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইত না, প্রাকৃতিক দৃশ্যে কেবল অস্পষ্ট কুয়াশা দেখিত, সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে, রামধনুকের অত্যুজ্জ্বল রং সকলে ও প্রকৃতির মহান দৃশ্যে কেবল অপ্রফুল্ল একঘেঁয়ে রং দেখিত।

কতকগুলি লোকের মধ্যে অসাধারণ অলৌকিক দৃষ্টি শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কতকগুলি ঘটনায় এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে সন্দেহ করিতে পারা যায় না। অস্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া দূরস্থিত বস্তুর দৃষ্টি এরূপ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, যে তাহাতে জুয়াচুরীর সম্ভাবনা একবারে নাই। ইহার কিম্বা ইহার সদৃশ অপর বিষয়ের যদি কোন ব্যাখ্যা থাকে, তাহা হইলে রূপবহা নাড়ীর অতীন্দ্রিয়তা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

পি লিউক্যাস (P. Lucas) পোল্যাণ্ডবাসী ইহুদী হির্শ ডাইনেমার্ক (Hirsh Daenemarck) নামক ব্যক্তির অদ্ভুত কাহিনী দিয়াছেন যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিল এবং বন্ধ করা কেতাবের লোকের ইচ্ছানুযায়িক কোন ছত্র কিম্বা পাতা পড়িতে পারিত, যাহা চরম পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তির পুত্র বাপের মত বয়সে (১০ বৎসর) দেখাইয়াছিল যে তাহারও এরূপ ক্ষমতা আছে, বরং আরও বিখ্যাত রকমে।

ইহা আর বলিতে হইবে না যে বংশানুক্রমিতা দৃষ্টি শক্তির বিশেষ আকারকে শিক্ষিত করে, সন্দেহ করিবার স্থান কেবল ব্যক্তিগত বৈচিত্রে। ঈগল পক্ষী হইতে পেচক পর্য্যন্ত, কেঁচোর চক্ষু বিন্দু হইতে মাকড়সার পলকাটা চক্ষু পর্য্যন্ত সকল জন্তুরই দৃষ্টির জন্য নানা প্রকারের যন্ত্র আছে বংশানুক্রমিতা যাহাদিগকে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় রক্ষিত ও চালিত করে।

৩—শ্রবণ শক্তি।

শ্রবণ শক্তির যদিও দৃষ্টি শক্তির ন্যায় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ক ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গুরুত্ব নাই তাহা হইলেও ইহা আমাদের একটী প্রধান ইন্দ্রিয়। ইহা নাদ বিদ্যা ও সঙ্গীত কলার ভিত্তির স্বরূপ, ইহার উপর সন্ধিবদ্ধ ভাষা ও আলাপ ও সুচিন্তিত ভাব নির্ভর করে বলিয়া ইহার বিশেষ দরকার। শ্রবণ শক্তি না থাকিলে বাক্যালাপেরও শেষ হইয়া গেল, বাক্যকে চাপিয়া রাখ চিন্তাও চাপিয়া গেল ও উহার আনুসঙ্গিক ফল সকলও শেষ হইয়া গেল।

দৃষ্টি শক্তির ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়েরও, অতীন্দ্রিয়তা ও আংশিক ও পূর্ণ অসাড়তা যেরূপ বধিরতা আছে। কতকগুলি চোখ যেরূপ বর্ণ পার্থক্য বুঝিতে পারে না কর্ণও সেইরূপ কতকগুলি শব্দ শুনিতে পায় না। ওয়ালেষ্টন (Wollaston) এরূপ লোক দেখিয়াছেন যাহারা সপ্তকের উপর এবং নীচের সুর শুনিতে পায় না।

আজন্ম বধিরতা ও মূকতা, জ্ঞান বিকাশের উপর যে প্রধান অন্তরায় হয় তাহা সকলেই জানে, তাহার এক মাত্র প্রতিকার কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করিতে শিখা। এ দোষ যদি চালিত হইতে পারে তাহা হইলে বংশানুক্রমিতাকে বলিতে হইবে যে ইহা বুদ্ধিমত্তার সারাংশে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। কিন্তু এরূপ বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

(Dr Meniere) ডাঃ মেনে আইরী এই বিষয়ের একখানি বিশেষ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে কতকগুলি ক্ষেত্রে মূক বধিরতার বংশানুক্রমিতা যদিও প্রমাণিত হইয়াছে, তথাচ এরূপ ঘটনাগুলিকে সাধারণ নিয়মের বিরল ব্যতিক্রম বলিতে হইবে, কারণ মূকবধির মূকবধিরকে বিবাহ করিয়া এরূপ সন্তান প্রসব করে যাহারা কথা কয় ও শুনিতে পায়। ইহা সেই সকল ক্ষেত্রে আরও ঘটিয়া থাকে যেখানে যুগ্মের মধ্যে একজন মূক ও বধির, যদিও এখানে সুপ্রমাণিত বংশানুক্রমিতা দেখা যায় অর্থাৎ দম্পতির মধ্যে একজন মূক বধির হইলে সন্তানও মূক বধির হইয়া থাকে। ডারউইন (Darwin) বলেন যে মূক বধির স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যদি ভাল লোককে (দোষশূন্য লোককে) বিবাহ করে তাহাদের সন্তানদের ভিতর এ রোগ কদাচিত দেখা যায়। আয়ারল্যাণ্ডে এরূপ বিবাহের ফল ২০৩টী ছেলের মধ্যে একটি মাত্র কেবল মূক হইয়াছিল। যখন পিতা মাতা উভয়েই মূক-বধির যথা ইউনাইটেড ষ্টেট এ ৪১টী বিবাহে ও আয়ারল্যাণ্ডে ৬টী বিবাহের মধ্যে ২টী মূক-বধির জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

লণ্ডনের মূক বধির স্কুলের স্থাপন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় সে সমস্তই বংশানুক্রমিতার অনুকূলে। এক সময়ে সেই স্কুলের ১৪৮টী ছাত্রের মধ্যে ১ জনের পরিবারের মধ্যে ৫টী মূক বধির আর একটী পরিবারের মধ্যে ৪টী। ১১ জন ছাত্রের পরিবারের মধ্যে

প্রত্যেকের ৩টী করিয়া মূক বধির ও ১১টী পরিবারের মধ্যে ২টী করিয়া মূক বধির জন্মিয়াছিল।

এ বিষয়ে ইহা খুব সম্ভব যে বংশানুক্রমিতার নিয়মের কোন ত্রুটী নাই সাধারণতঃ লোকে যাহা মনে করে। উপরন্তু পুরুষের মূক বধিরতা নিম্নস্থ পুরুষে অনুরূপ দুর্ব্বলতায় পরিবর্ত্তিত হয় যথা কাণে কম শোনা, মানসিক বৃত্তির স্থূলতা এমন কি মানসিক জড়তা পর্য্যন্ত। ইহার বিখ্যাত শারীর সংস্থান বিদ্যা-বিশারদ মেঙ্কেল (Menckl) অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই বংশানুক্রমিতার পরিবর্ত্তনের অস্পষ্ট বিষয়ের আলোচনা পরে ভাল করিয়া করিব।

আমাদের ইহাই স্বাভাবিক মনে হয় যে সঙ্গীত প্রবৃত্তির আলোচনা কল্পনা শক্তির অধ্যায়েই করা ভাল। সঙ্গীত নৈপুণ্যের বংশানুক্রমিক চালনার মত আর কোন শিল্প নৈপুণ্যে দেখা যায় না। ৩জন মোজার্ট ২জন বীট হোভেন ব্যাক পরিবারের মধ্যে ১২০ জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মানসিক বৃত্তি ও কল্পনা শক্তির প্রভাব আবশ্যকীয় বলিয়া যতই ধরা যাউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে শ্রবণেন্দ্রিয় ভাল না হইলে, সঙ্গীতে নৈপুণ্য হয় না। শিক্ষায় এখানে কিছু হয় না প্রকৃতিই ভাল কাণ দেন। সঙ্গীত-প্রবণতার অকাট্য বংশানুক্রমিতা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কতকগুলি অপর গুণের বংশানুক্রমিতা বুঝায়। এ সিদ্ধান্ত সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক উভয়ের উপরেই আরোপ করা যায়।

৪—ঘ্রাণ ও আস্বাদন।

এ দুটী ইন্দ্রিয়কে পৃথক করা বড় শক্ত। ইহারা অতি নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট, ঘ্রাণকে দূর হইতে কার্য্য করা আস্বাদন, বলিতে পারা যায়।

অপর জীব অপেক্ষা, মানুষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে, যে নিম্ন স্থান অধিকার করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য জাতির ভিতরে এমন কি [illegible] ভিতরেও, কুকুরের ন্যায় প্রবল ঘ্রাণ শক্তি, কাহারও নাই, এরূপ শক্তি মাংসাশী জীব ও কতকগুলি

পোকার ভিতরও দেখা যায়। গ্রাটিওলেট (Gratiolet) তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে একটী ছোট কুকুরের সামনে একখণ্ড পুরাতন লোম বিহীন নেকড়ে বাঘের চামড়া রাখায় তাহার সামান্য গন্ধে, সে ভয়ে ভয়ানক আলোড়িত হইয়াছিল। ঐ কুকুর কখনও নেকড়ে দেখে নাই, বংশানুক্রমিক কতকগুলি ভাবের চালনার দ্বারা এই ভয়ের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহার সঙ্গে অবশ্য ঘ্রাণের কতকটা প্রত্যক্ষ ছিল।

ইহা সকলেই জানে যে কুকুর জাতির অস্তিত্ব অনেক পরিমাণে তাহাদের স্বাভাবিক বংশানুক্রমিক ঘ্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে।

এত উচ্চ ঘ্রাণশক্তি বিশিষ্ট জীবের মধ্যেও যদি ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহা হইলে আশা করা যায় যে সেই সকল পার্থক্য বংশানুক্রমিতার দ্বারা পর পর বংশে চালিত হইতে থাকিবে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেই সকল পার্থক্য জাতি বিশেষের আকারে দেখিতে পাই। বংশানুক্রমিতা যে সকল পার্থক্যই চালিত করিতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মনুষ্য জাতির ভিতর অসভ্যদিগের তীব্র ঘ্রাণশক্তি থাকায়, তাহা-দিগকে নিম্ন শ্রেণীর জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট করে। উত্তর আমেরিকার দেশীয় লোকেরা গন্ধের দ্বারা শত্রু কিম্বা শিকারের অনুসরণ করিতে পারে, এবং আান্টিলিজ (Antillis) দ্বীপে পলাতক নিগ্রোরা, শ্বেত মানুষ কিম্বা নিগ্রোর পদচিহ্ন দেখিয়া প্রভেদ বুঝিতে পারে; সমস্ত নিগ্রো জাতির মধ্যে এই শক্তি অদ্ভুত রকমে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইহা গন্ধবহা নাড়ীর অভ্যস্ত পুষ্টির ফল হইতে পারে কিম্বা ঐ নাড়ীর ক্রমাগত চালনার ফল হইতে পারে; যাহাই হউক জন্মগত কিম্বা অর্জ্জিত এই ক্ষমতা বংশানুক্রমিতার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে।

জাতির কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের আস্বাদের বৈচিত্র ঘ্রাণের ন্যায় চালিত হইতে পারে। জীবের মধ্যে খচ্চর জাতিতে ইহার কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বর্ডাক (Burdach) বলেন শূকরেরা যব খাইতে খুব ভাল বাসে, বন্য শূকরেরা ইহা স্পর্শ করে না, কেবল গাছ পাতা খায়। কিন্তু

ইহাদের খচ্চরের মধ্যে কেহ যব (Barley) ভাল বাসে, গ্রাম্য শূকরের স্থায়, আবার কোন ছানাটীর বন্য শূকরের স্থায় ইহার উপর ভয়ানক বিচেষ্টা।

মানুষের মধ্যে স্বাদের অসাড়তা ও বিচেষ্টা বংশানুক্রমিক। স্বাদের উপর বিচেষ্টা নামক গ্রন্থের লেখক স্কুক (Schook) বলেন যে তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেহই পনীরের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, এবং কাহার কাহার উহার গন্ধে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হয়। এরূপ বিচেষ্টা প্রায়ই বংশানুগ। আমাদের আলাপীর মধ্যে এক পরিবারে বাপ মা পনীর ভালবাসে, পিতামহীর বড় বিচেষ্টা, সে বাড়ীর ৪টী ছেলের ঐরূপ বিচেষ্টা।

কেবল শাক সব্জি খাইবে, মাংসের উপর বিচেষ্টা, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও চালিত হইয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ারদের একজন সৈনিক, বাপের কাছ হইতে মাংসের উপর এরূপ বিচেষ্টা পাইয়াছিল, যে, সেনাদলে ১৮ আঠার মাস কাটাইয়াও ঘৃণাকে জয় করিতে না পারিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

জিমার ম্যান এবং গল্‌কে অনুবর্ত্তন করিয়া লিউকাস এই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একজন স্কচম্যানের মনুষ্য মাংস খাইবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায় অনেক মনুষ্য হত্যা করিয়াছিল। তাহার একটী কন্যা ছিল, যাহার এক বৎসর বয়সের সময়, তাহার বাপ মাকে খোঁটায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল, এবং কন্যাটীকে ভদ্রপরিবারের মধ্যে প্রতিপালন করা হইয়াছিল, তাহার বাপের মত সেও মনুষ্য মাংস খাইবার অচিন্ত্যনীয় বাঞ্ছার বশীভূত হইয়াছিল।*

---

*এ ঘটনাটী সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ হইতে পারে না তাহা নহে, কিন্তু অনেক বংশানুক্রমিক ঘটনা হইতে বেশী অসম্ভব নহে। একজন নিউ-জিলাণ্ডবাসী বিশেষ বুদ্ধিমান, ইংলণ্ডে অনেক দিন বাস করিয়া অর্দ্ধ সভ্য হইয়াছিল, সে মুখে বলিত স্বজাতির মাংস ভক্ষণ করা বড়ই অন্যায় কিন্তু ইচ্ছা হইত সে সেদিন কবে আসিবে যেদিন ঐ সুখাদ্য খাইতে পাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১। স্মৃতিশক্তির বংশানুক্রমিতা।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেমন বর্ত্তমানকে বুঝায় তেমনি অতীত স্মরণ করার জন্য যদি একটী পৃথক্ বৃত্তি থাকে, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য খুব সোজা হইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আন্দাজী বৃত্তির দৃশ্য হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহার বেশী, এ বৃত্তি নামটা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। অপর দিকে আমরা যখন বর্ণনা এবং বাচনিক ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু বুঝিতে যাই, তখনই স্মৃতিরূপ সমস্যা শক্ত হইয়া পড়ে। স্মৃতির বংশানুক্রমিতার সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে এ শক্তিটী কি, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

স্মৃতির দৃশ্যের চরম অবস্থায় বিবেচনা করিতে গেলে জগতের প্রধান নিয়ম ২টী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, বলের অবিনশ্বরত্ব ও কার্য্যকরী শক্তির সংরক্ষণ। কিছুই নষ্ট হয় না; যাহা আছে তাহা থাকিবেই। পদার্থবিদ্যায় ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এমত সুন্দররূপে সাব্যস্ত হইয়াছে এবং অনেক ঘটনার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, এরূপভাবে যে কেহই ইহা আর সন্দেহ করিতে পারে না। মানসিক এবং নৈতিক বিষয়ে ইহা অন্যরূপ সেখানে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা কোন নিয়মের অধীন নহে এবং হঠাৎ হইয়া থাকে এরূপ ভাবিতেই আমরা অভ্যস্ত। চেতনায় যাহা উপস্থিত একবার ছিল, তাহা একবারে ধ্বংস হইয়া যায় ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। জড় জগতে যেমন নৈতিক জগতেও তদ্রূপ একবারে ধ্বংস হইতে পারে না, সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে যাহা হইয়াছে তাহা একবারে যাইবে না এবং যাহা ছিল না তাহা হইবে না। এমন অদ্ভুত ব্যাপার যুক্তি দ্বারা মনে আনা যায় না ও দর্শন জ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিতও হয় না। এরূপ বাক্য কথায় বলিতে পারি, কিন্তু যেমন কথা হইতে

প্রকৃত বস্তুতে যাই, অস্পষ্টতা হইতে স্পষ্টভাবে যাই, কাল্পনিক হইতে সত্যে যাই, তখন কোন পদার্থ ধ্বংস হওয়ার ভাব মনের বাহ্যিক কিম্বা আভ্যন্তরিক জ্ঞানে আনিতে পারি না।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও মনোভাবের অবিনশ্বরত্ব কেবল কথায় নহে, অনেক ঘটনা প্রথমে অদ্ভুত বলিয়া দেখাইলেও অতি সরল হইয়া যায় যদি আমরা মনে রাখি যে মানসিক জগতেও কিছুই ধ্বংস হয় নাই। ভৈষজ্য শাস্ত্রের মানসতত্ত্বে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে ভাষা একবারে স্মৃতিপট হইতে পুঁছিয়া গিয়াছে, স্নায়বিক গোলমালে যেমন জ্বর, অহিফেন সেবন কিম্বা অন্য কোনরূপ নেশায় আবার মনে পড়ে। কলারিজ একটী পরিচারিকার কথা বলেন যে জ্বরের সময় গ্রীক হিব্রু ও লাটীন ভাষায় কথা বলিতে লাগিল। ইরাস্মস্ একজন ইটালিয়ানের কথা বলেন যে জার্ম্মণ ভাষা ২॥০ বৎসর ধরিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল, সেই ভাষায় কথা কহিতে লাগিল; একজন কসাই বালকের কথাও বলা হয় যে (Phidre) ফেড্রীর শ্লোক সকল আবৃত্তি করিয়াছিল যাহা সে একবার মাত্র শুনিয়াছিল। এই সকল সুপরিচিত ঘটনা প্রমাণ করিতেছে যে আত্মার গভীরতম প্রদেশে অনেক স্মৃতির শৃঙ্খল থাকে যাহা বাহিরে বোধ হয় একবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় দেখা যায় যে চেতনার দৃশ্যগুলিও শক্তি পরিবর্তনের নিয়মের অধীন। শক্তি যাহা উৎপন্ন করিয়াছে তাহার ধ্বংস নাই, রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিয়া যায়। এ বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে যদিও অনেক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তথাচ (Mateucci) ম্যাটিউচি ও (Dubois Reymond) ডুবয়রেমাণ্ড এর গ্রন্থে দেখা যায় যে স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক স্রোত উৎপন্ন হয়, আর সেখানে তাহা ক্রমাগত চলিতে থাকে। যখন কোন বস্তুর বোধ হয়, সাধারণতঃ যখনি স্নায়ু কার্য্য করিতে থাকে, ইহার প্রধান বহমান স্রোত কমিয়া যায়, যাহা স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত গ্যাল্ভানো মিটারের ছুঁচ হইতে বুঝা যায়। স্নায়ুতে আণবিক পরিবর্ত্তনই হইতেছে এই হ্রাসের কারণ, যাহা পেশীতে পৌঁছাইলে, সঙ্কুচন উৎপন্ন করে, ও মস্তিষ্কে যাইলে সংবেদন হইয়া থাকে; অন্য কথায় বলিতে গেলে, অনুভব

হইতেছে এক প্রকার কার্য্য, যাহাকে জানিতে হইলে শক্তির অপচয় ও পরিবর্ত্তন দরকার। বৈদ্যুতিক শক্তি যাহা হইতে উপলব্ধি হয়, এক সময়ে চৌম্বক ছুঁচকে গতি প্রদান, ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, কারণ ভিতরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বাহিরে কার্য্য করিতে পারে না। স্নায়ু অপর কোন জিনিস না পাইলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারে না, সমস্ত শক্তির আদি, যাহা স্নায়ু বিদ্যুতে পরিবর্ত্তিত করে, তাহার মশলা রক্ত যোগান দেয়। এই সকল রক্তের জিনিস লইয়া স্নায়ু বর্দ্ধিত, যেমন শরীর বর্দ্ধিত হয়, রসক অম্ল দ্রাবকের দ্বারা। এমতে প্রত্যক্ষ অনুভব যাহা চেতনার আদি দৃশ্য, সাধারণ নিয়মের অধীনে আসিয়া পড়িল। ইহা অসম্ভব যে ইহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ আমরা হাজার হাজার জিনিস অনুভব করিতেছি, যেগুলি যতই সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, একবারে ধ্বংস হইতে পারে না। ৩০ বৎসরের পরেও কোন চেষ্টা, দৈব ঘটনা কিম্বা ব্যাধি, তাহাদিগকে মনে ফিরাইয়া আনিতে পারে এমন কি চিনিতে পারা যায় না এরূপ ছদ্মবেশ করিয়াও। প্রত্যেক ভূয়োদর্শন-জনিত জ্ঞান আমাদের ভিতর সুপ্ত থাকে; মনুষ্যাত্মা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ্রদের সদৃশ, আলোর দ্বারা তাহার উপরিভাগ মাত্র দেখা যায়, নিম্নে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ রহিয়াছে, যাহারা বিস্মিত চেতনার সম্মুখে, ঝটিকা কিম্বা ভূমিকম্পের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

অনুমান এবং সত্য ঘটনা উভয়েই দেখায়, যে জড় জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও কিছুই নষ্ট হইবার নহে: স্নায়ু মণ্ডলীর উপর যে দাগ পড়িল তাহা মস্তিষ্কের গঠনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটাইল তাহাকে যে নাম দিয়া বুঝ তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। স্নায়বীয় দাগ ক্ষণস্থায়ী নহে, যাহা একবার উদয় হইল আবার অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু উহা একটি তথ্য যাহা স্থায়ী ফল রাখিয়া গেল, এবং পূর্ব্বে ভূয়োদর্শন জ্ঞানের সঙ্গে যোগ হইয়া বরাবর তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকিল। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে চেতনায় বরাবর থাকে তাহা নহে, কিন্তু এরূপভাবে মনে থাকিয়া যায় যে আবার চেতনায় পুনর্ব্বার আনা যাইতে পারে।

আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ধারণার পর কি থাকে তাহা বলা সহজ নহে তবে কিছু পড়িয়া থাকে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কম আপত্তিজনক কথা, ইহাতে কোন মতবাদ সূচনা করা হইতেছে না, কেবল মানসিক জীবনের নিঃসন্দিগ্ধ তথ্য বলা হইতেছে। এই সকল অবশিষ্টাংশ যে মনে সর্ব্বদাই রহিয়াছে তাহা নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে, তাহাদের দিকে মনকে লইয়া যাইতে পারা যায় কিন্তু ইহা ধরা যাইতে পারে যে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনে পুনরুৎপাদনের একটী প্রবণতা রাখিয়া যায়, আর যখনই এই পুনরুৎপাদন হয় প্রবণতাও দৃঢ় হইতে থাকে। এই প্রবণতা বার বার উৎপন্ন হওয়ায় স্বয়ঞ্চল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আরও বলিতে পারি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাহার অবশিষ্টাংশের সঙ্গে সেইরূপ সম্বন্ধ যেমন চেতন ও অচেতনের মধ্যে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কিম্বা ধারণার সংস্কার নাশ হইল, কিম্বা ঠিক বলিতে গেলে একটী পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না কিন্তু যাহা জড় জগতের পরিবর্ত্তনের সদৃশ যেমন উত্তাপ গতিতে ও গতি আলোকে পরিবর্ত্তিত হয়। এই চেতনা ও চেতনাহীনতারূপ জগতের মধ্যে পরস্পরের এরূপ সাদৃশ্য আছে যে একটীর কার্য্য প্রণালীর সঙ্গে অপরটীর মিল আছে। মানসিক জীবনে অচেতন হইতে সচেতন হওয়া রূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই চলিতেছে এবং সচেতন হইতে অচেতন ব্যুৎক্রমে চলিতেছে, কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন হঠাৎ হয় নাই যদিও ইহার নিয়ম জানা নাই তাহা হইলেও নিয়ম ছাড়া ইহারা নহে। যদি আমরা বলিতে পারিতাম যে অচেতনের কোন আকারে সচেতনের মিল আছে তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিম্বা অনুমানের সঙ্গে অবশিষ্টাংশের কিরূপ মিল তাহাও বলিতে পারিতাম।

ইহা আমরা বলিতে পারি না। হার্ব্বার্ট ও তাঁহার পরে মুলার শরীরতত্ত্ববিৎ মনে করিয়াছিলেন যে এসকল দৃশ্যের ব্যাখ্যা কতকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, ইহাদিগকে শক্তির স্থিতি বিদ্যা ও গতি বিদ্যার সঙ্গে তুলনা করায়, কিন্তু প্রথমেই ইহা বলিতে হইবে যে সংজ্ঞা একটী, ইহা প্রতিক্ষণে একটী মাত্র অনুভব ধরিতে পারে। ইহার আকার সোজা শ্রেণীর ন্যায়, কতকগুলি সংস্কার অবস্থা একক্কালীন মনে হয়, কিন্তু তাহার পর পর আসিয়া থাকে। যদি আমরা সিংহ এবং পর্ব্বত যড়ঙ্গ-

ক্ষেত্র ও গোলক এক সঙ্গে ভাবিতে চেষ্টা করি আমরা দেখি যে একটী ধারণা অপরটীকে বাহির করিয়া দিতেছে, এবং আমরা তাহাদিগকে পর পর কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে ভাবিতে পারি। ইহা হইতে একথা বলা যাইতে পারে, যে চেতনায় যে ধারনা আছে তাহাকে সরাইতে হইলে আর একটী বলবত্তর ধারণার দরকার। দুইটী মানসিক বল যাহারা চেতনাকে ধরিবার জন্য লড়িতেছে এবং তাহারা এক দিকেই যদি চলে তাহা হইলে ফল হইবে সংজ্ঞার গুরুতর অবস্থা; যদি দুইটী বল সমান ও বিপরীত মুখীন হয় ফল হইবে বল সামঞ্জস্য। যদি অসমান ও বিপরীত মুখী হয় একটী অপরটীকে দমন করে এবং ইহা করিতে গিয়া নিজের বল কতকটা হারায় যতটা তাহাকে সরাইতে গিয়া খরচ হইয়াছে। ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে এই তথ্যের দ্বারা, যে মন যখন শূন্য থাকে তখন অনুভব গাঢ় হয়। কোন মানুষের মন যদি গভীর রূপে ভর্ত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে নূতন ধারণা তাহার উপর অতি সামান্য দাগ (অঙ্কন) ফেলিতে পারে কারণ ঐ নূতন ভাব সংজ্ঞাকে ভাল করিয়া ধরিতে যাইবার পূর্ব্বে উহার সমস্ত জোর খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। অপর দিকে নিষ্কর্ম্মা লোকে সামান্য জিনিষের খুঁটী নাটী লইয়া যে কৌতুহলী হয় তাহা সকলে জানে; শূন্য মনের অবসাদ রোগ হইয়া থাকে, পীড়া না থাকিলেও সর্ব্বদা পীড়ার কল্পনা।

যে ধারণা সংজ্ঞা হইতে চলিয়া গিয়াছে সে ধ্বংস হয় নাই কেবল পরিবর্ত্তিত আকারে থাকে; বর্ত্তমান ধারণা না হইয়া এখন অবশিষ্টাংশ হইয়াছে অর্থাৎ আদি ধারণার শক্তি অনুযায়িক মনের প্রবণতা বুঝাই-তেছে। অজ্ঞাত অবস্থায় ধারণা সকলের অস্তিত্বকে পূর্ণ বল সামঞ্জস্যের অবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে. বিস্মৃতির অর্থ অপর অনুভবের সঙ্গে ধারণা সামঞ্জস্যে রহিয়াছে এবং সেই ধারণাকে মনে পড়ার অর্থ সামঞ্জস্য হইতে তাহাকে গতিতে আনা, কোন অনুভবই নষ্ট হয় না; যে মানসিক কার্য্য হইতেছে প্রচ্ছন্ন অবস্থা হইতে ধারণার গতিশীল অবস্থায় যাওয়া তাহাকেই পুনরুৎপাদন বলে।

এই সকল অনুমানের মধ্যে যেগুলিকে ভবিষ্যৎ হয়ত সত্য বলিয়া দেখাইবে, ইহা নিশ্চিত এবং অবিতর্কনীয় যে পুনরুদ্দীপনের দৃশ্যগুলিকে বল সংরক্ষণের মহান নিয়মের উপর আরোপ করিতে হইবে, যে নিয়মের ইহা একটী বিশেষ ঘটনা। বিশ্বের সমস্ত পরিবর্ত্তন যে নিয়মের অন্তর্গত তথা হইতে যদি জীব রাজ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করি তাহা হইলে স্মৃতিকে ভিন্ন আকারে দেখিতে পাইব।

এই জীব বিজ্ঞানের নিয়ম হইতেছে অভ্যাস। প্রথমে অভ্যাসকে আসলে ভাবিতে গেলে ইহাকে শক্তি সংরক্ষণের আইনে ফেলা যায়, কারণ ইহার কারণ হইতেছে সমস্ত সত্বার মূলীভূত আকৃতি কিম্বা নিয়ম অর্থাৎ সত্বা মাত্রেরই সেই কার্য্যে লাগিয়া থাকিবার ঝোঁক যাহার দ্বারা উহা গঠিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক কার্য্য আমাদের দৈহিক কিম্বা মানসিক গঠনে, নিজে পুনরুৎপাদিত হইবার ঝোঁক রাখিয়া যায়, এই পুনরুৎপাদন যখনই হয় তখনি ঐ ঝোঁক বলবান হইতে থাকে এবং এই ঝোঁক বার বার আবৃত্তি হইতে থাকিলে স্বয়ংক্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। এই স্বয়ংক্রিয়তাই হইতেছে স্মৃতি এবং অভ্যাসের মধ্যে বন্ধন এবং ইহা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে স্মৃতি অভ্যাসেরই একটী আকার যাহাকে কতকটা সীমার ভিতর সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একদিকে ইহা নিশ্চিত যে স্মৃতির অত্যাবশ্যকীয় অবস্থা হইতেছে association of ideas ধারণার সম্মিলন একথাটি যদিও ঠিক নহে কারণ ধারণার সংযোগের মত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বোধ ও গতি ইত্যাদির সম্মিলন হইতে পারে। অপর দিকে অভ্যাসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সম্মিলন রহিয়াছে, কোন কার্য্যই অভ্যাসে পরিণত হয় না, যতক্ষণ না সেই শ্রেণীর কার্য্য সকল মিশিয়া এক না হইয়া যায়, এরূপ ভাবে যে একটী উদয় হইলে অপরটীকে টানিয়া আনিতে পারিবে, যেরূপ সৈন্য-ব্যায়াম, পিয়ানো বাদন, নৃত্য ইত্যাদি। এক্ষণে সম্মিলন অভ্যাসে আরোপ করিব না অভ্যাসকে সম্মিলনের উপর আরোপ করিব, এ অনুসন্ধান এখানে না করিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই দুই কার্য্যের মৌলিক একত্ব যে দেখিতে পায় না তাহা হইলেই অভ্যাস ও স্মৃতির একত্ব যে বুঝিতে পারে না, তাহার সাধারণ নিয়ম বুঝিবার একবারেই ক্ষমতা নাই।

কিন্তু দুইটিকে এক মনে করাও ভুল; কারণ অভ্যাস একবারেই সংজ্ঞাহীন এবং স্বয়ংকৃত স্মৃতি আংশিকভাবে তাহাই। আমরা স্মৃতির উপর সংবিত্তসম্বন্ধীয় সেই সকল অবস্থা আরোপ করি না যেগুলি এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সম্মিলিত যে তাহারা আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা এরূপ কথা ব্যবহার করি না, যে আমরা স্মরণ করিতেছি যে কার্য্যের কারণ আছে, কিম্বা জড় পদার্থের বিস্তার আছে কিম্বা আপনা হইতে যে নড়িয়া বেড়াইতেছে সে একটী জন্তু। এরূপ বলা বরং ঠিক হইবে যে স্মৃতি হইতেছে প্রারম্ভিক অভ্যাস। মানসিক বিকাশের অনুসরণ করিতে যাইলে স্বয়ংকৃত সংজ্ঞ জ্ঞান হইতে বিচার শক্তি পর্য্যন্ত যাহা স্বয়ংকৃত নহে আমাদের বলিতে হইবে যে স্মৃতি হইতেছে পূর্ণ স্বয়ংকৃলতা হইতে অসম্পূর্ণ স্বয়ংকৃলতার অবস্থা পরিবর্ত্তন।

বিপরীত দিকে ইহাকে অনুসরণ করিলে, দেখিতে পাই যে স্মৃতি সেই মহূর্ত্তকে নির্দ্দেশ করে যখন যাহা মুক্ত ও সচেতন ছিল, তাহা অচেতনের দিকে ঝুঁকিতেছে। স্মৃতি সংবিত সম্বন্ধীয় সেই শ্রেণীর সম্পর্কীয় যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে যাইতেছে। যে পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ চলিবে সেই পর্য্যন্তই ইহা থাকিবে কিন্তু উহা পূর্ণ হইলে স্মৃতিও অদৃশ্য হইল। এই মিলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জটিল গুণ গুচ্ছ ও পরস্পরের ভিতর সম্বন্ধ, যাহা জীব অর্জ্জন করিতে থাকে, চিনিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রথমে গোলমেলে ও অনিশ্চিত রকমে সাড়া পাইতে থাকে, তখন দুর্ব্বল স্মৃতি হইল। ভুয়োদর্শন জ্ঞান যত গুণিত হইতে থাকে, স্মৃতিও বলবান হইতে থাকে সেই সঙ্গে বাহ্যিক দৃঢ়তার ও আভ্যন্তরিক -সংহতির শৃঙ্খলা ভাল হইতে থাকে, এবং সাড়াও উত্তরোত্তর ঠিক হইতে থাকে। ভুয়োদর্শন জ্ঞান যত বাড়িতে থাকে ও বার বার আবৃত্তি হইতে থাকে, আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ সকল বাহ্যিক সম্বন্ধের মিলের সহিত অবশেষে শরীরে লিখিত হিসাবের মত অঙ্কিত হইতে থাকে, এইরূপে সচেতন স্মৃতি অচেতন যান্ত্রিক স্মৃতিতে যাইয়া দাঁড়ায়।

উল্লিখিত কথাগুলি সমস্তই আমাদের চর্চ্চার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যদিও বাহিরে তাহা বোধ হয় না; এখন স্মৃতিকে অভ্যাসে আরোপ করিয়া

এই গ্রন্থের শেষে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বংশানুক্রমিতা ও অভ্যাসের উপর আরোপনীয়, আরও দেখাইব যে উভয়ই বিশ্বব্যাপী যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আকার, সেই কঠোর নিয়মের, যাহার শাসনে প্রাণ এবং চিন্তার জগৎ রহিয়াছে এবং যাহার স্মৃতি হইতেছে একটী রূপ। এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে না করিয়া যাহার মূল্য ঠিক করিতে সমস্ত তথ্যের নিয়মের ও কারণের বিচার করিতে হইবে, আমরা বংশানুক্রমিতাকে অন্ততঃ স্মৃতির তুলনায় ফেলিতে পারি। বংশানুক্রমিতা হইতেছে বিশিষ্ট রকমের স্মৃতি ইহা ব্যক্তির পক্ষে যেমন, বংশানুক্রমিতা জাতির পক্ষে তেমনি। অনেক ঘটনায় পরে দেখাইবে, যে ইহা রূপক নহে প্রকৃত সত্য। এ সকল কথা যদি অত্যন্ত আনুমানিক মনে হয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে অপর মানসিক বৃত্তি অপেক্ষা স্মৃতি দেহরূপ যন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ রকমে সংযুক্ত, কাযেই স্মৃতির বংশানুক্রমিতা শরীর তত্ত্বের বংশানুক্রমিতাতেই বুঝাইতেছে। আধুনিক কতকগুলি গ্রন্থকার যেমন ডাক্তার মডাস্‌লি (Dr Maudsley) শরীরের প্রত্যেক উপাদানে, প্রত্যেক স্নায়ু অণুকোষে স্মৃতিকে স্থান দিয়াছেন। বসন্ত উপদংশ রোগের স্থায়ী সংক্রামক বিষ শরীরে যে পরিবর্ত্তন আনে এবং যাহা সারাজীবন থাকিয়া যায় ইহাতে দেখায় যে শরীরের মৌলিক উপাদান এ পরিবর্ত্তনগুলিকে মনে রাখে। বালকের অঙ্গুলিতে ক্ষতচিহ্ন শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িতে থাকে। ইহাতে প্যাজেট (Paget) দেখাইতেছেন যে সেই অংশের যান্ত্রিক উপাদান যে দাগ পাইয়াছে তাহা ভুলে না। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বিক কেন্দ্রের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই স্নায়ু অণুকোষে স্মৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে, যে অণুকোষ হৃদ্‌পিণ্ড, অন্ত্র, গতিশীল স্নায়ুগ্রন্থি এবং মস্তিষ্কের গোলার্দ্ধ দ্বয়ে ছড়ান রহিয়াছে। ব্যক্তিগত আকারে স্মৃতির বংশানুক্রমিতা সাব্যস্ত করিতে যখন ইতিহাস এবং ভৈষজ্য গ্রন্থ খুঁজিতে যাই সেখানে কিছুই পাই না। কল্পনা, বুদ্ধিমত্তা, কাম ক্রোধাদিতে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু স্মৃতির বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্ত অতি সামান্য দেখা যায়। জড় বুদ্ধিতারূপ মানসিক গোলমালে কতক দৃষ্টান্ত যদিও দেখা যায় অন্ততঃ আটাভিজমে (atavism) (এক পুরুষ ডিঙ্গাইয়া যে রোগ আসে)

তাহাতেও অপর লক্ষণের মধ্যে স্মৃতির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়।

জড়বুদ্ধি লোকেরা কেবল তাহাদের নিজের রুচি প্রবৃত্তি এবং কাম ক্রোধাদি মনে করিতে পারে, কিন্তু ইহা ঐন্দ্রিক জ্ঞানের দুর্ব্বল ভাবে মনকে ধরার জন্য হইয়া থাকে, এরূপ বংশানুক্রমিতা সাধারণ বংশানুক্রমিক চালনার ফল।

বাক্‌শক্তি লোপ, যাহার ডানদিকের পক্ষাঘাতের সঙ্গে যোগ আছে, এবং যাহা মস্তিষ্কের সম্মুখের গোলোকের বিকৃতি হইতে হইয়া থাকে (ব্রোকার মতে বামদিকের সম্মুখস্থ তৃতীয় গোলোক হইতে) ইহার মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কারণ হইতেছে স্মৃতি লোপ, অথবা সাধারণ কিম্বা বিশেষ কথা বাহির করিবার অপারকতা। এ ব্যাধির যদিও বিশেষরূপে চর্চ্চা করা হইয়াছে কিন্তু এ সম্পর্কে বংশানুক্রমিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।

ইতিহাসেও ঐরূপ দৃষ্টান্তের বিরলতা। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও ছাড়া ছাড়া ঘটনা (genealogical line) অর্থাৎ বংশাবলির উপরেও নাই নীচেও নাই, যেমন মিথ্রিডেটিজ, হ্যাড্রীয়ান, ক্লেমেণ্ট ষষ্ঠ পিকো ডিলা মিরান্ডোলা, স্ক্যালিজার, মেজোফ্যান্টি ইত্যাদি। কতকগুলি এরূপ ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যেমন ২জন সেনেকা স্মৃতির জন্য বিখ্যাত, পিতা মার্কস আনিয়স্ ২০০০ কথা যেরূপ ক্রমে শুনিতেন আবৃত্তি করিতে পারিতেন, পুত্রও এ সম্বন্ধে কিছু কম ক্ষমতাশালী। গ্যাল্‌টন বলেন গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত পর্সন পরিবারেও স্মৃতির অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায় এবং সেজন্য "পর্সন স্মৃতি" প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ পরিবারের কন্যা লেডী হেষ্টার ষ্টানহোপএর ক্ষমতাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যিনি "লিবানসের ভবিষ্যদ্বক্ত্রী" নামে অদ্ভুত অসমসাহসিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতামহের ও নিজের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখাইয়া বলেন "আমারও পিতামহের মত চক্ষু এবং স্থানের স্মৃতি, তিনি রাস্তায় একটী পাথর দেখিলে মনে রাখিতেন আমারও সেইরূপ, তাঁহার চক্ষু সচরাচর অপ্রফুল্ল ও জ্যোতিহীন কিন্তু রাগ দ্বেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত আমারও তাহাই।"

শিল্পী পরিবারের মধ্যে কতকগুলি স্মৃতির বিশেষ আকার বংশানুক্রমিক, দেখা যাইবে যে চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতের ক্ষমতা অনেক স্থানে চালিত হয়, এমন কি ৪। ৫ পুরুষ ধরিয়া এ ক্ষমতা থাকিয়া যায়, ইহাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে আকৃতি ও রং এর স্মৃতি ভাল না হইলে ভাল চিত্রকর হইতে পারে না এবং স্বরের স্মৃতি না থাকিলে গায়ক হয় না।

স্মৃতির বংশানুক্রমিতা স্থাপন করিতে যদিও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না তাহা হইলেও অপর মানসিক বৃত্তি অপেক্ষা ইহার বংশানুক্রমিতা যে বিরল এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেও আমরা পারি না।

মনুষ্য জীবনে এবং তাহা হইলেই ইতিহাসে স্মৃতির খেলা অস্পষ্ট ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বুদ্ধিমত্তা কিম্বা কল্পনা যেরূপ কার্য্য করিয়াছে ইহা তাহা করিতে পারে না কিম্বা ইচ্ছাশক্তি যেরূপ গৌরবের কার্য্য করিয়াছে তাহাও করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি যেরূপ বুঝা যায় ইহার হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না। কাম ক্রোধাদির মত ইহা আইনের গণ্ডীর ভিতর পড়ে না, মানসিক ব্যাধির মত ইহা ভৈষজ্য রাজ্যের ভিতর আসে না। স্পর্শ যোগ্য প্রত্যক্ষ বিষয় ইহা নহে কাজেই ইহার সম্বন্ধে বংশানুক্রমিতার প্রমাণের অভাব, যে পরিমাণে মানসিক বৃত্তি সকলের বংশানুক্রমিতার চর্চ্চা বাড়িবে, স্মৃতি বিষয়ে লোকের মনোযোগ বেশী পড়িবে, তখন দেখা যাইবে যে অপর বৃত্তি সম্বন্ধে যেমন ইহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ অর্থাৎ বংশানুক্রমিতাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৪র্থ অধ্যায়।

কল্পনা শক্তির বংশানুক্রমিতা।

মানসতত্ত্ববিদেরা দুই প্রকার কল্পনার কথা বলেন, নির্ম্মাণকারী ও পুনরুৎপাদনকারী। উভয়েই বংশানুগ নিয়মের বশীভূত, সহজ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া দিলে অপর কোন বৃত্তির বংশের ভিতর চালনা ইহার ন্যায় সাধারণ নহে। ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কারণ প্রত্যক্ষ ও কল্পনার নিকট সম্বন্ধ. শেষোক্ত জিনিসটী নিষ্ক্রিয় আকারে স্নায়ু মণ্ডলী ও শরীর যন্ত্রের উপর নির্ভর করে, কার্য্যকর আকারেও তাহাদের সহিত সংযুক্ত, কাজে কাজেই শরীর তত্ত্বের বংশানুক্রমিতা মানসিক বংশানুক্রমিতা বুঝাইতেছে। নিষ্ক্রিয় কল্পনার ধর্ম্ম হইতেছে যে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে পুনরুৎপাদন করা, পদার্থের অনুপস্থিতি হেতু তত উজ্জ্বল আকারে নহে। ইহার চরম অবস্থায় ইহাকে ভ্রান্তি বলে যাহা আভ্যন্তরিক অবস্থাগুলিকে বাহ্যিক আকার ধারণ করায়, এজন্য বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে নিষ্ক্রিয় কল্পনা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উল্টা যাহা বাহির হইতে ভিতরে আসে আর কল্পনা ভিতর হইতে বাহিরে যায়। কল্পনা যে কার্য্য ক্ষিপ্ততা, নিদ্রা, মদমত্তা, ভ্রান্তি, উল্লাস ও অনেক রকমের অলৌকিক অবস্থায় করে সেগুলিকে মানসিক ব্যাধির গ্রন্থে আমাদের সময়ে ভাগ করিয়া দেখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ সকলে বংশানুক্রমিতার অনেক কথা বলা হইয়াছে। ব্যাধিগ্রস্ত বংশানুক্রমিতার দৃশ্যগুলিকে এক পর্য্যায়ে আনিয়া তাহাদিগের চর্চ্চা পরে করিবার আমাদের ইচ্ছা।

বর্ত্তমানে আমরা কার্য্যকরী কল্পনার কথা বলিব, অর্থাৎ কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের কল্পনা যাহা নূতন সৃষ্টি করে এবং আদর্শ ভাবগুলিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আকারে ব্যাখ্যা করে।

ইহা একটী জটিল মানসিক বৃত্তি, ইহার পশ্চাতে রুচি ও ভাব আছে কিন্তু নীচে ধরিতে গেলে নিষ্ক্রিয় কল্পনা হইতে ইহার পার্থক্য সামান্য, সাধারণ ভাষায় এ দুইটীকে এক করিয়া ভাবা দোষাবহ নহে। উভয়েরই আসল লক্ষণ হইতেছে অন্তর্দৃষ্টির আতিশয্য ও জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এ কারণ বড় বড় শিল্পীরা ভ্রান্তি ও ক্ষিপ্ততার নিকটে আসিয়া পড়ে এবং প্রকৃতিস্থতার সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলে।

শিল্পের ইতিহাসে দেখায় যে নূতন সৃষ্টিকারিণী কল্পনা বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হয়। অনেক সময় দেখিতে পাই পরিবার শুদ্ধ কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকর। পরিবারশুদ্ধ কবি দুষ্প্রাপ্য; ইহার কারণ বাহির করাও শক্ত নহে। ভাল কান না থাকিলে সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে না, আর রং ও আকৃতি ধরিবার স্বভাবজাত ক্ষমতা না থাকিলে চিত্রকর হইতে পারে না, যে ক্ষমতা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট রূপ গঠন হইতে হয়। কবি হইতে যাইলে শারীর বিজ্ঞানের অবস্থাগুলি সেই পরিমাণে দরকার হয় না। এ কারণ আমরা বলিতে পারি যে সঙ্গীত কিম্বা আকারপ্রদ শক্তি, কবির ক্ষমতা অপেক্ষা শারীরিক যন্ত্রের গঠনের উপর বেশী নির্ভর করে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে মানস তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার শারীরতত্ত্ব বিষয়ক বংশানুক্রমিতার সহিত বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই জন্যই ইহার চালনা অধিক নিশ্চিত, যেরূপ দেখান যাইবে বংশানুক্রমিতা শরীর যন্ত্রের অভ্যাবন্তরীয় আকার, চিন্তা রাজ্য অপেক্ষা জীবন রাজ্যে ইহার অধিকার অনেক পরিমাণে দৃঢ়।

নিম্নলিখিত তালিকায় সমস্ত বংশানুক্রমিক ঘটনার পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া উদ্দেশ্য নহে, পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত করা সুপরিচিত নামগুলির উল্লেখ করা যাইবে, এ বিষয়ে প্রধান জিনিষ হইতেছে ভূয়োদর্শন জ্ঞানে সংখ্যা নহে তাহাদের গুণ দেখিতে হইবে। কোন পরিবারে বংশানুক্রমিক প্রতিভা দেখিতে হইলে, সেই পরিবারের শিক্ষা কিম্বদন্তীর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্তু এই সকল বাহ্যিক বিষয়ের দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইবে না; যেরূপ বংশানুক্রমিতার দ্বারা হইবে। মানসিক বৃত্তির মধ্যে সৃষ্টিকারিণী কল্পনা

কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করা যায় না। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে এই কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে যে বংশানুক্রমিতা ব্যতিক্রম নহে ইহাই নিয়ম।

২য় কবি।

কবিদিগের ইহাতে নিন্দা করা হয় না যদি বলা যায় যে ইহারা আশুক্রোধী, আবেগপূর্ণ ও তীব্র অনুভূতি-পূর্ণ জাতি; শিল্পীদিগের ঐরূপ মেজাজই হইয়া থাকে। এ কারণ উহাদের জীবনে স্বাতন্ত্র্য ব্যায়াশিলতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়। এ সব অবস্থা পরিবার তুলিবার পক্ষে অনুকূল নহে। বড় শিল্পী অতি স্বাভাবিক কতকগুলি গুণের মিশ্রণে হইয়াছে। এরূপ চরিত্র দৈবযোগে হইয়া থাকে এজন্য ইহার বংশানুক্রমিতা অত্যন্ত অনিশ্চিত।

এরূপ হইলেও নিম্নলিখিত ৫১ জন কবির পরিবারের মধ্যে দেখা যায় এক কিম্বা একাধিক সেই পরিবারের লোক যশস্বী হইয়াছেন।

কবিদের তালিকা।

আল ফাইরী, অনাক্রয়ন, অরিওষ্টো, আরিষ্টোফানিস, বরন্স, বায়রণ, ক্যাল্ডেরণ, ক্যামোএন্স, চাসার, চিনিয়ার, ক্যাম্বিজ, কার্ণিস, কাউপার, ড্যান্টিএ ড্রাইডেন, ইসকাইলস, ইউরিপাইডজ, গেটে, গোল্ডোনি, গ্রে, হীন, হোরেস হিউগো, জুভিনাল, লাফন্টেন, লামার্টিন, লুকান, লুক্রেসিয়স, মেটাসটাসিও, মিল্টন, মসেট, মোলিয়ার, মুর, অভিড, প্রেট্রার্ক, প্লটস্, পোপ র‍্যাসিন, স্যাফো, শিলার, শেকস্পিয়র, শেলী সফোক্লিস সাদী, স্পেন্সার, ট্যাসো, টেরেন্স, টেনীসন, লোপডিভাগা, ভার্জিল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

৩য় চিত্রকর।

চিত্রবিদ্যার ইতিহাসে একবার তাকাইলে কিম্বা চিত্রশালা দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিত্রকর পরিবার দুষ্প্রাপ্য নহে। ইংলণ্ডে যেরূপ ল্যাণ্ডসিয়ারেরা ফ্রান্সে সেইরূপ [illegible]

বেলীনীস্, ক্যারাসিওস্, টেনিয়র্স, ভ্যান, অষ্টেডস্, মায়েরিস্, ভ্যানডার, ভেল্ডিজর কথা শুনিয়া থাকিবেন। ইটালীয়ান, স্প্যানিশ ফ্লেমিস ৪২ জন উচ্চ দরের চিত্রকরের মধ্যে, গ্যাল্টন বলেন, ২১ জনের আত্মীয়েরাও বিখ্যাত ছিলেন।

চিত্রকরের তালিকা :

ব্যাসানো, বেলিনী, বুওনারোটী (মাইকেল এঞ্জেলো), ক্যাগলিয়ারী (পল ভেরোনিজ), ক্যারাসী, লডোভিকো, এনীবেল, সীমাবিউ, করেজিও, ডোমেনিচিনো, ফ্রান্সিয়া, জেলী (ক্লডীলোরেন), জায়বজিয়ন, জাওটো, গাইডো, রেণী, পার্মেজিয়ানো, পেরুজিনো, সিবাষ্টান ডেল পাওম্বো, পৌসনে, রবুষ্টি (টিণ্টরেটো), সালভেটর রোজা, রাফেল, টীটিয়ান, লিওনার্ডো ডাভেঞ্চী, মুরিলো, রিবিইরা, স্প্যাগনোলেটো, ভেলাসকোএজ, জেরার্ডডু এডুরার, ২জন ভ্যান আইকস, হল্বেন, মায়েরিস, ভ্যানঅষ্টেড পটার রেমব্র্যাণ্ড, রুবেন্স, রুইসডেল, টেনিয়ার্স, ভানডাইক, ভ্যানডার, ভেল্ডি।

৪র্থ সঙ্গীতজ্ঞ।

চিত্রবিদ্যা অপেক্ষা সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা ৩ শত বৎসর মাত্র হইয়াছে। ইহার বংশানুক্রমিতা দুর্লভ নহে, ব্যাকের পরিবারের মধ্যে অদ্ভুত দেখা যায়. বংশানুক্রমিতার ব্যতিক্রম কেবল বেলিনী, ডনিজিটী, রোমিনী ও হেলেভীতে দেখা যায়।

সংঙ্গীতজ্ঞের তালিকা।

এলেগ্রি, এণ্ড্রিয়া এমাটি, সিবাষ্টান ব্যাক, উইট ব্যাক নামক প্রেসবার্গের রুটীওয়ালা, তাহার অবসর সময় গান বাজনায় কাটাইত, তাহার ২টী ছেলের সন্তানেরা ২০০ বৎসর মধ্যে থরিঙ্গিয়া,যা কসনী, ফ্রাঙ্কোনিয়া ছাড়াইয়া, পড়িল, তাহারা যখন সংখ্যায় অনেক হইয়া পড়িল তখন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে সমবেত হইত, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ইহা চলিয়াছিল, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ ছেলে সকলে একত্রিত হইত, এ পরিবারে ২৯ জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াছিল। লর্ড উইগ বিটহভেন, বেলিনী, ফ্রান্সিসোবেণ্ডা,

বোনোনৃসিনী, গায়েট্যানো ডনেজেটী, ল্যাডিস্ল্যাস ডসেক, আইক হরণ, এণ্ড্রিয়া গেব্রেলী, হেলেভী (ইহুদী), হাইডেন্, জোহান আডাম হিলিয়ার, রেনার্ড কেইসার, মেণ্ডেলসন্ (ইহুদী) জেকব্ বায়ের মেয়ের বীর, মোজার্ট, প্যালসট্রিনা, রসিনী।

৫ম অধ্যায়।

বুদ্ধিমত্তার বংশানুক্রমিতা।

আনুমানিক হিসাবে জানিবার বৃত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়. একটীর ভিতর পড়িবে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা যাহাদিগের বিষয় বলা হইয়াছে; অপরটীর ভিতর এমন কতকগুলি পড়িবে যথা বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তন, সাধারণ তত্ত্ব যাহাকে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা বলা যায়। এখন দেখিতে হইবে এই উচ্চতম জ্ঞানার্জ্জনের পদ্ধতিগুলিও বংশানুক্রমিক কি না।

প্রথমে সহজে ইহা বুঝা যায় যে চিন্তার অভিব্যক্তি মনুষ্য বুদ্ধির উচ্চতম আকার অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। মানুষ বস্তুর জটিল সংবেদন হইতে, বস্তু নিরপেক্ষ ভাবের সরলতায় পৌঁছাইতে পারে। অগণিত তথ্যের গাদাকে একটী সাধারণ ভাবে আনিতে পারে এবং তাহাকে যথেচ্ছ চিহ্নের দ্বারা বুঝাইতে পারে, যথারীতি তর্কের দ্বারা দূরবর্ত্তী এবং জটিল সিদ্ধান্তে আসিতে পারে ও অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যৎ বলিতে পারে: মানুষ তুলনা করা, বিচার করা, বস্তু হইতে গুণকে টানিয়া লওয়া, সাধারণ নিয়মে ফেলা, সাধারণ হইতে বিশেষকে বাহির করা এবং বিশেষ হইতে সাধারণে পৌঁছান এই সকল করিতে পারে বলিয়া বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, নীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের ক্রমাগত বিকাশ চলিতেছে। এ সকল বৃত্তি এত অদ্ভুত যে তাহাদের স্তূপীকৃত ফলের দ্বারা মানুষকে প্রকৃতির অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে।

এই সকল বৃত্তি বংশানুক্রমিক কি না, এ প্রশ্ন অন্য রকমে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে মনোবিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ আকারগুলি জীবতত্ত্বের অধীন

কি না। ইহাকে যদি সঙ্কীর্ণ ও ভাসা ভাসা রকমে দেখি তাহা হইলে বোধ হয় যে বুদ্ধিমত্তার নিম্ন আকার গুলির বংশানুক্রমিতা যেন প্রমাণিত হইয়াছে, এবং উচ্চ আকারের বহির্দ্বারকেও স্পর্শ করা হইয়াছে ইহা হইতে কম হইতে বেশী, ছোট হইতে বড়র দিকে তর্ক করিবার আমাদের অধিকার নাই। এখন এ সমস্যার মুখোমুখী হইয়া দেখিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ যে বড় আগ্রহের সহিত চালান হইয়াছে তাহা নহে, কারণ আধ্যাত্মবিদ্যা বিশারদেরা এ বিষয়ে উদাসীন। ভুয়োদর্শনের পক্ষপাতিরা যথা শারীরতত্ত্ববিদেরা বংশানুক্রমিতার অধিকার অত্যন্ত বেশী দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপথে চালিত ভেদের উপর বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে দুই ভাগ করিয়াছেন এবং একভাগকে বংশানুক্রমিতার অধিকারের বাহিরে রাখিয়াছেন। এ অনুমানের সাপক্ষে এরিষ্টটল আছেন। মনুষ্যাত্মায় দুইটী ভাগ আছে, একটা জীব সম্বন্ধীয়, যাহা শরীরের ন্যায় চালিত হয়, অপরটা যুক্তি সম্বন্ধীয় যাহা বংশোদ্ভবের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, এবং সেই জন্য বংশানুক্রমিতার অধিকারের বাহিরে। এ অনুমান এখন অপ্রচলিত বলিয়া কোনও তর্কের আবশ্যক নাই। যাহারা এ অনুমান পোষণ করেন বিশেষতঃ লডাট পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের অনুমান পরীক্ষায় দাঁড়ায় না।

এখন সমস্যা হইল, উচ্চ অঙ্গের বৃত্তিগুলি নিম্নশ্রেণীর মত চালিত হইতে পারে কিনা? প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বৃত্তির মত বস্তু হইতে গুণ নির্ব্বাচন, যুক্তি তর্ক বিচার, নূতন আবিষ্কার বংশানুক্রমিতার দ্বারা শাসিত কি না? কিম্বা মোটা কথায় কাণ্ডজ্ঞান ক্ষিপ্রতা, প্রতিভা, ধীশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অঙ্কশাস্ত্র, ন্যায়দর্শন পড়িবার উপযুক্ততা বংশানুক্রমিক কিনা।

ইহার জবাব দিতে হইলে আমরা এ প্রশ্নকে আধ্যাত্ম্য বিদ্যা ও ভুয়োদর্শনের অনুমান ও তথ্যের দিক দিয়া পরীক্ষা করিব। যুক্তি দেখাইবে যে বুদ্ধিমত্তা বংশানুক্রমিক হওয়া সম্ভব আর ভুয়োদর্শন দেখাইতেছে যে ইহা সত্য।

বুদ্ধিমত্তার নিম্ন আকারগুলির যদি বংশানুক্রমিতা স্বীকার করা যায় যাহাকে তথ্য সকল নিশ্চিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহা হইলে ন্যায়ের যুক্তিতে সমস্ত বুদ্ধির উপর ইহাকে আরোপ করিতে হইবে, কারণ সকল দার্শনিকের দল ইহাকে আসলে একটী মানসিক বৃত্তি বলিয়া ধরেন। মনোবিজ্ঞান, জানিবার ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন আকারের পার্থক্য, বাহির করিয়াছে বুদ্ধিমত্তার এরূপ বিশ্লেষণ ঐ সর্ত্তেতে সম্ভব হয়, যে ভিন্ন আকার হইলেও উহারা একটী বৃত্তি। এ পার্থক্য আমাদের দেখার দোষে বোধ হয়। জাতি-গত পার্থক্য কিছুই নাই। মস্তিষ্ক সামুদ্রিক যাঁহারা জানেন তাঁহারা বলেন যে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষে বুদ্ধিবৃত্তির স্থান নির্দ্দেশ করা যায়, তাঁহাদের মত যদি ধরা যায়, এরূপ স্থান নির্দ্দেশে বুদ্ধিমত্তার একত্ব ধ্বংস হয় না। এ প্রশ্নের যত পশ্চাতে যাওয়া যাউক না কেন, বুদ্ধিমত্তার শেষ প্রকৃতির অনুসন্ধান আমাদিগকে দুইটী সিদ্ধান্তে আনিয়া পৌঁছায়, হয় ইহা শরীর-রূপ যন্ত্রের ফল, কিম্বা ইহা কারণ যাহার ফল হইতেছে, যাহা কিছু আমরা জানি এবং যাহা কিছু আছে। প্রথম অনুমান জড়বাদীদের, দ্বিতীয় আধ্যাত্মবাদীদের। আমরা যুক্তির উপর দাঁড়াইলে দেখিব, যে এই দুই অনুমানের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার উক্ত ধরণের ক্রিয়ার বংশানুক্রমিতার কোন বৈপরীত্য কিম্বা ন্যায়ানুযায়িক অসামঞ্জস্য নাই।

জড়বাদীর অনুমানে ইহাতে কোন বাধা নাই, কারণ জীবন্ত পদার্থের গুণ যদি হইল চিন্তা, তাহা হইলে জীবনের নিয়ম যখন বংশানুক্রমিতা হইল চিন্তারও তাহাই হইবে। কিম্বা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তা যখন ক্রিয়া হইল তখন সেই মস্তিষ্ক যখন পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস যন্ত্র সকলের মত চালিত তখন তাহার ক্রিয়াই বা চালিত হইবে না কেন? শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা যেমন অপরিহার্য্য ফল বুঝায়, মনোবিজ্ঞানের সকলরূপ আকারে তাহাই বুঝায়।

অপর দিকে বুদ্ধিমত্তার বংশানুক্রমিতা আধ্যাত্মিক অনুমানের সম্পূর্ণ বিরোধী কিন্তু দেখা যাইবে যে এ বিরোধ মূলগত নহে। আধ্যাত্মবাদের সম্প্রতি বড় বড় লোক সহায় হইয়াছেন, যাহার বিশেষ কথা পরে বলা

যাইবে। অল্প কথায় এই বলিলেও যথেষ্ট, যে অধ্যাত্মবাদ সেই দার্শনিক মত, যাহা চিন্তাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বা বলিয়া ধরে। মধ্যে মধ্যে চিন্তা কিম্বা বুদ্ধিমত্তাকে দ্বিতীয় স্থান দিলেও উপরে উঠিবার চেষ্টা করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সকল সত্ত্বার আদি কারণ বলিয়া ধরে। সোপেনহার এবং তাঁহার দলের এই মত অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদের এই সর্ব্বোচ্চ আকার। এইরূপ সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মায়াবাদ, ভূয়োদর্শন জ্ঞান বলিতে যাহা সচরাচর লোকে বুঝে, তাহা হইতে অনেক তফাতে পড়িয়াছে। কিন্তু ঐ জ্ঞানে ইহাকে আসিতেই হইবে, কারণ এ বাদকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সংসার প্রকৃতি এবং তাহার দৃশ্যাবলী ও তাহার নিয়ম সকলের ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। চিন্তা ছাড়া দেশ কালাতীত সত্ত্বা আর কিছু না থাকায়, জড়কেও চিন্তায় ফেলিতে হইবে। শেলিং এর মতানুসারে জড় কিছুই নহে কেবল মনের "নির্ব্বাপিত বাহ্যাকার" (extinct or exteriorized mind) মাত্র। হেজেল ইহাকে ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, যাহাকে নিজের জ্ঞেয় বিষয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। এ সকল অনুমানের মূল্য কি, নির্দ্ধারণ করায় কিছুই আসে যায় না। নির্গুণ কি করিয়া সগুণ হইল মন কি করিয়া জড় হইল এ সব কথার ব্যাখ্যা মায়াবাদ রূপক ছাড়া আর কিছু বলিতে পারে না, যে প্রণালী অপরাপর তত্ত্ব বিদ্যাতেও অনুসরণ করা হইয়া থাকে। ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল যে ইহারা জড় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে, ইহাকে কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় বলিয়া। এ স্বীকারোক্তিতে মায়াবাদ ও বংশানুক্রমিতাকে মিলাইবার গোড়া পাইতেছি।

যদি শপেনহারের সঙ্গে ধরি যে ইচ্ছা শক্তি প্রত্যেক জিনিষে ও প্রত্যেক সত্ত্বায় আদি ভূত, (primitive element) তাহা হইলে বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন জিনিস, বাহ্যাকার ধারণের প্রথম পৈঠা। ইহা হইলেই ন্যায়ের যন্ত্রের অধীন হইল, চিন্তার রূপে ধরা পড়িল অর্থাৎ ক্যাণ্ট আবিষ্কৃত ও বিশ্লেষণ কৃত ব্যাপক (categories) বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইল ও প্রাকৃতিক অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় নিয়ম সকলের অধীন হইল। এ স্বীকারোক্তি যথেষ্ট।

এখন হইতে মায়াবাদী ও আমাদের মধ্যে আর কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই। তাঁহাদের মতে সত্ত্বার দুইটী বিভিন্ন আকার আছে, বস্তুর (noumenon) অজ্ঞেয় স্বরূপতত্ত্ব (সৎ) ইচ্ছা শক্তিতে আর প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়, (phenomenon) বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতিতে। মনকে যদি অজ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ (noumenon) বলিয়া ধরি, তাহা হইলে ন্যায়ের কঠিন নিয়ম ব্যাপক (categorios) শ্রেণীবদ্ধ করণ, এ সকল কিছুই আরোপনীয় নহে কারণ এ সকল আরোপ করা যায় যদি মনকে প্রত্যক্ষ (phenomenon) জ্ঞান গ্রাহ্য বলিয়া ধরি। যখন ভুয়োদর্শন জ্ঞানের ভিতর সীমাবদ্ধ হইলাম, অর্থাৎ তথ্য এবং তাহাদের নিয়মের ভিতর, তখন আমাদের ও মায়াবাদীদিগের মধ্যে কোন সম্পূর্ণরূপ অনৈক্য নাই। আমাদের মধ্যে পার্থক্য, মতের অত্যন্ত বিরুদ্ধতার জন্য নহে, আমরা উভয়েই প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞানের অনুসরণ করিতেছি, কেবল উহার সঙ্গে মায়াবাদী অধ্যাত্ম জ্ঞানের মতটী যোগ করিয়া দিতেছেন, যাহার অধ্যাত্ম মতের আমাদের চক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই, কারণ ইহা বিজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।

ইহা সত্য যে মায়াবাদীরা বলিয়া থাকেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ভুয়োদর্শন জ্ঞানের সগুণ দৃশ্যের সঙ্গে কেবল আপেক্ষিক মূল্য দেখা যায়; কিন্তু আমরাও ত বলি না যে ভুয়োদর্শন জ্ঞান নির্গুণের খবর দিতে পারে। যদি মায়াবাদী স্বীকার করেন যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব, মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্য সকলের মধ্যে এককালিকত্ব (coexistences) ও পারম্পর্য্য (sequences) নির্দ্ধারিত নিয়মে ফেলা যাইতে পারে তাহা হইলে বংশানুক্রমিতাকে ইহাদের ভিতর ফেলিতে তাহাদের অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই, যদিও নির্গুণ সৎস্বরূপ মনকে (noumenon) এ সকল ভুয়োদর্শনজনিত জ্ঞানের বাহিরে রাখিতে পারেন।

এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির বংশানুক্রমিতাকে অতীন্দ্রিয় মায়াবাদের (trauscendental indealism) সঙ্গে মিলাইতে পারা যায়। ভুয়োদর্শন জ্ঞানকে অতিক্রম না

করিয়া আমাদের হিসাবে যদি এই প্রশ্নের পরীক্ষা করা যায়, আমরা দেখিতে পাই যে বুদ্ধিমত্তা ইহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে অজ্ঞেয়ের একটী প্রকাশ মাত্র। মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষৈকবার সম্বন্ধীয় নিয়ম ও অবস্থা (emperic laws conditious) ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিব কিন্তু ইহার আসল প্রকৃতিতে পৌঁছাইতে পারিব না। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে গত ৩০ বৎসরের ভিতর ইংরাজ এবং জার্ম্মাণ মানসতত্ত্ববিদেরা বিশেষতঃ হার্ব্বাট, স্পেনসার, বেএন, উণ্ডট, অপূর্ব্ব নিভুর্লতার সহিত বুদ্ধিমত্তার আকারের ও প্রকাশের অবস্থা সকলকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন বুদ্ধির ক্রিয়া সকল উচ্চতম হইতে প্রারম্ভিক (elementary) পর্য্যন্ত হইতেছে কেবল সাদৃশ্য ও পার্থক্য গ্রহণ করা। খুব জটিল হইতে সরলতম পর্য্যন্ত ইহার আদি পদ্ধতি হইতেছে কেবল একরূপ করা, ভিন্ন করা, একত্র করা, পৃথক করা, যোগ করা ও বিয়োগ করা। এই বিশ্লেষণ চিত্তের ক্রিয়া সকলের একত্ব চিন্তাকর্ষকরূপে বুঝাইলেও প্রকৃত পক্ষে কেবল বুদ্ধি রূপ যন্ত্রটী ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিকাশের নিয়ম সকল বুঝাইতে পারক করে। আমরা চিন্তার অসীম প্রকারের তথ্য সকলকে ২টী তথ্যে সরল করিয়া লইতে পারি একত্র করণ ও বিভিন্ন করণ : কি ন্তু এ দুইটী আবার চিন্তার দ্বারা ও চিন্তাতেই হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তা আসলে কি তাহা আমরা জানি না। ইহার সঙ্গে যদি যোগ করা যায় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এই দৃশ্যাবলি আবার পারম্পর্য্য কিম্বা সরল শ্রেণীর আকারে আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, এবং অনুক্রমই সংজ্ঞার আসল অবস্থা ইহাতেও চিন্তার আকারই প্রকাশ করা হইল, প্রকৃতির কথা কিছু বলা হইল না, কারণ অনেক জিনিস সংজ্ঞার ভিতরের তথ্য না হইয়া অনুক্রমিক হইতে পারে। চিন্তা আমাদের পক্ষে এখনও অভেদ্য রহিল; ইহা নিজেকে ছাড়া সকলকে ব্যাখ্যা করে, ইহা সেই সৎ-স্বরূপ যাহার দ্বারা বিশ্বের সমস্যা আমরা পূরণ করি কিন্তু নিজেই ইহা সমস্যা হইয়া থাকিল।

বুদ্ধিমত্তা একটী অখণ্ডনীয় তথ্য। ইহাকে সংজ্ঞা, ভূয়োদর্শন জ্ঞান ও অনুমান, সকলেই সাব্যস্ত করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর অনাস্তব

কল্পনার কথা আর কিছু হইতে পারে না যে বুদ্ধি সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী বংশানুক্রমিতার নিয়মের বহির্ভূত। এরূপ সিদ্ধান্তকে ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃত ঘটনাও ইহার বিরুদ্ধে থাকে।

ইহা বিস্ময়ের বিষয়, যে পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে দার্শনিকেরা যাহাকে যুক্তি বলেন, বুদ্ধিমত্তার সেই সর্ব্বোচ্চ আকারের কথা কিছু নাই। এই বৃত্তি যাহাকে দার্শনিকদের বৃত্তি বলা যায়, ইহার উদ্দেশ্য কতকগুলি পণ্ডিতের মতে সেই নির্গুণ, অসীম পূর্ণ, লইয়া অপরের মতে ইহা চিন্তার আবশ্যকীয় ক্রিয়া। ইহার স্থান হইতেছে সেই অস্পর্শ চক্ষু বিষয়াতীত দেশে, যেখানে সকল জিনিসের শেষ কারণের আমরা অনু- সন্ধান করি। ইহা ভূয়োদর্শন জ্ঞানের এত উপরে যে পরীক্ষা মূলক মানস তত্ত্বের চর্চ্চায় ইহার কথাই আমরা বলি না। আমরা কেবল সম্ভব- পর যুক্তির অনুমানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি তাহাই বলিব।

তত্ত্ববিজ্ঞানবিদেরা, বিচার শক্তিকে লইয়া, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে, একমত হইতে পারেন না ফ্রান্স দেশের লিবনিজের এক অনুমানকে, মায়াবাদীরা প্রশস্ত ও গভীর করিয়া, আমাদের সময়ে চালাইয়াছেন, তাহাতে বিচার বুদ্ধিকে ২টী জিনিসে গঠিত বলা হয়. তাদাত্মতা identity কিম্বা বিরুদ্ধতা contradiction শেষে ২টী এক হইয়া যায়। ন্যায় এবং বিজ্ঞানের শেষ আশ্রয় স্থান তাদাত্মতা আবার raison suffisanteর চরম বিচার বুদ্ধির অধীনে যাহা হইতেছে সমস্ত সত্তার শেষ কারণ। ইহা সমস্ত জিনিসের ব্যাখ্যা করে, এবং জিনিসটী আছে বলিয়া ক্ষান্ত হয় না, কেন আছে তাহাও বলে এবং ইহার অস্তিত্ব কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহাও বলে এই শেষ মতটী ব্যাখ্যা করা যাইত না যদি ইহা না বুঝাইত যে সর্ব্বোচ্চ বুদ্ধির জিনিস আর মঙ্গল (শিব) একই জিনিস। সকল জিনিসই তাহা হইলে এক নৈতিক নিয়মে ফেলা যায়। ন্যায়, তত্ত্ব বিদ্যা ধর্ম্ম নীতি এরূপ পূর্ণ মাত্রায় মিশ্রিত, যে মনুষ্য জ্ঞান ও কার্য্যের অনন্ত

বৈচিত্র, এক কারণে পরিণত করা যায়, বাহ্যাকারে তাহারা যতই বিভিন্ন হউক না কেন, যুক্তির একত্বে এক।

এই সঙ্গত অনুমান ইহার প্রকৃতি অনুসারে ভূয়োদর্শন ও প্রমাণীকরণের বাহিরে। ইহা যতই আকর্ষণীয় হউক না কেন সকল অধ্যাত্ম বিদ্যার metaphysics ন্যায় ইহার মূলে খুঁট রহিয়াছে, আমরা বলিতে পারি না যে ইহার বিষয়ীভূত নিরূপাধিক কোন মূল্য, objective absolute value আছে, না কেবল আত্মগত Subjective মূল্যই আছে। ইহা কিন্তু স্পষ্ট যে ইহার সঙ্গে আমাদের মতের কোন বিরুদ্ধতা নাই, প্রত্যেকেই যে যাহার স্থান অধিকার করিতেছে কারণ খাঁটি বিবেক বুদ্ধির (purereason) রাজ্য আরম্ভ হইল যেখানে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন সগুণ জগৎ শেষ হইল।

বিচার শক্তির অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনুমান হইতে যদি সাধারণ মতে নামি, যাহা ফরাসী দেশের সর্ব্বদর্শন সার সংগ্রহ (Eclecticism) এস্‌কচ্‌ মতের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে সর্ব্বোচ্চ আকারের বুদ্ধিমত্তার বংশানুক্রমিতার সঙ্গে ঠিক মিল আছে। রীড্‌ এবং কুজানের মতের ভিতরে অনেক স্থানে বিরুদ্ধ ভাব অস্পষ্টতা ও এলোমেলো থাকিলেও একটী নিশ্চিত সার লক্ষণ হইতেছে যে ইহারা দুইজনেই বলেন যে বিচার বুদ্ধি হইতেছে অপৌরুষেয় সার্ব্বজনীন অত্যাবশ্যকীয় বৃত্তি। বংশানুক্রমিক নিয়মের বশীভূত এ বৃত্তির ন্যায় আর কেহই নাই। এরূপ অভ্রান্ত চালনা কিরূপে হয়।

(সর্ব্বদর্শন সার সংগ্রাহকেরা এ প্রশ্ন একবারে তুলেন না।) মস্তিষ্কের কোন স্থায়ী অবস্থা হইতে হয়? না কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য হইতে হয়? ইহাই যথেষ্ট যে সকলে স্বীকার করেন যে ইহা সর্ব্বস্থানে, সকল সময়ে, সব মানুষের ভিতর দেখা যায়। এজন্য ইহা জাতিগত লক্ষণ, মেরুদণ্ডী জীবকে যেমন মেরুদণ্ড ছাড়া ভাবনা করা যায় না, মানুষকেও বিবেকশূন্য ভাবা অসম্ভব। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে বংশানুক্রমিতার বিশেষ ধর্ম্ম এই, কোন

ব্যতিক্রম না করিয়া জাতিগত লক্ষণ চালনা করা। কুজানের মত গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমত্তার সর্ব্বোচ্চ আকার বিচার শক্তি ও অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় নিশ্চয়রূপে চালিত হইয়া থাকে। কারণ বংশানুক্রমিতাও অপৌরুষেয় কারণ ইহা জাতিকে রক্ষা করে, এবং সার্ব্বজনীন, কারণ সমস্ত জীব রাজ্যকে শাসন করে, আর অনমনীয়, অবশ্যম্ভাবিতার (inflexible necessity) ইহা একটী আকার।

এরূপে যদি বুদ্ধিমত্তা, কিম্বা তাহার সর্ব্বোচ্চ আকার বিচার শক্তিকে, দেশ-কালের বাহিরে ধরা হয় তাহা হইলে ভূয়োদর্শন জ্ঞানের সঙ্গে ইহার কিছুই মিল থাকে না; কিম্বা রূপ গুণ যুক্ত বাহ্যাকারে যদি ধরা হয় তাহা হইলে বংশানুক্রমিতার নিয়ম হইতে তাহাদিগকে বহির্ভূত করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকে না।

II

প্রকৃত ঘটনা হইতে দেখান যাইবে যে এ চালনা যে কেবল সম্ভব তাহা নহে, এইরূপ প্রকৃত ঘটিয়া থাকে। এখানে এক সঙ্কটে পড়িলাম; বুদ্ধিমত্তা যাহার কার্য্য হইতেছে তুলনা করা, বিচার করা, তর্ক করা, সকল স্থানে যাহাকে দেখা যায়, যথা বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প শ্রম সম্বন্ধীয় আবিষ্কার, সাধারণ বিদ্যা এবং ইতিহাসে। কাজেই ইহা কি আবশ্যক যে বুদ্ধিমত্তার শ্রেণীতে রাজনীতি, সাহিত্য এবং শিল্পের বংশানুক্রমিতার প্রত্যেক ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে? আমাদের এক কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া, প্রকৃতিতে যাহা যুক্ত আছে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। কল্পনাকে, শিল্প সম্বন্ধে সকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, এবং কার্য্যকরী বৃত্তিতে রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া, আমরা কেবল সেই সকল তথ্যের কথা বলিব, যেখানে শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ যেখানে অনুচিন্তন, রুচি, এবং সমালোচনার প্রাধান্য।

এ সকল বিষয় এত অধিক সংখ্যক, যে দুইটী শ্রেণী করিতে হইবে। প্রথমটীতে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজনীতিকদিগকে ফেলিতে হইবে,

দ্বিতীয়টীতে ঐতিহাসিক, সমালোচক এবং ঔপন্যাসিকদিগকে ফেলিতে হইবে। এরূপ ভাগ স্বেচ্ছাচারের উপর, ইহার উপর বেশী জোর দিলে চলিবে না কেবল বন্দোবস্তের সুবিধা জন্য এরূপ করা হইল।

বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞানে বিখ্যাত পরিবার বংশানুক্রমিতায় দুষ্প্রাপ্য নহে। অনেক বৈজ্ঞানিক ঠিক তাহাদের বাপের মত হয়। স্বাধীন হাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্য তাহাদের বৃত্তির উপরে স্বাধীনতা ভাবের অধিকার বিস্তার করে। ইহা হইলেও শিক্ষা প্রতিভা উৎপন্ন করে না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে ঝোঁক আনিতে বাপ পিতামহ হইতে শিক্ষার চালনা ছাড়া আরও কিছু দরকার। এরূপ দেখা গিয়াছে অনেক বৈজ্ঞানিকের মাতা মাতামহী বিখ্যাত স্ত্রীলোক ছিলেন যেরূপ বফোঁ, বেকন, কণ্ডসেট, কুভিয়ার, ড্যালেম্বাট, ফর্ব্বস, ওয়াট, জস্‌সো ইত্যাদি। দার্শনিকদের মধ্যে বংশানুক্রমিতা বড় বিরল। ইহা এত বিস্ময়ের বিষয় নহে কারণ অতি অল্প সংখ্যক দার্শনিকদের বংশ থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ডেকার্টস, লিবনিজ, মালব্রান্স, ক্যাণ্ট, স্পাই, নোজা, হিউম, অগষ্ট কণ্টে, শপেনহর ইত্যাদি হয় বিবাহ করেন নাই না হয় ছেলে ছিল না।

বংশানুক্রমিতার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়—রজার বেকন, বার্কিলা, বার্জে-লিয়াস্, ব্লুমেন ব্যাক্, ক্রজটার, কণ্টে, কোপার্নিকস, ডেকার্টস, গ্যালেন গ্যাল্‌ভানি, হেজেল, হিউম, ক্যাণ্ট, কেপ্লার, লক, মালব্র্যান্স, প্রিষ্টলী, রিয়ামর, রমফোর্ড, স্পাইনোজা, ইয়ং ইত্যাদিতে। এণ্ড্রমেরী এমপিরে গণিতজ্ঞ পদার্থ বিজ্ঞানবিৎ, দার্শনিক পুত্র জীন জ্যাক্স ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক ভ্রমণকারী।

ফ্র্যাঙ্কয় এরেগো পুত্র ইমানুএল উকীল রাজনীতিজ্ঞ ও ভাই গ্রন্থকার এবং চিত্রকর।

এরিস্‌টটল এর প্রাচীন বংশাবলী যদিও বাহির করা কঠিন তত্রাচ দেখা যায় পিতা নিকোমাকস এমিণ্টাস দ্বিতীয়ের চিকিৎসক, চিকিৎসা শাস্ত্রের লেখক।

পুত্র নিকোমিকস নীতি শাস্ত্রের প্রণেতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ক্যালিস্থিনিস এরিষ্টটলের খুড়তুতো ভাই হীরোর পুত্র।

ফ্রান্সিস বেকন পিতা নিকোলাস প্রধান সীল মোহর রক্ষক, মাতা এনকুক প্রতিভাশালী পরিবারের কন্যা লাটীন গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত, বেকনের ভ্রাতারাও বিখ্যাত লোক, তাঁহার বিমাতার পুত্র ন্যাথানিয়ল যশস্বী চিত্রকর।

জেরেমী বেন্থাম নৈয়ায়িক ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, ভ্রাতা স্যামিউএল বিখ্যাত সেনাপতি, ভ্রাতুষ্পুত্র জর্জ্জ উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ, লিনিয়ান সভার সভাপতি।

সুইজারল্যাণ্ড দেশবাসী জ্যাকস বার্ণোলী হইতে এই পরিবারের খ্যাতি। ইহার ভিতর অনেক গণিতজ্ঞ, পদার্থ বিজ্ঞানবিদ, প্রাণিশাস্ত্রজ্ঞ জন্মিয়াছিলেন বিজ্ঞানের কোন না কোন শাখায় যশস্বী এই পরিবারের বংশাবলী নিম্নে দেওয়া গেল—
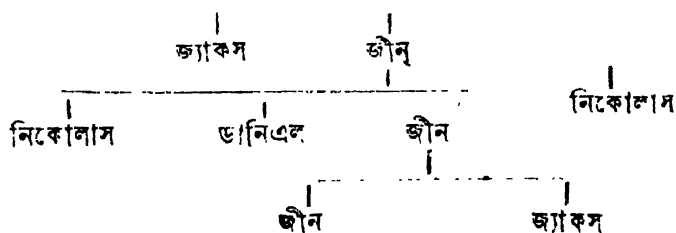
আমাদের সময়েও এই পরিবারের বংশধর খ্রীষ্টোফী বার্ণোলী (১৭৮২ ও ১৮৬৩) বেল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, জেরোমী বার্ণোলী রাসায়নিক ও খনিজবিদ্যাবিৎ।

রবার্ট বর্ত্তলী ইঁহার পরিবারে ১৭ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিক জন্মিয়াছিলেন। বেঞ্জমিন ব্রডী ইংলণ্ডের খ্যাতাপন্ন অস্ত্র চিকিৎসক। এ পরিবারে ৬ জন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। উইলিয়েম বকল্যাণ্ড ভূতত্ত্ববিৎ, পুত্র ফ্রাঙ্ক প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ। বর্ফোঁ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ বলেন যে তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার মানসিক গুণ সকল পাইয়াছেন, পুত্রও খুব বুদ্ধিমান বড়লোকের ছেলে বলিয়া গালোটীনে মারা পড়িয়াছিলেন।

জীন ডোমিনিক ক্যাসিনী বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ; পুত্রও তাহাই, পৌত্র সিজারী ফ্রাঙ্কয় ক্যাসিনী ডিপুরী ২২ বৎসর বয়সে বিজ্ঞান সভার সভ্য, প্রপৌত্র প্যারিসের মান মন্দিরের অধ্যক্ষ, যাঁহার পুত্র প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ, ভাষাতত্ত্ববিৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলেরায় মৃত্যু হইয়াছিল।

কণ্ডরসেট গণিতজ্ঞ, দার্শনিক মাতার নিকট হইতে মানসিক গুণ প্রাপ্ত, ইহাঁর খুড়ো বিশপ কার্ডিন্যাল ডি বার্ণিসের কুটুম্ব।

জর্জ্জেশ কুভিয়ার প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ, মাতা একজন সর্ব্বগুণসম্পন্না স্ত্রীলোক। তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন, ভ্রাতা ফেড্রারিক প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ

ড্যালেম্বার্ট ডেসট্সী ও ম্যাডিমোজেল ডিটেন্সিনের জারজ পুত্র, মাতা রসিকতার জন্য বিখ্যাত, তাঁহার পরিবারের মধ্যে গণনীয় কার্ডিন্যাল ডি-টেন্সিন, পণ্টডিভেএলী নাটক লেখক, এবং ডার্জ্জেণ্টাল ভল্টা-য়ারের সংবাদ-লেখক।

জুনোমিয়া পুস্তকের লেখক ইরাসমস ডারউইন, দুই পুত্র চার্লস রবার্ট খ্যাতনামা চিকিৎসক, পৌত্র চার্লস প্রাণোৎপত্তির লেখক। (origin of species)

ডেভী হমপ্রে রাসায়নিক, ভ্রাতা জন শরীর-তত্ত্বজ্ঞ।

আগষ্টিন পাইরামী ডি কণ্ডোল পুত্র আলফন্সো উভয়েই উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞ

গণিতজ্ঞের পুত্র লিওনার্ড ইউলার, ৩টী পুত্র জোহান, কার্ল, খৃষ্টফ জ্যোতির্ব্বিদ, পদার্থতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ।

বেঞ্জমিন ফ্রাঙ্কলিন, ২টী প্রপৌত্র প্রকৃতিতত্ত্ব, রসায়ন ও ভৈষজ্যের গ্রন্থকার।

গ্যালিলিও গ্যালিলিয়াই পিতা ভিসিঞ্জো (vicinzo) সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। পুত্র ভিসিঞ্জো পিতার আবিষ্কৃত ঘড়িতে পেণ্ডিউলম লাগান, প্রথম কার্য্যে লাগাইয়াছিলেন।

ইটিনী জিওফে্রসেণ্ট হিলায়র ও তাঁহার ভ্রাতাকে নেপোলিয়ন বড় সম্মান করিতেন, অস্‌টারলিজ যুদ্ধের অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ভ্রাতার মৃত্যু, পুত্র ইসীডোর প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ।

জোহান ফ্রাএডরিক জেমলিন, এই বিখ্যাত জার্ম্মাণ রাসায়নিকের পিতা, পুত্র, দুই খুড়ো, খুড়তুতো ভাই সকলেই ভৈষজ্য উদ্ভিদ ও রসায়নের সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

জেম্‌স গ্রেগরী গণিতজ্ঞ ও পদার্থ বিজ্ঞানবিৎ, এই পরিবারের ভিতর ইহাঁর পুত্র, পৌত্র ধরিয়া ১৫ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

আলব্রেক্ট হ্যালার আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার পিতা আইনজ্ঞ, পুত্র ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক।

ডেভিড্‌ হার্টলী দার্শনিক, চিকিৎসক, পুত্র পার্লেমেণ্টের সভ্য, ফ্রাঙ্কীনের (Franklin) সংবাদদাতা, প্যারিস সন্ধি সভার পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত।

সার উইলিয়েম হার্শেল পিতা, ভ্রাতা সঙ্গীতজ্ঞ যাহা এ পরিবারে জন্মগত। ভগ্নী কারোলাইন জ্যোতিষ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন ও বৈজ্ঞানিক পরিষৎ হইতে স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন, পুত্র জন, ২টী পৌত্র, সকলেই জ্যোতির্ব্বিদ্।

উইলিয়েম হুকার (Hooker) ও পুত্র জোসেফ ডি উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ।

আলেকজেণ্ডার হমবোল্ড এবং তাহার ভ্রাতা উইলিয়েম।

জন হণ্টার বিখ্যাত ইংরাজ শারীর সংস্থান বিদ্যা-বিশারদ, ভ্রাতা উইলিয়েম, ভ্রাতুষ্পুত্র ম্যাথিউ, সকলে ঐ বিদ্যায় পারদর্শী।

হয়ঘেন্স ওলন্দাজ জ্যোতির্ব্বিদ, পিতা গণিতজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, ভ্রাতা তৃতীয় উইলিয়েম রাজার সঙ্গে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন।

বার্ণার্ড ডি যশো উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ; যাঁহার বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।
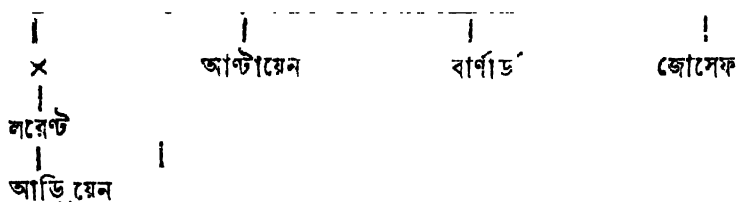
লিবনিজ, পিতা পিতামহ লিপজিগের ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপক।

লিনিয়স এই উদ্ভিদ তত্ত্বজ্ঞের মেধা পুত্র চার্লস্এ কম পরিমাণে দেখা যায়।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ইহাঁর পিতা জেমস মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি পুস্তকের প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত।

অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের ন্যায় নিউটন একাকী দাঁড়াইয়া আছেন যদিও গ্যাল্টন ভাবেন যে গণিতজ্ঞ চার্লস হটন ও ভূতত্ত্ববিদ্ জেমস্ হটন তাঁহার দূর সম্পর্কের লোক।

ডেনমার্ক দেশের পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ আরষ্টেড্, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজনীতিক, পুত্র প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ ও ভ্রমণকারী।

প্লেটোর বংশ নাই, ভ্রাতুষ্পুত্র স্পিউসিপস গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রধান হইয়াছিলেন।

বড় প্লিনী প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ, ভ্রাতুষ্পুত্র ছোট প্লিনী।

সওসর সুইস ভূতত্ত্ববিদ, পদার্থ বিজ্ঞানবিদ, পুত্র প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ, পিতা কৃষি বিদ্যা ও লোকসংখ্যা বিবরণীর গ্রন্থকার।

জীন ব্যাপটিষ্ট সেই (Say), পুত্র হোরেস, প্রপৌত্র লিওঁ সকলেই রাজনীতিজ্ঞ

জর্জ্জ ষ্টিফেন্সন পুত্র রবার্ট বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার।

জেমস্ ওয়াট, মাতা এগিস মুরহেড উচ্চদরের স্ত্রীলোক, পিতামহ অঙ্কশাস্ত্রের ছোট রকমের অধ্যাপক, পিতা ২০ বৎসর ধরিয়া গ্লাসগোর ম্যাজিষ্ট্রেট, পুত্রের মধ্যে একজন, স্যার হমফে্ ডেভির বন্ধু, ২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু; বাঁচিয়া থাকিলে বড় ভূতত্ত্ববিদ হইত।

গ্রন্থকার সাহিত্যিক।

এডিসন প্রথম জর্জ্জের মন্ত্রী, ইংলণ্ডের বিখ্যাত পদ্য লেখক; পিতা গ্রন্থকার, জ্ঞানাপন্ন পুরোহিত।

টমাস আর্নোল্ড রুগ্বীর হেডমাষ্টার, পুত্র ম্যাথিউ কবি ও সমালোচক।

নিকোলাস বয়লু কল্পনা অপেক্ষা এই শ্রেণীতেই পড়ে, দুইটী ভাই জ্যাক্স ও জাইলস গ্রন্থকার।

বোসেট—ভ্রাতুষ্পুত্র ট্রয়েজের বিশপ, যিনি তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সার্লোট ব্রণ্টি ২২ বৎসর বয়সে করার বেল মিথ্যা নামে "জেন আয়ার নামক" গ্রন্থ ছাপাইয়া ছিলেন। দুই ভগ্নী, ইলিস আকটন বেল-মিথ্যা নামে, উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

আইজাক কাসিবন এবং পুত্র মরিক ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত।

জে ফ্রাঙ্কয় শ্যাম্পোলিঁও, পুত্র জীন জ্যাক্স ঐতিহাসিক প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্, শ্যাম্পোলিঁও প্রাচীন মিশর দেশীয় চিত্রাঙ্কনের অর্থ প্রকাশক।

ইটেইনী বিদ্বানের পরিবার, রবার্ট বাইবেল ছাপাইয়া ছিলেন, ভ্রাতা চার্লস বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত, পুত্র হেনরী গ্রীক অভিধান প্রণেতা।

ফেমেলোঁ, ক্যাম্রের আর্চ্চ বিশপ, ভ্রাতুষ্পুত্র হল্যাণ্ডের রাজদূত, ভাইপোর ২টী ছেলেও বিখ্যাত লোক।

ডি গ্রামোণ্ট মেময়েস্ এর গ্রন্থকার, পিতা, ফিলিবার্ট গ্রন্থকার, রসিক সভাসদ, পিতামহের ভ্রাতা রিশিলিউ বিখ্যাত মন্ত্রী।

গ্রেসিয়স আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতা, পিতামহ পণ্ডিত, পিতা লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ, খুড়ো কর্নিলিয়স দর্শন শাস্ত্রের ও ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপক, পুত্র পেট্রস পণ্ডিত কুট-রাজনীতিক।

হ্যাল্যাম পিতা ব্রিষ্টলের ডীন, মাতাও বিখ্যাত স্ত্রীলোক, পুত্র আর্থার ২৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল, উহার বিষয় লইয়া টেনিসন "ইন মেমোরিয়ম" নামক কবিতা রচনা করেন আর একটী পুত্র হেনরি ২৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু, বাঁচিয়া থাকিলে বিখ্যাত লোক হইত।

হেল্ভেসিয়স গ্রন্থকার দার্শনিক, পিতা পিতামহ লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, প্যারিসের হাঁসপাতাল সকলের তত্ত্বাবধায়ক।

চার্লস ল্যাম্ব ভগ্নী মেরী সুলেখক।

গটলীবইফ্রেম লেশীং দুই ভাই, কার্ল জোহান সাহিত্যিক।

টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, পিতামহ ইণ্ডারারীর (Invorary) বাগ্মী পুরোহিত, পিতা সুলেখক ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের মধ্যে ভেদ উঠাইয়া দিবার স্বপক্ষে, দুই পিতৃব্য একজন সেনাপতি মাড্রাজ প্রেসিডেন্সির কতক অংশের শাসনকর্ত্তা এবং অপর রাজপুত্রী ব্রন্সউইকের ক্যারোলাইনের শিক্ষক।

সায়বর রোমের ইতিহাস লেখক, পিতা ভ্রমণকারী গ্রন্থকার। তাঁর ফ্রান্সিস প্যালগ্রেভ অ্যাংলো (Anglo) স্যাকসন ইতিহাসের সুদক্ষ লেখক, দুইটী পুত্র একজন ভ্রমণকারী অপরটী প্রাচ্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ।

পরসন্ গ্রীক লাটীন ভাষায় পণ্ডিত, পর্শন স্মৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

লেসেজ ঔপন্যাসিক, দুই পুত্র নাট্যকার ও অভিনেতা।

জুলিয়াস সিজর স্ক্যালিজর ৪৭ বৎসর বয়সে খ্যাতনামা লেখক হইয়াছিলেন, পুত্র জোসেফ পিতার ন্যায় পণ্ডিত।

উইলহেলেম শ্লেগেল, ভ্রাতা ফ্রেডেরিক, পিতা বিখ্যাত প্রচারক, কতকগুলি কবিতাও লিখিয়াছিলেন। দুই পিতৃব্য একজন নাটকীয় কবি অপর ডেনমার্ক রাজের ঐতিহাসিক।

লুসিয়স এনিয়স সেনেকা, পিতা মার্কস আলঙ্কারিক ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন, ভ্রাতা গ্যালি এস্কেইয়ার শাসনকর্ত্তা ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন রোমান, ভ্রাতুষ্পুত্র মার্কস এনীয়স লুকান. কবি।

মার্কুইসী ডি সীভিগ্নী, এই মহিলার পুত্র ধীশক্তি-সম্পন্ন কিন্তু লাম্পট্য দোষযুক্ত খুড়তুতো ভাই বুসিরুবুটীন ঐরূপ চরিত্র।

ম্যাডাম ডি ষ্টেল, পিতামহ চার্লস ফ্রেডারিক নেকার. জেনেভার ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ঐ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। পিতা ষোড়শ লুইএর অমাত্য এবং গ্রন্থকার, খুল্লতাত লুই নেকার জেনেভার অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, শেষোক্তর পুত্র এবং পৌত্র জ্যাকস এবং লুই নেকার জেনেভার প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

সুইফ্ট, কবি ড্রাইডেন তাঁহার পিতামহর ভাই।

ট্র্যালোপ পত্নী নিজে, ও দুই পুত্র আণ্টনি এবং টমাস ঔপন্যাসিক।

আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই যথেষ্ট, যদিও এ তালিকাকে আরও বিস্তার করা যাইতে পারিত।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ভাব এবং কাম ক্রোধাদির বংশানুক্রমিতা।

মনুষ্য এই বিশ্ব মাঝে দণ্ডায়মান, যাহাকে সে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণের দ্বারা বুঝিতে পারে। বর্ণ, গন্ধ, আস্বাদ, আকৃতি, বাধা, গতি, শরীরের পদ্ধতি (modes of organism) হইয়া দাঁড়ায়, এবং উহাদের ভিতর দিয়া স্নায়ুতে ধাক্কা দেয়, ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্ত হইতে ঐ সকল আঘাত মস্তিষ্কে নীত হয়। সম্ভবতঃ রূপ-বহা নাড়ীর গ্রন্থি হইতে তন্তুতে যাইয়া, মস্তিষ্কের বল্কল রূপ পদার্থে (cortical Substance) চালিত হইয়া সংজ্ঞার জিনিসে পরিবর্ত্তিত হয়, শরীর তত্ত্বের দ্রব্য মানস তত্ত্বের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইল এবং মনের সেই অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহাকে আমরা পদার্থের জ্ঞান বলি। ইহাতেই যে সব হইয়া গেল তাহা নহে। জড় পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন স্নায়ুর স্পন্দন যে কেবল বাহিরের বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করাইল তাহা নহে, আমাদের ভিতর প্রীতিপ্রদ ও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করিল যাহাকে বোধ কিম্বা সংবেদন বলা যায়। আমাদের ভিতর যদি আনন্দ নিরানন্দের ঘাত প্রতিঘাত না চলিত, তাহা হইলে বীকট (Bichat) যেরূপ বলেন বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা কঠোর অনুরাগ শূন্য জিনিস হইত।

সংবেদনের বিষয়গুলির যাহাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বাহ্যিক প্রকৃতির বিপরীত, ইহাদের মনঃকল্পিত ও সত্য কারণ থাকিতে পারে। ভূয়োদর্শন জ্ঞান দেখায় যে শুদ্ধ ধারণা সরল অনুভব, যে কেবল সংজ্ঞার কার্য্য তাহা নহে, ইহা আনন্দ ও যাতনাদায়ক হইতে পারে। যে কেহ ভবিষ্যৎ আদর্শে সমাজকে অধিকতর ন্যায় বিচার বিজ্ঞান ও সুখ স্বচ্ছন্দতার সমন্বিত হইয়াছে ভাবিয়া সুখ অনুভব করিবে, সে আবার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কষ্টবোধও করিবে।

প্রাণরক্ষা ক্রিয়াসম্পর্কীয় শারীরিক অবস্থার ভিতর যদি আনন্দ নিরানন্দর উদ্রেক হয়, কিন্তু স্মৃতি পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া সুখ দুঃখের উদয় করায় যে সকল জ্ঞানের পদ্ধতি হইতে সংবেদনের উৎপত্তি হয়, তাহারা ঐরূপ করাইবে। কারণ সত্যই হউক, আর কাল্পনিক হউক, বর্ত্তমান কিম্বা অতীত হউক, এই সকল মূল পদার্থ একত্র হইয়া যায়, পরস্পরের নিকটে স্থাপিতও মিশিয়া যায়, পরস্পরের কার্য্যকে নষ্ট করে, এইরূপ করিয়া জটিল ভাবের উদয় হয় যে ভাবগুলি আস্তে আস্তে ব্যক্তি কিম্বা জাতিতে প্রকাশ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর কবি বায়রণ কিম্বা গেটের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ভাব যাহা বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্মৃতি ও কল্পনার মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে বিশ্লেষণ করা উৎকৃষ্ট মানসতত্ত্বজ্ঞের সাধ্যাতীত বুদ্ধি বৃত্তির বিশ্লেষণ, ভাবের বিশ্লেষণ অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভাবের অনুশীলন আমরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের দিক হইতে করিতে পারি কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানের দিক হইতেও করিতে পারি। মনোবিজ্ঞানের কার্য্য হইতেছে বোধের নানারূপ মূর্ত্তিকে বর্ণনা শ্রেণীবদ্ধ করা তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইল উহাদিগকে শেষ কারণ এবং নিয়মে পরিণত করা।

বর্ণনা পদ্ধতি বর্ত্তমান সময়ের মানসতত্ত্বজ্ঞ ও শরীরতত্ত্বজ্ঞ বেনের (Mr. Bain) নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ভাবের দৃশ্য সকলের বিশিষ্ট রকমে শ্রেণীবদ্ধ করণ হইতে পারে না যে পর্য্যন্ত ভ্রূণ কিম্বা বীজ সম্বন্ধীয় বিদ্যা না বাহির হয়। প্রত্যেক প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ জানেন যে প্রাকৃতিক পদার্থের

শ্রেণীবদ্ধ-করণ শারীর সংস্থান, শারীবিজ্ঞান ও ভ্রূণতত্ত্বের উপর নির্ভর করে। মনোবিজ্ঞানেও এইরূপ, তুলনামূলক মানসতত্ত্ব বাহির করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত না আমরা জীব জগতে এবং নিম্নতম জীবের ভাবের অভিব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া বর্ণনা করিতে পারি এবং ব্যক্তিতে ও জাতিতে ভাবের ক্রম-বিকাশ ধরিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমরা স্থায়ী স্বাভাবিক পদার্থ সম্বন্ধীয় শ্রেণীবদ্ধ করণে পৌঁছাইতে পারিব না।

এস্‌পাইনোজার সময় হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ঘটনাবলীর চরম কারণের আধ্যাত্মিক আলোচনা কেহই করেন না। দর্শন শাস্ত্রাভিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিদেরও ঐ মত; মূলার এসপাইনোজার পুস্তক (নীতি সম্বন্ধীয়) নকল করিয়াছেন ও ডাক্তার মডস্লি (Maudsley) বলেন যে মনের নিদান শাস্ত্রের প্রণিতাদের মধ্যে এসপাইনোজাই প্রধান।

নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা এসপাইনোজা গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন, যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্য সকলের শেষ ব্যাখ্যা বাঞ্ছায় দেখা যায়, বাঞ্ছার অর্থ সজ্ঞান ক্ষুৎ-পিপাসা যাহা মানুষের মৌলিক ধর্ম্ম, তাহা রক্ষা বিধানের জন্য, কার্য্য সকলে প্রণোদিত করে। কামনা মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি, কারণ ইহার সর্ব্বদা চেষ্টা হইতেছে তাহাকে সুস্থভাবে রাখা ও তাহার পুষ্টি সাধন করা। অজ্ঞানতার দেশে ইহার গোড়া, কিন্তু কি করিয়া কার্য্য প্রবণতা হইতে ইহা সজ্ঞান হইল, তাহা জানি না। বাঞ্ছা চিন্তার ন্যায় অজ্ঞেয়ের একটী রূপ, ইহা অজানা সংখ্যা (এক্স) যাহা ভাবের সমস্ত দৃশ্যের ব্যাখ্যা করে। অশেষ প্রকারের কাম ক্রোধাদিরূপ ভাব সকলকে দুইটী অবস্থায় পরিণত করিতে পারি, আনন্দ কিম্বা যাতনা অর্থাৎ সত্ত্বার হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি কিন্তু দুটী অবস্থার কারণ হইল কামনা। বাঞ্ছার পূর্ণতায় আনন্দ ও ব্যাঘাতে কষ্ট। প্রীতিকরকে রাখিতে চাই ও অপ্রীতিকরকে ধ্বংস করিতে চাই, কিন্তু এই জ্ঞান ইচ্ছা, আদি কালের অজ্ঞান ইচ্ছারই দাস, কিম্বা উহারই ধারাবাহিক স্থিতি। সেই টানের অবস্থা যাহাকে বাঞ্ছা বলি এবং যাহা যতদিন বাঁচিব থাকিবে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে সেই জন্যই আনন্দ নিরানন্দ যাহারা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মুহূর্ত্ত সকল হইতেছে। টানা এবং কামনা তাহার পড়েন, যাহার উপর দৈব ঘটনা সকল ভাব রূপ ফুল তোলে।

জ্ঞান গ্রহণ সামর্থ্য জিনিস সকল সোজাসুজি আমাদের নিজের দিকেই ঝোঁকে, পরে অপরের দিকে বক্রভাবে। সমস্ত অনুরাগ বিরাগের মূল হইল আপনাকে ভালবাসা, ইহাই সংবিতের সর্ব্বোচ্চ নিয়ম যাহার প্রকৃতি হইতেছে নিজের মঙ্গল অন্বেষণ। আমরা নিজেকেই ভালবাসি কিম্বা আমাদের সদৃশ যেটুকু সেটুকুকে ভালবাসি। আমাদের সহানুভূতি বহু প্রকারের ও প্রবল হইলেও অহঙ্কারের কথা ছাড়িয়া দিলেও আত্মপ্রেমে পরিণত করা যায়। আসল অর্থে সহানুভূতি হইতেছে অপরের কার্য্যকরী কিম্বা ভাব সম্বন্ধীয় অবস্থার আমাদের সঙ্গে মিল, কোন মনুষ্য কিম্বা জীবের সঙ্গে ভাবের ঐক্যতা ইহার অর্থ, এক সময়েই আমরা এবং অপর এক হইয়া যাই যাহা আমাদের স্বার্থপর এবং সহানুভূতিক প্রবৃত্তি উভয়েই সমানভাবে স্বাভাবিক, প্রথমোক্ত আমাদের প্রকৃতির উপর স্থাপিত, শেষোক্ত সেই প্রকৃতির সাদৃশ্যের উপর। স্নায়বিক রোগে সহানুভূতিক সংক্রামতার অধুনা শারীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের অদ্ভুত গবেষণা ভবিষ্যতে ভাবের উপর নূতন রকমের চর্চ্চার ভিত্তি স্থাপিত করিবে। এ সকল কথা বিস্তাররূপে বলিবার স্থান নহে, এইমাত্র বলিতে পারি যে অনুরাগ বিরাগের দৃশ্যগুলি আমাদের সত্বার গভীরতম প্রদেশ সম্পর্কীয়। জ্ঞানের এই তথ্যের দ্বারা বাহ্যজগত আমাদের ভিতর প্রবেশ করে, এবং ক্ষুদ্র আকারে পুনরুৎপন্ন হয়, চিন্তা কিছুই নহে কেবল সত্বার আত্ম-জ্ঞানে পৌঁছান, কিন্তু আমাদের দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব এই অপৌরুষেয় (impersonal) অবস্থার সঙ্গে মিশিয়া থাকে যাহা সুখ দুঃখ থাকার জন্য বুঝা যায়; আমরা যাহা, তাহা করিয়াছে কেবল সংবেদন ও ইচ্ছা। জ্ঞান গ্রহণ সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়, সমস্ত শরীরের সঙ্গে, এত ঘনিষ্ঠ রকমে সংযুক্ত, যে আনুমানিক ভাবে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এগুলি বংশানুক্রমিতার দ্বারা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চালিত হইতে পারে। অভিজ্ঞতাও দেখায় যে এ অনুমান সত্য।

আমরা চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করিব অর্থাৎ কামক্রোধাদি রূপ অতিরিক্ত ও প্রচণ্ড ভাব সকল যাহারা চিকিৎসক ও ঐতিহাসিকের

মনোযোগ আকর্ষণ করে; ইহা হইলেও যে কেহ নিজের স্মৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবে যে সংবেদন এবং তাহা হইতে কার্য্যের ধারা অনেক পরিবারে বংশানুক্রমিকরূপে রক্ষিত হয় যে পরিবারগুলি এত অস্পষ্ট যে উল্লেখযোগ্য হয় না।

প্রথমতঃ পশুদের ভিতর ব্যক্তিগত চরিত্রের চালনা এত সাধারণ যে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে না। বফোঁ বলেন বদমায়েস, অভিমানী, অগ্রগমনে অনিচ্ছুক ঘোড়ার শাবকও ঐরূপ হইবে। প্রত্যেক অশ্বপালক এ তথ্য তাহার রক্ষিত অশ্বপালের মধ্যে প্রমাণ করিতে পারে; জীরো ডি বুজারিঙ্গিস বলেন যে পশুদের ভিতর খামখেয়ালী রকমের বিশিষ্টতা অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

একটী হাউণ্ড কুকুরকে মাই ছাড়িবার পূর্ব্বে দূরে লইয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল, সে কিন্তু অসংশোধনীয় রূপে একগুঁয়ে ও বন্দুকের শব্দে ভিড়কাইতে লাগিল, এরূপ অবস্থায় যেখানে ঐ জাতীয় অন্য কুকুর ব্যস্ত ও উত্তেজিত হয়। পার্শ্বে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তি ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করায় তাহাকে বলা হইল তাহার বাপও এইরূপ ছিল।

ভিন্ন জাতি কিম্বা গণের মধ্যে সঙ্কর (দোঁআসলা) উৎপন্ন করিলে বিশেষ বিশেষ রকমের চরিত্র চালিত হয় ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহপালিত শূকর ও বন্য শূকর, নেকড়ে বাঘ ও কুকুরের মধ্যে যখন সঙ্কর করা যায়, বংশধরের মধ্যে কেহ বন্য কেহ গৃহপালিত প্রবৃত্তিগুলি প্রাপ্ত হয়। জীরো (Girou) ভিন্ন জাতীয় কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে সঙ্কর করিয়া ঐরূপ হইতে দেখিয়াছেন। ডারউইন বলেন লর্ড অরফোর্ড তাঁহার বিখ্যাত গ্রেহাউণ্ডগুলিকে যাহাদের সাহসের অভাব ছিল দুর্ব্বল ঘ্রাণশক্তি বিশিষ্ট ডাল কোত্তার সঙ্গে সঙ্কর করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম পুরুষে ডালকোত্তার আকৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় রহিয়াছে। প্রাণীদিগের ভিতর যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সহজজ্ঞান, কাম ক্রোধাদির বংশানুক্রমিতা দেখা যায় তাহা হইতে মনুষ্যের ভিতর এই সকলের বংশানুক্রমিতার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বংশানুক্রমিতার স্থানে শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, অভ্যাসকে বসাইয়া যে ভাসা ভাসা ব্যাখ্যা করা হয় তাহার আর দরকার হয় না। এই অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে সমস্ত জীবের ভিতর তুলনা মূলক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব কত।

মানুষের কথা ধরিলে, ভাবের প্রথম দৃশ্যগুলি হইতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বোধ (সিনিসথিসিস Cœnœsthosis) আভ্যন্তরিক স্পর্শজ্ঞান যাহা হইতে শরীরের অবস্থা ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারি, যথা পেশীর টান, সমস্ত পেশী সম্বন্ধীয় চেষ্টা, ক্লান্তি, আনন্দের অনুভব ইত্যাদি। সত্তার সর্ব্বজনীন জ্ঞান, আভ্যন্তরিক অসংখ্যা সংবেদনার ফল, যাহার উদ্ভব স্নায়ু, পেশী, রক্তচলাচল, পুষ্টি ক্রিয়া হইতে হয়, এক কথায় সমস্ত যন্ত্রাদির ক্রিয়ার সমষ্টি যাহা ধরিয়া আমাদের সত্তার অবস্থা বুঝি।

এই সকল সংবেদনকে যে বংশানুক্রমিতা চালনা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং চরিত্রের সাদৃশ্যের প্রকৃত কারণ এই সকলের ভিতর খুঁজিতে হইবে। কিন্তু এই সকল আভ্যন্তরিক অবস্থা এত অনির্দ্দিষ্ট যে তাহাদের চালনা প্রমাণ করা একরূপ অসম্ভব। ইহা হইলেও আমাদের বিশ্বাস যে বিচিত্র রকমের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সহজজ্ঞান ও ঘৃণার উৎপত্তি এই সকল অজ্ঞেয় ধারণা হইতে হয়, যাহা সকল রকমের সংবিৎ ও চিন্তার নীচে থাকে।

এমন পরিবার দেখা যায় যাহাদিগকে সামান্য পরিমাণ আফিং খাওয়াইলে তড়কা হয়। জিমারম্যান একটী পরিবারের কথা বলেন যাহাদিগকে কাফি খাওয়াইলে ঘুম আসে কিন্তু আফিং খাওয়াইলে কিছুই হয় না। কতকগুলি পরিবার বমন-কারক, বিরেচক, রক্ত-মোক্ষণ-কারক ঔষধ সহ্য করিতে পারে না।

মণ্টেন বংশানুক্রমিতার প্রশ্ন বিশেষ যত্ন সহকারে দেখিতেন। তাঁহার পরিবারের ভিতর পাথরী রোগের প্রবণতা ছিল, এবং ঔষধের উপর দুর্জ্জয় ঘৃণা ছিল। তিনি বলেন এ ঘৃণা বংশানুক্রমিক। আমার পিতা

৭৪, পিতামহ ৬৯, প্রপিতামহ প্রায় ৮০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন কিন্তু কখনও ঔষধ ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে রোজ ব্যবহার্য্য যাহা নহে তাহাই ঔষধ। আমার পূর্ব্ব পুরুষদের কোন গূঢ় নৈসর্গিক জ্ঞান কিম্বা স্বাভাবিক ঝোঁক হইতে সকল রকম ঔষধের উপর বিচেষ্টা জন্মিয়া ছিল, আমার পিতার পক্ষে ঔষধের দৃশ্যই ঘৃণার্হ। সিনিয়র ডি জার্ভিয়াস আমার খুল্লতাত, জন্ম হইতে রুগ্ন, তথাচ সেই দুর্ব্বল দেহকে ৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। একবার দীর্ঘ দিন স্থায়ী উৎকট জ্বরে পড়িয়াছিলেন, চিকিৎসকেরা বলিয়া পাঠাইলেন যে কোন-রূপ প্রতিকার না করিলে মারা যাইবেন। এইরূপ ভয়ঙ্কর দণ্ডাদেশে বেচারী ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'যে আমার এইবার শেষ হইল। পরমেশ্বর তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করাইলেন। আমার ঔষধের উপর স্বাভাবিক বিচেষ্টা তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি ইহাই সম্ভব।

সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত যন্ত্র সম্বন্ধীয় বোধ হইতে যখন আমরা সেই সকল অভাব ও প্রবৃত্তির দিকে যাই যাহাদের স্থান হইতেছে কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ে তখন বংশানুক্রমিতার অকাট্য প্রমাণ পাই। ইহা দৈহিক ৩টী প্রধান অভাব হইতে দেখাইব যথা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সঙ্গমের ইচ্ছা।

মদ্যপানের অদম্য ইচ্ছা, প্রায়ই পিতা হইতে পুত্রে চালিত হইতে দেখা যায়, এজন্য সকলেই এখন একমত যে ইহার বংশানুক্রমিতাই নিয়ম। মদ খাইবার প্রবল ইচ্ছা যে ঠিক ঐ আকারে চালিত হয় তাহা নহে. ক্ষিপ্ততা, জড়বুদ্ধিতা ও চিত্ত বিভ্রমেও ইহার অবনতি দেখা যায়। আবার উল্টাদিকে বাপ মায়ের ক্ষিপ্ততা হইতে বংশধরদের ভিতর মদ্য পানের অদম্য ইচ্ছা জন্মায়। এই ক্রমান্বয় পরিবর্ত্তন পরিষ্কার-রূপে দেখায় যে প্রবল ইচ্ছা ক্ষিপ্ততার কত নিকটে আসিয়া পড়ে এবং পুরুষপরম্পরা কত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং সেই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব গুরুতর। ডাঃ ম্যাগনস হস্ বলেন যে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল হইতেছে মস্তিষ্কের আংশিক কিম্বা পূর্ণ শীর্ণতা; যন্ত্রটী আকারে

কমিয়া যাওয়ায় ইহার অস্থিময় আধারটীকে ভর্ত্তি করিতে পারে না। ইহার ফল মানসিক অবনতি যাহা পরবর্ত্তী বংশে ক্ষিপ্ততা ও জড়বুদ্ধিতা আনয়ন করে।

গল একটী রাসীয়ান পরিবারের কথা বলেন, যেখানে পিতা পিতামহ নেসার জন্য অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পৌত্র ৫ বৎসর বয়সে মদ্য পানের প্রবল ইচ্ছা দেখাইয়াছিল।

জীরো ডি বুজারিঙ্গী অনেক পরিবার জানিতেন যেখানে এ নেসার জন্য ঝোঁক মাতা হইতে আসিয়াছিল।

আমাদের সময়ে ম্যাগনস হস ও ডাঃ মরেল মদ্যপানের বংশানুক্রমিতার অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাছিয়া লইলাম।

বিশেষ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন লোক, সাধারণের চক্ষু হইতে তাঁহার নেসার অভ্যাস ঢাকাইয়া ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরা ইহার জন্য কষ্ট পাইতে লাগিল। ৫টী ছেলের মধ্যে একটী বড় হইয়াছিল, বাল্যকাল হইতে উহার নিষ্ঠুরতার দিকে ঝোঁক, যত রকম পারা যায় জীব জন্তুকে যাতনা দেওয়া তাহার প্রধান আনন্দ; স্কুলে প্রেরিত হইল, কিছু শিখিতে পারিল না। সাধারণ মাথার তুলনায় তাহার মাথাটী ছোট ছিল, লেখা পড়া বিষয়ে যৎসামান্য মাত্রায় পৌছিয়াছিল, তাহার অধিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ১৯ বৎসর বয়সে পাগলা গারদে পাঠাইতে হইয়াছিল।

চার্লস দশম উৎকেন্দ্র ও পানাসক্ত পিতার পুত্র, শৈশাবস্থা হইতে নিষ্ঠুরতার দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক। অল্প বয়স হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে প্রেরিত হইয়া সকলগুলি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সেনাদলে নাম লিখাইতে বাধ্য হইয়া অবশেষে মদ খাবার জন্য নিজের সৈনিকের পরিচ্ছদ বিক্রয় করিয়াছিলেন। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইতে, চিকিৎসকদের সাক্ষ্যের জোরে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। সাক্ষীরা

বলিল যে তিনি অদম্য পান তৃষ্ণার বশবর্ত্তী। তাঁহাকে বন্ধনে রাখা হইল এবং অবশেষে পক্ষাঘাত রোগে মারা গেলেন।

সদাচারী শ্রমজীবী পরিবারের একজন অত্যন্ত পানাসক্ত, ৭টি ছেলে মেয়ে রাখিয়া ইহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। প্রথম ২ টি অল্প বয়সে তড়কায় মরিল; তৃতীয় ২২ বৎসর বয়সে পাগল হইয়া জড় বুদ্ধিতা প্রাপ্ত হইয়া মরিল, চতুর্থ অনেকবার আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিয়া নিম্নতম শ্রেণীর জড়বুদ্ধিতা প্রাপ্ত হইল; পঞ্চম উগ্র স্বভাব, পরিবারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিয়া মনুষ্যদ্বেষী হইলেন; ভগ্নী স্নায়বীর গোলমাল হইতে হিষ্টিরিয়া রোগে ও মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্ততায় ভুগিয়াছিলেন; সপ্তম খুব বুদ্ধিমান শ্রমিক, কিন্তু সহজে উত্তেজনীয় মেজাজের ও বুদ্ধি সম্বন্ধীয় ভাবী অমঙ্গলের অনুভবে বড় কষ্ট পাইতেন।

ডাঃ মরেল, ভস্‌জেস নিবাসী একটী পরিবারের ইতিহাসে বলেন প্রপিতামহ মাতাল এবং তাহার ফলে মৃত্যু; পিতামহ ঐরূপ পানাসক্ত এবং বাতিকগ্রস্ত হইয়া মরিলেন, পুত্র অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা কিন্তু অবসাদ বায়ুগ্রস্ত ও আত্মঘাতী হইবার ঝোঁক, উহার পুত্র জড় বুদ্ধি। এ পরিবারে দেখা গেল প্রথম পুরুষে পানদোষ বাড়িল, দ্বিতীয়ে সেই দোষ অদম্য ইচ্ছায় পরিণত হইল, তৃতীয়ে পীড়া না থাকিলেও সর্ব্বদা পীড়ার ভয় অবসাদ বায়ু, চতুর্থে জড়বুদ্ধিতা, এইরূপে ঐ পরিবার ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

টেলাট, ফলা-লিউসিডি (Folie Lucide) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন একটী মহিলা ভদ্রতা ও মিতব্যয়িতার উপর জীবন যাপন করিতেন কিন্তু অদম্য পান দোষ ছিল যাহা তাহার মাতা ও খুল্লতাত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজের অবস্থার উপর ঘৃণা হইয়া আপনাকে হতভাগা মাতাল বলিয়া জানাইতেন ও পানীয় দ্রব্যের সহিত ঘৃণা উদ্দীপক অনেক জিনিস্ মিশাইয়া দিতেন, কিন্তু ইহা বৃথা হইল তাহার লালসা, ইচ্ছার উপর দাঁড়াইল।

ডাঃ ময়েল commune এর ১৫০টী ছেলে, অধিকাংশ যাহাদের মধ্যে সশস্ত্র ব্যারিকেডের (barricades) পিছনে ধরা পড়িয়াছিল (১০ হইতে ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পানদোষের বংশানুক্রমিক কুফল দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে অতিরিক্ত পানদোষের ফল, যে খায় তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া, পুরুষান্তরে চলিয়া যায় তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যায় যে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি হইয়াছে।

পানদোষের মত অতি-ভোজনের বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করা সহজ নহে। ইহার ফল পানদোষের মত শোচনীয় নহে। অনেক পরিবারে অতি-ভোজন উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া পড়ে। বোরবোঁ (Borbaun) পরিবারে ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়; চতুর্দ্দশ লুই ও তাঁহার ভ্রাতার খাইবার লোভ ভয়ানক ছিল। এই রাজার প্রায় সমস্ত ছেলেরা অতি-ভোজী এবং এ লোভ তাঁহাদের বংশধরের ভিতরও দেখা যায়।

গল, লর্ডাট, প্রসপার, লুক্যাস ইহাঁদের কথায় আমরা অনেক লোকের নরমাংস ভোজনের বীভৎস বাসনার কথা বলিয়াছি। এ গ্রন্থকারেরা একটা স্কচ পরিবারের কথা বলেন যাহাদের ভিতর এই বাসনা অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত ছিল যদিও অনেককে ইহার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল এবং নজরবন্দী থাকিতে হইয়াছিল।

খুব সম্ভব যে নরমাংসভুকের ছেলেরা ইউরোপে প্রতিপালিত হইয়া, আমাদের সভ্যতার মধ্যে বাস করিয়াও, এ প্রবৃত্তি দেখাইবে। এরূপ ঘটনা যদিও লিপিবদ্ধ হয় নাই; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই সভ্য বর্ব্বর জাতির, যাযাবর জীবনের উপর দুরারোগ্য ভালবাসা, সভ্য আচার ব্যবহারের সঙ্গে উহাদের ব্যবহার মিলাইয়া কার্য্য করিবার অযোগ্যতা, যাহার দৃষ্টান্ত পরে দেওয়া যাইবে এই সকল অনুমানের যাথার্থ্যতা প্রমাণ করে।

মাটি খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর বংশানুক্রমিতার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত এ, ভন, হম্বোল্ট বলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাওয়া যায়। এই প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ বলেন

ঐ সকল লোকের ভৈলাক্ত কুম্ভকারের মাটীর উপর অদম্য ভালবাসা যে মাটির একটা কড়া খারাপ গন্ধ আছে। ছেলেদিগকে ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় পাছে বৃষ্টির পর দৌড়িয়া যাইয়া মাটি খায়। তিনি আরও বলেন যে রায়ও ম্যাগডালেনার কুম্ভকারশালায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা ভাল ভাল মাটি খাইয়া ফেলে।

স্থান বার্জ্জোর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের স্থানে একজন সেই দেশবাসী স্ত্রীলোক, তাহার ছেলেকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, যে মাটী ছাড়া সে আর কিছু খায় না, ছেলের চেহারাও কঙ্কালের মত। গিনীর নিগ্রোদেরও ঐরূপ প্রবৃত্তি, এক প্রকার হলদে রংএর মাটি যাহাকে কাওউয়াক্‌ বলে তাহা খায় এবং দাস করিয়া তাহাদিগকে আমেরিকায় চালান দিলে সেখানেও ঐ মাটি পাইবার চেষ্টা করে।

সপ্তম তৃষ্ণার বংশানুক্রমিতা, সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই। এ রিপু এমন একটী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত যাহা বংশানুক্রমিক নিয়মের উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের বিখ্যাত নাম অনেক দেওয়া যাইতে পারে যথাঃ— আগষ্টস, দুই জন জুলিয়া, এগ্রিপিনা, নিরো, ম্যারোজিয়া, বেনিডিকৃট নবম, আলেকজেণ্ডার ষষ্ঠ, তাঁহার ছেলেরা ; লুইসী ডি স্তাভয় এবং ফ্র্যান্সিস প্রথম ইত্যাদি। সমাজের সকল শ্রেণীতেই এই অভাগা প্রবৃত্তিকে বংশানুক্রমিক হইতে দেখা যায়।

প্রস্পর লুকাস এক জন সুস্থকায় সুপুরুষকে জানিতেন যাহার মদ ও স্ত্রীলোকের উপর দুর্দ্দমনীয় ঝোঁক ছিল। তাহার একটী পুত্র বাল্যাবস্থাতে এই দুই পাপকে আতিশয্যে লইয়া গিয়াছিল এবং পিতার রক্ষিতাকে ছাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল যে অপরাধ তাহার পিতা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্ষমা করেন নাই। এই উহার চরিত্রের আরম্ভ, শেষে বেশ্যাদের দ্বারা দৈন্যদশার চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। ইহার পুত্র, পিতা পিতামহের পাপকে সংশোধন করিতে না পারিয়া অল্পবয়সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন।

ঐ গ্রন্থকার অধিক শিক্ষাপ্রদ আর একটী ঘটনার কথা বলেন—নিজের কার্য্যে বিশেষ পটু একজন পাচক সমস্ত জীবন ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

স্ত্রীলোকের উপর ভয়ানক আসক্তি, এ আসক্তির সঙ্গে অস্বাভাবিক পাপেরও যোগ ছিল। তাঁহার একটী জারজ পুত্র, বাপকে জানিত না এবং তাহার নিকট হইতে তফাতে থাকিয়াও এ দুই পাপে ১১ বৎসর বয়স না হইতেই আসক্ত ছিল।

বলাৎকারের বংশানুক্রমিতার ভালরূপ প্রমাণিত দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ড্রয়েট্‌ খবরের কাগজ লিখিতেছে যে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পণ্টয়েস স্থানের অ্যালেক্‌জেণ্ড্রি ডি এম নামক পিতা এরূপ হতভাগ্য, যে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৬ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে, তাহার খুল্লতাত ভগ্নীকে বলাৎকার করিয়া তাহাকে খুন করিয়াছিল; সম্প্রতি তাহার দ্বিতীয় পুত্র একটী ছোট বালিকার বলাৎকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যুবকদের শাস্তির লাঘব হইল, আদালতে এই প্রমাণ করায়, যে ইহাদের বংশগত ক্ষিপ্ততা আছে।

৩য়

শারীরিক ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় নহে কিন্তু গোড়ায় শরীর হইতেই উৎপত্তি, সেই সকল জটিল প্রবৃত্তির মধ্যে জুয়াখেলা, ধনতৃষ্ণা, চৌর্য্য, নরহত্যাও বংশানুক্রমিতার নিয়মের বশীভূত।

জুয়াখেলার ঝোঁক এতদূর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় যে তাহাকে একরূপ ক্ষিপ্ততা বলিলেও চলে এবং উহার ন্যায় পর বংশে চালিত হয়।

ডাগামা ম্যাচাডো বলেন তাঁহার আলাপী সম্পত্তিশালিনী একটী মহিলা ছিলেন, তাঁহার জুয়াখেলায় এত আসক্তি যে সমস্ত রাত্রি ঐ খেলায় কাটাইতেন এবং হৃদ্‌রোগে অল্পবয়সে মারা যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঐ খেলায় নেসা, এবং ঐরূপ বয়সে যক্ষায় মৃত্যু, কন্যা ভাইয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য, ঐরূপ নেসা, অল্পবয়সে মৃত্যু।

ধনতৃষ্ণারও ঐরূপ ফল। মডস্‌লি তাঁহার পুস্তকে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যেখানে পিতা দরিদ্র হইতে অতুল ধনশালী হইয়া একটী নামজাদা পরিবার স্থাপনের উদ্দেশ্য, কিন্তু ফল হইল শারীরিক ও মানসিক

অধঃপতন এবং ৩। ৪ পুরুষে বংশলোপ। মাতৃবংশের গুণের আমেজ থাকার জন্য, এ পাপ ক্ষিপ্ততা, কিম্বা অন্ত ধ্বংসকারী আতিশয্যে, না লইয়া গেলেও ধূর্ত্ততা এবং ভণ্ডামি ও অত্যন্ত স্বার্থপরতায় লইয়া যায়, যখন প্রকৃত নৈতিক ধারণা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার ভাব আর থাকে না। পরীক্ষা মূলক পর্য্যবেক্ষণকারীরা যাহাই বলুন না কেন, আমার মত, যে ধনী হইবার অত্যন্ত লালসা, যাহা মনের সমস্ত শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সন্তানকে মানসিক অবনতিতে লইয়া যায়, এমন কি নৈতিক অবনতি ও ক্ষিপ্ততায় পর্য্যন্ত লইয়া যায় জীবনের অবস্থা অনুযায়িক।

চৌর্য্যবৃত্তির বংশানুক্রমিতার, দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই কারণ ইহা সকলেই স্বীকার করে এবং বিচার কার্য্যাবলীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। চ্রীটিএন পরিবারের বংশাবলী হইতে একটী পাকা দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে উদ্ধৃত করিলাম। জীন চ্রীটিএনের ৩ পুত্র—পাইরী, টমাস, জীন ব্যাপটিষ্টী। পাইরীর এক পুত্র জীন ফ্রাঙ্কর ডাকাতি ও খুনের জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। টমাসের ২টী পুত্র ফ্র্যাঙ্কয়ি সশ্রম কারাবাস খুনের জন্য, মার্টিন খুনের জন্য প্রাণদণ্ড। মার্টিনের পুত্রের কেয়েনে মৃত্যু যেখানে ডাকাতির জন্য তাহাকে দ্বীপান্তরিত করা হয়। জীন ব্যাপটিষ্টীর, জীন ফ্রাঙ্কয় নামে এক পুত্র যাহার স্ত্রী মেরী, যাহার গৃহদাহীর ঘরে জন্ম, উহাদের ৭টী পুত্র কন্যা—(১) জীন ফ্র্যাঙ্কয় অনেকগুলি ডাকাতিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জেলে থাকিয়া মৃত্যু হয়। (২) বেনইষ্ট চুরীর জন্য একটী ছাদে উঠিতে গিয়া পড়িয়া মরে; (৩) ✕ যাহার উপনাম ক্লেন অনেক ডাকাতিতে দোষী প্রমাণিত হইয়া ২৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; (৪) মেরী রীন চুরীর জন্য জেলে মৃত্যু হয়; (৫) মেরী রোজ ঐ কর্ম্ম ঐ ফল; (৬) ভিক্টর চুরীর জন্য এখন জেলে; (৭) ভিক্টোরাইন লেমাএরকে বিবাহ করে এবং উহাদের পুত্রের চুরী ও খুনের জন্য মৃত্যু দণ্ডাদেশ হয়।

এ দৃষ্টান্ত দিলাম কেবল চরিত্রের উপর শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের প্রভাব দেখাইয়া যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহাকে কাটিয়া দিয়া শেষ করিবার জন্য। অনেক স্থানে শিক্ষায় কতটা হইতেছে, কিম্বা স্বভাবে কতটা হইতেছে

ইহা ঠিক করা কঠিন; চোরের ছেলেরা বাপ মায়ের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া সত্তার পথে থাকা সম্ভবপর নহে; স্বভাবের কর্তৃত্বের জোর বেশী হইয়া থাকে। অনেক লেখকের মধ্যে গল দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছেন পিতামাতার কোন কর্তৃত্ব নাই কিন্তু চুরির প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি একটী অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যেখানে মার নিকট হইতে ভাল এবং বাপের নিকট হইতে খারাপ বংশানুক্রমিতা পাইয়াছে দেখা যায়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে লাসেনের সেসন আদালত, এক চোর পরিবারের ৫ জনের মধ্যে ৩ জনকে কঠোর অপমানজনক শাস্তি দিয়াছিলেন। এই পরিবারের জনক পুত্র কন্যার ভিতর সেরূপ প্রবৃত্তি দেখিতে পান নাই যাহা তিনি ইচ্ছা করেন, অগত্যা স্ত্রী ও ২টী জ্যেষ্ঠ সন্তানের উপর জোর প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার কথা মানিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা আপনা হইতেই বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল ও ভয়ঙ্কর উগ্রপ্রকৃতি হইল, অপরগুলি মায়ের প্রকৃতির নকল করিল।

চুরীর প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল খুনের সহজ প্রবৃত্তির উপর ঠিক তাহাই বলা যায়। বংশানুক্রমিক এই ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তির চালনায় অনেক সুপ্রমাণিত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা পরিবারের কতক অংশে নরহত্যা প্রবৃত্তির বংশানুক্রমিতা, চুরীর বংশানুক্রমিতার সঙ্গে যুক্ত হইতে অনেক স্থানে দেখিয়াছি, এরূপ দৃষ্টান্ত চারিদিকেই পাওয়া যায়। দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যেখানে পাপ কার্য্যের অবস্থাগুলি দেখিলে বংশানুক্রমিক চালনা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ভৈষক মানসতত্ত্বের বাৎসরিক বিবরণীতে (Annuales Medico-Psychologiques) আমরা ২টী বালিকা এডেলী ও লুইসীর কথা পাঠ করি। এডেলী ১৩ বৎসর ও লুইসী ১৭ বৎসর বয়সে প্যারিস নগরে পোষাকের দোকানে শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। এডেলী খুব নম্র ও পরিশ্রমী, কিন্তু লুইসী কাহার সঙ্গে মিশিত না, কর্ত্রী ও সঙ্গিনীরা কেহ তাহাকে ভালবাসিত না। এরূপ একঘরে হইয়া থাকায় অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া

কর্ত্রীকে খুন করিবার জন্য ভগ্নীকে ভুলাইতে ও ভয় দেখাইতে লাগিল। এডেলী অস্বীকার করায় লুসী একটা ফিতে তাহার গলায় জড়াইয়া দিয়া দম আটক করিয়া মারিবার চেষ্টা করিল কিন্তু এডেলীর চীৎকারে কর্ত্রী সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লুসী সঙ্গী পাইবার আশায় নিরাশ হইয়া নিজেই প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিল। কতকগুলি কাঁচ ভাঙ্গা একত্র করিয়া ও গুঁড়াইয়া কর্ত্রীর খাদ্যে মিশাইয়া দিল ইহা খাইয়া অনেক দিন ধরিয়া আভ্যন্তরিক যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল; কারণ কেহই বুঝিতে পারে না যে পর্য্যন্ত না লুসীর হাতে কতকগুলি গ্লাস গুঁড়া দেখা গেল। বালিকা ধরা পড়িল এবং বিচারে প্রমাণ হইল যে তাহার পিতামহ জীবিতাবস্থায় অনেক নরহত্যার চেষ্টা করিয়া অবশেষে স্ত্রীকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিল; তাহার ছেলেরা নরহত্যা রূপ উন্মাদের কোন লক্ষণ দেখায় নাই; দ্বিতীয় পুরুষে পুনর্ব্বার দেখা গেল। এক কিম্বা দুই পুরুষ ডিঙ্গাইয়া বংশানুক্রমিক গুণের চালনায় লেখা পড়ার কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। এ কথা অকালপক্ক বালকের দ্বারা সাধিত কিম্বা তুচ্ছ কারণে যে সকল নরহত্যা হয়, তাহাতেও শিক্ষার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না দেখা যায়।

বদনাম গ্রন্থে কোন পরিবারের ১৪ বৎসর বয়সের একটী বালক তীর ধনুক লইয়া নিকটস্থ কোন গ্রাম্যভোজে যাইতে যাইতে রাস্তায় ৬ বৎসরের একটী বালিকাকে ৩০টী পয়সা লইয়া রুটী কিনিতে যাইতে দেখিয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিল ও মৃতদেহ রাস্তা হইতে দূরে মাঠে ফেলিয়া দিয়া, পয়সা কয়টী লইয়া ভোজে আনন্দ করিতে চলিয়া গেল।

জন্মগত অচিকিৎসনীয় ভ্রমণকারী জীবনের উপর ভালবাসা যাহা নিম্নজাতি এবং জীপ্সিদের ভিতর দেখা যায়, ইহা নিসন্দেহ বংশানুক্রমিতার ফল। এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত তর্ক হইতে যে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায়, তাহা হইতেছে যে অত্যুগ্র রিপুর সহিত ক্ষিপ্ততার সাদৃশ্য। সাধারণে স্বীকার করিয়া থাকে যে উভয়েই বুদ্ধি বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় ও ইচ্ছা

শক্তিকে অবশ করে; কিন্তু অত্যুগ্র রিপু ও ক্ষিপ্ততার উৎপত্তি কারণ যে এক ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। পানাসক্তি, চৌর্য্য ও নরহত্যারূপ ঝোঁকের বংশানুক্রমিতা বাহির করিতে হইলে আমরা বিচারালয়ের কার্য্যাবলী ও ভৈষজ্য বার্ষিক বিবরণী পড়িয়া থাকি। ঐ এক জাতীয় ঘটনার পাশাপাশি দেখা যায় যে পূর্ব্ব পুরুষে যাহা ক্ষিপ্ততা ছিল, পর পুরুষে তাহা অত্যুগ্র মনোভাব হয় এবং অত্যুগ্র মনোভাব হইতে ক্ষিপ্ততা হয়। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়। বংশানুক্রমিতার এ সুন্দর দৃষ্টান্তগুলি আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। রূপ পরিবর্ত্তনের বংশানুক্রমিতার যেমন উগ্রভাব হইতে ক্ষিপ্ততা এবং উহার উল্টা বিষয় এখানে আলোচনা করিলাম না।

আমরা ইহা বলি না যে প্রত্যেক উগ্র রিপু এবং অপরাধ পাগলামির একটী রূপ, কিন্তু যে কারণে উভয়ের উৎপত্তি তাহা এক। প্রকৃতির ভিতর কোন জিনিস সীমাবদ্ধ এবং পৃথক নাই, মধ্যস্থিত শৃঙ্খলের দ্বারা সংযুক্ত, যাহা মনোযোগের সহিত দেখিলেই ধরা যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ইহা বাঞ্ছনীয় যে গুরুতর অপরাধীদের ঊর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষের বর্ণনা রাখা উচিত। ইহা করিতে পারিলে মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রের সহিত ইহার দুর্ব্বলতার কি সম্বন্ধ তাহা বাহির করিতে পারা যায়; যে দুর্ব্বলতা হইতে মানসিক বিশৃঙ্খল এবং তাহা হইতে অপরাধ করিবার ইচ্ছা। ডাক্তারদ্বয় ফেরস এবং লীগুট প্রমাণ করিয়াছেন যে অপর লোক অপেক্ষা অপরাধীদের ভিতর পাগল (insane) বেশী দেখা যায়, ইহা প্রমাণ করিতেছে যে দু এর মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষদের ভিতর পাগলামির চিহ্ন দেখাইয়াছে, এরূপ পরিবারে অনেক সংখ্যক অপরাধী দেখা যায়। প্যারিসের আর্চ বিশপের হত্যাকারী ভার্জ্জার (vergear) এই সংখ্যার ভিতর পড়ে। এই অপরাধের পূর্ব্বে তাহার মা ও একটী ভাই আত্মঘাতের ঝোঁকে মারা যায়।

ডাঃ ব্রুস টমসন "অপরাধের বংশানুক্রমিক প্রকৃতি" নামক আধুনিক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন ও সংখ্যা দেখাইয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ৫৪৩২ কয়েদীর মধ্যে ৬৭৩ জনের মানসিক অবস্থা বিকৃত,

কিন্তু সাধারণ লোকের মতে, পাগলা গারদে যাইবার উপযুক্ত নহে। পার্থের জেলে ১০৪ জন কয়েদীর মধ্য হইতে খালাস হইবার পর, ৪৪০ জন পুনর্ব্বার দণ্ডিত হইয়া জেলে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল, ইহার দ্বারা উগ্র রিপুর মারাত্মক প্রভাব দেখাইতেছে। ৫০ টী পরিবার হইতে ১০১ জেলে আবদ্ধ হইয়াছিল, একটী পরিবার হইতে ৮ জন এবং অনেকগুলি হইতে ২। ৩ জন করিয়া।

ক্ষিপ্ততার সাংঘাতিক প্রকৃতির ভিতর উগ্র রিপু সকলের কতটা হাত আছে তাহা নির্ণয় করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। এ তর্ক ইহাই কেবল দেখাইতেছে যে পৃথক ব্যক্তিগত হিসাবে দেখিলে অত্যুগ্রভাব সকল অব্যাখ্যানীয় কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা তখনি হয় যখন বংশানুক্রমিতার নিয়মে ফেলা যায় এবং ২। ৩ পুরুষের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে রূপান্তরিত আকারে দেখা যায়; উগ্র মনোভাব পাগলামির এত নিকটে যে দু এরই বংশানুক্রমিতার আকার এক; পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা অসুস্থ বংশানুক্রমিতার এক অধ্যায় অগ্রে বর্ণিত হইল।

৭ম অধ্যায়।

ইচ্ছাশক্তির বংশানুক্রমিতা।

এ অধ্যায়ের অপর কোন ভাল নাম না পাওয়ায় ইহাই দেওয়া গেল। রাজনীতিক ও বড় বড় সেনানায়কদের ভিতর দেখা যায় যে সকল মনোবৃত্তির উপর ইচ্ছাশক্তিই প্রবল। ইহার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার যোগ চাই এবং এরূপ রাগ চাই যে লোককে উত্তেজিত করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিবে; কিন্তু ইহার প্রধান লক্ষণ হইতেছে ক্রিয়া, এবং তেজস্বী নির্ভীক প্রকৃতি যাহা কর্তৃত্ব করিতে পারে। মানুষ ইচ্ছার দ্বারা অপরের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতে পারে। উচ্চ রকমের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া লোকে অবাক হয়, কিন্তু প্রবল ইচ্ছা লোককে বশে রাখিতে পারে।

"ইচ্ছা" এ কথাটী যেরূপ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থেই এখানে ধরা গেল। স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে দার্শনিক তর্ক ও সেই ইচ্ছার সঙ্গে বংশানুক্রমিতার সম্বন্ধ এ সকল লইয়া আলোচনা করিব না, এখানে ইচ্ছাকে কেবল কার্য্যকরী বৃত্তি বলিয়া বুঝিব, কার্য্যের দিকে ঝোঁক কোথা হইতে আসিল? ব্যক্তিগত ঝোঁক হইতে, স্থায়ী ধারণা হইতে, না দুর্জ্জয় আবেগ রাগ হইতে, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিব না।

প্রাচীন নীতিতত্ত্ববিদেরা, মানুষের তিন প্রকার জীবনের মধ্যে প্রভেদ করেন, চরম উদ্দেশ্য যদি আনন্দ হয় সে এক প্রকার, যদি কার্য্য হয় সে অন্য প্রকার এবং চিন্তাশীলতা হইলে আর এক প্রকার, এ তিনের ভিতর বাছিয়া লইতে হইবে। সকলেই আমোদ আহ্লাদের

জীবনকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া তর্ক চলিয়াছিল যে চিন্তাশীল জীবন ভাল না কার্য্যকরী জীবন ভাল। এ তর্ক অনন্ত, কারণ প্রত্যেক লোক তাহার রুচি, মেজাজ ও অভ্যাস হইতে ইহা বাছিয়া লয়। সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য্যের লোক ও চিন্তাশীল লোক সহায় হয়, প্রথমোক্ত বর্ত্তমান গড়িয়া তুলে, শেষোক্ত ভবিষ্যতের রাস্তা প্রস্তুত করে। এই চর্চ্চার গোড়ায় যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা মনুষ্য প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছাড়া প্রত্যেক লোকই হয় কর্ম্মিষ্ঠ নয় চিন্তাশীল; প্রত্যেকেই যতদূর তাহার বুদ্ধির দৌড়, হয় সিজার নয় প্লেটো। দূরদেশে অজানা গ্রামে যে সামান্য দোকান চালায়, তাহারও বিখ্যাত যুদ্ধজয়ী ও বড় বড় রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। যে কর্ম্ম হইতে অবকাশ পছন্দ করে, চিন্তা করিতে এবং স্বপ্ন দেখিতে যে ভালবাসে, মোটামুটি শিক্ষা লাভই যাহার আদর্শ সেও বড় কবি ও ভাবুকের সদৃশ। যতই মানুষকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করি ততই দেখিতে পাই যে তাহারা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। বৈপরীত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় না হইলেও সেখানে রহিয়াছে যাহা গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ধরা পড়ে। মন যতই তীক্ষ্ণ হইবে ততই নূতনত্ব আবিষ্কারক লোক দেখা যাইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে অনুধ্যান সম্বন্ধীয় মানসিক বৃত্তি সকল যথা কল্পনা, সরল বুদ্ধি, বংশানুক্রমিক। ইতিহাসকে এখন জবাব দিতে হইবে যে কার্য্যকরী বৃত্তিগুলি সেইরূপ কিনা। কিন্তু প্রথমেই কার্য্যকরী বৃত্তি কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে।

আমরা এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ প্রথাই অবলম্বন করিয়াছি, ইহা কৃত্রিম হইলেও অনেকটা ঠিক। ইহার সাহায্যে আমরা সহজজ্ঞান, প্রত্যক্ষজ্ঞান, কল্পনা, স্মৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং বোধ সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে পৃথক ভাবে প্রত্যেকটাই বংশানুক্রমিক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ প্রথা অসম্ভব। রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক, সাধারণতঃ কর্ম্মিষ্ঠ লোকের ভিতর, এ সকল বৃত্তির একত্রে খেলা দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাদের ক্রিয়া পদ্ধতি সংশ্লেষক। প্রত্যেক বৃত্তির কার্য্য সেই পরিমাণে গণ্য হইবে, যে পরিমাণে সাধারণ ফলোৎপাদনে সাহায্য করিবে, যে উদ্দেশ্যর অধীনে অন্যান্য সকল বৃত্তিই থাকিবে। রাজনীতিকের পক্ষে চারিদিকেই মনের চালনা আবশ্যক। এম গীজো বলেন মানসিক বৃত্তির সর্ব্বোচ্চ কার্য্য হইল রাজনীতি। ইহা সাধন করিতে যে সকল অবস্থা ও মানসিক বৃত্তির প্রয়োজন হয় তাহা ভাবিলে গীজোর সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি। রাজকার্য্যের প্রধান সুবিধা হইতেছে যে নানারূপ মানসিক বৃত্তি এক সঙ্গে সংশ্লেষক রকমে পুষ্টিলাভ করে। চিন্তামগ্ন কিম্বা বৈজ্ঞানিক, চিত্তবৃত্তির সর্ব্বোচ্চদেশে, একেলা সব ছাড়িয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আবেগের অভাবে কার্য্য করিতে উপযুক্ত হয়েন না। শিল্পী কল্পনার সাহায্যে আনন্দদায়ক স্বপ্নে বিমোহিত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সংসারের কথা কিছুই জানেন না। অপর দিকে রাজনীতিতে এরূপ বৃত্তির দরকার যে ব্যাপক ও অব্যাপক হইবে, জড় বস্তু ও বস্তু নিরপেক্ষ গুণকে ধরিতে পারিবে। রাজনীতিক কি ব্যাপক ভাব ধরিতে অসমর্থ? তাঁহার উদার মত থাকে না, কেবল নির্দ্ধারিত কার্য্যের দাস। বৈজ্ঞানিকের মত তিনি সাধারণ ফল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে বিশিষ্ট নির্দ্ধারিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে কাজেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়কেই ধরিতে হইবে। আরও তাঁহার চিন্তার ফল কার্য্য। তিনি চিন্তাশীল মতবাদ প্রচারক (speculative theorist) নহেন, তাঁহার মতবাদ কার্য্য সাধনের উপায়। এজন্য তাঁহার লক্ষণ হইতেছে, প্রবল ইচ্ছার চালনা এবং আনুসঙ্গিক গুণ, যেমন সাহস, নির্ভিকতা, আত্মনির্ভরতা, ভীরু অস্থিরচিত্ত ইত্যাদির উপর আধিপত্য ইত্যাদি। সময় না লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ও প্রশস্তভাবে পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা, মতবাদের ফল সকলকে নির্ভুলরূপে, ইতস্ততঃ না করিয়া মনে আনিতে পারে এরূপ সর্ব্বদা প্রস্তুত বিশ্বাসযোগ্য স্মৃতিশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরুদ্ধ অবস্থাতেও বিপর্য্যস্ত না হয়, তেজস্বী ইচ্ছা এবং সকলের মূল দৈহিক ক্ষমতা এবং অন্যান্য শারীরিক গুণ; এই সকল বৃত্তি, একত্রে একযোগে, সংজ্ঞানের তৎপরতা ও নিশ্চয়তার সহিত, কার্য্য করিতে পারিলে তবে ভাল রাজনীতিক হইবে।

ইতিহাস দেখায় যে এই সকল গুণ, পুরা কিম্বা আংশিকভাবে বংশধরের উপর চালিত হইয়া থাকে ; পর পুরুষে যাইবার সময় এই সকল গুণের সমষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, যেমন পীট ও তাঁহার পৌত্রী সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল। অপর বৃত্তির ন্যায় ইচ্ছার তেজস্বিতাও বংশানুক্রমিক হইয়া থাকে। ভলট্যায়র গাইসদের পরিবারে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নীতির জনক দেহ (the physical which is father of the moral) যুগ যুগান্তর ধরিয়া এক প্রকারের গুণ পিতা হইতে পুত্রে চালিত করে এ্যাপাই (Appii) সকল বরাবর দাম্ভিক ও কড়া, কেটোরা কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ। সমস্ত গাইসদের বংশ সাহসিক, উদ্ধত, ঝগড়াপ্রিয়, গর্ব্বিত এবং হৃদয়গ্রাহীরূপে শিষ্টাচার-সম্পন্ন।

ফ্র্যাঙ্কয় ডি গাইস হইতে সেই গাইস পর্য্যন্ত যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, নেপল্‌সবাসীদের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল ইহারা সকলে চেহারা, সাহস ও চরিত্রে সাধারণ লোকের বহু উপরে। আমি ফ্র্যাঙ্কয় ডি গাইস ও বালাফ্রির পূর্ণায়তন চিত্র দেখিয়াছি, তাহারা সকলেই ৬ ফুট লম্বা, মুখাবয়ব একই রকমের, ললাট, চোখ ও দাঁড়াবার ভঙ্গীতে সেই নিঃশঙ্ক ভাব। আমরা বুঝিতে পারি না যে ইচ্ছা শক্তি এরূপ ভাবে কি করিয়া চালিত হয় ; কিন্তু যখন আমরা দেখি যে তেজস্বিতা ও দুর্ব্বলতা দেহের অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত এবং শারীরিক বল মানুষকে নির্ভীক ও সাহসিক করে এবং দৈহিক দুর্ব্বলতায় লোকে ভীরু হয়, তখন আর সন্দেহ করিবার স্থল থাকে না যে এ চালনা শরীর হইতে হয় এবং ইহা বস্তুতঃ শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা না করিয়া, আমরা এখন কর্ম্মিষ্ঠ বৃত্তি সকলের বংশানুক্রমিতার বিখ্যাত ঘটনার কথা বলিব। এগুলি দুইটা শ্রেণীতে ভাগ হইয়া যায়—রাজনীতিক ও সৈনিক। যদিও অনেকের ভিতরে এ দুইটাই দেখা যায়। এখানে আমাদের সেই ভুলের বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে যে উচ্চপদস্থ লোক হইলেই যে ব্যক্তিগত গুণ থাকিতে হইবে তাহা নহে। এ ভুল সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী সম্বন্ধে হইতে পারে না কারণ তাহাদিগকে লোকে তাহাদের কার্য্য ধরিয়া বিচার করে। রাজনৈতিক জীবনে, পিতৃপুরুষদের খ্যাতি, বড় ঘরের সঙ্গেই মিত্রতা ও

কুটুম্বিতা এবং পূর্ব্ব অর্জ্জিত প্রতিপত্তি লোককে গুণ না থাকিলেও মর্য্যাদা-সম্পন্ন করে। আভ্যন্তরিক স্বাভাবিক গুণের বদলে, পাছে বাহ্যিক প্রচলিত প্রথা সম্মত গুণের গোলমাল হয়, সেজন্য অখণ্ডনীয় ঘটনা সকলের উল্লেখ করিলাম।

২। রাজনীতিক।

জন আডাম্‌স ইউনাইটেড ষ্টেটস এর রাষ্ট্রপতি (১৭৮৫ ১৮২৬); পুত্র জন কুইন্সি, ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি, পৌত্র চার্লস ফ্র্যান্সিস ইংলণ্ডের আমেরিকান মন্ত্রী এবং জন আডাম্‌সের জীবনী লেখক।

আণ্টোনিয়া (গোত্র আণ্টোনিয়া) এ পরিবারে মার্কস আণ্টোনিয়াস বাগ্মী, মার্কস আণ্টোনিয়াস সমালোচক, মার্ক-আণ্টনী সিজারের প্রতিদ্বন্দ্বী।

জ্যাক্স আর্টেভেল্ড ফ্ল্যাণ্ডার্সের মদ্য প্রস্তুতকারী, পুত্র ফিলিপ বাপের ন্যায় রাজনৈতিক কার্য্য জন্য বিখ্যাত।

উলিয়েম বেণ্টিঙ্ক, পোর্টল্যাণ্ডের ডিউক ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী (১৭৮৩-১৭৮৪) (১৮০৭-১৮১০), পুত্র হেনরী হার্ডিঞ্জার গবর্ণর জেনারেল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন ও সহমরণ উঠাইয়া দেন; পৌত্র রাজস্ব সচিব, পার্লামেণ্টের সভ্য এবং প্রধান রাজনীতিক।

সিজার সৈনিক শ্রেণীতেও ফেলিতে পারা যায় কিন্তু তাঁহার পরিবারের অনেকেই রাজনীতিতে পণ্ডিত। মাতা অরেলিয়া সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না, কন্যা জুলিয়া পাম্পেকে বিবাহ করিয়া অল্প বয়সে মারা যান কিন্তু সৌন্দর্য্য ও রসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা কতকগুলি বংশানুক্রমিক গুণ সিজার পরিবারে লক্ষ্য করিয়াছেন। এম্পেরী বলেন সকল সিজারের একটা না একটা অস্বাস্থ্যকর জিনিস থাকিত—প্রথম মৃগী-রোগগ্রস্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সম্রাট আগষ্টস চিররোগী; টাইবিরিয়সের উগ্র স্বভাব জন্য সর্ব্বদাই বিকৃত; ক্যালিগুলা আশ্চর্য্য রকমের পেটুক, সামান্য ক্ষণ

ঘুমাইতেন এবং সর্বক্ষণ মস্তিভ্রান্ত, ক্লডিয়সের শরীর দেখিলেই মনে হইত যে জড়বুদ্ধির দিকে ঝোঁক রহিয়াছে; শিরো কম্পতায় নিঃসন্দিগ্ধ লক্ষণ দেখাইয়াছিল; টাইবিরিয়স আগষ্টসের পোষ্য পুত্র। তাহার মাতা লিভীয়ার মত ঠিক দেখিতে সুন্দর, মুখশ্রী, তাহার পাতলা শুষ্ক ওষ্ঠাধর ধূর্ত্ত নিষ্ঠুর আত্মার পরিচয় দিত। মার্ক আণ্টনির মাতাও এই পরিবারের।

চার্লস ৫ম—এই রাজা ও তাঁহার পৌত্র ডন কার্লোর সঙ্গে অদ্ভুত রকমের সৌসাদৃশ্য; তাঁহাদের মধ্যে এই সকল বিচিত্র সাদৃশ্য দেখিয়া বলিতে হইবে যে এক পুরুষ ডিঙ্গাইয়া বংশানুক্রমিতা কিম্বা এটাভিজমের উদাহরণ এস্থলে পাওয়া যায়।

ফিলিপ ২য় ও পোর্টুগালের ডনা মেরায়ার পুত্র ডন কার্লো, প্রসব করিবার ৪ দিন পরে মাতার মৃত্যু হয়, মাতাও সাধারণ রকমের স্ত্রীলোক ছিলেন; বাপ পুত্রদের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে বিভিন্ন। ডন কার্লোর চরিত্র, মেজাজ, দৈহিক অভ্যাস কিছুরই ব্যাখ্যা হয় না যদি চার্লস পঞ্চমে না যাওয়া যায়।

চার্লস ৫ম দেরিতে পুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন ও অল্প বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সাধারণ উচ্চতার বরং নীচে, স্বাস্থ্য দুর্ব্বল বিষন্নতাযুক্ত লম্বা মুখ, কথা তোতলামির সহিত আস্তে আস্তে বাহির হইত। বুদ্ধির বিকাশ ও শরীরের মত খুব আস্তে আস্তে অনেক দিন ধরিয়া গৃহ শিক্ষক শিই ব্রীজের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কফো ধাত্ অনেক জিনিসের আতিশয্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, যদিও খাইবার লোভের কথা সকলেই জানেন, বিছানা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে একটা মোরগ, চিনি, দুধ ও মসলা দিয়া রান্না, দেওয়া হইত, অনেকগুলি তরকারীর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন, সন্ধ্যার সময়ে আর একবার আহার, একটুকু রাত্রি হইলে আন্‌কোভি কিম্বা অন্য ভেজাল মোটা রকমের খাদ্য। স্যানষ্টির মঠে চিকিৎসকের সম্মুখে, খুব লালসার সহিত বেঙের পা ও বাইন মাছের বড়া খাওয়া হইত।

মাড্রিড নগরে অবস্থিত সম্রাটের রাজদূত ও ভেনিসের দূতেরা ডন কার্লো সম্বন্ধে বলেন - শরীরোচ্চতা বড় কম, মুখ কদাকার ও কুৎসিৎ, মেজাজ বিকৃত, লেখাপড়া কিম্বা ব্যায়ামে রুচি কিছুমাত্র নাই, আস্তে আস্তে ঠেকে ঠেকে কথা কওয়া এবং সে সকল কথা যোগ করিলেও কোন অর্থ হয় না, স্বর সরু ও কর্কশ, কথা কহিতে আরম্ভ করিলেই ধাঁধা লাগিয়া যায় ও কথা বাহির করা কষ্টের সহিত হইয়া থাকে আর (r) এবং এল (l) উচ্চারণ অতি কদর্য্য রকমের। ২১ বৎসর বয়স হইলে তবে জিহ্বার দড়ি কাটা হয়। স্ত্রীলোকের উপর ইচ্ছা নাই কেবল পিতামহের ন্যায় ঔদরিক কারাবাসে অতি ভোজনের জন্য মৃত্যু হইয়াছিল। প্রাতরাস হইত তিতির পাখীর বড়া, মসলাদার ঝোল এবং বরফ জল। সম্রাটের রাজদূত বলেন না দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে পেটুকের মত এত ভোজন করিয়া, একটা শেষ না হইতে আর একটার জন্য প্রস্তুত।

পাঠক দেখিবেন যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় তাহার প্রচণ্ড মেজাজের কথা বলা হয় নাই যাহাও বংশানুক্রমিক বলিয়া মনে হয়। শিশু বয়সে ৩ জন ধাত্রীর স্তন জোরে কামড়াইয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়াছিল তাহার অল্পকালস্থায়ী জীবন নিষ্ঠুর কার্য্যে পূর্ণ। চাকরদিগকে মারিতেন, একজন জুতাওয়ালা ভাল করিয়া তৈয়ারী করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে এক জোড়া বুট খাওয়াইয়াছিলেন, একখানি বাড়ী পোড়াইতে চাহিয়াছিলেন যেন না এক ফোঁটা জল তাঁহার মাথায় পড়িয়াছিল বলিয়া শেষে কারাগারের মেজে জলে ভাসাইয়া খালি পায়ে প্রায় উলঙ্গ হইয়া তাহার উপর বেড়াইতেন, অনেকবার রাত্রে এক কড়া বরফ তাঁহার বিছানার নিকট অনেকবার আনিতে হইত। এই সকল এবং অপরাপর অনেক কার্য্যে তাঁহার চিত্ত বিক্ষেপ দেখা যায়,—পাঠক মনে রাখিবেন যে চার্লস জনের মাতা পাগলিনী জুয়ানা ক্যাষ্টাইলের রাণী ছিলেন, ইহা হইলেই ডন কার্লের পাগলামির কার্য্য সকল বংশানুক্রমিতার দ্বারা বুঝা যায় ভিনিসিয়েন দূত বলেন যে তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহীর নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কণ্ঠীর কথা পরে বলা যাইবে।

জীন ব্যাপ্টিষ্টী কালবার্ট এই বিখ্যাত মন্ত্রীর পরিবারের মধ্যে অনেক যশস্বী লোক ছিলেন। ভাই চার্লস কুট রাজনীতিজ্ঞ, পুত্র জীন ব্যাপটিষ্টী ১৬৮৪ খৃঃ জেনোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার নায়ক ছিলেন, অপর এক পুত্র জ্যাক্স আর্চ বিশপ ও ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্য; ভ্রাতুষ্পুত্র চার্লস এর পুত্র কুটরাজনীতিজ্ঞ।

কর্ণিলীয়া (গোত্র কর্ণিণীয়া) ইহাদের কথা আবার সিপীও শীর্ষক পৃষ্ঠায় পাইব, পি কর্নিলীয়স সিপীও ম্যাজিষ্টর ইকুইটম ৩৯৬ পূঃ খৃঃ হইতে সীপিও নাসিকা পর্য্যন্ত ৫৬ পূঃ খৃঃ যিনি অপুত্রক মারা যান, ইহাদের মধ্যে ১৯ জন কন্‌সল একজন ডিক্টেটর, ২ জন ট্রিবিউন (গ্র্যাকাই), ২ জন কুইজিটর, ১জন ইডীল, ১ জন সেন্‌সর, ২ জন ম্যাজিষ্ট্রী ইকুইটম। বিখ্যাত সল্লা এই পরিবারের। ক্রমওয়েলের পুত্র পৌত্রাদি মাঝারি রকমের, কিন্তু স্বগোত্রোদ্ভূতদের উল্লেখ করিতে পারা যায়, অলিভারের খুড়োর ছেলে হ্যাম্পডেন স্বদেশ প্রেমিক ও হ্যাম্পডেনের ভ্রাতুষ্পুত্র এডমণ্ডওয়ালার কবি। বেঞ্জামিন ডিজ্রেলি ১৮৬৮ প্রধান মন্ত্রী ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিক; পিতা আইজ্যাক গ্রন্থকার, কিউরোসিটীজের (curiosities of literature) ফ্ল্যাভিয়া (গোত্র ফ্ল্যাভিয়া) ইহার মধ্যে ভেস্পেসিয়ান, টাইটস্ ডোমিসিএন। ভেস্পিসিয়ানের ধনতৃষ্ণা বংশানুক্রমিক এই পরিবারের স্থাপয়িতা পেট্রো নামক পম্পার সেণ্টিউরিয়ন পরে টাইটস ফ্ল্যাভিয়স পেট্রোনিয়স নাম লইয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের কেরাণী হইয়াছিলেন। পুত্র ফ্ল্যাভিয়স স্যাবিনস এশিয়ার কর আদায়কারী পরে হেল্‌ভিসিয়া দেশে সুদে টাকা ধার দিতেন। এক পুত্র ভেস্পিয়ানস আফ্রিকার প্রো-কন্সাল; তিনি ঘোড়া এবং খচ্চর কিনিতেন বেচিতেন বলিয়া নাম হইয়াছিল "জোকী"।

পীটের প্রতিদ্বন্দ্বী চার্লস্ জেম্‌স কক্স, পিতামহ রাজনীতিক, পিতা লর্ড হল্যাণ্ড যুদ্ধসচিব, ভাই ষ্টিফেন রাজনীতিক ও কমন্স সভার কর্ত্তা, অনেক ভাইপো ভাগিনের রাজনীতিক, গ্রন্থকার ও সৈন্যাধ্যক্ষ।

জর্জ গ্রেণভিল ১৭৬৩ খৃঃ প্রধান মন্ত্রী। গ্যাল্টন বলেন এই পরিবারে ১২ জন খ্যাতনামা লোক ছিলেন।

ফ্র্যাঙ্কয় ডক্‌ডি গাইস, ভাই, চার্লস লোরেণের কার্ডিন্যাল, পুত্র হেনরির ব্লয়ের ষ্টেটস সভায় গুপ্তাঘাতে মৃত্যু হয়; তাঁহার পুত্র কর্ডিন্যাল সেই সময়ে হত হয়েন; পৌত্র চার্লস্ হেনরি ৪র্থর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; প্রপৌত্র কার্ডিন্যাল রিসিলিউর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

ল্যাময়েগ্‌নন্ বিখ্যাত বিচারকের পরিবার, যাহারা বিচার করিতে ও দান করিতেই যেন জন্মাইয়াছে। চার্লস ল্যামওয়েগ্‌নন্ ১৫১৪ খৃঃ জন্ম, যখন চান্সলার হইতে যাইতেছেন ১৭৫২ খ্রীঃ তখন মৃত্যু হয়। তাঁহার ২০টী ছেলে যাহাদিগের মধ্যে পাইরী এক অদ্ভুত ছেলে অল্প বয়সে মারা যায় এবং আর এক ছেলে চেটিএন যিনি আমর্সিয়ারের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। চেটিয়েনের পুত্র গাইলোমী পার্লেমেণ্টের প্রথম প্রেসিডেণ্ট, পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত, ফ্লিচিয়ার তাহার শ্রাদ্ধ সময়ে ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করেন। তাহার পুত্র চেটিয়েন ফ্র্যাঙ্কয় বইলু, র্যাসিনের সঙ্গী প্রেসিডেণ্ট আমর্শিয়ার (amortier) ছিলেন। ভ্রাতা নিকোলাজ মণ্টয়বন, পাও, পইটিসে, মণ্টপেলায়ার স্থানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। চেটিয়েন ফ্র্যাঙ্কয়ের পুত্র গায়লোমা প্রথম সভাপতি, মাউপিওর দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। চেটিয়েন ফ্র্যাঙ্কয় ২য়, বইলুর বন্ধুর প্রপৌত্র ১৭৮৭ খৃঃ চ্যান্সেলর। ম্যালেশার্ব্বস এই পরিবারভুক্ত।

মেডিসি। সংক্ষিপ্ত আকারে বংশাবলী। ইহারা মধ্যবৃত্তি সংসারের লোক, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সীলভ্রেষ্টো ফ্লোরেন্স সাধারণতন্ত্রের প্রধান ছিলেন।
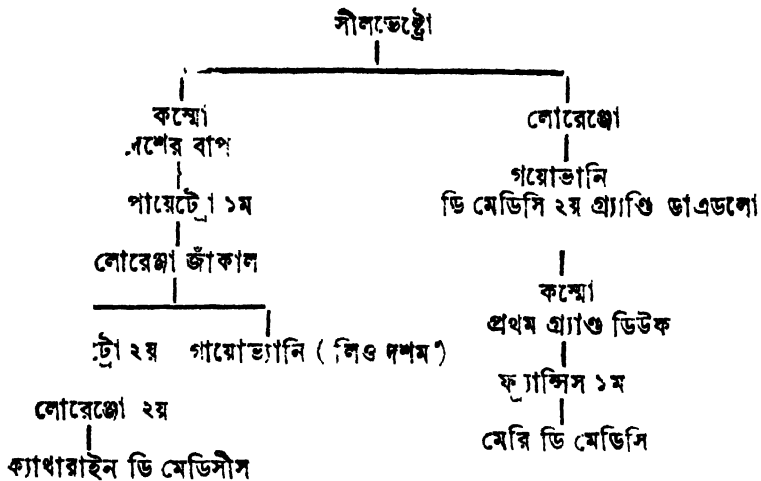
মেডিসিস দিগের ৩ জন ফ্রান্সের রাজা, ফ্রান্সিস ২য় চার্লস ৯ম, হেনরী ৩য়। ইহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিতে হইলে মীচেলেটের ইতিহাস দেখিতে হইবে।

মীরাবিউ তাঁহার বাপের কথায় 'মানুষের বন্ধু" কিন্তু মাতৃ কুলের সমস্ত জঘন্য গুণগুলি পাইয়াছিলেন। এক অদ্ভুত জাত আশ্চর্য্য রকমের নূতনত্ব দেখাইয়াছিল; এরূপ পরিবার হইতে মীরাবিউ এর উদ্ভব দরকার।

সার রবার্ট পীল তিনবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পিতা বড় রকমের। কারিকর; দুই ভাই, ৩ ছেলে বড় বিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

উইলিয়ম পীট, লর্ড চ্যাথাম, প্রধান মন্ত্রী ১৭৬৬ খ্রীঃ, গ্রেনভিল বাড়ীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; পুত্র উইলিয়েম ২৫ বৎসর বয়সে প্রধান মন্ত্রী, ফক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী; নাতিনী. লেডি হেষ্টার ষ্টানহোপ "লেবানসের সিবিল" সিদ্ধা যোগিনী।

আরম্যাণ্ড (armand) ডুপ্লেসিস রিসিলিউ কার্ডিন্যাল ডকডি; পিতা ফ্রান্সিয় ফ্রান্সের গ্র্যাণ্ড প্রিভট, কূট রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা ছিল। ভাই হেনরীর পৌত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর অদ্ভুত চরিত্রের লোক ডকডি ফ্রোস্যাক, যাঁহার নাতি লুই অষ্টাদশের মন্ত্রী ছিলেন।

শেরীড্যান, গ্যালটন বলেন এ নামধারী লোক শুনিলেই বুঝিতে হইবে খুব সামাজিক, বাগ্মী, লম্পট কিন্তু কোন কাজের লোক নহে। পিতা অভিধান লেখক এবং ড্রুরীলেন থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তা; পিতামহ সুইফটের বন্ধু ও সংবাদদাতা; পুত্র পুরা বাপের মত সমস্ত; নাত্নিনী মিসেস নর্টন কবিতা ও উপন্যাস লেখিকা।

হেনরী টেম্পল লর্ড পামার ষ্টোন, এ পরিবারে অনেক খ্যাতাপন্ন লোক; পামার ষ্টোনের খুল্ল পিতামহ সার উইলিয়েম টেম্পল গ্রন্থকার ও রাজনীতিক।

থিওডিসিয়ম রোম সম্রাটের. বংশে কন্যাদের দিকেই বিদ্যাবুদ্ধি নামিয়াছিল—
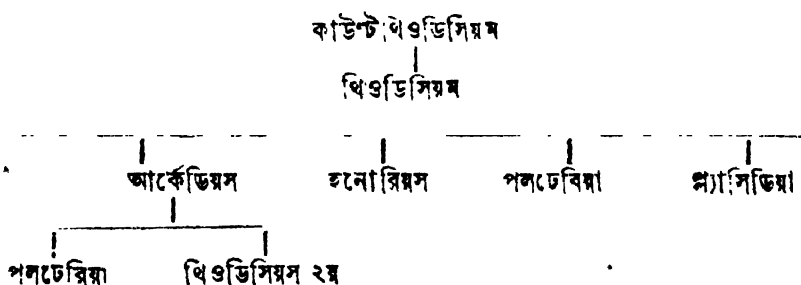
সার রবার্ট ওয়াল পোল ১৭২১-৪২ প্রধান মন্ত্রী. পিতা সার এডোয়ার্ড, চারলস দ্বিতীয়ের সময় পার্লেমেণ্টের বিখ্যাত সভ্য; ভাই হোরেস বিশেষ পারদর্শী কূট রাজনীতিক; দুই ছেলে এডোয়ার্ড সরকারী চাকরীতে এবং হোরেস সাহিত্যিক, বায়রন যাঁহাকে অতুলনীয় বলেন।

উইট। জন ডি উইট এবং কর্নিলিয়স।

৩য়—সৈনিক।

আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট ৩২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর একটী ছেলে ভুমিষ্ঠ হয় যাহার ১২ বৎসর বয়সে গুপ্তঘাতে মৃত্যু হয়।

মাতা অলিম্পিয়াস উচ্চাভিলাষী ষড়যন্ত্রকারী স্ত্রীলোক; পিতা ফিলিপ ম্যাসিডনের রাজা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা টলেমী, ফিলিপের দ্বিতীয়া স্ত্রী আর্ম্মিনোর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে কিম্বা নাতি পীরস ইপাইরসের রাজা, যাহার আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সৌসাদৃশ্যের কথা সকলেই লক্ষ্য করিত।

বেরি উইকের ডিউক জেমস ২য় ও আরেবেলা চার্চিসের জারজ পুত্র; মাতুল জন চার্চিল মার্লবরোর ডিউক।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—ইহাঁর বংশাবলী এত সুপরিচিত যে কিছু বলিবার দরকার নাই।

চার্লম্যাগনী (সার্লেমা) প্রপিতামহ পেপীন ডি হেরিষ্টাল, পিতামহ চার্লস মার্টেল; পিতা পেপিন দিশর্ট।

কলিগ্নী সেণ্ট বার্থেলেমিউ এর হত্যাকাণ্ডে মারা যান। পিতা গ্যাস্পার্ড ফ্রান্সের মার্শাল এবং ইটালির যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন; খুল্লতাত ডকুডি মণ্টমরেন্সি ফ্রান্সের কনেষ্টেবল।

এণ্ড্রিয়া ডোরিয়া জেনোয়া দেশবাসী পোতাধ্যক্ষ ও রাজনীতিক; ভ্রাতুষ্পুত্র ফিলিপিনো তাঁহার স্থলে পোতাধ্যক্ষ হইয়া ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

প্রিন্স ইউজিন, নেপোলিয়ন—ইহাঁকে টিউরিন এবং ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের সঙ্গে তুলনা করিতেন; ইহাঁর খুল্ল পিতামহ কার্ডিন্যাল ডি ম্যাজারিন।

গষ্টেভস এডলফস সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজনীতিক, ফরাসী, ইটালীয়েন, ল্যাটিন ও জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন ও অপসালা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহার কন্যা খৃষ্টিনা, গ্রোটীয়স ডেকার্টস ও ভোসীয়সকে, অপসালাতে বাস করিতে প্রলোভিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রপিতামহ গষ্টেভস ভাসা; ইহাঁর সিসিলিয়া নাম্নী কন্যা ছিল। ঠিক খৃষ্টিনার মত। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে চার্লস দ্বাদশ যাহার জীবনের ঘটনা সকল উপন্যাসের মত।

বিখ্যাত সৈনিক পরিবারের সর্ব্ব প্রধান নাম হ্যানিবল; পিতা হ্যামিল্কার বার্কা, ভ্রাতা হাসড্রুবল এবং ম্যাগো।

নাসোর মরিস সে সময়ের প্রধান সেনানায়ক, হল্যাণ্ড বেলজামের শাসনকর্ত্তা, পিতা অরেঞ্জের উইলিয়েম যে সকল কথায় চুপ করিয়া থাকিত; পিতামহ মরিস স্যাকসনির নির্ব্বাচক; ভাই ফেড্রারিক উইলিয়েম ষ্ট্যাডহোল্ডার; ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে উইলিয়ম তৃতীয় ষ্ট্যাড হোল্ডার ইংলণ্ডের রাজা; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র টুরেন।

সিন্ধুদেশ জয়কারী সার চার্লস নেপীয়ার; তাঁহার প্রপিতামহ লগারিথিমের আবিষ্কর্ত্তা। এ পরিবারের মধ্যে ৮ জন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ কিম্বা রাজনীতিক।

টলেমী ল্যাজিডী পরিবার ভুক্ত। এ বংশের স্থাপয়িতা ল্যাগস, পুত্র টলেমী সটার, অন্যমতে ফিলিপ ও আর্সিনোর পুত্র। ৩ জন বিখ্যাত লোক এ পরিবারে টেলেমী সটার, ইহার পুত্র টলেমী ফিলাডেলফস, পৌত্র টলেমী ইউজিটীস। এ পরিবার শীঘ্র ধ্বংসের মুখে পড়িল স্বগোত্রে বিবাহ করার বংশানুক্রমিতার ফলে। টলেমী ২য় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন পরে ভগ্নীকে, টলেমী ৪র্থ ভগ্নীকে, টলেমী ৬ষ্ঠ ও ৭ম এক ভগ্নীকে, পর পর বিবাহ করেন; টলেমী ৮ম দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন; টলেমী ১২ ও ১৩ বিখ্যাত ক্লিও-পাট্রাকে বিবাহ করেন।

পোলাণ্ডের রাজা অগষ্টস দ্বিতীয়ের জারজ পুত্র মার্শাল স্যাক্স, জর্জ্জেস স্যাণ্ডের প্রপিতামহ ছিলেন।

পি কর্নিলিয়াস সীপীও (প্রধান এফ্রিকেনস) কর্নিলিয়াস গোত্রের সর্ব্বোচ্চ সেনানী; পিতা হ্যানিবলের দ্বারা পরাভূত; পিতামহ সার্ডি-নীয়া ও কর্শিকা হইতে কার্থেজিনিয়ানদিগকে বিতাড়িত করেন; কন্যা কার্নিলীয়া গ্রাকাইদের মাতা; দুই পৌত্র টাইবিরিয়স কেয়স গ্রাকস

মার্টেন ট্রম্প এবং পুত্র ভ্যান ট্রম্প বিখ্যাত ডচ পোতাধ্যক্ষ।

টুরেন নেপোলিয়নের পূর্ব্বে ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ; পিতা হেনরী ডক ডি বোইলিয়ন ইকোল ডি হেনরী ৪র্থের শিষ্য, হিউগোনটদের চালক।

টুরেনের অরেঞ্জ বংশের সঙ্গে সুবাদের কথা বলা হইয়াছে। ইতিহাস অন্বেষণ করিলে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে; যাহা দেওয়া হইল তাহাই হঠাৎ মিলের মতকে খণ্ডন করিতে যথেষ্ট। ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে যে বড় সৈনিকদের ভিতর বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্ত বিরল, কারণ স্বাভাবিক গুণ বিশিষ্ট অনেক সেনা খ্যাতাপন্ন হইবার পূর্ব্বে মরিয়া যায় ও বংশ রাখিয়া যায় না।

৮ম অধ্যায়।

জাতীয় চরিত্র ও বংশানুক্রমিতা

আমরা দ্রুতবেগে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সৈনিক ও রাজনীতিকদের পরিবারের ভিতর গুরুত্ববিশিষ্ট বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। এ চর্চ্চার ঐতিহাসিকদের নিকট যে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে, তাঁহারা এ প্রকৃতির আলোচনা করেন না। ঐতিহাসিক মর্য্যাদার অনুপযুক্ত খুঁটিনাটিকে তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, এবং জীবনের ছোট ছোট সঠিক সামান্য তথ্যগুলিকে উপেক্ষা করেন. যে গুলি ১০ পাতা অস্পষ্ট অর্থবোধক পদ সমষ্টি অপেক্ষা বেশী শিক্ষা দিতে পারে। জীবন চরিত ও স্মরণ লেখা হইতে আমরা অনেক শিখিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে শারীর বিজ্ঞানের সামগ্রীর উপর মনযোগ দেওয়া হয় না। এমন দিন আসিবে যখন এরূপ সামান্য বিষয়ের ইতিহাসকে তাচ্ছিল্য করা হইবে না, এবং উহা এত বিরলও হইবে না, যখন বুঝিতে পারা যাইবে যে মনুষ্যত্ব বিকাশে অতি সূক্ষ্ম জিনিসের খেলা অবিরাম প্রচ্ছন্ন ভাবে চলিতেছে, যেমন প্রকৃতির মহান অভিব্যক্তিতে চলিয়া থাকে। ইতিহাস তখন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রধান ঘটনা এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া মানস তত্ত্ব-বিদ্‌কে বহু পরিমাণ সঠিক সূক্ষ্ম সামগ্রীর সংবাদ দিবে। এরূপ গ্রন্থের অভাবে আমাদের গবেষণা অপরিহার্য্যরূপে বিরক্তিকর, বিস্তৃত ও বিফল হইয়া পড়িতেছে। আমরা কেবল মোটামুটি নির্দ্দেশ করিতে পারি যে বংশানুক্রমিতার প্রভাব শরীরবিজ্ঞান ও মানসতত্ত্বের উপর কতটা রহিয়াছে আমরা এই মাত্র দেখাইয়া সন্তুষ্ট থাকিব, যে ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু অস্পষ্ট-ভাবে ছাড়া, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, যে একটী গুণ এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে কি করিয়া নামিয়াছে, আর কেনই বা পরিবর্ত্তিত আকারে নামিল।

আমাদের এখন বংশানুক্রমিতার প্রভাব ব্যক্তির উপরে নহে, জনসাধারণের উপর কিরূপ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে দেখিব, যে পরিবারে যেরূপ, জাতিতেও সেইরূপ, মানসিক গুণ কতকগুলি ইহা চালিত করে।

আমাদের কালের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাজ্যকেও একটী শরীর যন্ত্রের ন্যায় জ্ঞান করা। হার্বার্ট স্পেন্সার দেখাইয়াছেন যে এ তুলনা সকল স্থানেই আরোপ করা যায়, যে প্রকৃতিতে যাজক তান্ত্রিক শরীর যন্ত্রের শ্রেণীর সঙ্গে, যাজক তান্ত্রিক রাষ্ট্র ও তাহাদের সমান্তরে রহিয়াছে, একদিকে প্রথম জীববর্গ (প্রাণপঙ্ক হইতে মানুষ, অপর দিকে অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতি হইতে ইউরোপের সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের ন্যায় শরীরেও উন্নতির অর্থ-শ্রম বিভাগ ও যন্ত্রাদির ক্রিয়ার বর্দ্ধনশীল জটিলতা। শরীর যন্ত্র বাঁচিয়া আছে, কেবল অণুদিগের ক্রমাগত একীকরণ। ভুক্ত দ্রব্যকে রক্ত মাংস অস্থিতে পরিণত করণ ও বহির্নিসারণ (মল মূত্র ত্যাগ করণ) দ্বারা, রাষ্ট্রও তেমনি ব্যক্তি সংযোজনের দ্বারা। কিন্তু এই অবিরাম আবর্ত্ত যাহাকে ধরিয়া প্রাণ, ইহার নীচে একটার মূল কিছু স্থায়ী জিনিস রহিয়াছে। কোন জাতিতে চিত্তবৃত্তির সেই বিশেষ গুণ যাহা ইহার সমগ্র ইতিহাসে সকল বিধানে, সকল সময়ে লক্ষিত হয় তাহাই জাতীয় চরিত্র।

কোন জাতির সদসৎ গুণের, ভাল মন্দ ভাগ্যের, একমাত্র সত্য, শেষ ব্যাখ্যা হইতেছে জাতীয় চরিত্র। এ সত্য খুব সহজ বোধ হইলেও অনেকে স্বীকার করেন না। কোন জাতির সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য শাসন প্রণালীর আকারের উপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র কিম্বা সাধারণ তন্ত্রের উপর নহে, তাহাদের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার উপর, ঐ বিধি ব্যবস্থা আবার তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, যেগুলি হইতেছে চরিত্রের ফল। কোন জাতি পরিশ্রমিক, কোন জাতি অলস, কাহারও ভিতরের নৈতিক ধর্ম্ম, কাহারও বাহিরের ইন্দ্রিয়জ্ঞেয় ধর্ম্ম, কিন্তু এ সকলের কারণ খুঁজিতে হইবে জাতির অভ্যস্ত চিন্তা করিবার ও বোধ

করিবার ধরণের ভিতর অর্থাৎ চরিত্রের ভিতর। আবার চরিত্র নিজেও যে কোন জিনিসের ফল, ইহা সন্দেহ করা যায় না—আবার প্রত্যেক চরিত্রই ব্যক্তিগত কিম্বা জাতিগত শরীর ও মন সম্বন্ধীয় নিয়মের ফল। সমাজতত্ত্বরূপ বিজ্ঞান এত কম উন্নত হইয়াছে, যে জাতীয় চরিত্রের গঠনের কারণের উপর কোন মত দিতে সাহস করি না, কাজেই আপাততঃ চরিত্রকেই শেষ কারণ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া দেখা যাউক বংশানুক্রমিতা জাতীয়চরিত্র গঠনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে।

কোন জাতির ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা হয় তাহাদের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার দ্বারা, যেগুলি নিজে আবার কোন জিনিসের ফল। পদার্থের ভিতর যেরূপ দৃষ্ট হয় যে কার্য্য কারণ পর পর রহিয়াছে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের শ্রেণীতে সেরূপ দেখা যায় না, বরং কার্য্যের পরম্পর পরিবর্ত্তন দেখা যায়। চরিত্র বিধিব্যবস্থা উৎপন্ন করে, তাহারা আবার চরিত্র গঠন করে, বহু পুরুষ এইরূপ হইয়া দুইটীই এক হইয়া যায়, বিধি ব্যবস্থাগুলি দর্শন যোগ্য স্থায়ী চরিত্র হইয়া দাঁড়ায়। একথা কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না, যে বিধিগুলি হইতেছে বাহ্যিক কারণ, যেগুলি চরিত্ররূপ আভ্যন্তরিক কারণের দ্বারা রক্ষিত হয় ইহাই আবার বংশানুক্রমিতায় দ্বারা চালিত হয়। রাজতন্ত্রের সময়ের রোমানদিগের ও সিজারের সময়ের পূর্ব্বের গলেদের দৃষ্টান্ত লইলে দেখা যায় যে এত প্রাচীন সময়েও তাহাদের চরিত্রের মোটামুটি একটা নক্সা হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সেগুলি জলবায়ুর ও দৈহিক প্রকৃতির ফল। জাতি যেমন পুরুষ পারম্পর্য্য দ্বারা চিরস্থায়িতা লাভ করে, আর প্রকৃতির নিয়ম হইতেছে সমান সমানকে উদ্ভব করা, যাহার ব্যতিক্রম কোন কোন ব্যক্তিতে দেখা গেলেও সমষ্টিতে দেখা যায় না এই সকল তথ্য হইতে দেখা যায় যে জাতীয় চরিত্র বংশানুক্রমিতার দ্বারা রক্ষিত হয়। ইহাতে ইহাই বলা হইল যে দৈহিক গুণাগুণ পুরুষান্তরে চালনের নিয়ম, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকের উপরে

সমানভাবে কার্য্য করে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সকলে জানে বলিয়া ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত সকল লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকেই জানেন যে নানারূপ কল্পনা, বুদ্ধিমত্তা, বোধশক্তি সামান্য অপ্রসিদ্ধ পরিবারেও বংশানুক্রমিতার দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে। এ তথ্যকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যেকে অনেক দৃষ্টান্ত পাইতে পারেন।

জাতীয় চরিত্রের স্থায়িত্বকে, জনসাধারণের মধ্যে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার ফল, কিম্বা পরীক্ষামূলক প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জাতীয় চরিত্র গঠনে বংশানুক্রমিতা যে কি খেলা খেলিতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত, যদি বিভিন্ন দেশের, নৃজাতি বিজ্ঞানের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যোগ হইত। একদিন এরূপ বিজ্ঞান বাহির হইবে এখন আমরা ইহার খণ্ডাংশ পাইতেছি। ফ্রান্সে এম টেন্ বংশানুক্রমিতার নিয়মকে ভিত্তি করিয়া, জাতীয় চরিত্রের বিকাশরূপ, ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রনীতি, ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন, প্রাচীন জার্ম্মান ও স্কণ্ডেনেভিয়ার শিকড় শক্ত হইয়া এ দেশে গাড়িয়া গিয়াছে এবং লর্ড বায়রণকে বার্সারকারদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া দেখাইয়াছেন।

জার্ম্মানীতে ল্যাজারস এবং ষ্টিনথল, জাতির মনস্তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে জাতির মনের প্রকৃতি নির্ণয় করা, এবং সেই সকল নিয়ম আবিষ্কার করা যাহা শিল্প, বিজ্ঞান, আদর্শ কর্ম্মঠ জীবন ও বুদ্ধি বৃত্তিকে শাসিত করে। সঠিক আলোচনার উপর স্থাপিত এরূপ বিজ্ঞান মূলক গবেষণার অভাব থাকিলেও ঐতিহাসিকেরা জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত মত দিয়া থাকেন, আরও বলেন যে ইহাকে পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসীদিগকে সিজার বর্ণিত গল বলিলে চলে। কমেণ্টারী নামক পুস্তকে ও ষ্ট্রাবো ডাওডোরস সিকিউলস রচিত গ্রন্থে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের আসল লক্ষণগুলি সবই পাওয়া যায় যথা অস্ত্রশস্ত্রের উপর ভালবাসা, চাকচিক্য জিনিষের উপর রুচি, মনের অতিরিক্ত চাপল্য, অচিকিৎসনীয় বড়াই,

কর্ম্মকুশলতা, বক্তৃতা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুততা, সুন্দর বাকবিন্যাসে মোহিত হইবার প্রবৃত্তি। সীজারের পুস্তকে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা যেন কল্যকার লিখন। তিনি লিখিয়াছেন গলেরা বিদ্রোহ করিতে বড় ভালবাসে, মিথ্যা গুজব শুনিয়া অনেক কার্য্য করিয়া ফেলে যে জন্য পরে অনুতাপ করে, ঐরূপ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করে, পরাজয়ে অত্যন্ত দমিয়া যায়, বিনা কারণে যুদ্ধে যাইতে যেরূপ প্রস্তুত আবার পরাভবের সময়ে তেমনি দুর্ব্বল ও তেজোহীন।

চরিত্রের দৃঢ়সংসক্তির ভাল দৃষ্টান্ত দেখিতে যাইলে সেই জাতির ভিতর খুঁজিতে হইবে যাহারা পর পর এই সকল নামে খ্যাত প্রাচীন গ্রীক, বাইজ্যানটাইন, আধুনিক গ্রীক। এত পরিবর্ত্তনের ভিতরে এম্পেরী বলেন গ্রীকের আসল চরিত্র বদলায় নাই, এখনও প্রাচীন কালের মত সেই সকল দোষগুণ রহিয়াছে। পুগোভিলী মোরিয়া এপেলেসের ও ফিডীয়াসের প্রতিমায় ঐ সকল লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে জাতীয় অভ্যাস ও চরিত্র বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আর্কেডিয়ানরা এখনও পল্লীজীবন ভালবাসে, স্পার্টান ও তাহাদের প্রতিবাসীরা যুদ্ধপ্রিয়, উত্তেজনীয় ঝগড়াটে মেজাজের লোক। মধ্যযুগে বাইজ্যান টাইন তাহার পূর্ব্ব পুরুষদের সমস্ত লক্ষণ পাইয়াছিল।

বাইজাইন টাইনদের ইতিহাস যদি পাঠক পড়েন ত দেখিতে পাইবেন, যে ইহারা আপনাদিগকে রোমান নামে অভিহিত করিলেও পূর্ণভাবে গ্রীক ছিল, যদিও তাহাদের লাটিন কুলধর্ম্ম, সম্রাটের ন্যায় নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি, পূর্ব্ব দেশাগত আচার ব্যবহার যেমন খোজা সম্রাট পূজা ইত্যাদি এবং সংকীর্ণ খ্রীষ্টধর্ম্ম ছিল। এখানে মনোবিজ্ঞান মূলক ঐতিহাসিক চর্চ্চার সুযোগ পাওয়া যায়, যে আলোচনা একদিন করিতেই হইবে। বাইজাইনটাইন, গ্রীকদিগের নিকট হইতে ভাষা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী ছাড়া, সূক্ষ্ম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল, যাহা মানসিক বলের অভাবে, নীচ ধূর্ত্ততায় অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রীকের অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর ভালবাসা, চাকচিক্যময় কথাবার্ত্তা বাইজাইনটাইনে দাম্ভিক আত্মগরিমায় অবনত হইয়াছিল; দার্শনিকদিগের সূক্ষ্ম কুতার্কিকতা, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্দিগের ফাঁকা পণ্ডিতি বিচার হইয়া দাঁড়াইল গ্রীকিউলসের সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতা, সম্রাটদিগের বিশ্বাসঘাতক কুট-রাজনীতি হইয়া দাঁড়াইল। বাইজাইনটাইন হইতেছে পেরিক্লিসের সময়ের গ্রীক, কিন্তু শুষ্ক নিস্তেজ যুগের গ্রীক।

এরূপ মন্তব্য অপর জাতি সম্বন্ধেও করা যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে পাঠকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই যথেষ্ট হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রত্যেক জাতির মুখাবয়ব ভিন্ন ভিন্ন যাহা (১) কতকগুলি মৌলিক গুণ হইতে হইয়া থাকে, (২) বাহ্যিক অবস্থার গুণে (৩) এবং বংশানুক্রমিতার জন্য যাহা আদি চিহ্নগুলিকে বজায় রাখিতে চাহে। এতকাল পর্য্যন্ত উপেক্ষিত শেষের বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিব।

২

এখানে আরও বলিতে পারা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিবাহ দ্বারা সঙ্কর উৎপন্ন হয়, তাহা কেহ বলেন ভালর জন্য কেহ বলেন মন্দের জন্য, এরূপ রক্তের মিশ্রণ কতক পরিমাণে জাতীয় চরিত্রকে বদলাইয়া দেয়, এরূপ মিশ্রণ না হইলে পূর্ব্ব চরিত্র ঠিক বজায় থাকিত। অতি অল্পসংখ্যক জাতিই মিশ্রণ ব্যতীত সভ্য হইয়াছে ও বাঁচিয়া আছে। ইহাও বলা হয় যে উচ্চ জাতির ভিতর মিশ্রণ নাই এ কথার পরে ভাল করিয়া বিচার করা যাইবে। ইহাও বুঝা শক্ত যে এরূপ অবস্থায় জাতির মৌলিক উপাদানের সেই বৈচিত্র্য ও জটিলতা কিরূপে হইতে পারে যাহা ছাড়া সভ্যতা হইতে পারে না। উচ্চ দরের সরল সভ্যতা পরস্পর বিরোধী উক্তি। দুইটার মধ্যে একটী হইতেই হইবে, অমিশ্রভাবে থাকিলে জাতির উন্নতি সামান্য, অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রণ হইলে তবে সভ্যতার বিকাশ হইবে।

এক্ষণে সেই সকল জাতির কথা বলিবার পর, যাহাদের বিদেশীর সংস্পর্শে আদি জাতীয় স্বভাব কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন সে সকল জাতির

কথা বলিব যাহারা অপেক্ষাকৃত বর্জ্জনশীল। চীনের বিষয় ভাল করিয়া জানা থাকিলে এরূপ বিষয়ের আলোচনা ভাল হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ইহুদী, জীপ্সী ও ক্যাগটদের কথা ধরিব।

ইহুদী।

ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কেবল এই জাতিই ইহার জাতীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। মানসতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে ইহা স্থির করা সহজ নহে যে তাহাদের চরিত্র কোথা হইতে পরিবর্তিত হইল ব্যাবীলনে অবরুদ্ধ থাকা সময়ে পারস্যের ধর্ম্ম মত হইতে, না আলেকজেণ্ডার হইতে ফাইলোর শাসন কাল পর্য্যন্ত সময়ের গ্রীক এবং মিশরীয় আচার ব্যবহার হইতে কিম্বা মধ্যযুগে ইহাদিগের দুরবস্থার সময় হইতে, যখন ইহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মস্ক বলেন—বর্ত্তমান ইহুদীদিগের ব্যবসার দিকে প্রবৃত্তি পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত নহে। ইহা ক্রমাগত অত্যাচার, যাহা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছিল ও অন্যান্য জীবিকা উপায়ের পথ হইতে বহিস্কৃত হওয়ার ফল সাধারণের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে প্রত্যেক জীবিত বস্তুই দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের অধীন, কিন্তু এ জাতি অপর জাতি অপেক্ষা চরিত্রগত বৈশিষ্ট ভাল করিয়া রক্ষা করিবার জন্য বংশানুক্রমিতার ফল সুস্পষ্ট ভাবে দেখায়, মোটামুটি অস্পষ্ট ভাষায় নহে, বিশিষ্ট আকারে এ জাতির দৈহিক ও নৈতিক গুণাগুণ প্রকাশ করা বড় সহজ নহে।

অপর জাতি হইতে ইহুদীদিগকে পৃথক করা যায় তাহাদের কাল চুল দাড়ী, লম্বা চোখের পাতা, মোটা উদ্ধাত ধনুকের ন্যায় ভ্রু, কাল উজ্জ্বল চক্ষু, শ্যামবর্ণ ও শুকনাসার দ্বারা। পূর্ব্বাঞ্চলে সাদা কিম্বা লাল রংএর ইহুদী দেখা, যায় যাহাদিগকে জার্ম্মাণ ইহুদী বলে। তাহারা বোধ হয় জার্ম্মাণ কিম্বা শ্লাভোনিক জাতির সঙ্গে আদি ইহুদীদের মিশ্রণের ফল। ভারতবর্ষে স্মরণাতীত সময় হইতে কাল ইহুদী দেখা যায়। হিন্দুদিগের অনেক দৈহিকগুণ তাহাদের ভিতর দেখা যায়, যে গুলি জল বায়ু স্থানীয়

অবস্থা ও সাহর্য্যের ফল। ইহা সত্ত্বেও ইউরোপবাসী ইহুদীদের সঙ্গে তাহাদের দূর সাদৃশ্য আছে। নট্ এবং গ্লাইডন (Glidon) এ প্রশ্নের গভীর ভাবে চর্চ্চা করিয়া বুঝিয়াছেন যে সমস্ত ইহুদীর এক রকম মুখাবয়ব।

ফ্রান্স, আলজীরিয়া ও প্রসিয়ার লোকসমারীর তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে এ জাতি দীর্ঘজীবী। ইউরোপের খ্রীষ্টান বাসিন্দে অপেক্ষা ইহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। জার্ম্মাণিতে ছয় মাস বয়সের পূর্ব্বে শতকরা ২৫ জন খ্রীষ্টান মরিয়া যায়, কিন্তু ইহুদী ২৮ বৎসর ৩ মাস হইলে শতকরা ২৫জন মরে, খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ২৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মরে, কিন্তু ইহুদীরা ৫৩ বৎসর বয়সে শতকরা ৫০ জন মরে।

ইতিহাসে যেরূপ দেখা যায় এ জাতির চরিত্রে বিশিষ্ট রকমের লক্ষণ রহিয়াছে. ইহারা ভাব ও কল্পনা-প্রবণ যাহা হইতে ধর্ম্ম, কবিত্ব ও সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক। যে জাতি হইতে জুডীয়ার ধর্ম্মের ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের ধর্ম্ম বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বর কথা আর বেশী বলিতে হইবে না, প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে ইহারাই একেশ্বর বাদে উঠিয়াছিল। ইহাদের কবিত্ব বিষয়ে প্রাধান্য লইয়া কাহাকেও তর্ক করিতে হইবে না, নিজেদের কবিতায় ইহারা উচ্ছ্বাস হৃদয়ের তুমুল আন্দোলন অসংলগ্নতা ও দৃশ্য বহুলত্ব প্রকাশ করে ইহাদিগের ভিতর চিত্রকর ও ভাস্কর না থাকিলেও সঙ্গীতজ্ঞ আছে। ইহাদের ন্যায় পৃথিবীকে আর কোনও জাতি এত খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ দেয় নাই, মেণ্ডেলসন্, হালীভি ও মেয়ের বীরের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে।

অপরদিকে বিজ্ঞান চর্চ্চা সম্পর্কের জিনিস উহাদের ভিতর নাই। যে জাতি অতিরিক্ত সারল্যের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে তাহাদের ভিতর দর্শন শাস্ত্র, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, যুক্তির বিজ্ঞান কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেমীটিক জাতি সভ্যতা অর্থে যাহা আমরা বুঝি তাহা বুঝে না, ইহার গর্ভে সুগঠিত সাম্রাজ্য কিম্বা জাতীয় জীবন নাই। ইণ্ডো ইউরোপীয় ইতিহাস যে সকল জিনিসে তৈয়ারি হইয়াছে অভিজাত-

তন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এ সকলের অর্থই ইহারা বুঝে না। যুদ্ধবিষয়ে ইহাদের হীনতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের অপারকতা জন্য হইয়াছে।

এই সকল পর্যালোচনার সঙ্গে কতকগুলি সঠিক ঘটনা যোগ করা যাইতে পারে। ইহুদী জাতিকে বংশানুক্রমিতা মন্দের দিকে লইয়া গিয়াছে, অসবর্ণ বিবাহের ফল স্বরূপ অনেক প্রকার মানসিক বিকারের বীজ এ জাতিতে বপন করা হইয়াছে। ইহাদের ভিতর বোবা কানার সংখ্যা অনেক, জড় বুদ্ধি ও মানসিক বিকারের দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়। জার্ম্মাণ লোকসংখ্যা বিবরণীতে দেখা যায় একজন জড় বুদ্ধি

দিলীসিয়াতে	৫৮০	ক্যাথলিকের	৪০৮	প্রোটেষ্টাণ্ট	৫১৪	ইহুদীর মধ্যে
উর্টেম্বার্গতে	৪১১৩	,,	৩২০৭	,,	৩০০৩	,, ,,
একজন পাগল						
ব্যাভেরিয়াতে	৯০৮	,,	৯৬৭	,,	৫১৪	,, ,,
হ্যানোভার	৫২৮	,,	৬৪১	,,	৩৩৭	,, ,,
সিলীসিয়াতে	১৩৫৫	,,	১২৬৪	,,	৬২৪	,, ,,
উর্টেম্বার্গতে	২০০০	,,	২০২৮	,,	১৫৫৪	,, ,,

জীপ্সী বড়

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন নামে অভিহিত যথা বোহিমিয়ানস, জিবারী জিজিউনার, জীটানো। এজাতি কতকগুলি মানসিক গুণের বংশানুক্রামক সংরক্ষণের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখায়।

প্যাস্কুয়ার বলেন ১৪২৭ খৃঃ প্যারিস তাহাদিগকে দেখা যায় যাদুবিদ্যা ও কর সামুদ্রিক দেখনর অপরাধে সমাজচ্যুত ও দেশ হইতে বহিস্কৃত হইবার দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইল, এবং আদেশ অমান্য করিলে মৃত্যু কিম্বা নৌ দাসত্বের ভয় দেখান হইল। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তুরস্কে ও হঙ্গারীতে উহাদিগকে কামারেরও ঝালা কাঁসারীর ও গায়কের কার্য্য করিতে দেখা যায়।

ইংলণ্ডে উহারা ঝালা কাঁসারী ও ঘোড়া ব্যবসায়ী ট্রান্সালভেনীয়া মল্ডেভিয়া ও ওয়ালেচয়ায় উহাদের নিজের সর্দার আছে এবং স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। রুসীয়াতে ধনী ও মাননীয় জীপ্সী দেখা যায়; কিন্তু এ জাতির প্রধান বাসস্থান হইল স্পেন; সেভীল, কর্ডোভা-মণ্টস্যাগ্রোর গুহায় গ্রেনাডার নিকটে, এণ্ডেলুসীয়ার জঙ্গলে এবং ম্যাড্রীডের ভূনিম্নস্থ ও চিলেঘরে উহাদিগকে দলে দলে দেখা যায়। তাহারা নোংরা কুঁড়েঘরে যাদুবিদ্যার সাজ সরঞ্জাম লইয়া বাস করে ও কার্য্য হইল কেবল চুরী করা, নৃত্য করা ও ভাগ্য গণনা করা এম বরো নামক একজন ইংরাজ পাদ্রী তাহাদের খ্রীষ্টানের উপর ঘৃণাকে দমন করিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাদের আচার ব্যবহারের অনেক খবর দিয়া গিয়াছেন।

সাধারণের বিশ্বাস হিন্দু হইতে ইহাদের উৎপত্তি কিন্তু মিশর দেশে অনেক কাল বাস করার পর ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ঘৃণিত জাতি হইয়া ইণ্ডিয়া হইতে বিতাড়িত, কিম্বা টাইমুর লঙ্গের জয়ের পর ইণ্ডিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের সত্য ও পবিত্র নাম হইল রোমী। বরো বলেন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া তাহাদের এক রকমের আচার ব্যবহার ও এক রকমের কথা, অনেক কথা সংস্কৃত মূলক বিশেষতঃ সংখ্যাবাচক।

সকল দেশেই তাহাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এক. কিন্তু এরূপ কি করিয়া হইল তাহা ঠিক করা শক্ত, শিক্ষা অর্থাৎ কিম্বদন্তী হইতে না বংশানুক্রমিতা হইতে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা হইতে বংশানুক্রমিতা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে বরো বলেন তাহাদের সকলকার কর্কশ ধারাল মুখশ্রী, কাল চুল কষ্টি পাথরের ন্যায়, সাদা দাঁত, উজ্জ্বল চক্ষু এবং মনোমুগ্ধকর চাউনি।

বুদ্ধি সম্বন্ধে উহারা বালকের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও আমোদপ্রিয়। মনের উপর কোন জিনিসই স্থায়ী দাগ করিতে পারে না, প্রবাহের ন্যায় চঞ্চল যাহাতে সকল দৃশ্যই প্রতিফলিত হয়। জিপ্সী কিছুই বিশ্বাস করে না কিম্বা সমস্তই বিশ্বাস করে অর্থাৎ সেই মুহূর্ত্তের বোধটাকে বিশ্বাস করে কিন্তু অতীত বোধকে গল্প বলিয়া ধরে। এই জন্যই উহারা নৈতিক ও সামাজিক ভাবের এমন কি নিজের ধারণার উপরও সন্দিগ্ধ চিত্ত। ক্ষণস্থায়ী আমোদ আহ্লাদে অন্ধ বিশ্বাস করিয়া গা ঢলিয়া দেয় যেমন সাধারণ জীবনে ভবঘুরের সুযোগ ছাড়ে না। একটা ধারণা অপরটার দ্বারা মন হইতে তাড়িত হয়। তাহার পক্ষে জানোয়ারের মত খাওয়া পরাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ভাবই মনের চালক। সে ভাব মোটা হউক বা কবিত্বপূর্ণ হউক, উচ্চ হউক বা নীচ হউক সকল সময়ে উহা চাই। তাহাদের কবিত্বের নমুনা যাহা বরো দিয়াছেন সেগুলি গদ্যের ন্যায় মোটা ইতর ছেলে মানুষী ভাবে পূর্ণ যদিও রচনা চাতুর্য্যের অভাব নাই।

যেমন মন, ব্যবহার ও তেমন; ছেলে মানুষী ভাবের সঙ্গে ছেলে মানুষী নৈতিক ধর্ম্মই পাইয়াছে। বালকদের নিজের কোন নৈতিক ধর্ম্ম যদি থাকিত তাহা কদর্য্য রকমেরই হইত। হবস্ ঠিক বলিয়াছেন যে শক্তিমান ছেলে খারাপ মানুষ। জিপ্সীর ভবঘুরে বিপদসঙ্কুল জীবনের উপর অন্তর্জাত ভালবাসা। সে সভ্যতাকে দাসত্বের মত ঘৃণা করে এবং বসিয়া থাকিয়া যে সব কাজ কর্ম্ম শৃঙ্খলার সহিত করিতে হয় তাহা ভাল লাগে না। বিবাহ অস্থায়ী বন্ধন, জাতির কতকগুলি সভ্যের নিকট সম্পন্ন। নির্ব্বাচিত সর্দ্দারের অধীনে দলে দলে বিভক্ত হইয়া বাস করে। ইহা একরূপ আদি কালের রাজনীতি। সমগ্র খ্রীষ্টান জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া তাহারা কতকগুলি পাপ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের মত শ্রদ্ধা করে ও ধরিয়া থাকে। তাহার অত্যুচ্চ বাসনা হইল খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে চুরী করা, এমন কি মাতা তাহার সন্ততিকে চুরী করাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিয়া থাকে। তাহারা বালকের

ন্যায় প্রচণ্ড নহে কিন্তু দুষ্ট, উচ্চ চিন্তা করিতে অপারগ, কুসংস্কারকে ছাড়ে না তাহাতে অবিচলিত থাকে। বগো রোমাণী ভাষায় সেন্ট-লিউকের গস্পেল তর্জ্জমা করিয়াছিলেন তাহা তাহারা গ্রহণ করিল কিন্তু চুরী করিতে যাইবার সময় কবচের ন্যায় গলায় পরিয়া যাইত।

সভ্য জীবনে উপযুক্ত করিবার অযোগ্যতার জন্য অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখায় যে অক্ষমতা ও বংশানুক্রমিতায় রক্ষিত ও চালিত হইয়াছিল। জড় জগতে অতীত যুগের অবশিষ্ট জন্তু ডোডো ও অর্ণিথরিঙ্কসের যেরূপ জিপ্সীরা নৈতিক ও সামাজিক জগতে সেইরূপ। সভ্যতা বড় জটিল অবস্থা, ইহাতে মানুষকে অভ্যস্ত হইতে হইবে। জড়দেহধারী মানুষকে যেমন জড় জগতের অবস্থার সঙ্গে মিল রাখিতে হয়, তেমনি ধার্ম্মিক লোককে ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে মিল রাখিতে হইবে। যে কেহ সামাজিক জীবনের নূতন অবস্থার অনুপযুক্ত হইবে, তাহাকে মরিতেই হইবে, তবে আস্তে আস্তে হইতে পারে। যতদিন না অদৃশ্য হয়, অব্যবহার্য্যনীয় অদ্ভুত জিনিষ হইয়া থাকিবে শিল্পীর চক্ষে বড় কৌতূহলের জিনিস কিন্তু শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক অদৃশ্য তাহাকে হইতেই হইবে।

ক্যাগটেরা

পিরীনিজের উত্তর দিকে ন্যাভার ও ইপজকোয়া এমন কি মেইন ও ব্রিট্যানীতে গায়েন গ্যাস্কনী ও বিয়ার্ণতে যে জাতি বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন রকমের যথা - ক্যাপটস্, আপটস্, ক্যাপটস্ গেহেপ্স এবং ক্যাকুইপস্। অপর বাসিন্দারা ইহাদের অত্যন্ত ঘৃণা করে বলিয়া ইহারা পৃথকভাবে তফাতে থাকে। সাধারণ কিম্বদন্তী ইহাদিগকে কুষ্ঠরোগগ্রস্তের দলে ফেলে; ইহাদিগকে অপর জাতি হইতে পৃথক করা যায় উহাদের স্ফূর্ত্তিহীন ধূসরবর্ণ চক্ষু ও ছোট কানের পাতি দ্বারা। ষোড়শ শতাব্দীর একজন লেখক বলিয়াছেন যে তাহারা সুপুরুষ, পরিশ্রমী, কামারের কার্য্যে নিপুণ, কিন্তু মুখে ও

কার্য্যে এমন কিছু আছে যাহা দ্বারা সকলকার ঘৃণার্হ হইয়াছে। আরও মেয়ে পুরুষ ইহাদের যতই সুন্দর হউক না কেন, নিশ্বাসে বিকট গন্ধ এবং নিকটে আসিলে মাংস হইতে খারাপ গন্ধ বাহির হইতেছে বুঝা যায়, যেন এই হতভাগ্য জাতির উপর কোন অভিসম্পাত পুরুষ পরম্পরায় নামিয়া আসিতেছে।

যাহাদিগের মধ্যে ইহাদের বাস তাহাদের ন্যায় ইহারা সকলেই ক্যাথলিক কিন্তু সহধর্ম্মীদের সঙ্গে মিশিতে পায় না। তাহাদের কুঁড়ে ঘরগুলি গ্রামের বাহিরে দূরে অবস্থিত, পাড়ার উপাসনা গৃহে একটী ছোট দরজা দিয়া ঢুকিতে হয় যে দরজা তাহাদের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। পবিত্র জল পৃথক পাত্র হইতে কিম্বা ছড়ির ডগা হইতে তাহারা লইত। অপর ভজনকারীর দূরে ভজনালয়ের একটী কোণে তাহারা বসিতে বাধ্য হইত এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চলিত আইনে তাহাদিগকে পৃথককারী চিহ্ন পাতিহাঁস কিম্বা রাজহাঁসের পা একটী পরিতে হইত, এ আদেশ ন্যাভার এবং বোর্ডোর পার্লেমেণ্ট হইতে বাহির হইয়াছিল।

এই অধঃপতিত লোকেরা অন্য জাতিতে বিবাহ করিত কারণ ক্যাগটে ক্যাগটে বিবাহকে খুব পবিত্র মনে করিলেও খুব কম হইত। এ জাতি ইহুদীদের মত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বংশানুক্রমিতার চালনার বড় অনুকূল হইয়াছে। ইহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া যাহারা লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর চিকিৎসকেরা ইহাদের ভিতর বংশানুক্রমিতার কথা বলিয়াছেন। এম, মাইকেল তাঁহার গ্রন্থে এই চিকিৎসকদের কথা আছে, তিনি বলেন, এ জাতিকে অপর জাতি হইতে প্রভেদকারী বাহ্যিক চিহ্নকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এই দুই বিরুদ্ধমতকে মিলাইতে পারা যায় যদি আমরা ভাবি যে ক্যাগটেরা ইহুদী কিম্বা জিপ্সীদের মত একবারে পৃথক জাতি নহে। শেষোক্ত দুই দলের আদি পাওয়া যায় কিন্তু ক্যাগটদের আদি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে অনেক রকম অনুমান করা হয়। কেহ বলেন ইহারা ইলাইজা ঋষির চাকরের বংশধর এবং কেহ বলে ইহারা গথ্।

চতুষ্পার্শ্বের লোকদের সঙ্গে ক্যাগটদের যদি জাতিগত পার্থক্য না থাকিত, বাহ্যিক পার্থক্যগুলি এক অবস্থায় পড়িলে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইত। ক্যাগটেরা তাহাদের অধঃপতিত অবস্থায় মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ও নৈতিক বংশানুক্রমিতার দিক হইতে বিশেষ আলোচনার পদার্থ হইত যদি তাহাদের বিষয় ভাল করিয়া জানা যাইত। আমরা এই মাত্র জানি যে গায়েন ও গ্যাস্কনিতে তাহারা পিপা মেরামতকারী ও ছুতারের কার্য্য করে এবং ব্রীটানিতে দক্ষ দড়ি প্রস্তুতকারী বলিয়া খ্যাত। ইহা বংশানুক্রমিতার ফল নহে এক ঘরে হয়ে থাকার ফল। তাহাদিগকে সকলে উদ্ধত ও গর্ব্বিত ও বৃথা অহঙ্কারী বলিয়া মনে করে কিন্তু এ সব দোষ, সকল লোকের তাহাদের প্রতি স্থায়ী বিরুদ্ধাচরণের ফল পূর্ব্বপুরুষ হইতে চালনার ফল নহে। একটী জিনিস তাহাদের ভিতর চলিয়া আসিতে দেখা যায় সঙ্গীত বিদ্যা। নেভারের লোকেরা ক্যাম্প্যাগন্যাটদের একখানি বেহালা ৩। ৪ পুরুষ ধরিয়া বাজাইতে দেখিয়াছে। কোন উৎসবই পূর্ণ হইবে না যেখানে ক্যাম্প্যাগন্যাটদের বেহালা কিম্বা বংশী না বাজাইবে।

রোবস্পাইরীর আতঙ্ক রাজ্যের সময়ে ফিনিষ্টারে অনেক ক্যাগট ছিল। আকুণ ক্যাটনে একজন ক্যাগট মেয়রের পদে মনোনীত হইয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ; এ জন্য অনেক প্রতিবাদের পর ১৮৩০ খৃঃ নির্ব্বাচকেরা তাহাকে সরাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

৯ম অধ্যায়।

অসুস্থ মানসিক বংশানুক্রমিতা।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকায় যেখানে দৈহিক বংশানুক্রমিতার কথা বলা হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে ব্যাধিও চালিত হইয়া থাকে যেরূপ বাহ্যাভ্যন্তরের লক্ষণ সকল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেহ যন্ত্রের নানাবিধ আকার চালিত হয়। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে এখন সেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে মানসিক জীবনে ব্যাধির আকারগুলি স্বাভাবিক আকারের ন্যায় চালিত হয় কি না? মানসিক ব্যাধির চর্চ্চা কি বংশানুক্রমিতার অনুকূলে কোন তথ্য দেখায়? এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য হাঁ হইবে। মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, উৎকট মনের ভাব লইয়া হউক, কিম্বা অপরাধ লইয়াই হউক, চালিত হইয়া থাকে এ কথা আমরা বলিয়াছি এবং ভ্রান্তি ও ক্ষিপ্ততার কথা পরে বলিব; এ সকল এত সচরাচর সংঘটিত হয় এবং এত চিত্তাকর্ষক ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত যে খুব অমনোযোগী পর্য্যবেক্ষক ও মানসিক ব্যাধির বংশানুক্রমিতা দেখিয়া অবাক হন যদিও তিনি জানেন না যে সর্ব্বত্রে চালিত সেই নিয়মের ইহা একটা দিক মাত্র।

মানসিক বংশানুক্রমিতার সাক্ষাৎ কারণ পরে বলিতে গিয়া এই আবশ্যকীয় তথ্য সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিব যে প্রত্যেক মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক অবস্থার মিল আছে এবং উভয়েরই লইলেও তাহাই। এ প্রশ্নের এখানে অস্পষ্ট উল্লেখ করিলাম, কারণ ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে মনের ব্যারামের কোন দেহযান্ত্রিক কারণ আছে কিনা?

যদি আমরা স্পর্শযোগ্য দর্শনীয় প্রমাণীকৃত ও স্বীকৃত ঘটনার মধ্যে আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে মানসিক গোলমালের অনুরূপ স্নায়ুকেন্দ্রের পেশীর পরিবর্ত্তন রহিয়াছে আবার কতকগুলিতে মস্তিষ্ক কোন ধর্ত্তব্য অবনতি দেখায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনা অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লেখক বিশেষতঃ খ্যাতাপন্ন লিউবেট বলিয়াছেন যে ক্ষিপ্ততা সম্পূর্ণ মানসিক কারণ হইতেই হয়। তিনি বলেন যে শরীরতত্ত্ব, নিদান শাস্ত্র, চিন্তা ও উৎকট ভাবের নিয়মের সঙ্গে পরিচয়, রোগ শয্যা সম্বন্ধীয় ও অণুবীক্ষণ সম্পর্কীয় পর্য্যবেক্ষণ, আরোগ্য শাস্ত্রের পরীক্ষা ইহারা সকলেই এ কথাকে বাতিল করিয়া দিতেছে যে ক্ষিপ্ততা কোন শরীর যন্ত্রের ব্যাধি হইতেই হইবে। প্রত্যেক জিনিসই বক্ষ্যমান ক্ষিপ্ততার সংজ্ঞাকে প্রমাণের আকারে দাঁড় করাইতেছে। ক্ষিপ্ততা বুদ্ধির বিকারের জন্য হইয়া থাকে যে সকল কারণে ইহার উৎপত্তি তাহাদের জড়ের নিয়ম ও ক্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ করা এ সকল কথা সত্ত্বেও দিন দিন লিউবেটের মতের অনুচরদের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এরূপ মত আমাদের অজ্ঞতা ও অপারকতা জন্য বাহির হইয়াছে। ইহা এই মাত্র বলে যে অনেক ক্ষেত্রে জড় সম্বন্ধীয় কোন কারণ ক্ষিপ্ততায় নাই কেন না আমরা তাহা ধরিতে পারিতেছি না। যে সীমা অণুবীক্ষণ পার হইতে পারে না তাহার বাহিরে ইন্দ্রিয়ের অগোচর অনেক জিনিস বাস্তবিক রহিয়াছে। বিদ্যুৎ চৌম্বক ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সকল ভৌতিক ও রাসায়নিক কারণ রহিয়াছে যাহারা আমাদের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে যাহাকে কোনরূপ অনুসন্ধান ধরিতে পারে না কিন্তু যাহার ফল সাংঘাতিক। মানসিক ব্যাধি দৈহিক কারণ হইতে স্বাধীন এ কথা এত অগম্য যে প্রেতবাদীরাও ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং পাগলামীর কারণ এখন সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, দৈহিক যন্ত্রের অসুস্থ অবস্থা, ক্ষিপ্ততা এতদ্রূপ ব্যাধি কারণ ভৌতিক, কিন্তু লক্ষণ মানসিক।

যখন ক্ষিপ্ততার সাক্ষাৎ কারণ হইল স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাস্থ্যকর বিকার আর যখন শরীরের প্রত্যেক অংশই চালিত হইতে পারে তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সকল রকম মানসিক বিকারে বংশানুক্রমিতাই হইবে নিয়ম। ইহাতে কিছু আসে যায় না যে চিন্তা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া ফল কিম্বা চিন্তার সঙ্গী হইল স্নায়ুমণ্ডলী অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী না থাকিলে চিন্তা সম্ভব নহে। পরীক্ষা মূলক মনোবিজ্ঞান যাহা ঘটনা লইয়া ব্যাপৃত থাকে আদি কারণের গবেষণা জন্য অন্যান্য বিদ্যাকে ভার দেয়। বংশানুক্রমিতার পরিবর্ত্তন আরও বিভ্রান্তকারী। স্নায়বীয় গোলমাল চালনায় নানা রকম রূপ পরিবর্ত্তন করে যথা বাপ মায়ের তড়কা রোগ, বংশধরের ভিতর হিষ্টিরিয়া কিম্বা মৃগী হইয়া যায়। একটী ঘটনা উদ্ধৃত করা হয় যাহাতে দেখা যায় বাপের অতিরিক্ত স্পর্শশক্তি পৌত্র পৌত্রীতে নানারূপ আকার ধারণ করিয়াছিল যথা এক বিষয়োন্মাদ. উন্মাদ, প্রকৃত পীড়া না থাকিলেও পীড়ার কল্পনা রূপ বায়ুরোগ. হিষ্টিরিয়া, মৃগী, তড়কা, খাল ধারা। এরূপ ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। মানসিক বিকারের রূপ পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে গেলে ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে সহজ উন্মাদ আত্মঘাতী হইবার প্রবৃত্তিকে জন্মায় আবার ঐ প্রবৃত্তি হইতে উন্মাদ, পানোন্মত্ততা কিম্বা পীড়া না থাকিলেও পীড়ার কল্পনা উদয় হয়। একজন স্বর্ণকার ক্ষিপ্ততার প্রথম আক্রমণ হইতে ভাল হইয়া বিষ খাইয়া মরিয়াছিল যে উন্মত্ততা ১৭৮৯ খৃঃ রাষ্ট্র বিপ্লব হইতে হইয়াছিল। পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বায়ুরোগ হইয়া বুদ্ধি বৈকল্যতে দাঁড়াইল। ঐ কন্যার ভাই নিজের পেটে ছুরী মারিয়াছিল. দ্বিতীয় ভাই অতিরিক্ত মাতাল হইয়া রাস্তায় পড়িয়া মরিল, তৃতীয় সাংসারিক বিরক্তির জন্য আহার ত্যাগ করিয়া রক্তহীনতার জন্য মরিয়াছিল। ঐ স্বর্ণকারের আর একটী কন্যা খামখেয়ালী মেজাজের, বিবাহ করিয়াছিল ও একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল, পুত্রটী পাগল হইয়া মৃগীরোগে মরিল এবং কন্যা আঁতুড়ে থাকার সময়ে বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়া আহার ত্যাগ করিয়া মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, এই স্ত্রীলোকের আর দুইটী ছেলে মস্তিষ্কের জ্বরে মারা যায়; তৃতীয়টী মাই ধরিল না তাহাতেই মরিল।

এ একটী খুব শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। আরও অনেক ঘটনা এই রকমের আছে কিন্তু এত স্পষ্ট নয় যাহা আমাদিগকে আভাষ দেয় যে প্রতিভার ক্ষিপ্ততার সঙ্গে অদ্ভুত রকমের সম্বন্ধ আছে। টাভিয়ার্সের মৌরির প্রতিভা সম্পর্কীয় বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশের অনেক দিন পূর্ব্বে জীর্ট্টাক এ তথ্যটী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে এক বাপের ক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও গুণবান পুত্র হইয়াছিল যাহারা সম্মানের সহিত সরকারী কার্য্য করিয়াছিল; তাহাদের ছেলেরা প্রথমে বেশ বুদ্ধিমান কিন্তু ২০ বৎসর বয়সে ক্ষেপিয়া গেল। ২২টী বংশানুক্রমিক ক্ষিপ্ততার ঘটনার মধ্যে আউর্বানেল্ ও টোরী এই প্রকারের দুইটী ঘটিতে দেখিয়াছিলেন্।

বংশানুক্রমিতার রূপ পরিবর্ত্তন রূপ দুরূহ প্রশ্নকে সরাইয়া রাখিয়া আমরা উল্লিখিত ঘটনার সদৃশ অকাট্য কতকগুলির কথা বলিব যেগুলি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এমন সব পরিবার আছে যাহার লোকেদের মধ্যে একই রকমের বায়ুরোগ দেখা যায়। ৩ জন লোক পরস্পরে কুটম্ব একই সময়ে ফিলাডেল্‌ফিয়ার পাগলা গারদে দেখা গিয়াছিল। কনেক্টীকটের গারদে একজন পাগল ছিল যে তাহার পরিবারের মধ্যে একাদশ পাগল। লুকাস একটী রমণীর কথা বলেন যিনি তাঁহার পরিবারের অষ্টম পাগল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এ ব্যাধি পরপর পুরুষে একই বয়সে আবির্ভূত হয়। হাম্বার্গ নগরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধরেরা ৪ পুরুষ ধরিয়া সৈনিক বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ৪০ বৎসর বয়সে ক্ষেপিয়াছিল; ঐ পরিবারের একজন মাত্র বাকি ছিল বাপের ন্যায় সৈনিক, বিবাহ না করিবার জন্য সভার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিল, সঙ্কটের বয়স আসিল, এবং সেও ক্ষেপিয়া গেল। একজন সুইস্ ব্যবসাদার তাহার ১৯ বৎসর বয়সে দুইটী ছেলেকে পাগল হইয়া মরিতে দেখিয়াছিল। একজন রমণী ২৫ বৎসর বয়সে সন্তান প্রসবের পর ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, তাঁহার কন্যা ঐ বয়সে সন্তান প্রসবের পর ক্ষেপিল। এক পরিবারে পিতা, পুত্র, নাতি ৫০ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

বিভিন্ন রকমের মানসিক বিকার যে পরবর্তী বংশে চালিত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইব। সর্ব্বজন অবলম্বিত কোন শ্রেণীর অভাবে ঘটনাগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত শীর্ষক করিয়া দেখাইব; ভ্রান্তি, এক বিষয়োন্মাদ, আত্মহত্যা, বায়ুরোগ, চিত্ত বৈকল্য ও জড় বুদ্ধিতা।

ভ্রান্তি দুইটী আকার ধারণ করে। একটীর স্বয়ংকল স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রিয়া হইতে উৎপত্তি, এবং যুক্তির সঙ্গে ঠিক মিলে, এরূপ ক্ষেত্রে বিচার কার্য্যের ভুল বুঝায় না এবং ভ্রান্তির আধার সেই লোকও প্রতারিত হয় না। অপর ক্ষেত্রে ভ্রান্তি পূর্ণ মাত্রায় হইয়া থাকে এবং রোগী তাহার কাল্পনিক প্রত্যক্ষের বাস্তবিকতায় বিশ্বাস করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করে। এই আকারের ন স্বত্ব ক্ষেত্রের প্রথম লক্ষণ, উভয় আকারেই ইহা বংশানুক্রমিক।

বংশানুক্রমিতার প্রভাব ভ্রান্তির উপর কতটা, ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না কারণ ইহাকে পাগলামির সহিত মিশিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই প্রভাব ঠিক করিয়া বুঝিতে হইলে ব্যক্তি বিশেষের ভ্রান্তি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে এবং এক বিষয়োন্মাদের ভ্রান্তিও দেখিতে হইবে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাহারা সেই সকল ছেলেতে দেখা যায় যাহাদের বাপের এই রকমের ভ্রান্তি আছে।

জেরোম কার্ডান অপচ্ছায়া দেখিতেন। তাঁহার পুত্রও ঐরূপ ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। পায়রী ডি লেষ্টয়লা বলেন ক্যাথারাইন ডি মেডিসিস ভ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র চার্লস নবম সেণ্ট বার্থলো মিউএর হত্যাকাণ্ডের রাত্রে ঐরূপ দেখিয়াছিলেন।

আবার ক্‌ম্বি একটী বংশগত ভ্রান্তির কথা বলিয়াছেন যেখানে বিচারশক্তি কিন্তু অক্ষুন্ন ছিল। একজন মানুষের কথা তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে ভ্রান্তির এত বশীভূত যে রাস্তায় কোন বন্ধুকে দেখিলে মনে গোলমাল লাগিত, এ মানুষ না অপচ্ছায়া, এবং ইহা স্থির করিতে বিশেষ

মনোযোগের সহিত তাহার পদক্ষেপের শব্দ শুনিতেন ও গা টিপিয়া দেখিতেন। এই লোকটীর যুবা বয়স, সুস্থ, স্থির মস্তিষ্ক ও কার্য্যে ব্যাপৃত। ঐ পরিবারের আর এক জনের কিছু কম পরিমাণে ঐরূপ রোগ ছিল।

আর একটী ঘটনা উল্লিখিত অপেক্ষা কম আশ্চর্য্য নহে। ১৮ বৎসরের একটী যুবক রামস্‌গেটে বাস করিত, সে উত্তেজনা কুসংস্কার কিম্বা কল্পনা পরবশ ছিল না, গ্রাম্য ভজনালয়ে একদিন প্রবেশের সময় কিছু মাস পূর্ব্বে মৃতা মাতার প্রেত মূর্ত্তি দেখিল। এই অপচ্ছায়া অনেকবার দেখা'র পর ব্যারারামে পড়িল এবং প্যারিসে তাহার পিতার নিকট আসিল, কিন্তু পিতাকে কোন কথা বলিল না। পিতার ঘরে শয়ন করিল কিন্তু সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালা থাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আলোটী বাহিরে রাখিল, পিতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আবার তাহা জ্বালিতে বলিলেন। প্যারিস হইতে ৫০ মাইল দূরে একটী ছোট সহরের স্কুলে তাহার ছোট ভাই পড়িত, তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়া মাষ্টারের ছেলের কাছে শুনিল পূর্ব্ব রাত্রে কেবল কামিজ গায় দিয়া তাহার মাতার প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছে বলিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, এজন্য উহাদের সন্দেহ হইয়াছে যে ছেলেটী পাগল কিনা?

ইহার এই ব্যাখ্যা হইতে পারে যে ভ্রান্তির দিকে ঝোঁক পুত্রেরা পিতা হইতে পাইয়াছে, মাতৃবিয়োগে তাহাদের ইহা গভীর অনুতাপের ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লায়ন্স হাঁসপাতালে একজন লোকের আস্বাদ ও ঘ্রাণ সম্বন্ধে ভ্রান্তি হইত এবং সর্ব্বদা উৎকট গন্ধ ও আস্বাদনে জ্বালাতন হইয়া সমস্ত ঘণ্টা নাক ঝাড়িত ও থু থু ফেলিত। তাহার পিতা ঐ হাঁসপাতালে ভ্রান্তি ও বায়ু রোগে মারা গিয়াছিল।

এখানে ফেডারিকা হায়ফী নাম্নী প্রির্ভষ্ট স্থানের ভবিষ্যদ্দর্শিনীর কথা বলিতে পারি যাঁহার অপচ্ছায়া দর্শনের তালিকা কার্ণার ছাপাইয়াছিলেন। প্রেতের সহিত কথা কহিবার ক্ষমতা হাউফী পরিবারের সকলকারই ছিল। ফেডারিকার ভ্রাতার এ ক্ষমতা সামান্য রকমের ছিল কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহার ন্যায় ভাবোল্লাসের ও নিস্পন্দ বায়ুরোগের লক্ষণ জড়িত ছিল না।

যে সকল অস্বাস্থ্যকর মানসিক বিকারের নাম এসকুইরোল এক বিষয়োন্মাদ দিয়াছেন তাহার মধ্যে আত্মহত্যার ন্যায় সুপ্রমাণিত বংশানুগত প্রবৃত্তি আর কিছু নাই। ভল্টেয়ার প্রথম চিকিৎসকদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আমি নিজের চক্ষে, তিনি লিখিয়াছেন, একটী আত্মহত্যা দেখিয়াছি যাহা চিকিৎসকদের ভাল করিয়া দেখা উচিত। একজন চিন্তাশীল পাকা বয়সের কাজের লোক, উগ্রপ্রকৃতির নহে, এবং অভাবে পড়িতে হইবে এমন অবস্থাও নহে, ১৭ই অক্টোবর ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যা করিল, স্বগ্রামের সভাকে লিখিয়া গেল যে ইহা সে স্বেচ্ছায় করিতেছে, কিন্তু ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে পাছে লোকে এই যাতনাপূর্ণ জীবনকে ত্যাগ করিতে উৎসাহিত হয়। এ আত্ম-হত্যার একটুকু বিশেষত্ব আছে; ঐ আত্মঘাতীর পিতা এবং ভ্রাতা ঐ বয়সে আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিরূপ মনের অবস্থায় কি সহানুভূতিতে জড়দেহের কোন্ নিয়ম সকলের সম্মিলনে সেই এক বয়সে ও উপায়ে এই ভয়ানক কার্য্য সাধিত হইতেছে ইহা বলা বড় কঠিন।

ভল্টেয়ারের সময় হইতে মানসিক ব্যাধির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অনেক বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে লেখকদের গ্রন্থে বিশেষতঃ এস্কুইরল গল ও টাওয়ার্সের মোরুর লেখায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। এস্কুইরাল একটী পরিবারকে জানিতেন যেখানে মাতামহী, মাতা, কন্যা ও নাতি সকলেই আত্মহত্যা করিয়াছিল। ফলরেট বলেন ভুক্মী-শীল বাপের ৫টী ছেলে ছিল। জ্যেষ্ঠ তিন তালার জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরে, দ্বিতীয় ৩৫ বৎসর বয়সে গলায় দড়ি দিয়া, তৃতীয় জানালা হইতে লাফাইয়া, চতুর্থ গুলি করিয়া এবং উহাদের খুড়তুতো ভাই সামান্য কারণে জলে ডুবিয়া মরে। টেনিরিফের গর্ব্ব প্রাচীন পরিবার গুয়েরোটনদের ভিতর দুইটী ভগ্নীর আত্মঘাতী হইবার পাগলামি ছিল। তাহাদের ভাই, পিতামহ, দুইটী খুড়া ঐ রকমে জীবন শেষ করিয়া-ছিল। ডি পরিবারে স্বসম্পর্কীয়ের ভিতর অনেক আত্মঘাতী দেখা যায়। একটী যুবক যাহার বাপ ও খুড়ো আত্মঘাতী, একটী কন্যাকে বিবাহ

করিল যাহার বাপ ও খুড়ো ঐরূপ। যুবক গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিল, স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল; যাহার বাপ, খুড়ো, খুড়তুতো ভাই সকলেই আত্মঘাতী। ভল্টায়ারের কৌতুহল এই দেখিয়া উদ্দীপ্ত হয় যে একটী বিশেষ বয়সে এরূপ বাসনা কিরূপে উদয় হয়? টাওয়াসে'র মরু বলেন এম এল এক বিষয়োন্মাদগ্রস্ত লোক ৩০ বৎসর বয়সে জীবলীলা শেষ করিলেন, পুত্রের ঐ বয়স হইতে না হইতে দুইবার মরিবার চেষ্টা করা হইল। আর একটী লোক পূর্ণ যৌবনে বিষাদ বায়ুগ্রস্ত হইয়া ডুবিয়া মরিল। উহার পুত্র সবল দেহ, ধনী, দুইটী প্রতিভাসম্পন্ন ছেলের বাপ, ঠিক ঐ বয়সে ডুবিয়া মরিল। একজন মদ চাখনদার সুরা সম্বন্ধে ভুল করায় অত্যন্ত নিরাশ হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সেবার তাহাকে বাঁচান হইল কিন্তু পরে তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিল। ইহাঁর চিকিৎসক ঠিক করিয়াছেন যে ইহার বাপ ও ভাই ঐ বয়সে ঐরূপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এক রকমের এই সকল অপঘাত বুঝাইতেছে বংশানুক্রমিতা স্বয়ংফলতার লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এই সকল ঘটনা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে পরিবারের কিম্বদন্তী অনুসারে এরূপ মৃত্যুর একটী ধারা দাঁড়াইয়া যায়, কেহ জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ জলে ডুবিয়া মরে।

আত্মঘাতের শ্রেণীতে নরহত্যাকে ফেলা যায়। যাহার কথা উৎকট ভাবের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং ইহাকেও বংশানুক্রমিক বলিয়া ধরা হয়। এরূপ অস্বাস্থ্যকর বংশানুক্রমিতার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে।

অল হ্যাভেন নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের উৎকট ব্যারাম হওয়ায় তাহার দেড় মাস বয়স্ক শিশুকে, মাই ছাড়াইতে হইল। শিশুকে মারিয়া ফেলিবার অদম্য ইচ্ছা হইতে এ ব্যারামের আরম্ভ। মাতার এ অভিপ্রায় সময়ে বুঝিতে পারায় সিদ্ধ হইল না। ইহার কিছু দিন পরে মাতার প্রবল জ্বর হইল এবং এ সমস্ত স্মৃতি হইতে পুঁছিয়া গেল এবং কন্যার উপর খুব যত্ন ও ভালবাসার জন্য সকলে তাহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। এই কন্যার

কালক্রমে ২ টী সন্তান হইল। কিছুদিন অত্যন্ত ক্লান্তি ও পেটের গোলমাল সহ্য করিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়া একটী ছেলে খেলাইতেছিল আর একটীকে স্তন্য পান করাইতেছিলেন সেই সময় উহার গলা কাটিয়া দিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। এই বীভৎস প্রলোভনে ভীত হইয়া সেখান হইতে দৌড়িয়া ছুরী হাতে করিয়া পলাইলেন ও নাচিয়া গাহিয়া ও ঘুমাইয়া এই ভয়ানক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুমাইয়া আবার সেই চিন্তা হইতে চমকাইয়া উঠিলেন, যাহা এমন দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে কোন উপায়ে শাসিত হইয়া অনেক উপায় অবলম্বন করার পর কতক পরিমাণে নরহত্যার ঝোঁক হইতে শান্ত হইলেন।

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভূতে ধরা রূপ এক বিষয়োন্মাদ অনেকেই ধরিত। এখন সে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমাদের সময়ে ভূতে ধরার গল্প গুলিকে স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়; কিন্তু উপন্যাসের রাজ্যের বাহিরে যখন তাহাদের স্থান ছিল, যখন তাহাদিগকে নিষ্ঠুর অযৌক্তিক ঘটনা বলিয়া ধরা হইত, যখন ভূতে ধরাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত, তাহার পৃথক আদালত, পৃথক দণ্ডবিধি এবং পৃথক শাস্তির আইন ছিল, তখনও এ অমানুষিক মানসিক বিকারকে বংশানুগতির দ্বারা চালিত হইতে পারে বলিয়া মনে করা হইত।

ভূতাবেশ সম্বন্ধে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা এক বাক্যে বলেন যে বংশ হইতে বংশান্তরে পরিবারের লোকেরা সয়তানের নিকট চুক্তি পত্রের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ঐন্দ্রজালিক হইত।

এ বিষয়ের ২ জন ভাল লেখক বোডিন ডিমনোলোজীর গ্রন্থকার ও স্প্রেঞ্জার ম্যালিয়স ম্যালেফিকোরম পুস্তকের রচয়িতা বলিয়াছেন যে নিয়মের ব্যতিক্রম নাই বলিলেই চলে। বোডিন বলেন বাপ কিম্বা মা যদি ঐন্দ্রজালিক (Sarcerer) হয় তাহাদের পুত্র কন্যাও তাহাই হইবে। স্প্রেঞ্জার বলেন অপরাধীকে ভাল করিয়া প্রশ্ন করা দরকার কারণ দেখা যায় সমস্ত জাতিকে ডাইনী বিদ্যা সংক্রামিত করে এবং অপরাধীরা নিজেই ইহা প্রথমে

স্বীকার করে। আমাদের সময়ে যাহারা ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে পাগলা গারদে পাঠান হইয়া থাকে, এবং এক পরিবারের অনেক লোককে ঐ খানে দেখা যায় একই রোগে আক্রান্ত! একটী মা ও কন্যা বিশ্বাস করিত যে হাওয়া (Airs) নামক কতকগুলি ভূতের আশ্রয়ে তাহারা থাকে। ত্রী স্থানের একটী রমণী আপনাকে সলোমন নামক এক অদ্ভুত জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সকল কু-কার্য্যের সে অধিষ্ঠাতা দেবতা ও তাহার সকল যন্ত্রণার মূল। তাঁহার বাপ ও ষ্টাটাজিমী (Statagimo) নামক বায়ু মণ্ডলবাসী অপদেবতার উপর তাঁহার যাহা যাহা ঘটিত সমস্ত আরোপ করিতেন।

ভূতাবেশের শ্রেণীতে মধ্য যুগের তাণ্ডব রোগকে ফেলা যাইতে পারে যাহা অনেক পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক হইতে দেখা গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর তড়কা রোগগ্রস্ত লোকের কথাও এইরূপ; সেভিনিজের প্রোটেষ্টাণ্টের মধ্যে যখন তড়কা মিশ্রিত ভাবোল্লাসের সংক্রামতা চলিতেছিল তখন ১০ মাসের, ৪।৫ বৎসরের ছেলেকেও ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। সহানুভূতি ও স্নায়বীয় সংক্রামতা এ রোগ উৎপন্ন করিতে কতকটা সাহায্য করিত কিন্তু অনেক পরিমাণে বংশানুক্রমিতার উপর যে ইহাকে আরোপ করা যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটী মানসিক বিকার যাহাকে বিষাদ বায়ু (melancholia) এবং শোকোন্মাদ (Lypemania) বলিয়া ধরা যায় এবং অনেক লেখক যাহাকে হাইপোকণ্ড্রিয়া (অর্থাৎ পীড়া না থাকিলেও পীড়ার কল্পনা) বলিয়া মনে করেন কিন্তু অপরে ইহাকে পৃথক ব্যাধি বলিয়া মনে করেন। ইহাও বংশানুক্রমিক। এসকুইরল বলেন শোকোন্মাদগ্রস্ত লোকেরা বিষাদ বায়ু লইয়া জন্মায় এজন্য ঐ রোগ প্রবল হয়।

অনেক পরিবারের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহার লোকেরা এই ধারণায় বড় যন্ত্রণা পায় যে অপর লোকে তাহাদের খুন করিবে না হয় বিষ খাওয়াইয়া মারিবে। শোকোন্মাদগ্রস্ত একটা স্ত্রীলোককে ৪২ বৎসর বয়সে পাগলা গারদে পাঠান হয় এবং সেখানে তাহার মৃত্যু

হয়। দেখা গেল যে তাহার মাতামহ ও মা পাগলা ছিল এবং ১৫ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতে পাগলামির চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। এরূপ ১৮১ ব্যাধির মধ্যে এসকুইরল দেখাইয়াছেন ১১০টী বংশানুক্রমিক। এরূপ অস্বাস্থ্যকর বংশানুক্রমিতার সঙ্গে আমরা ভাবী অশুভের সূচনাকে যোগ করিতে পারি। ইহাও বংশানুক্রমিক। নিম্নলিখিত অদ্ভুত ঘটনাটী ব্রাইরি ডি বোঁমণ্ট হইতে লওয়া হইল। ভিলাসিউভ বলেন ইহা যদি সত্য হয় ধরিতে হইবে সেই বংশের কোন স্নায়বিক পীড়া ইহার কারণ মার্শাল ডি সাউবিস চতুর্দ্দশ লুইয়ের সম্মুখে বর্ণনা করিলেন যে যখন তিনি মন্ত্রণা গৃহে একজন ইংরাজ রমণীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, মহিলা বিকট চীৎকার করিয়া তাহার পায়ের কাছে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িয়া গেলেন। বিস্মিত হইয়া ডিউক ডি সাউবিস চাকরদের ডাকিয়া শুশ্রূষা করায় স্ত্রীলোকটী প্রকৃতিস্থ হইল ও মার্শালকে ব্যগ্রভাবে বলিল "আমাকে আটকাইবেন না কারণ আমার বিষয় সম্পত্তি মরিবার পূর্ব্বে ঠিক করিতে হইবে।" তিনি আরও বলিলেন যে এই ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুলে আছে। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে সকলেই বলিতে পারেন কোন ঘণ্টায় মৃত্যু হইবে। ডিউকের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময়ে তাঁহার সম্মুখের আসিতে তাহার ছায়ামূর্ত্ত শবাচ্ছাদনে জড়ান ও তাহার উপর একখানা কাল বস্ত্র যাহার উপর সাদা অশ্রু ছড়ান হইয়াছে ও একটী খোলা শবাধার পায়ের কাছে এই সকল রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। একমাস পরে সাউবিস পত্র পাইলেন যে পূর্ব্বাভাস সত্য হইয়াছে এবং রমণীর মৃত্যু হইয়াছে।

এরূপ ভাবা স্বাভাবিক যে এই সকল চমক্ দৃশ্য বংশপরম্পরায় চালিত মানসিক অবস্থার জন্য হইয়া থাকে, অবশিষ্ট টুকু কল্পনা পূর্ণ করিয়া দেয় এবং নির্দ্ধারিত দিনে মৃত্যু আসিয়া পড়ে যাহাকে ফল বলিয়া ধরিতে হইবে কারণ নহে।

উন্মত্ততার অর্থ বুদ্ধি ও স্নেহানুরাগাদি বৃত্তির পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। এসকুইরল বলেন উন্মাদ মহা বিশৃঙ্খলের ভিতর বাস করে। তাহার প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য সকল তাহার মনের গোলমাল বুঝায়। তাহার কার্য্য

লক্ষণ অনিষ্টকর। সে প্রত্যেক জিনিসই ভাঙ্গিবে না হয় ধ্বংস করিবে, তাহার প্রত্যেকের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে রোগী যদি ভাল না হয়, ইহার পর একটী শান্তভাব আসে যাহাকে দেখা সহস্রগুণ কষ্টকর। উন্মাদ তাহার মস্তিষ্কের জিনিস সব হারাইয়াছে, তাহার চিন্তা নাই বাঞ্ছা নাই, অনুতাপ নাই, জড় দেহের অবশিষ্ট ভাগটুকুকে বুদ্ধিহীনতার সহিত টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। সেই গ্রন্থকার বলেন যে স্থায়ী উন্মত্ততা মস্তিষ্কের স্থায়ী পীড়া বুঝায়, সাধারণতঃ জ্বর থাকে না কেবল ধারণার বুদ্ধির ও ইচ্ছার উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য বুঝায়। উন্মাদেরা ভুল বিশ্বাস যেমন রজ্জুকে সর্পভ্রম ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ যেমন মূর্ত্তি দর্শন ও শব্দ শ্রবণ জন্য বিখ্যাত; ধারণার মিথ্যা সংযোগ ঘরে লোক নাই কিন্তু লোকে ভর্ত্তি মনে হওয়া যে ধারণা সকল অসম্বদ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল রকমে ইহাদের হঠাৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে। ১০০ উন্মত্তের মধ্যে ৫০ জনের এ ব্যাধি বংশানুক্রমিক। এস্‌কুইরল বলেন, সাল্‌পেট্রাএর হাঁসপাতালে তিনি বলেন ২২০র মধ্যে ৮৮ জন পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং নিজের হাঁসপাতালে দেখিয়াছেন ১৫২ মধ্যে ৭৫ জন এইরূপ পূর্ব্বপুরুষ হইতে পাইয়াছে। বাকি মানসিক ব্যাধির কথা ভাবিলে এখানে বুদ্ধিধ্বংসের চূড়ান্ত আকার দেখা যায় যাহা হইতেছে মন হইতে সব পুঁছিয়া যাওয়া, পক্ষাঘাত ও জড়বুদ্ধিতা। ইহাদের বংশানুক্রমিতা আর ভিন্ন করিয়া দেখাইতে হইবে না। ইস্‌কুইরল বলেন বুদ্ধিনাশের ব্যাধি (ডিমেন্সিয়া) পূর্ব্বপুরুষদের থাকিলে বংশধরের ভিতরে দেখা যায়। একজন ভাস্কর ২৫ বৎসর বয়সে এ ব্যাধি পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিতা মাতার ক্ষিপ্ততা সন্তানে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে। পিতার উন্মাদ রোগ পুত্রে বুদ্ধিভ্রংশতা কিম্বা পক্ষাঘাত হইয়া দাঁড়ায়। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত পীড়া মাতা হইতে উৎপন্ন। অনেক লোক দেখা যায় ৪০। ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ভাল থাকিয়া হঠাৎ পূর্ব্বে কোন লক্ষণ না দেখাইয়া বুদ্ধিভ্রংশতায় পতিত হয়।

জড়বুদ্ধিতা এবং দুর্ব্বলচিত্ততায় মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ এত অল্প .য জাঁনোয়ারের অভ্যাস অবলম্বিত হয়। এ ব্যাধি ভাল করা অসম্ভব, কারণ তাহা করিতে হইলে নূতন মস্তিষ্ক তৈয়ারি করিতে হইবে। ইস্‌কুইরল বেশ চতুরতার সহিত বলিয়াছেন যে ডিমেন্সিয়া বুদ্ধিভ্রংশতার তুলনা ধনীলোক গরীব হইয়া গিয়াছে, আর ইডীয়ট জড়বুদ্ধির তুলনা গরীবের সঙ্গে যে কোন কালে ধনী হইবে না।

সঙ্গমেচ্ছা (রিরংসা) জড়বুদ্ধিদের ভিতর বড় প্রবল, এজন্য উহাদের দুর্ভাগ্যের বংশ বৃদ্ধি বেশী। এ কারণ ইহাদের মধ্যে বংশানুক্রমিতা বাহির করা সহজ। এস্‌কুইরল সলপেট্রাইরীতে একজন জড়বুদ্ধি স্ত্রীলোকের ২টী কন্যা ও ১টী পুত্র হইতে দেখিয়াছিলেন তাহারা সকলেই জড়বুদ্ধি। জড়বুদ্ধিতা পাশের লাইনে নামে। সোজা লাইনে যদি নামে এক কিম্বা দুই পুরুষে অদৃশ্য হইয়া যায়। হলার প্রথম বাহির করেন যে ২টী বড়-লোকদের সংসারে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জড়বুদ্ধিতা দেখা গিয়াছিল আবার চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম পুরুষে পুনরাবির্ভাব করিল। আমাদের সময়ে ডাক্তার সেগুইন যিনি এরূপ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে একজন প্রামাণিক ব্যক্তি বলেন যে জড়বুদ্ধি লোকের জড়বুদ্ধি ছেলেকে তিনি কখনও চিকিৎসা করিতে যান নাই; কিন্তু তাঁহার ছাত্রদের পরিবারের মধ্যে খুড়ো খুড়ী আর প্রায়ই পিতামহের জড়বুদ্ধিতা, দুর্ব্বলচিত্ততা কিম্বা বুদ্ধিভ্রংশতা রহিয়াছে দেখিয়াছেন।

উপসংহারে দুইটী প্রশ্নের উত্তর করিতে চাই কিন্তু দুইটী বড় অস্পষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। প্রথম ক্ষিপ্ততার কারণ সকলের মধ্যে বংশানুক্রমিতার স্থান কোথায়; এ প্রশ্নের তালিকায় উত্তর দিতে পারে কিন্তু ওগুলি পরস্পর অনৈক্য। টাওয়ার্স নগরের মোরু বলেন সমস্ত সংখ্যার ১০ ভাগের ৯ ভাগ বংশগত অপর লেখকেরা বলেন ১০ ভাগের ১ ভাগ, মড়স্‌লী বলেন সিকির বেশী অর্দ্ধেকের কম; ভাল করিয়া পরীক্ষিত ৫৩ টীর ভিতর তিনি ১৬টী বংশগত দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ। ট্রীলাট ৭৩টী ঘটনা দিয়াছেন

তাহার মধ্যে ৪৩টী বংশানুগ। ১৮৬১ সালে ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় হাজার লোক (স্ত্রী পুরুষ) যাহাদিগকে পাগলা গারদে স্থান দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ২৬৪ পুরুষ ও ২৬৮ স্ত্রীর অসুখ বংশগত। ২৬৪ পুরুষের মধ্যে, ১২৮ পিতা হইতে, ১১০ মাতা হইতে প্রাপ্ত এবং ২৬টী উভয় হইতে। ২৬৮টি স্ত্রীর মধ্যে ১০০ পিতা, ১৩০ মাতা হইতে প্রাপ্ত এবং ৩৮টী উভয় হইতে। আমাদের ভুল হইবে না যদি বলি যে সমস্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক হইতে একতৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বংশগত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে কিরূপ বংশানুগত ক্ষিপ্ততা, কিরূপ মানসিক বংশানুগতির উপর আরোপনীয়। প্রথমেই সহজ ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ছায়া মূর্ত্তি দেখা কিম্বা কথা শুনা। এ সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বৃত্তির বংশানুগতির একটী আকার। প্রকৃত উন্মত্ততার কথা বলিতে গেলে দেখিব যে ইহা সকল রকম রূপ ধরে, কখনও পৃথক পৃথক কখনও একত্রে ভাবের এবং সহজ জ্ঞানের বিপর্য্যয়, বুদ্ধিহীনতা, ইচ্ছা শক্তির দুর্ব্বলতা এই সকল আকার দেখায়; ক্ষিপ্ততার মানসিক দৃশ্য সকলকে একটী কারণে কেনা যায় না এজন্য আমরা বলিতে পারি যে পূর্ব্বোল্লিখিত তথ্য সকল বিস্তারিতরূপে মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা সকল রকম আকারে দেখাইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ

আইন কানুন ঃ

প্রথম অধ্যায়।

বংশানুক্রমিতার নির্দ্ধারিত কোন নিয়ম আছে কি?

আইন অনুসন্ধান লইয়া বিজ্ঞানের আরম্ভ; ইহার পূর্ব্বে যাহা থাকে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই অনুসন্ধানের রাস্তা প্রস্তুত করা। জীব এবং মনুষ্য মনস্তত্ত্ব হইতে, নিদানতত্ত্ব এবং ইতিহাস হইতে যে সকল তথ্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে যদি নির্দ্ধারিত নিশ্চিত নিয়ম বাহির করিবার আশা না করিতে পারি তাহা হইলে এই মাল মশলার ভাণ্ডারের কোন মূল্য থাকিবে না। এ সংগ্রহ কেবল কৌতুকাবহ আখ্যায়িকার রাশি হইবে এবং প্রকৃত বিজ্ঞান যাহা দেয় তাহার ন্যায় কিছুই দিতে পারিবে না। আমাদের বিশ্বাস যে সকল তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলিকে তাচ্ছল্য করা চলিবে না। পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া যাহার উপর নানারূপ দোষ আরোপ করা হয়, যে ইহা মাটির উপর হামাগুড়ি দেয়, তথ্যগুলিতে বাঁধা পড়ার জন্য (tied down to facts) এবং চক্রবালশূন্য সংকীর্ণ সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকার জন্য, কিন্তু ইহার বিশেষ অধিকার এই যে সর্ব্বব্যাপী কি তাহা দেখায়, তথ্যের ভিতর কি নিয়ম আছে তাহা বাহির করে, এবং এই বিরোধাভাসকে প্রমাণ করে যে বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে সংসারে তথ্য বলিয়া কোন জিনিস নাই কেবল আইন।

গঠনশূন্য জড়ের যদি একটী দৃষ্টান্ত লই যেমন একখণ্ড প্রস্তর, জলীয় গ্যাস, পতনোন্মুখ জলের ফোঁটা এবং এগুলিকে মন দিয়া নহে চোখ দিয়া যদি দেখি, সাধারণ লোকে যেরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলি পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হইবে, এবং যাহা দর্শন ও স্পর্শযোগ্য নহে তাহা কেবল বৃথা ভাবনা। বিজ্ঞান কিন্তু এই সকল তথ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া মাধ্যাকর্ষণ, উত্তাপ, আণবিক আকর্ষণ ও সাদৃশ্যের নিয়মে ফেলিবে; এগুলি

আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়ম যাহাদিগকে আরও ব্যাপক নিয়মে ফেলা যাইতে পারে (organic world) গঠন মূলক বিশ্বে সর্ব্বত্র এই নিয়ম সকল দেখিয়া বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে যে ইহারাই প্রকৃত সত্য। এই সকল নিয়ম একত্র কর দেখিবে তথ্য আসিল, ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সকল একত্র কর ভিন্ন ভিন্ন তথ্য উৎপন্ন হইল। একটী তথ্যকে পূর্ণরূপে জানার অর্থ যে নিয়মে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার গুণ ও পরিমাণ জানা, অর্থাৎ কোন তথ্যে উত্তাপ, গুরুত্ব ইত্যাদি রহিয়াছে কি না এবং কি পরিমাণ রহিয়াছে ইহা জানা, কিন্তু এ বিশ্লেষণে তথ্য গুঁড়া হইয়া অদৃশ্য হইল, রাখিয়া গেল এক গুচ্ছ নিয়ম।

জীব তত্ত্বের একটী তথ্য লও যেমন পুষ্পিত বৃক্ষ, শ্বাস প্রশ্বাসকারী জন্তু, এখানেও কতকগুলি নিয়মের সৃষ্টি দেখি। প্রথম গঠনশূন্য জড়ের (inorganic matter) নিয়ম, বস্তুতঃ প্রাণকে যদি খাঁটি যন্ত্রোৎপন্ন জিনিস মনে করি তাহা হইলে আর কিছুর দরকার হয় না। অন্য দিকে যদি ধরি যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, প্রাণকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রচুর নহে, অন্য নিয়ম সকল আনিয়া ফেলি যথা কি নিয়মে ভুক্ত দ্রব্য দৈহিক উপাদানে পরিণত হয় ও বিশ্লিষ্ট হয় ও কি নিয়মে প্রজনন এবং অপরাপর প্রাণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন হয়; এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে যদিও আমাদের ঠিক জ্ঞান কিছু নাই, তাহা হইলেও তাহারা যে রহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। নৈতিক জগতেও তাহাই। বিপ্লব, ঐতিহাসিক ঘটনা, কবিতা রচনা, উৎকট রাগদ্বেষাদি সমস্তই অসংখ্য নিয়মের একত্র করণের ফল। এ সকল বিষয়ে জড় ও জীব তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম ছাড়া মনস্তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ও সামাজিক নিয়মও জড়িত রহিয়াছে। সামান্য নৈতিক ব্যাপারেও এত জটিলতা এত নিয়ম সকল জড়ান যেগুলিকে ভাল করিয়া বুঝা যায় না, যে জন্য অনেকে তাহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হইতেছে সমস্যার এরূপ সমাধান আর বিশ্বাস করিতে পারে না, নিয়মের উপর আরোপ করা ব্যতীত আরও কিছু আছে যাহা নিয়মের অধীন নহে, এরূপ হইলেও তথ্যকে নিয়মের গুচ্ছ ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না।

ভাবা যাউক নৈতিক ও জড় রাজ্যের সমস্ত ঘটনাকে এক হাজার দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মের অধীন করিলাম; যাহারা আবার ১২টী আদি নিয়মের অধীন, যাহারা জগতের শেষ অবিভাজনীয় উপাদান। মনে করা যাউক প্রত্যেকটী বিশেষ বিশেষ রংএর সূতা যাহা আবার সূক্ষ্মতর সূতার গুচ্ছ, এই সকলকে কোন উচ্চতর শক্তি, তাঁহাকে ঈশ্বর প্রকৃতি দৈব যাহাই বল না কেন বুনিতেছে, গাঁইট দিতেছে, গাঁইট খুলিতেছে এবং নানারূপ নমুনায় পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সাধারণ মনের পক্ষে এই গাঁইট ও নমুনা ছাড়া আর কিছু নাই, ইহাই প্রকৃত সত্য। ইহার বাহিরে আর কিছু জানে না, আছে কি না আছে বলিয়া সন্দেহও করে না। এখন বৈজ্ঞানিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, গাঁইট খুলিল, নমুনাগুলি বাহির করিল এবং দেখাইল যে যাহা কিছু সত্য তাহা ঐ সূতায় রহিয়াছে। তথ্য এবং নিয়মের বিরোধ অদৃশ্য হইল; তথ্যগুলি হইল নিয়মের সংযোজন এবং নিয়মগুলি হইল তথ্যের বিভাজন।

এ প্রকারে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রস্তুত হইল। পরীক্ষামূলক ক্রিয়া যাহা তথ্যের কাঁচা মাল মসলায় আবদ্ধ ছিল, ইহার দৃষ্টির প্রসার বিস্তৃত হইল, ইহার দিগ্বলয় অপরিসীম ভাবে রহস্য পূর্ণ সীমায় সরিয়া পড়িল যেখানে নিয়মের জগৎ শেষ হইয়া গেল; পর্য্যবেক্ষণ বিশ্বব্যাপী হইল, এবং অনুভূতি অনেকটা মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত বুঝিল যে নিয়মগুলিই প্রকৃত সত্য, তথ্য সকল কেবল বাহ্যিক দৃশ্য।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে নানা সূতার বুননে প্রস্তুত উদ্ধৃত তথ্য সকলের মধ্যে কোনটী সকলের পক্ষে সাধারণ কি না? পরিষ্কাররূপে বলিতে গেলে প্রশ্নটী হইতেছে বংশানুক্রমিতা কি নৈতিক জগতেও বিদ্যমান, কিম্বা যে সকল দৃষ্টান্ত দেখান হইল, সেগুলি দৈবাৎ সম্মিলিত অপর নিয়মের দ্বারা উৎপন্ন স্বতন্ত্র জিনিস।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কথা, যে এত দূরে আসিয়া এ প্রশ্ন উঠিল কেন? কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে উদাসীনতায়

দেখায় যে তাঁহারা ইহাকে মানসিক নিয়ম বলিয়া চিনিতে পারেন না। শারীরতত্ত্ববিদ্ যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিয়াছেন তাঁহাদের মতের মিল নাই এবং কেহ কেহ নৈতিক জগতে বংশানুক্রমিতাকে স্বীকার করেন না। এজন্য এ প্রশ্নকে ভাল করিয়া দেখা উচিত। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে মানসিক বংশানুক্রমিতার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তোলা হইয়াছে সেগুলি ভয়ঙ্কর নহে। সেগুলি এক প্রকার অব্যাখ্যাত হইত যদি আমরা আপত্তিকারকদের উদ্দেশ্য না জানিতাম। যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, ভয় হইতেছে যে এ মত পোষণ করিলে ফল কি হইবে; কিন্তু এরূপ কুসংস্কার বিজ্ঞানানুমোদিত নহে কারণ খামখেয়ালী, আর নীতির সম্বন্ধেও ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে সমস্ত ছাড়িয়া সত্যের অনুসরণ করা আর কৈ হইল?

এ মতের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা লর্ডাট জন্তুদিগের মানসিক ক্রিয়ার গতিশীলতার (dynamism) উপর বংশানুক্রমিতার নিয়ম আরোপ করিয়াছেন কিন্তু মনুষ্যের বিষয়ে তাহা করেন না। এরূপ করার উদ্দেশ্য বেশ বুঝা যাইতেছে, মানুষের উপর ইহা আরোপ করিলে মানুষ একটা উন্নততর জীব হইয়া দাঁড়ায়। তিনি মানুষ ও জীবের মধ্যে একটা ফাঁক রাখিতে চাহেন যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। দৈহিক কিম্বা মানসিক যে দিক হইতে দেখা যায়, মানুষকে জন্তু হইতে পৃথক করিয়া একটা বিভাগ করা অসম্ভব। এত বড় সাহসের কথা যেরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মানুষে যাহা আছে জন্তুতেও তাহা দেখা যায় যেরূপ ভাষা গণনা করিবার ক্ষমতা (ছাডারে ৭ পর্য্যন্ত গণিতে পারে) নৈতিক ধারণা শ্রদ্ধা ও ভয় যেগুলি হইতেছে ধর্ম্মের মূল। এই অতিরিক্ত উক্তি সকল ছাড়িয়া দিলেও দ্বিতীয়মের কথা মানিতে হইবে যে প্রকৃতি দেবী সৃষ্টি বিষয়ে কোন কার্য্য লাফাইয়া করেন নাই সকলকার মধ্যে মিল রহিয়াছে বংশানুক্রমিতা জীবতত্ত্বের নিয়ম যাহা আর একটা বড় নিয়মের ফল অর্থাৎ প্রজননের দ্বারা দৈহিক ও মানসিক গুণের চালনা এই নিয়মই সমস্তকে শাসন করিতেছে। উদ্ভিদ এবং জন্তু

এবং মানুষ আমরা যেরূপ পরে দেখিতে পাইব, যে এই জীবরাজ্যে এক অংশ বংশানুক্রমিতার নিয়মের দ্বারা শাসিত কিন্তু অপর অংশ নহে ইহা হইতে পারে না।

লর্ডাটের অনুমান এত কাল্পনিক যে মনোস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার চর্চ্চাতেও জন্তু হইতে মানুষকে তফাৎ করিয়া ভাবিতেই পারি না। মানসিক জীবনের প্রক্রিয়াগুলি একটীর পর একটী লইয়া দেখিব, বংশানুক্রমিতার দ্বারা তাহারা কিরূপে শাসিত কেবল নিম্ন জন্তুর আকারে নহে কিন্তু উচ্চতর মনুষ্যাকারে। মোটামুটিভাবে ইহা করিবার চেষ্টা করিয়াছি কারণ এ গ্রন্থখানি একটী প্রবন্ধ মাত্র। কিন্তু তুলনা মূলক মনোবিজ্ঞানের অভাবে (যাহাতে জীব জন্তু মনুষ্য সকলকার মনস্তত্ত্ব থাকিবে) আমাদের রাস্তা বাহির করিবার জন্য হাতড়াইতে হইবে।

(Viroy) ভীরে আর একটী মত পোষণ করেন যে আত্মার নৈতিক গুণগুলিকে শরীরের নৈতিক গুণ হইতে পৃথক করা উচিত, শারীরিক গুণ সকল বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হয় কিন্তু আত্মার গুণ সেরূপ হয় না। লর্ডাট ঐ প্রকারের মত একটী সমর্থন করেন। তিনি বলেন জীবনী শক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বংশানুক্রমিতার অধীনে, কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয়র অন্তর্গত কিম্বা বাহির হইতে আগত গুণ সকল সেরূপ নহে ; অর্থাৎ স্পষ্ট কথায় চেতনাহীন জীবনী শক্তির ক্রিয়াগুলি বংশানুক্রমিতার বশীভূত কিন্তু সচেতন ক্রিয়াগুলি নহে।

এই যে আপত্তি ইহাকে কড়াকড়ি করিয়া ধরিলে অতি কমজোর হইয়া পড়ে, ইহার ভিত্তি হইতেছে শরীর এবং মনের মধ্যে নিখুঁত পার্থক্য, এ ধারণা ডেকার্ট্রের সময়ে চলিতে পারিত কিন্তু এখন আর চলে না। এ আপত্তির কথা না ধরিয়া যদি ভাব ধরি, ইহা কি বলিতে চায় তাহা না দেখিয়া ইহার উদ্দেশ্য কি যদি লক্ষ্য করি তাহা হইলে একটি সুন্দর প্রশ্ন উত্থাপিত হইল, যাহা আমরা এখন কেবল স্পর্শ করিব পরে ভাল করিয়া এ বিষয়ের তর্কবিতর্ক করিব।

শরীর সম্বন্ধীয় নৈতিক গুণের মধ্যে প্রধান হইতেছে বোধ ও প্রত্যক্ষ। দেহ যন্ত্র উহার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উহার ক্রিয়া সহিত, বাপ পিতামহ হইতে প্রাপ্ত। কল্পনা অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে, এবং অনুভব অনুভূতি সম্পর্কীয় মূর্ত্তি লইয়া বস্তু জ্ঞানের (cognition) কাঁচা মসলা যোগায়। এখন আর এ মত কেহ পোষণ করেন না যে এইগুলি হইলেই যথেষ্ট হইল। আমরা জানি যে মনও কিছু যোগ করে এবং দৃশ্যাবলি কারণ কাল দেশের জ্ঞানের দ্বারা গঠিত হয়। ক্যাণ্টের মতানুসারে চিন্তা সকলের এই অবস্থাগুলি মনের আভ্যন্তরিক আকার। শারীর-তত্ত্ববিদেরা বলেন শরীর যন্ত্রের পূর্ব্ব গঠন বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ এবং সেই জন্য বিনা ব্যতিক্রমে বংশানুক্রমিক।

বুদ্ধি বৃত্তির ক্রিয়াকে কিছুক্ষণের জন্য সরাইয়া রাখিয়া যদি আবেগ ভাব রাগদ্বেষাদির কথা চিন্তা করি, দেখিব তাহারা শরীর সম্পর্কীয় নৈতিক গুণ। ইহাও সকলেই স্বীকার করেন যে অনুভবকারীর ভাবগুলি তাহার ধাতু অনুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ কফ পিত্ত বায়ু ও রক্ত বহুল ধাতু অনুসারে হইয়া থাকে আর এই সকল আদি মেজাজই হইতেছে গোড়া যাহা হইতে পরে খুব জটিল হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

দৈহিক এবং মানসিক গুণ সকলকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অদৃশ্য হইয়া যায়, পার্থক্য, খুঁজিতে চাই, কিন্তু কোথাও পাই না, কারণ ইহার অস্তিত্ব নাই। কতকগুলি নিকৃষ্ট মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বংশানুক্রমিতাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করা হইয়াছে, এবং ইহা হইলেই এ মতের উপর ন্যায় বিচার করা হইয়াছে লোকে ভাবে; কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অকাট্য নিয়মানুসারে সমস্ত মানস্তত্ত্বকে ইহা আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণ প্রকৃত তথ্যের বিরোধী অস্পষ্ট আরও অসঙ্গত এক অনুমানের ফল। এরূপ পার্থক্যের হয় ত কোন কারণ থাকিবে যাহার আপত্তি-কারকেরা ব্যাখ্যা করেন নাই।

মনে কর যে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে মানসিক ক্রিয়ার প্রণালী সকল যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়, স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, আবেগ, সহজজ্ঞান, কাম

ক্রোধাদি, স্বভাবিক কিম্বা অসুস্থ মেজাজ এ সকলই চালিত হইতে পারে; ইহাদের সমষ্টিই কি আমাদের বিষয় গ্রহণক্ষম সচেতন সত্তা, না ইহা ছাড়া অহং বলিয়া কিছু আছে যাহাকে ব্যক্তি প্রতিভা, চরিত্র কিম্বা আভ্যন্তরিক শক্তি বলিতে পারি এবং যাহা নিজের ইচ্ছাযুক্ত অনুভব ও জ্ঞানের বস্তু সকলকে বিস্তারিত করে এবং নিজের ছাপ লাগাইয়া দেয়। এখন কি আমরা ভাবিব যে মানসিক ক্রিয়ার নানারূপ প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধে নিজেরা একটী ব্যক্তিত্ব গঠিত করে, না আর কিছু আছে। "আমি" এ জিনিসটী কারণ না ফল? যদি আমরা ভাবি যে এক রকম অনুভব ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা পূর্ণ ভিন্ন প্রকারে অনুভূত হয় এবং প্রতিভা ও জড় বুদ্ধিতার মধ্যে মানসিক ক্রিয়ার সকল রকমের ক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তিত্ব মতের অনুমানটীকে সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। তখন প্রশ্ন উঠিবে, "আমি"ই কি সেই ব্যক্তিত্ব যাহা বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হয়, যেমন মানসিক প্রক্রিয়ার সকল রকম পদ্ধতি চালিত হয়। এ আপত্তিকে দেখাইবার এই প্রকৃত রাস্তা কিন্তু এ আকারেও এক গুরুতর বিঘ্ন আছে। এ বিষয়ে এখন কোন তর্ক উঠাইব না, যে পর্য্যন্ত না ভাল রকম সুযোগ আসে, মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা যে কেবল শারীরতত্ত্ব বিদেরা সন্দেহ করিয়াছেন তাহা নহে, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বকলও (Bucklo) তাহাই করিয়াছেন। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে এরূপ পক্ষপাতশূন্য মন যাহা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অনুসন্ধানে অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা, নূতনত্ব ও বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা দেখাইয়াছে, এরূপ আবশ্যকীয় তথ্য বুঝিতে পারিল না।

আমরা বংশানুক্রমিক বুদ্ধিমত্তা, বংশানুক্রমিক পাপপুণ্যের কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে যাইলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেরূপে সাধারণতঃ ইহাদিগকে প্রমাণ করা হয় তাহা ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত নহে। এ বিষয়ের লেখকদের সাধারণ ক্রিয়া পদ্ধতি হইতেছে, বাপ বেটার মানসিক বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত একত্র করা এবং ইহা হইতে অনুমান করা যে বিশেষত্ব পিতা পুত্রকে দান করিয়াছে।

তর্কের এরূপ প্রথা অনুসরণ করিলে সকলরূপ প্রতিজ্ঞাকে প্রমাণ করা যাইতে পারে। কারণ অনুসন্ধানের বৃহৎ ক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণ বাহিরের মিল দেখাইয়া যে সে মতের সমর্থক হওয়া যায়। কিন্তু এ পন্থার দ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয় নাই, আমাদের দেখিতে হইবে কতগুলি ক্ষেত্রে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি চালিত হইয়াছে, তাহা নহে কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে হয় নাই।

এরূপ চেষ্টা না হইলে আমরা এ বিষয়ে সামান্য হইতে সাধারণ নিয়মে পৌঁছান রূপ অগমাত্মক জ্ঞান পাইব না, আর শারীরতত্ত্ব ও রসায়ন আরও বেশী দূর অগ্রসর না হইলে নিগমনাত্মক জ্ঞানও এ বিষয়ের পাওয়া যাইবে না।

এই সকল ভাবিয়া আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না যে বংশানুক্রমিক ক্ষিপ্ততা কিম্বা আত্মহত্যার ঝোঁক আছে কি না; বংশগত ব্যাধি বংশগত মত ও সদ্‌গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ বলিতে পারা যায় না কারণ শারীরিক দুঃখের ন্যায় নীতি সম্পর্কীয় দুঃখের ভালরূপ তালিকা প্রস্তুত হয় না, সেজন্য শেষোক্ত সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত আরও অনিশ্চিত।

ইহা অসঙ্গত মনে হইলেও, এ আপত্তিতে বৈজ্ঞানিক মনের সমস্ত গুণ দেখিতে পাই অর্থাৎ প্রমাণকে সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা। এরূপ গবেষণায় বকল আমাদিগকে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে বলেন তাহা বুঝা বড় শক্ত। তিনি কি ভেদজনক প্রথা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে বলেন, অর্থাৎ বংশানুক্রমিতার তথ্য ও উহার ব্যতিক্রমের মধ্যে তুলনা করা, এবং ব্যতিক্রমগুলি এ আইনের অধীনে আসিল না কেন তাহার কারণ দেখান কিম্বা সংখ্যা বিবরণীর প্রণালী ধরিয়া সমস্ত ঘটনাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলা। যেগুলি বংশানুক্রমিতার অধীনে এবং যেগুলি নহে, পরে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ গণিতাঙ্কে প্রকাশ করা যে শতকরা কত এ আইনের অধীন এবং কতগুলি নহে। পরে দেখিব যে এই প্রণালীকেই ধরা হইয়াছে।

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতাকে বিজ্ঞানের কঠোর নিয়মের দ্বারা যে বিচার করা বড় কঠিন বকলের এ মতের সঙ্গে আমাদেরও ঐক্যতা আছে এবং ইহার অনেক কারণও আছে। এ গ্রন্থে অনেক স্থানে তর্কের ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, যেমন তর্ক করা হয় বড় বাপের বড় ছেলে কাজেই ধীশক্তি বংশানুক্রমিক বলিয়া ধরা হইল। কিন্তু আমাদের দেখান উচিত যে বাপের মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে পুত্রের মানসিক ক্রিয়ার ঠিক মিল আছে, কিম্বা কেন নাই তাহার কারণ দেখাইতে হইবে মনোবিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ আশা করা যায় না।

ইহা ছাড়িয়া দিয়া বকলের আপত্তির আসল জায়গায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে দেখি তিনি বলেন বংশানুক্রমিক ঘটনার পর পর আগমন আকস্মিক যেরূপ বৃহৎ তথ্যের পুঞ্জকে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু বৎসর ধরিয়া সুরতি খেলার জয়ীদিগের তালিকা হইতে সংখ্যা দেখিলে, সেই সংখ্যাই আসিতেছে দেখা যায়, ইহা কেবল দৈবাগত। এই প্রকার বংশানুক্রমিক ব্যাপারগুলির ব্যাখ্যা করেন। এ প্রশ্নকে তিনি সম্ভাব্যতার গণনায় ফেলিয়াছেন। কিন্তু একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের দ্বারা এই বিচিত্র অনুমানের উত্তর হইয়াছে।

মপারটুইস্ চারি পুরুষ ধরিয়া ছয় আঙ্গুলে একটা ঘটনা দেখিয়া বলিতেছেন, "আমার মনে হয় ইহাকে দৈবাগত কেহ মনে করিতে পারে না।" "মনে করা যাউক ইহাকে কেহ আকস্মিক বলিয়া ভাবিল", পূর্ব্ব পুরুষের হঠাৎ আগত এই বৈলক্ষণ্য পরপুরুষে পুনর্ব্বার উদয় না হইবার সম্ভাবনা কি? একটা নগরের লক্ষ লোকের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া দুই জন লোককে এইরূপ রূপান্তরবিশিষ্ট দেখিয়াছিলাম।

যদি ধরা যায় যে আরও ৩ জন ছিল, যদিও এরূপ হওয়া সহজ নহে, তাহা হইলে বিশ হাজারের ভিতর ১ জনের ছয়টা আঙ্গুল, সম্ভাবনা হইল যে তাহার পুত্র কিম্বা কন্যা ৬ আঙ্গুল লইয়া জন্মাইবে না যেমন বিশ হাজারে এক, এবং তাহার পৌত্রের যে ৬ আঙ্গুল থাকিবে না তাহার সম্ভাবনা হইল ২০০০০ গুণিত ২০০০০ অর্থাৎ ৪০ লক্ষে একজন। অব-

শেষে ৩ পুরুষ ধরিয়া যে ছয় আঙুলে থাকিবে না তাহার সম্ভাবনা হইল ৮০০ কোটীতে এক জন, এ সংখ্যা এত বড় যে পদার্থবিদ্যায় বস্তুর নিশ্চিত অবস্থা বাহির করিতে যাহা লইয়াছে তাহা ইহার কাছেই যাইতে পারে না।

যদি আমরা মপারটুইসের তর্ক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্তে (যেমন ক্ষিপ্ততা, চিত্র এবং সঙ্গীতের প্রতিভা ৩ পুরুষ ধরিয়া চলিতেছে) আরোপ করি বকলের আপত্তির কি হইল সহজেই বুঝা যায়।

ব্যতিক্রম ধরিয়া তর্ক করার গুরুতর ভ্রম যদি না থাকিত তাহা হইলে অধিকাংশ আপত্তি উঠিত না। এ প্রশ্নকে নিরপেক্ষভাবে দেখিতে যাইলে এ প্রশ্ন কি, ভাল করিয়া বলিতে হইবে, বংশানুক্রমিতাকে আংশিক ভাবে দেখিলে চলিবে না, সমস্ত জীব রাজ্যে ইহার বিস্তার ধরিয়া এ বিষয়ে কথা কহিতে হইবে।

ন্যায়ানুসারে অগ্রসর হইতে গেলে প্রথমেই ঠিক করিতে হইবে জাতি কি? এ কঠিন প্রশ্নের ভিতরে ঢুকিব না, কতকগুলি সরল নিশ্চিত মৌলিক তথ্য যাহা সকলেই স্বীকার করে তাহা ধরিয়া চলিব।

দুইটী জীবিত বস্তুকে যখন তুলনা করি অর্থাৎ ২টী গুণের সমষ্টি এবং দেখি যে অত্যাবশ্যকীয় গুণ দুটীতেই রহিয়াছে ভিন্নতা কেবল অপ্রধান গুণ লইয়া, দুইটিকেই যখন সমান বলিয়া মনে হয় তখন বলি যে তাহারা একজাতীয়। অনেক মূলীভূত লক্ষণ যাহা উভয়েরই আছে তাহাকে জাতীয় গুণ বলি; এবং অল্প সংখ্যক দৈবাগত গুণ যাহা তাহাদিগকে পৃথক করিতেছে তাহাকে ব্যক্তিগত গুণ বলি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনুষ্য জাতি হইতে দুইজনকে লওয়া গেল সারভূত গুণ এক যেমন যান্ত্রিক শরীর বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সমন্বিত যথা সংবেদন, স্মৃতি, কল্পনা, বিচারশক্তি, কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন হঠাৎ আগত ব্যক্তিগত লক্ষণে, যেমন একজনের পেশীর ব্যবস্থা খুব পুষ্ট আর একজনের সামান্য রকমের, একজনের স্মৃতি দুর্ব্বল আর এক জনের সবল, বিচার শক্তি দুইএরই আছে একজনের সামান্য কাজ কর্ম্মের বাহিরে যায় না, আর একজন সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহির করিতে সক্ষম।

প্রজনন ক্রিয়ার দ্বারা যাহা হইতে বংশানুক্রমিতার উৎপত্তি প্রত্যেক জীব তাহার ন্যায় আর একটী জীবকে উৎপন্ন করে। নিম্ন শ্রেণীতে ইহা অধিক সুস্পষ্ট যেখানে ভাগ হইয়া (by fission) কিম্বা ফুলের কুঁড়ির মত (by gemenation) উঠিয়া সৃষ্টি হয়। উন্নত শ্রেণীর জীবে যেখানে সৃষ্টির জন্য স্ত্রী পুরুষের আবশ্যক, দুইটী বিপরীত শক্তিকে একত্র করা হয়, সুতরাং পরস্পর প্রতিকূল অবস্থায় থাকে; ফল হয়, যদিও সকল ক্ষেত্রে নহে, বাপ মা কিম্বা উভয়ের সদৃশ। এই সাধারণ সত্য যে এক প্রকারের শরীর যন্ত্র তাহা হইতে সেই প্রকারের শরীর যন্ত্রই নামিবে, অগণ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া এখন স্বতঃসিদ্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। একজন প্রাণি-শাস্ত্রজ্ঞ বলেন যে জীবের সন্তানে পুনরাবৃত্ত হইবার এত ঝোঁক যে ইহাকে অপরিহার্য্যতা বলা যায়। এরূপ ভাবা যায় না যে বাপ মায়ের সঙ্গে মিল নাই এরূপ জন্তু হইতে পারে। বস্তুতঃ এই ঝোঁক এত সর্ব্বজনীন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ যে কতকগুলি মৌলিক তথ্য আছে তাহার মধ্যে ইহা একটী বলিয়া ধরা হয়, অঙ্ক শাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধের যে সম্বন্ধ ইহারও সেইরূপ সম্বন্ধ।

ইহা বুঝিলে প্রকৃত বংশানুক্রমিতা কি বুঝিতে পারা যায়, এবং ইহার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তোলা হয় তাহাদের মূল্য কি? প্রশ্ন হইল, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা কি আকস্মিক ? না কোন নিয়মের ফল ? ইহাকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেটীরই উত্তর আছে।

১। জীবজন্তু এবং মানুষের ভিতর দৈহিক এবং নৈতিক বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কি বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হয় ? হাঁ তাহারা চালিত হইয়া থাকে।

২। কম সাধারণ লক্ষণ যাহা দ্বারা জাতি ও তাহার ভিতরের ছোট জাতি গুলিকে বুঝা যায় তাহারাও কি বংশানুক্রমিক ? তাহারাও বংশানুক্রমিক; ডালকোত্তা হইতে স্পানিয়াল ও নিগ্রো হইতে সাদা জাতি হইতে পারে না। মানসিকগুণ সম্বন্ধেও ইহা সত্য; কোন জন্তু তাহার জাতির সাধারণ জ্ঞান যে দখল করিবে তাহা নহে, জাতির যে ছোট ভাগের সে অন্তর্ভুক্ত তাহারও বিশিষ্ট গুণগুলি পাইবে, নিগ্রো মনুষ্য সাধারণের

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলিও পাইবে, অধিকন্তু তাহার জাতির বোধশক্তি ও কল্পনার আধিক্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার অপারকতাও পাইবে।

৩। ব্যক্তিবিশেষের যে লক্ষণ সেগুলিও কি বংশানুক্রমিক? প্রকৃত তথ্য প্রমাণ করিয়াছে যে দৈহিক এবং মানসিক বিষয়ে তাহারা অধিকাংশ স্থলে বংশানুক্রমিক।

পরিশেষে, বংশানুক্রমিতা, বিস্তৃত সাধারণ লক্ষণ যাহা হইতে জাতি, কম সাধারণ লক্ষণ যাহা হইতে জাতির ক্ষুদ্রাংশ, এবং ব্যক্তিগত লক্ষণ যাহা হইতে বিশেষ ব্যক্তি এ সকলকেই শাসন করিয়া থাকে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে বংশানুক্রমিতাই নিয়ম যেখানে ইহা নাই তাহা ব্যতিক্রম। মনে কর বাপ মা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, পুত্র কন্যা হইল ঠিক উল্টা, এখানে বংশানুক্রমিতা খাটিল না মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই অনেক বিষয়ে বেশী লক্ষিত হইবে।

সমস্ত ঘটনাগুলি একত্রে দেখিলে বংশানুক্রমিতাকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া মনে হয়, এবং স্বতঃ সিদ্ধের ন্যায় স্বতঃ প্রমাণিত এজন্য ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় মিল দেখিলে নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বংশানুক্রমিতার নিয়ম সকল।

বংশানুক্রমিতাকে এখন দেখা গেল জীব মাত্রেরই যত দিন তাহার জীবন থাকিবে প্রকৃতি সিদ্ধ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম। জীবের সকলরূপে উদ্ভিদ, জন্তু কিম্বা মনুষ্য আকারে এবং সকল অবস্থাতে সুস্থ অসুস্থ দৈহিক মানসিক এই নিয়মের দ্বারা শাসিত। ইহার জীবনী শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট আসল প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যে সকল ক্রিয়া একত্রে কার্য্য করার জন্য প্রাণ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান পুষ্টি সাধন ও জনন। কোন কোন শরীরতত্ত্বজ্ঞ দুইটীকে এক করিয়া ধরেন, যেমন ক্লডি বার্ণার্ড, যাঁহার কথায় বাহিরের জিনিসকে রক্তে পরিণত করাও একরূপ প্রজনন ক্রিয়া। জীব জন্তু, শরীর নির্ম্মাণ কৌশল দ্বারা, ক্রমাগত যান্ত্রিক পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে। অবশেষে জীবনের ক্রিয়া সকল যখন এক প্রজননে দাঁড়াইল, এবং ইহা হইতেই যখন বংশানুক্রমিতা প্রবাহিত হইতেছে, তখন ইহার আদি, প্রাণের উৎপত্তি স্থানে খুঁজিতে হইবে।

উল্লিখিত মত অবলম্বন করিলে বংশানুক্রমিতার নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে সরল বলিয়া মনে হইবে: সমান সমানকে উৎপন্ন করে, বাপ পুত্রে পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে মৌলিক মূর্ত্তি সকল বার বার পুনরুৎপন্ন হওয়ায় থাকিয়া যায় এবং প্রাণী জগৎ পূর্ণ শৃঙ্খলতা ও চরম এক যেন্ত্রে ভাবের দৃশ্য দেখায়। ইহা কেবল অনুমানে, কিন্তু প্রকৃত তথ্যে আসিলে দেখি যে একটী সরল নিয়ম ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি গৌণ নিয়মে পড়িয়াছে কিম্বা ব্যতিক্রমে অদৃশ্য

হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক কারণ যথা দৈব ঘটনা, অবস্থার প্রভাব যে কেবল বংশানুক্রমিক ক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করে তাহা নহে, বংশানুক্রমিতার অন্তর্নিহিত। আভ্যন্তরিক কারণও কতকগুলি আছে যাহারা এই নিয়মের সরল গতিকে অর্থাৎ সমান হইতে সমানের উৎপত্তিকে ব্যাঘাত দেয়. মুহূর্ত্তক্ষণ ভাবিলেই ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

নিম্ন শ্রেণীর জীব যাহাদের যৌন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাদের পিতা হইতে পুত্রে বংশানুক্রমিক চালনা পূর্ণ স্বাভাবিক রকমে হইয়া থাকে। ইহা বিদারণে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয় সেখানে ঘটিয়া থাকে যেমন টেট্রিলিয় (হাইড্রা) জলবাসী সর্পেতে, কিম্বা নৈরাস নামক জন্তুতে যাহারা স্বভাবতঃ দুই কিম্বা দুইএর অধিক, উহাদের ন্যায় জীবে, বিভক্ত হইয়া যায়, অথবা সেই সকল জন্তুতে যাহাদের গায়ে কুঁড়ি উঠিয়া তাহারই মত নূতন পূর্ণাবয়ব জন্তুতে পরিবর্দ্ধিত হয় যাহাকে কুট্মলোৎপাদন (জেমেসন) সৃষ্টি প্রণালী বলে, অপরটীকে যেমন ভাগোৎপাদন (ফিশন) প্রণালী বলে।

কিন্তু উচ্চতর জীব সৃষ্টি প্রণালীতে যৌন সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, কারণ বাপ মায়ের মধ্যে হড়াহড়ি চলিতে থাকে সন্তান কাহার মত হইবে এই লইয়া। এ স্থলে বংশানুক্রমিক চালনা কেবল মিশ্র দেহ উৎপন্ন করিতে পারে যাহাতে উভয়ের গুণই বর্ত্তমান থাকিবে। ডি কোয়াটে ফেজেস বলেন অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে এ নিয়ম কার্য্য করিলে সন্তানে পিতা মাতাকে পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইতে হইত। যদিও সমস্ত স্বাভাবিক দ্রব্যের পশ্চাতে এ নিয়ম নিরপেক্ষভাবে রহিয়াছে তথাচ কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থার মুখস পরাণ রহিয়াছে। ইহা আনুমানিক ভাবের উপর নির্ভর করে না, প্রকৃত তথ্যের উপর স্থাপিত। যদিও অবিরাম গোলমালের বশীভূত ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্ট সকল দেখিলে বুঝা যায় যে, অঙ্কশাস্ত্রের নির্ভুলতা মানিয়া চলিবার ঝোঁক রহিয়াছে. এ ভাবে বংশানুগতির ফল পৃথক পৃথক ব্যক্তিতে না হইলেও সমষ্টিতে ইহা লক্ষিত হয়। রূপকে কথা কহিতে যাইলে বলিতে হয় যে সমষ্টিতে ইহা প্রমাণ করা যায় না কিন্তু ব্যক্তি

বিশেষে করা যায়। এ প্রশ্ন আরও জটিল হইয়া উঠে যখন ব্যক্তি বিশেষকে দেখি। ইহার ব্যাখ্যায় এত পরস্পর বিরোধী অনুবন্ধ, আপত্তি সহ মত দেখি যে অনুমান হইতে কার্য্যে নামিতে চাহিলে মনে হয় যেন সকল প্রকার নিয়ম অদৃশ্য হইয়া গেল। এই সকল ঘটনাকে বহু সংখ্যক ও বিভিন্ন প্রকারের হইলেও সামান্য কতকগুলি সূত্রের ভিতর ফেলা যায় যাহাদিগকে বংশানুক্রমিতার পরীক্ষা-সিদ্ধ নিয়ম বলিলেও বলা যায়। এ নিয়মগুলি হইতেছে আদর্শ নিয়মের অসম্পূর্ণ প্রকাশ, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থিরীকৃত।

১ম। সাক্ষাৎ বংশানুগতি যাহার দ্বারা বাপ মায়ের গুণ সন্তানে বর্ত্তায়, ইহাকে দুইদিক দিয়া দেখা যায়। (১ম) দৈহিক ও নৈতিক চরিত্রে সন্তান বাপ মায়ের অনুরূপ, ইহা কম ঘটিয়া থাকে কারণ তাহা হইলে নিয়মের আদর্শ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। (২য়) সন্তান বাপ মায়ের সদৃশ হইলেও একজনের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যে দাঁড়ায়, ইহার মধ্যে আবার বিভিন্নতা আছে—(ক) এক জাতীয় সাদৃশ্য বাপের ছেলের সঙ্গে মায়ের কন্যার সঙ্গে, (খ) বিপরীত জাতীয় যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ পিতার কন্যার সঙ্গে এবং মাতার পুত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য।

২য়। এক পুরুষ ডিঙ্গাইয়া বংশানুক্রম যেখানে দেখা যায়, পিতামহ পৌত্রের মত এবং পিতামহী পৌত্রীর মত হইয়া থাকে।

৩য়। পার্শ্ববর্ত্তী কিম্বা গৌণ বংশানুক্রম, ইহা আরও কম ঘটিয়া থাকে, নিজের খুড়ো কিম্বা বাপের খুড়ো এবং ভাইপোর সঙ্গে পিসী ভাই-ঝির সঙ্গে মিল হইয়া থাকে।

অবশেষে এ শ্রেণী বিভাগ শেষ করিতে হইলে প্রভাবের বংশানুগতির উল্লেখ করা উচিত, যাহা শারীরতত্ত্ব ব্যাপারে বিরল এবং নৈতিক বিষয়ে একবারে দেখাই যায় না। ইহা হইতেছে দ্বিতীয় বিবাহের পর সন্তানে প্রথম বিবাহের বিশেষত্বের আবির্ভাব।

বংশানুক্রমের সমস্ত তথ্য এই কয়েকটী সূত্রে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়; এইগুলিকে পর পর বিচার করিবার প্রস্তাব করিতেছি এবং ইহার সঙ্গে ব্যতিক্রমগুলিকে বিচার করিলেই বংশানুগতি সম্পর্কে সকল নিয়মই দেখা হইল।

সাক্ষাৎ বংশানুক্রমিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৈতিক অপেক্ষা শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার নিয়ম সকলের ভাল করিয়া পুনঃ পুনঃ চর্চ্চা করা হইয়াছে বলিয়া শারীরতত্ত্বেই প্রথম যাইব যদিও এ দুইটীর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে শারীরতত্ত্বের বংশানুক্রমিতার সঙ্গে নৈতিক বংশানুগতির কথাও বলিতে হইবে।

সমস্ত শারীরতত্ত্ববিদেরা এখন একমত, যে সন্তানোৎপাদন বিষয়ে পিতা মাতার কর্তৃত্ব সমান। প্রাচীন মতের উল্লেখ করিলেই চলিবে একদল শুক্রকীটের প্রাধান্য অপর দল স্ত্রী বীজ (ডিম্বের) প্রাধান্য মানিতেন। প্রথমোক্ত দল বিশ্বাস করিতেন যে সন্তানোৎপাদনে স্ত্রী পুরুষের সমান হাত থাকিলেও জীবাঙ্কুর কেবল শুক্রকীটেই থাকে আর শেষোক্ত ধরিতেন যে উহা ডিম্বেতেই থাকে। প্রথম মতের পক্ষপাতী গ্যালেন, হার্ট সোএকর, বোএরহাভ, লিউওএন হক এবং দ্বিতীয়ের পক্ষপাতী ম্যালাপগাই, ভ্যালিসনিএরি, স্প্যালান্জানি, বনেট, হলার এবং ডি-ব্ল্যানভিল। দুই মতই এখন পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতার সমান কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং ভ্রূণতত্ত্ব তাহাই বলিতেছে কিন্তু কাহার কতটা হাত সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

পূর্ণ আনুমানিক ভাবে দেখিলে সাক্ষাৎ বংশানুক্রমিতার নিয়মের সহজে সূত্র করা যায়। পি, লুকাসের মতানুসারে শিশুর দৈহিক ও নৈতিক প্রকৃতিতে পিতামাতার আসল সাদৃশ্য, তাহা হইলে সমান সমান ভাগে থাকিবে। উৎপাদিত জীব সকল স্থানে, সর্ব্বদা, জনক জননীর মাঝা মাঝি হইবে; প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সন্তানে দেখা যাইবে শরীরের প্রত্যেক স্থানে এবং মনের প্রত্যেক বৃত্তিতে। ইহা ন্যায়ানুমোদিত অনুমান

মাত্র উর্দ্ধ শ্রেণীর জীবে প্রায় দেখা যায় না, এবং ইহা হটকারীর কথা হইবে না। যদি বলা যায় যে এরূপ আদর্শ আকারে এ নিয়মকে কখনই দেখা যায় না। এরূপ হইলেও আমরা বুঝিতে পারি যে ইহাই আইন অর্থাৎ সেই প্রশস্ত আকারের সূত্র যাহার ভিতর সমস্ত ঘটনাকে ফেলা যায় এবং যে নিয়ম বস্তুর প্রকৃতি হইতে আপনা আপনি বাহির হয় এবং বংশানুক্রমিতার আসল প্রকৃতিকে প্রকাশ করে।

ভারশাস্ত্রের সূত্র এবং ভূয়োদর্শন লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হয়। প্রকৃতির কোন আইন সর্ত্তের অনধীন নহে। ফল পাইতে হইলে কতকগুলি সর্ত্তের অধীনে পড়িতে হইবে। সর্ত্তের অভাব হইলে আইনের কার্য্য স্থগিত থাকিবে এবং কোন ফল হইবে না। প্রজননের সূত্র ছাড়া আর কোন স্থানে আবশ্যকীয় এত সংখ্যক সর্ত্ত দেখা যায় না, যে সর্ত্তগুলি পূর্ণ হওয়া কঠিন। শিশুতে পিতা মাতার ঠিক সমান সমান সাদৃশ্য পাইতে হইলে, জনন ক্রিয়াতে পিতা মাতার সমান হাত থাকা দরকার। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সকল জাতীয় জীবে উৎপাদন ক্রিয়াতে বাপ কিম্বা মায়ের প্রভাব সাধারণ কিম্বা আংশিক রকমে কমবেশী থাকে যাহার শরীরের জোর বেশী তাহারই প্রভাব বেশী হইবে। বহু বহু লেখকের দ্বারা সংগৃহীত অনেক সংখ্যক তথ্য দেখাইতেছে যে এ নিয়ম জীব জগতে যেমন উদ্ভিদ জগতেও তেমন। দুই উৎপাদকের মধ্যে প্রভাবাধিক্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয় যখন ভিন্ন জাতীয় জন্তুর মধ্যে সঙ্কর উৎপন্ন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পুং স্ত্রীর মধ্যে হড়াহড়ি চলিতে থাকে তাহা নহে ভিন্ন জাতীয় শক্তির ভিতরও ধস্তাধস্তি চলিতে থাকে। রুস (Rursh) বলেন দিনেমার ও পূর্ব্ব ভারতীয় স্ত্রীলোকের সন্তানেরা বাপের শরীর ও তেজ পাইয়া থাকে কিন্তু অন্য ইউরোপবাসীর সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে এরূপ হয় না। ক্লাপ্রথ (Klaproth) বলেন ককেসীয় ও মঙ্গোলীয় ভিন্ন জাতির ভিতর বিবাহ হইলে যে সন্তান হয় তাহাতে মঙ্গোলিয় নিদর্শনের প্রাধান্য দেখা যায়, ঐ যৌন আসল সন্তান পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক। ইউরোপীয় ও হটেণ্টটদিগের মধ্যে সঙ্কর সন্তানদের উপর নিগ্রাইন্যান্ট

(Levaillant) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই যে বাপের জাতি অনুসারে সন্তানের নৈতিক প্রকৃতি স্থিরীকৃত হয়। খুব বিরল হইলেও যদি সাদা স্ত্রীলোকের হটেণ্টটের সহযে সন্তান হয়, সে বাপের মৃদু প্রকৃতি ও সদয় হৃদয় পাইয়া থাকে। কিন্তু সাদা লোকের হটেণ্টট স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হইলে তাহাতে সমস্ত পাপের বীজ ও দুর্দমনীয় কাম ক্রোধাদি লক্ষিত হয়। জন্তুদের ভিতর দোআসলা করাতেও দেখা যায় যে হয় পিতা না হয় মাতা একজনের প্রাধান্য নিঃসন্দেহে সন্তানে রহিয়াছে।

ইহা স্বীকার করিলে সহজে দেখান যাইতে পারে যে আদর্শ নিয়ম পাইতে হইলে যে সকল সর্তের প্রয়োজন তাহা পূর্ণমাত্রায় কোথায়ই পাওয়া যায় না।

১। বাপ মায়ের দৈহিক এবং মানসিক অবস্থার পূর্ণ মিল চাই। মুহূর্তক্ষণ চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে এ অবস্থা অপর অনেক বিশেষ অবস্থার যোগফল যাহারা এক সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ভিন্ন ভিন্ন দাগ দিয়া যায় যাহাকে শারীর তত্ত্বে ধাতু বলে ও মানসতত্ত্বে চরিত্র বলে।

২। প্রথম সর্তগুলি পূর্ণ হইলেও আর কিছু চাই। বাপ মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সমান ওজনের হইলেই যথেষ্ট হইল না, বয়স ও স্বাস্থ্যের সাদৃশ্য বিশেষ দরকারী। জনক জননীর মধ্যে বয়সের অত্যন্ত পার্থক্য বন্ধ্যত্ব না আনিলেও কম বয়সীকেও প্রাধান্য দেয়। জিরো ডি বুজারিঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বৃদ্ধ মর্দা ও যুবতী মাদীর সন্তান বাপের সাদৃশ্য সেই পরিমাণে কম পায় যে পরিমাণে বাপ দুর্বল ও মাতা তেজস্বিনী, অপর দিকে বৃদ্ধা মাদী ও যুবা মরদের সন্তান মাতার সাদৃশ্য সেই পরিমাণে কম পায় যে পরিমাণে বাপ তেজস্বী হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্য, তেজ ও প্রফুল্লতার প্রভাব সন্তানে কম লক্ষিত হয় না।

৩। অবশেষে উল্লিখিত ছাড়া আরও অনেক আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থা আছে যাহা জননক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। প্রকৃত ঘটনা প্রমাণ করে যে এ সকল ক্ষণস্থায়ী হইলেও সন্তানের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে এবং পিতা কিম্বা মাতার প্রাধান্য বজায় রাখে। ইহা অপেক্ষা

জানা কথা আর কিছুই নাই যে মাতাল অবস্থায় যে ছেলের জন্ম হয় সে দুর্ব্বল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়; আর একটী লোকপ্রিয় কিম্বদন্তী যাহা অনেক গ্রন্থকার বিশ্বাস করিয়াছেন এবং যাহা ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত যে বে-জন্মা ছেলে সুজন্মা অপেক্ষা চালাক, সুন্দর ও সুস্থ হয় কেন না সে প্রকৃত প্রণয়ের ছেলে। অপর দিকে বর্ডাক (Burdach) বলেন যে পিতামাতার পরস্পরের উপর ঘৃণা থাকিলে সন্তান কুৎসিত অপ্রফুল্ল ও কম তেজস্বী হয়। ইহা হইতে সহজে বুঝা যায় যে এ প্রকারের অনেক অবস্থা আছে যাহা জননক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যখন আমরা ভাবি যে বাপ মাতে সাধারণ, বিশেষ ও দৈবাগত অবস্থা সকল ভারসাম্যে থাকা কত অসম্ভব, তখন দেখিতে পাই যে, যে আইনের কথা বলা হইয়াছে তাহা পূর্ণ আনুমানিক অবস্থাতেই থাকিবে।

এখন প্রকৃত ঘটনাতে খুঁজিতে হইবে যে ভুয়োদর্শন-মূলক কোন সূত্র বাহির করা যাইতে পারে কি না। এ সম্বন্ধে অনেক মত উদয় হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান।

সকল অপেক্ষা সাধারণ মত হইতেছে যে শারীরিক সাদৃশ্যের বংশানুক্রমিতা এবং নৈতিক সাদৃশ্যের বংশানুক্রমিতার অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ আছে। বাপ মার মধ্যে যে পূর্ব্বরূপ চালিত করে কিম্বা অত্যন্ত প্রভাবিত করে সে পরেরটীও চালিত করে কেন না তাহাদের পরস্পরের অন্যোন্য সম্বন্ধ। এই মত যাহারা পোষণ করেন দৈহিক ও নৈতিক প্রকৃতির সাধারণ সম্বন্ধের উপর স্থাপিত এবং ভুয়োদর্শন দ্বারা প্রদত্ত অনেক ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করিয়া যমজের কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে যাহারা বাহ্যিক আকারে, মুখাবয়বে রুচি ও মানসিক বৃত্তিতে এমন কি ভাগ্যেতেও অসাধারণ রকমের মিল দেখায়।

ডা-গামা ম্যাকাডো (Da-Gama Machado) দৈহিক বংশানুক্রমিতা বিষয়ে তাঁহার "থিয়রি অব রিসেম্ব্ল্যান্স" (Theory of Resemblance) গ্রন্থে বলিয়াছেন বাপ মার মধ্যে যে রং দেয় সেই চরিত্র দেয়। কাফ্রি ও শ্বেতাঙ্গ সহযোগের সন্তান মিউলাটো আবার কাফ্রিকে বিবাহ করিলে যে দোআসলা জন্মাইবে, যাহাকে গ্রিফোণ (Griffon) কিম্বা (Fusco) ফস্কো বলে সে

মিউলাটো অপেক্ষা অনেক কাল হয়। এই রংএর পার্থক্যের সঙ্গে চরিত্রের পার্থক্যও দেখা যায়; মিউলাটো ও নিগ্রো রমণীর সন্তান, শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো রমণীর সন্তান অপেক্ষা বেশী সুশান্ত হয়। বুনো হাঁসের যদি পোষা হাঁসের সঙ্গে জোড় হয় আর যদি বাচ্চা বাপের রং পায় তাহা হইলে গোলাবাড়ী ত্যাগ করিয়া বন্য জীবনে ফিরিয়া যায়। লিনেটের যদি কেনারি কিম্বা গোল্ডফিঞ্চের সঙ্গে জোড় হয়, বাচ্চা যাহার রং পাইবে তাহার মতন নৈসর্গিক বুদ্ধি হইবে, যদি মিশ্র রং পায় নৈসর্গিক বুদ্ধিও মিশ্র হইবে।

জীরো ডি বুজারিঙ্গিজ প্রজননের উপর যাঁহার পরীক্ষার কথা সকলেই জানেন, প্রত্যেক জীব মর্দাই হউক আর মাদীই হউক দুইটী বিভিন্ন জীবন দেখায়; বাহ্যিক জীবন যাহার উপর প্রাণীজীবনের স্নায়ু মণ্ডল নির্ভর করে, এবং পেশী মণ্ডলও সেইরূপ করে, যাহার বিশেষ গুণ হইতেছে গতিশীল কার্য্য, ইচ্ছা এবং বুদ্ধিমত্তা; আভ্যন্তরিক জীবন যাহার ভিতর পড়ে কৌষিক ঝিল্লী, পরিপাক প্রণালী পৃষ্ঠ বংশের সমগ্র পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি শৃঙ্খল হইতে উৎপন্ন স্নায়ু মণ্ডল, এবং সমস্ত যান্ত্রিক জীবনের স্নায়ুমণ্ডল; ইহার উপর জ্ঞান গ্রহণ সামর্থ্য ও ভাব সকল নির্ভর করে।

বাহ্যাভ্যন্তর উভয় জীবনেরই উৎপাদন বৃত্তি আছে, ইহা হইলেই বাহ্য জীবনের চালনার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার চালনা বুঝাইবে এবং আভ্যন্তরিক জীবন চালিত হইলে ভাব সকলের চালনা বুঝাইবে।

গল এবং তাঁহার শিষ্য স্পার্জহিম এ সকল মতকে অগ্রাহ্য করিয়া এক মত পোষণ করেন যে মস্তিষ্ক বেষ্টক অস্থি সমূহের গঠন অনুসারে মানসিক জীবন গঠিত হয়। গল বলেন, মাথার আকার সম্বন্ধে যখন ভাই বোনের কিম্বা পিতা মাতার মিল থাকে তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক গুণ সম্বন্ধেও মিল থাকিবে।

আমরা এখন ভাবিতে পারি যে এই মতগুলির প্রত্যেকটী বহুসংখ্যক ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হইলেও তাহাদিগকে আংশিকভাবে সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূ্ক্তকরণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, তাহাদের অনেক ব্যতিক্রম থাকায় তাহাদিগকে পূর্ণ অনুগম বলিতে পারি না। নিগমনাত্মক ভাবে তর্ক করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে বংশানুক্রমিতার নিখুঁত নিয়মকে কার্য্য করিতে কখনও দেখা যাইবে না এবং তথ্য সকলের পরীক্ষায় ইহাই দেখায় যে ভূয়োদর্শন-লব্ধ সূত্র কখনও সাধারণ নিয়মের প্রসারতা পাইতে পারে না।

এই সকল মতের বিরোধ সত্ত্বেও একটী জিনিস দেখা যায় যে সন্তানে হয় বাপের কিম্বা মায়ের প্রভাবাধিক্য থাকে।

সাক্ষাৎ বংশানুক্রমিতা ক্ষেত্রে সন্তান বিশেষ রকমে, হয় বাপের মত না হয় মায়ের মত হইয়া থাকে।

পরে কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা হইতে দেখা যাইবে, যে এ প্রভাবের আধিক্য একান্তভাবে কখনও হয় না। পিতা মাতা হইতে সন্তানে বংশানুগতি বরাবর এক লাইনে হয় না, পাশাপাশি লাইনেও হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকারী বংশানুগতির দৃশ্য প্রমাণ করে যে সন্তানের উপর পিতামাতার প্রভাব উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু একবারে সে প্রভাব কখনও ধ্বংস হয় না এবং সমান সমান কার্য্যের সমান সমান ফলের আইন কার্য্যে পরিণত হইতেছে দেখা যায়।

যাহা বলা হইল দোঁআসলা উৎপন্ন করার দৃষ্টে তাহা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। নৃতত্ত্ববিদেরা তালিকা প্রস্তুত করিয়া সঙ্কর উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অর্দ্ধাঅর্দ্ধি প্রভাব আছে দেখাইয়াছেন। যে মত নিয়মের তালিকা প্রকাশ করিতেছে তাহা আনুমানিক।

পুরুষ	পিতা মাতা।	সন্তান।	রক্ত সাদা	রক্ত কাল
১ম	সাদা + নিগ্রো	মিউলাটো	১/২	১/২
২য়	মিউলাটো + সাদা	টিয়ারসেরুণ	৩/৪	১/৪
	মিউলাটো + নিগ্রো	গ্রিফো	১/৪	৩/৪
৩য়	টিয়ারসেরুণ + সাদা	কোয়াড্রুন	৭/৮	১/৮
	টিয়ারসেরুণ + নিগ্রো		১/৮	৭/৮
৪র্থ	কোয়াড্রুন + সাদা	কুইণ্টারুণ	১৫/১৬	১/১৬
	কোয়াড্রুন + নিগ্রো		১/১৬	১৫/১৬

সঙ্কর উৎপত্তি অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম ধরিয়া চলে না। অনেক স্থানে দেখা যায় সাদা কালোর মিলনের ফল সন্তান একবারে সাদা না হয় একবারে কাল। দোঁ আসলাতে দেখা যায় হয় বাপের না হয় মায়ের প্রভাব থাকিয়া যায়। বার্মিষ্টার যিনি দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মিউলাটোদিগকে বিশেষভাবে দেখিয়াছেন বলেন যে মিউলাটো পিতামাতার ঠিক মঝামাঝি হয় না। অধিকাংশ স্থলে উহাদের চরিত্র উভয় জাতি হইতে পায় কিন্তু একটীর প্রভাব বেশী হয় নিগ্রো জাতির। প্রুণার বে মিশর ও আরবের মিউলাটোদিগকে দেখিয়া ঠিক ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ নিগ্রো জাতির প্রভাবাধিক্য। ইহা প্রকাশ পায় কোঁকড়ান পশমের মত চুলে, মাথার খুলীর আকার ও পরিমাণে, নিচু ও পশ্চাৎদিকে উল্টান কপালে ও পায়ের গঠনে, এবং সামনের দিকে বাহির হইয়া আসা মুখে, এ সকল চিহ্ন এক পুরুষে অদৃশ্য হয় না। পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলিকে এইরূপে সংক্ষেপ করা যায়; সাক্ষাৎ বংশানুগতিতে সন্তান বাপ মায়ের গুণ পায়। ইহাদের একজনের প্রভাবাধিক্য প্রায়ই হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য শারীর তত্ত্বের দিক দিয়া দেখা হইল, মানসতত্ত্বের দিক দিয়া, কি এখন দেখা উচিত নহে, এবং ইতিহাস হইতে ঘটনা সকল খুঁজিয়া বাহির করা যেখানে সন্তান বাপ মায়ের মানসিক গুণ পাইয়াছে এরূপ তথ্য পাওয়া যায়। আলেকজেণ্ডার কতক বিষয়ে ফিলিপের মত আচার কতক বিষয়ে অলিম্পিয়াসের মত। নিরো এগ্রেপীনার উপযুক্ত পুত্র; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহার পিতা ডোমিটিয়স আহেনোবার্বস নিষ্ঠুরতার জন্য বিখ্যাত ছিল, ও একজন মুক্তদাসকে অতিরিক্ত মদ খাইতে অস্বীকার করায় মারিয়া ফেলিয়াছিল, ও আপীয়ানওএতে একটী বালককে চাপিয়া মারিয়াছিল; এবং প্রায়ই বলিতেন আমার ও এগ্রেপিনার যে ছেলে জন্মাইবে সে অভিশপ্ত ভিন্ন আর কিছুই হইবে না; মিচেলেট বলেন এলিজ্যাবেথ হেনরি অষ্টম ও অ্যান বোলেনের মত হইয়াছিল। ঐ ইতিহাসবেত্তা বলেন ভেণ্ডোমের ডিউক তাঁহার মাতা গেব্রীল ডেষ্ট্রীজের মত হইয়াছিল, যদিও কুকুবুড়ির চাহনীতে গ্যাস্কন পূর্ব্বপুরুষ বুঝা যাইত। শপেনহার যিনি বংশানুক্রমিতার তাঁহার দার্শনিক মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বলেন প্রত্যেক ব্যক্তির আদি মৌলিক জিনিস যেমন চরিত্র রাগদ্বেষাদি মনের ঝোঁক—পিতা হইতে প্রাপ্তব্য, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা যাহা গৌণ অন্য জিনিষ হইতে উদ্ভূত বস্তু, সাক্ষাৎ মাতা হইতে পাওয়া যায়। তিনি মনে করিতেন যে এ মতের অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাঁহার নিজের শরীরে রহিয়াছে। মার মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে মাতার সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ রুচি ছিল ও উইমারে গেটের দলে অনেক সময় কাটাইতেন, কিন্তু বাপের মত লাজুক একগুঁয়ে দুর্দ্দান্ত ছিলেন; মুখ ভ্রূকুটিযুক্ত ও বিচার বুদ্ধি অদ্ভুত রকমের।

এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়ান বড় শক্ত নহে কিন্তু সে পরিশ্রম নিরর্থক করা হইবে, কারণ প্রশ্ন হইতেছে সন্তান বাপ মায়ের গুণ ত পাইবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সমান সমান ভাগে পায় কিনা। এরূপ ঘটনা পাইতে হইলে, বিশেষতঃ নৈতিক সমান সমান পরিমাণে পাইতে হইলে ঠিক মাপিবার উপায়, মাত্রা ধরিয়া গুণ ধরিয়া নহে, বাহির করিতে

হইবে, উল্লিখিত দৃষ্টান্ত এবং উহার সঙ্গে অপর যোগ হইলেও এইমাত্র প্রমাণ করে যে সন্তানে বাপ মায়ের সাদৃশ্য কম বা বেশী লক্ষিত হইবে। এরূপ ঘটনাও দেখা যায় যেখানে শরীর যন্ত্রের কোন অংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাপ ছেলেকে মস্তিষ্ক দিল মা পাকস্থলী দিল; একজন হৃৎপিণ্ড দিল, অপর যকৃৎ দিল; একজন বড় অন্ত্র দিল; আর একজন ক্লোম নামক পাকাশয়ের যন্ত্র বিশেষ দিল; কিম্বা একজন মূত্রাশয় দিল অপরে মূত্রাধার দিল। জন্তু এবং মনুষ্যের শরীরে এ সকল তথ্য প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা নৈসর্গিক বুদ্ধির বিচিত্র রকমের যোগাযোগ দেখায় এবং সন্তানে পিতামাতার অসুস্থ আবেগপূর্ণ প্রবণতার (morbid passionate predisposition) শরীর সম্বন্ধীয় কারণ দেখায়।

কখনও কখনও পিতামাতার মধ্যে একজন পূর্ণ দৈহিক প্রকৃতি দেয় এবং অপরে নৈতিক প্রকৃতি দিয়া থাকে। মরিশস দ্বীপে ইহার নিঃসন্দেহ দৃষ্টান্ত লিসলেট জিওফ্রের ব্যাপারে দেখা যায়। সাদা বাপ ও অতি নির্ব্বোধ কাল নিগ্রোসের পুত্র লিসলেট জিওফ্রে ঐ দ্বীপের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন যার ন্যায় মুখাবয়ব, রং, পশমের মত চুল এবং নিগ্রো জাতির বিকট গায়ের গন্ধ। নৈতিক অবস্থা, বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ পূরা সাদার ন্যায় এতদূর যে উপনিবেশে কাল রংএর উপর প্রবল ঘৃণাকে পরাস্ত করিয়া সেখানকার বড় বড় লোকের বাটীতে যাতায়াত করিতে পারিতেন। মৃত্যুকালে বিজ্ঞান সভার পত্র প্রেরক সভ্য হইয়াছিলেন।

৩য়

মিশ্রণের বিশুদ্ধ অবস্থার অভাবে, নিয়ম হইল যে বাপ মায়ের মধ্যে একজনের প্রভাবাধিক্য দেখা যায়। ভুয়োদর্শন জ্ঞানের দ্বারা বংশানুগতির নিয়ম সকলের চর্চ্চা করিলে এইরূপই বার বার ঘটিতে দেখা যায়। সাধারণ ভাষা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তর্জ্জমা করে যখন আমরা শুনি এ সন্তান ঠিক বাপের মত কিম্বা ওটী মায়ের যেন ছবি। অভিজ্ঞতা ইহাও শিখায় যে এ আধিক্য দুই রাস্তা দিয়া যায় সোজাসুজি লাইনে ও কোণাকুনি ভাবে।

কখনও কখনও প্রভাবাধিক্য এক জাতীয় সন্তানে প্রকাশ পায় অর্থাৎ পিতার পুত্রে ও মাতার কন্যাতে কিম্বা বিপরীত জাতিতে পিতার কন্যাতে ও মাতার পুত্রেতে।

শেষেরটী প্রথমে আলোচনা করিব। দৃষ্টান্ত দেখিয়া বংশানুগতির বিচার করিতে যাইলে দেখা যায়, যে অধিকাংশ ঘটনা, যাহার ব্যতিক্রম নাই বলিলেই চলে, বিপরীত জাতিতে যায়। একথা প্রথমে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে কারণ ইহা হইলে সমান সমানকে উৎপন্ন করিল না। কিন্তু অনেক পুরুষ ধরিয়া দেখিলে ইহা তত অদ্ভুত মনে হইবে না। তখন দেখা যাইবে, মাতামহ হইতে মায়েতে আবার মা হইতে পুত্রে, অপরদিকে পিতামহী হইতে পিতাতে আবার পিতা হইতে কন্যাতে; ঘুরিয়া সেই বিন্দুতে আসিল।

এবিষয়ে আর বেশী না বলিয়া আমি বলিতে পারি যে হলার, বর্ডাক, জীরো ডি বুজারিঙ্গিজ এবং রিচেরাণ্ডের ন্যায় শারীরতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন যে আমাদের ভিতরও আসল। চের্চ্চা বংশানুক্রমিতার ফল দেখা যায়। এজন্য রীচেরাণ্ড বলেন যে বড় লোকদের মধ্যম প্রকারের পুত্র জন্মায়। কারণ পিতা বড় হইলেন কিন্তু মাতা তাহা হইলেন না আর পুত্র তাঁহার গুণ পাইল কাজে কাজেই মাঝারি রকমের হইল। মিচেলেট এ নিয়ম বিস্তৃতভাবে ঐতিহাসিক ঘটনায় আরোপ করিয়াছেন; তিনি বলেন ষোড়শ লুই বিদেশীয় রমণীর গর্ভে জন্মিয়া এবং তাঁহার রক্ত পাইয়া পূর্ণভাবে বিদেশী এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা সিংহাসনে বসায় ঠিক যেন বিদেশী আক্রমণ হইয়া গেল। ক্যাথারাইন ও মেরী ডি মেডিসিন আমা-দিগকে পূর্ণ ইটালীয়েন দিয়াছিলেন। স্পেনের দ্বিতীয় কার্লোতে লাফার্নিজকে বুঝিতে পারা যায়। ষোড়শ লুই প্রকৃত স্যাক্সন রাজা এবং জার্ম্মাণ অপেক্ষাও বেশী জার্ম্মাণ।

ডাঃ পি লুক্যাস যদিও এ মত প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন নাই তথাচ একবারে অগ্রাহ্যও করেন নাই।

যে সকল ঘটনা এ মতকে সমর্থন করে, তাহাদিগকে ৩টী আদি কারণ হইতে লইব; ভিন্ন জাতির মিশ্রণ, মানসিক ব্যাধি ও ইতিহাস।

১। শারীর তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে টের্চ্চা বংশানুক্রমিতার অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যখন পিতা মাতার সুস্থ ও ভাল শরীর থাকে। কিন্তু এক জনের যদি অঙ্গহীনতা থাকে যথা ছয় আঙ্গুল, বাঁকা শিরদাঁড়া, বোবা, কালা, টলটলে, খঞ্জ, mycrophthalmy কোনরূপ যান্ত্রিক অসম্পূর্ণতা, তাহা হইলে পিতা হইতে কন্যাতে ও মাতা হইতে পুত্রে চালিত হয়। গল যমজ ভাই বোনের এক অদ্ভুত ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথায় পুত্রটি নির্ব্বোধ মাতার মতন জড়বুদ্ধি এবং কন্যাটী বাপের ন্যায় প্রখর বুদ্ধিমতী।

দোঁআসলা জন্তু বাহির করার চেষ্টায় ইহা আরও পরিষ্কার হয়। মাদী নেকড়ের সঙ্গে কুকুরের জোড় হইলে শাবকদের মধ্যে মর্দ্দাটী মার গুণ পাইবে ও মাদীটী বাপের চরিত্র পাইবে। বিপরীত দিকে এই গুণের চালনা দৈহিক অপেক্ষা নৈতিক বিষয়ে অধিক বুঝা যায়। বফোঁ একটী মাদী নেকড়ের সঙ্গে জোড় লাগাইবার অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। চেষ্টায় যাহা হইল না দৈব তাহা করিল; নেকড়ের ২টী ছানা হইল, মর্দ্দাটীর দৈহিক আকারে কুকুরের মত কিন্তু চরিত্র প্রচণ্ড ও বুনো, মাদিটীর নেকড়ের মত অবয়ব কিন্তু মেজাজ শান্ত, সকলের সঙ্গে পরিচয় ও ভালবাসা এত অধিক মাত্রায় দেখাইত যে লোকে বিরক্ত হইত। মর্দ্দা ছাগল ও মাদী হাউণ্ড কুকুরের জোড় হওয়ায় বাচ্চা হইয়াছিল কতকগুলি ছাগলের মত ও কতকগুলি কুকুরের মত। শেষোক্তগুলি পিতার অভ্যাস পাইয়াছিল।

একটী বুনো বিড়াল ও গৃহপালিত বিড়ালের ছানা হইয়াছিল। ২টী মর্দ্দা ঠিক মায়ের মত শান্ত সকলের সঙ্গে পরিচয় আর একটী মাদী ঠিক বাপের মত তেমনি বুনো এবং অপর ২টী ছানা অপেক্ষা বেশী লাজুক। জীরো একথা বলিয়াছেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে শিকারীদের মধ্যে প্রবাদ বাক্য আছে যে কুকুর লইতে হইবে তাহার মাকে দেখিয়া ও কুকুরী তাহার বাপকে দেখিয়া কারণ মদ্দা মার ও মাদী বাপের গুণ পাইয়া থাকে।

আর যাহারা ঘোড়ার বংশাবলী রক্ষা করিয়া থাকে তাহারা ঘোড়ার মাতৃকুলের বংশ অগ্রে দেখে।

মনুষ্যজাতি হইতেও অনেক নিশ্চিত দৃষ্টান্ত পাইতে পারি। জীরো বলেন পি নামক কোন ব্যক্তি ঘুমাইবার সময় ডাইন পা বাম পায়ের উপর এড়ো ভাবে রাখিত, তাহার কন্যা ঐ অভ্যাস লইয়া ভূমিষ্ঠ হইল এবং দোলাতেও তোয়ালের গাদার প্রতিবন্ধক না মানিয়া ঐরূপ ভাবে শয়ন করিত।

আমি অনেক বালিকার কথা জানি যাহারা তাহাদের বাপের সদৃশ ও তথা হইতে অসাধারণ রকমের অভ্যাস জন্ম হইতে পাইয়া থাকে, যাহাকে শিক্ষা কিম্বা অনুকরণের উপর আরোপ করা যায় না। অপর দিকে বালকেরা মায়ের সঙ্গে বিশিষ্ট রকমের সাদৃশ্য দেখায়. দৈহিক এবং নৈতিক উভয় সম্বন্ধেই, ভব্যতার অনুরোধে সবিস্তারে এ সকল সাদৃশ্য বর্ণনা করিলাম না।

এখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে পুত্রের মাতার সহিত সাদৃশ্য তত ঘনিষ্ঠ নহে যেরূপ কন্যার পিতার সঙ্গে হইয়া থাকে; সে বাহ্যিক আকারে হউক কিম্বা নৈতিক বিষয়ে হউক।

২। মানসিক বিকারে টের্চ্চা বংশানুগতির সমর্থনকারী অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যেগুলি ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থে ছড়ান রহিয়াছে দেখা যায়। বাইলার্জ্জার সমস্ত গুলিকে ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ৫৭১ টার মধ্যে তিনি ২৪৬টী টের্চ্চা বংশানুক্রমিতা ও ৩২৫টী সাক্ষাৎ সোজা লাইনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলেন। টের্চ্চা বংশানুগতি যে অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে এ পূর্ব্ব পক্ষের ইহা অনুকূল নহে। এ সিদ্ধান্তে গ্রন্থকার কেমনে পৌছাইলেন তাহা পরে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা যাইবে।

৩। ইতিহাস হইতে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা দরকার যেগুলি বড় লোকদের ভিতর সীমাবদ্ধ এবং বংশানুক্রমিক চালনায় যেখানে সন্দেহ আছে সেগুলিকে বাদ দিতে হইবে।

মাতা হইতে পুত্রে গুণাগুণের চালনা।

মাতা	পুত্র
অলিম্পিয়াস	আলেকজেন্দার দি গ্রেট
কর্ণিলীয়া	গ্র্যাকাই ভাই সকল
লিভীয়া	টাইবিরিয়স
আগ্রিপীনা	নিরো
ফষ্টিনা	কমোডস
সিমিয়াস	হেলিওগ্যাবালস
মামিয়া	আলেকজেণ্ডার সেভেরস
মারোজীয়া	পোপ জন একাদশ
ব্ল্যাঙ্কী ক্যাষ্টাইলের	লুই নবম
বেরেঙ্গেরীয়া	সেণ্ট ফার্ডিন্যাণ্ড
স্যাভয়ের সার্লোট	চার্লস অষ্টম
স্যাভয়ের লুইসী	ফ্র্যান্সিস প্রথম
মেরী ষ্টুয়ার্ট	জেমস প্রথম ?
ক্যাথারাইন ডি মেডিসিস	তাঁহার পুত্রগণ
জীন ডালব্রেট	হেনরী চতুর্থ
মেরী ডি মেডিসিস	লুই ত্রয়োদশ
আনী খ্রীষ্টিনী মার্লিন	বর্ফো
ম্যাডিমোসেল ডি টেন্সীন	ড্যালেম্বার্ট
জিনি ভিভ ডি ভ্যাসো	মিরাবিউ
শান্তি লোমাকা (গ্রীক)	স্যাণ্ডে, এম, জে গেটে } চিনি
ক্যাথারাইন গর্ডন	বায়রন

মন্তব্য—ক্যাসটাইলের রাজা আলেফন্সো একাদশ পূজা পদ্ধতিতে আগ্রহ এবং মুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ৩টী কন্যার পিতা

ব্ল্যাঙ্কী, বেরেঙ্গেরিয়া ও ইউরেকার। বেরেঙ্গেরীয়া সেণ্ট ফার্ডিন্যাণ্ডের মাতা ব্ল্যাঙ্কীর ৪ ছেলের মধ্যে সেণ্ট লুইস ও আঞ্জুর চার্লস উভয়েই তপস্বী। যাঁহারা অতিরিক্ত উপবাস, বেত্রাঘাত, লোহার কটি বন্ধনীর দ্বারা শরীরকে জব্দ করিতেন। ইউরেকা তাঁহার পুত্র স্যাঙ্কোকে মঠের পোষাক পরাইয়া সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন যদিও পরে পর্টুগালের সিংহাসনে বসিতে হইয়াছিল।

বর্কো, যিনি টের্চ্চা বংশানুগতি বিশ্বাস করিতেন, বলিতেন যে তিনি তাঁহার মাতার মতন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সন্তান প্রায় মাতার বুদ্ধি ও নীতি সম্বন্ধীয় গুণ পায়। মাতার খুব প্রশংসা করিয়া নিজের উপরেই এ মতটা আরোপ করিতেন, যে মাতার উচ্চ দরের মন বহু বিষয়ে জ্ঞান ও পারকতা ছিল।

বিশ্বপ্রেমিক মিরাবিউ প্রায়ই বলিতেন যে তাঁহার পুত্র মাতামহ কুলের সমস্ত খারাপ গুণগুলি পাইয়াছে।

গেটের শরীর বাপের মত কিন্তু মানসিক প্রবৃত্তি মায়ের মতন, যাঁহার আত্মরক্ষার প্রবল নৈসর্গিক বুদ্ধি সকল রকম আবেগের উপর ঘৃণা, প্রদাহজনক দংশনকারী কথাবার্তা। তাঁহার জীবন চরিতে এ সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। হীনবুদ্ধি একটা স্ত্রীলোককে (তাঁহার চাকরাণীকে) বিবাহ করিয়া গেটের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল যাহারা অল্প বয়সে মারা যায়, একটা পুত্র ছিল যাহার শরীর বাপের মত কিন্তু মায়ের মত সঙ্কীর্ণমনা যে জন্য উইল্যাণ্ড তাহাকে দাসীপুত্র বলিতেন।

পিতা হইতে কন্যাতে বংশানুগতি।

পিতা	কন্যা
সাইরেনিয়াক দার্শনিক	
আরিষ্টিপস	আরীটা
জ্যামিতিজ্ঞ থিওন	হীপেসিয়া

সিপীও	কর্ণিলিয়া
সিজার	জুলিয়া (পম্পীর স্ত্রী)
সিসিরো	টলিয়া
ক্যালিগুলা	জুলিয়া ড্রুসিলা
সার্লেমা	তাহার কন্যারা ?
আলেকজেণ্ডর ষষ্ঠ	লুক্রেসীয়া বর্জীয়া
লুই একাদশ	আনী ডি বোজো
লুই দ্বাদশ	ক্লডী ডি ফ্রান্স
হেনরি অষ্টম	এলিজ্যাবেথ মেরি
হেনরী দ্বিতীয়	মার্গেরিটা ডি ভ্যালয়
হেনরী চতুর্থ	হেনরীএটা ইংলণ্ডের
ক্রমওএল	তাঁহার কন্যারা
গষ্টেভস এডেলফস	খ্রীষ্টিয়ানা
দি রিজেণ্ট	তাঁহার কন্যারা
নেকার	ম্যাসডাম ডি ষ্টেল

মন্তব্য—ক্যালিগুলার নিকট যখন নালিশ করা হইল যে তাঁহার কন্যার বয়স ২ বৎসর মাত্র, তাহার সঙ্গিনী ছোট মেয়েদের আঁচড়ায় এবং চোক ছিঁড়িয়া দিবার চেষ্টা করে তখন তিনি বলিলেন ইহাতে দেখিতেছি আমার কন্যা বটে। মিচেলেট বলেন রিজেণ্ট, পুরুষের মত সতেজ বলিষ্ঠ ব্যাভেরিয়ার স্ত্রীলোক তাঁহার মাতার সদৃশ ছিলেন। যে মাতা পরিশ্রমী ও কৌতুহলী ছিলেন এবং বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া ছিলেন এবং সকল বিষয়ের অনুশীলনে বড় ঝোঁক ছিল যাহা সে সময়ে ফ্রান্সের অন্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাঁহার পুত্র রিজেণ্ট নির্ব্বোধ এবং কন্যাগুলি অদ্ভুত রকমের। জ্যেষ্ঠা কন্যা ডচেস-ডি-বেরী মুগ্ধকর স্বভাবের কিন্তু দুর্দমনীয় রিপুর বশ, লোকে পাগল বলিয়া ভাবিত। দ্বিতীয়া বাপের সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতা পাইয়া-

ছিল এবং বিশ্বকোষ সম্বন্ধীয় ঘুর্ণিবায়ু ছিলেন বলিলেও চলে। তৃতীয়া এবং চতুর্থা খামখেয়ালী ও নির্ব্বোধ ছিলেন এবং তাহাদের সাহসের কেলেঙ্কারীতে স্পেন ও ইটালীর লোককে বিস্মিত করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে পাগলামী দেখিত।

লুক্যাস কারলাইলের অনুবর্ত্তন করিয়া ক্রমওয়েল পরিবারদের সংক্ষেপ বিবরণ দিয়াছেন। অষ্টম হেনরীর পোপের সঙ্গে ঝগড়ার ভয়ানক ক্ষিপ্ত, প্রায় সহায়, ক্রমওয়েলের পৌত্র রবার্ট ক্রমওয়েল ক্যাথারাইন ষ্টুয়ার্ট প্রথম চার্লসএর দ্বিতীয় পর্য্যায় খুড়তুতো ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এই অদ্ভুত বিবাহের ফল ৭টী সন্তান তন্মধ্যে পুত্র ১টী অলিভার এই গোষ্ঠীর উৎসাহপূর্ণ তেজস্বী প্রতিভাকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতম পদে উঠিয়াছিলেন। মৃদু প্রকৃতির স্ত্রীলোক ইলাইজী চুনিয়ারকে অলিভার বিবাহ করেন। পুত্র ২টী পল্লীজীবনের সুখ শান্তির আদর্শ নিকেতনের (arcadian shepherds) লোক ছিলেন। কন্যারা পিতা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল।

সাক্ষাৎ বংশানুগতির তৃতীয় মূর্ত্তিকে এখন আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব অর্থাৎ বাপ মায়ের মধ্যে বাপের পুত্রে ও মায়ের কন্যাতে গুণাগুণের প্রভাবাধিক্য।

পূর্ব্বের বিপরীত মূর্ত্তির ন্যায় অর্থাৎ বাপের কন্যাতে ও মায়ের পুত্রে সাদৃশ্যাধিক্য, ইহাতেও ইতিহাস মানসতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব হইতে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাহারা ইহাকে সমর্থন করে। টের্চ্চা ভাবের বংশানুক্রমিতার ন্যায় ইহার দৃষ্টান্ত তত বেশী নয়। যদিও এ মতের পোষকেরা বলেন, যে সমান সমানকে উৎপন্ন করে এ প্রবাদের অনুকূলে তাঁহাদের মতই দাঁড়ায়। প্রত্যাবর্ত্তনকারী বংশানুক্রমিতার কথা যখন বলিব তখন দেখাইব যে এই দুই মত বিরুদ্ধ নহে, ইহাদিগকে মিলান যাইতে পারে।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনার মধ্যে দেখিতে পাই যে এডোয়ার্ড ল্যাম্বার্টের গায়ে সজারুর মত কাঁটা পুত্রেতে সংক্রমিত হইয়াছিল কন্যাতে

নহে; বং কাণা অর্থাৎ লাল কাল বুঝিবার অপারকতা কন্যা অপেক্ষা পুত্রে বেশী সংক্রমিত যদিও একটী পরিবারে ৫ পুরুষ ধরিয়া কন্যাতে এ রোগ নামিয়া আসিয়াছিল। শারীরিক অবস্থা মেজাজ, উৎপাদিকাশক্তি দীর্ঘায়ু প্রকৃতির বিশেষত্ব, প্রত্যেক রকমের বিশৃঙ্খল পিতা হইতে পুত্রে যত দেখা যায় মাতা হইতে কন্যাতেও তত দেখা যায়।

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে বৈর্জ্জার বিশ্বাস করেন যে মানসিক ব্যাধির লোকসংখ্যা বিবরণী হইতে গৃহীত স্বীকৃত সত্য দেখিলে বুঝা যায় বংশানুক্রমিকতা লিঙ্গ ধরিয়া হইয়া থাকে, বাপ হইতে পুত্র ও মা হইতে কন্যা। তাঁহার ৬৭১টী ঘটনা বক্ষমান রূপে বিভাগ করা হইয়াছিল।

মানসিক ব্যাধির ঘটনা।

				মোট
বাপেতে	২২৫	মাতে	৩৪৬	৫৭১
পুত্রে	১২৮	কন্যাতে	১৯৭	৩২৫
কন্যাতে	৯৭	পুত্রে	১৪৯	২৪৬

১৮৬০ সালে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যে লোক সংখ্যা বিবরণী ছাপাইয়া ছিলেন যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়:-

পুরুষ	স্ত্রী
১০০০ ক্ষেত্রে	১০০০ ক্ষেত্রে
১২৮ বাপ হইতে প্রাপ্ত	১৩০ মা হইতে প্রাপ্ত
১১০ মা ,, ,,	১০০ বাপ ,, ,,
২৬ উভয় ,, ,,	২৬ উভয় ,, ,,

দুই তালিকা এক সিদ্ধান্তে পৌছাইতেছে।

পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের জন্য মানসিক ব্যাধির চর্চ্চা বিশেষ আবশ্যক, এবং অনেক সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত, এরূপ হইলেও বর্ত্তমান বিষয়ের সমাধানে ইহার উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত বংশানুক্রমিতার (দৈহিক এবং নৈতিক) প্রশ্নের মীমাংসা যদি ক্ষিপ্ততার উপর স্থাপন করা

হয় তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গত হইল না। কিন্তু তার বংশানুক্রমিতার ভিতর পেশী প্রণালী মুখাবয়ব, বর্ণ এবং শরীরের অন্যান্য যন্ত্র পড়ে না এজন্য একটী লক্ষণের উপর নির্ভর করায় স্বেচ্ছাচারীর কার্য্য হইবে।

কিন্তু যদি তিনি মানসিক বংশানুক্রমিতার কথা বলিতেছেন এরূপ মনে করা যায় তাহা হইলেও তাঁহার যুক্তির দোষ ঘটিতেছে যদিও তত গুরুতর নহে যেমন শারীরিক বিষয়ে। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার একটী আকার হইতেছে মানসিক ভাবের বংশানুক্রমিতা এবং একটী হইতে অন্যান্যগুলির অনুমান করা ইহাও বিধিসঙ্গত নহে। পিতা মাতার অসুস্থ পূর্ব্ব প্রবণতা হইতে সন্তানের বায়ুরোগ, এক বিষয়োন্মাদ, ভ্রান্তি কিম্বা বুদ্ধি জড়তার উৎপত্তি হইলেই যে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত অবয়ব যথা চরিত্র, প্রতিভা বৈজ্ঞানিক কিম্বা শৈল্পিক পারকতা, স্মৃতি, রাগদ্বেষাদি মনোভাব পাইতে হইবে ইহা সঙ্গত নহে তথ্য সকল ইহার বিপরীত প্রমাণ করে। অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধি শরীর হইতে হয় যেমন মস্তিষ্ক কিম্বা অপরাপর শারীরিক যন্ত্রের বিকৃতি জন্য হইয়া থাকে। এবং এরূপ বিকৃতি সন্তান পাইয়াছে বলিয়া যে সমস্ত মানসিক গতিশীলতা পাইবে ইহা ন্যায় সঙ্গত নহে।

মানসিক নিদানতত্ত্ব হইতে যে সকল তর্ক করা হয় তাহার প্রসারতা বৈলাজ্জার যতদূর স্থির করিয়াছেন ততদূর নহে। কিন্তু ঐ সকল তর্ক টের্জ্জা বংশানুক্রমিতা অপেক্ষা এক জাতীয় বংশানুক্রমিতার অধিক দেখা যায়। ইহা প্রমাণ করিতে প্রচুর না হইলেও, ইহা প্রমাণ করে যে অনেক স্থলে ইহাকে দেখা যায়।

ইতিহাস হইতে কতকগুলি সুপ্রমাণিত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব এই আকারে বংশানুগতি দেখাইবার জন্য—

পিতা হইতে পুত্রে বংশানুগতি।

পিতা	পুত্র
নিকোম্যাক্স	আরিষ্টটল্
সিসীও (পবলিয়স কর্ণিলিয়স)	সিসীও (আফ্রিকেনস মেজর)

ভেস্পাসিয়ান	টাইটস।
ভেরস (ইলিয়স)	ভেরস (লুসিয়ানস্)
পেপীন ডিহেরিষ্টাল	চার্লস মার্টেল।
চার্লস মার্টেল	পেপীন লিশর্ট।
পেপীন লি শর্ট	শার্লেম্যাগি (শার্লে মা)
হামিল্কার	হানিবল হ্যাসড্রুবাল ম্যাগো
সেনেকা (মার্কস)	সেনেকা গ্যালিও
আর্টেভেল্ট (জ্যাকসভ্যান)	আর্টেভেল্ট (ফিলিপভ্যান)
গাইস (ক্র্যাকস)	গাইস (হেনরি)
নাসর উইলিয়েম	নাসোর মরিস
স্ক্যালিজার (জুলিয়স সিজার)	স্ক্যালিজার (জোসেফ)
কাম্বন (আইজাক)	কাম্বন (মেরিক
ট্যাসো (বার্ণার্ডো)	ট্যাসো (টরকুয়াটো)
স্যান্টিও [গাওভ্যানি]	র‍্যাফেল [স্যান্ডিও]
বেলিনি [জ্যাকোপো]	বেলিনি (গাওভ্যান)
টেনিয়ার্স (ডেভিড)	টেনিয়ার্স (ডেভিড)
মারেরিস (এক)	গাওল্যাস্মি মারেরিস জীন
ভাণ্ডার ভেল্ড (উইলিয়েম)	ভাণ্ডার ভেল্ড (উইলিয়েম)
র‍্যাসিন (জিন)	র‍্যাসিন লুইস
মোজার্ট (জোহান জর্জ)	মোজার্ট (জোহান)
বীট হোভেন (জাহান)	বীট হোভেন (লড উইগ)
নায়েবর	নায়েবর কার্ষ্টেন

বক্ল্যাণ্ড (ডব্লিউ)	বক্ল্যাণ্ড (এফ)
হার্সেল (ডব্লিউ)	হার্সেল (জে)
আম্পেরী (আন্দ্রি	আম্পেরী (জে, জে)
জিওফ্রে সেণ্টহিলেয়ার (ইটিএন):	জিওফ্রে সেণ্টহিলেয়ার (আইসিডোর)
ডি ক্যাণ্ডোলি (এপাইর‍্যামি)	ডিক্যাণ্ডোলি (আলফন্সি)
আরাগো (ফ্র্যাঙ্কয়)	আরাগো (ইমানিউয়াল)
পীট লর্ড চ্যাটাম)	পীট (ডবলিউ)
ডিজরেলি আইজ্যাক	ডিজরেলি (বেঞ্জামিন)
মিল (জেমস)	মিল (জে ষ্টুয়ার্ট)
শপেনহর	শপেনহর (আর্থর)

মন্তব্য—বহু পরিবারের মধ্যে বাপের গুণ সন্তান অনেক পুরুষ ধরিয়া পাইয়া থাকে, যেমন সার্লেমাঁ পরিবারে; শিল্পীদিগের মধ্যে ইহা আরও অধিক দেখা যায় যেমন বীটহোভেন মোজার্ট, ভ্যানডারভেল্ড ইত্যাদি ও

মার্কস অরিলিয়ানএর সহযোগী এল ভেরসকে সকলেই জানে কিন্তু তাহার পিতা ঈলীয়স ভেরসকে লোকে তত জানে না, তত্রাচ তাঁহার চরিত্র জানলেই তাঁহার পুত্রের চরিত্র জানা হইল। "হিষ্টিরিয়া অগষ্টা" নামক গ্রন্থে কতকগুলি বিচিত্র কথা আছে যথা গোলাপের কেয়ারীর উপর তাঁহার ভালবাসা যাহাতে তাঁহার মেয়েল স্বভাব বুঝাইতেছে।

মাতা হইতে কন্যাতে বংশানুক্রমিতা।

এবিষয়ে যে বশী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; সম্ভবতঃ ভাল করিয়া মনে করিলে দেখা যায় যে সামান্ত পরিবারেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন কারণ এ সব বিষয়ে মেয়েদের কৃতিত্ব বড় কম কাজেই বিখ্যাত মায়ের বিখ্যাত কন্যার দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

সম্রাট অগষ্টসের অনেকবার বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার স্ক্রাবানিয়া নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জুলীয়া জন্মিয়াছিলেন। এগ্রিপাকে বিবাহ করিয়া ঐ জুলিয়ার জুলিয়া নাম্নী এক কন্যা হয়। উভয়ের কুচরিত্রের জন্য অগষ্টস বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত একথা বলিতে পারা যায় যে সুত্রটোনিয়স ইতিহাস-বেত্তার মতে সিজারের ক্লিওপাট্রার গর্ভে এক সিজারিওন নামক পুত্র হয় যে ঠিক সিজারের মত ছিল। অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

জার্মানিকসের স্ত্রী এগ্রিপীনা ভয়ানক এক গুঁয়ে বীর রমণী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে বাপের কঠোরতা দেখা যাইত। টাইবিরিয়স বলিতেন কন্যা তুমি রাজত্ব করিতে পাও নাই বলিয়া সর্ব্বদা খুঁত খুঁত কর। তিনি সেই বিখ্যাত এগ্রিপানার মা ছিলেন। যিনি ক্লডিয়সকে তাঁহার দাস করিয়াছিলেন ও নিরোকে সিংহাসনে তুলিয়াছিলেন।

পোপ জন একাদশের মাতা ম্যারোজিয়ার কথা আমরা বলিয়াছি। এই স্ত্রীলোক দশম শতাব্দীতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য ও কুচরিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং এ সকল পাপ প্রবৃত্তি তাঁহার মাতা থিও ডোরার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন যেগুলি তাঁহার পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। মিচেলেট, মেরি ন্যাক জিনিস্কা ও তাঁহার কন্যা এডিলেডের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। "বিবাহের পুর্ব্বে রাণীর মৃগী রোগের মূর্চ্ছার দিকে ঝোঁক ছিল, বিবাহের পরেও বিনা কারণে ভয়ে বিচলিত হইলে রাত্রে বিছানা হইতে উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এডিলেডও মাতার এই উত্তেজনার দিকে প্রবণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার জাতি সুলভ সাহস পাইয়া নির্ভীক ছিলেন কিন্তু ছেলে মানুষের মত বজ্রের শব্দে ভীতা হইতেন। রাণী এবং তাঁহার পিতা ষ্টানিস্লাসের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল যাহাতে তাহার মাতার সন্দেহ হইত। ইহাও এডিলেড তাঁহার মার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন যিনি তাঁহার পিতাকে অসঙ্গত রকমে ভালবাসিতেন।

সাক্ষাৎ বংশানুক্রমিতার বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে সেগুলিকে সমষ্টি করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সন্তানে বাপ মা উভয়ের গুণই আসিয়া

থাকে। এক জনের কিছু না পাইয়া অপরের সমস্ত গুণের অধিকারী হইবে এরূপ দেখা যায় না। কিন্তু এক জনের আধিক্য থাকে এবং ইহা এক কিম্বা বিপরীত জাতিতে ঘটিয়া থাকে। এই উভয় প্রকারের গুণাগুণ চালনা প্রায়ই হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোনটী বেশী হয়। ইহার উত্তর অসম্ভব, যদি সম্ভব হয় তাহা কোন কাজে লাগিবে না। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ঠিক করিতে হইলে সাক্ষাৎ বংশানুক্রমিতার সকল ঘটনা গুলিকে দুই শ্রেণীতে সাজাইতে হইবে, একদিকে টের্চ্চা বংশানুক্রমিতা এবং অপর দিকে এক লিঙ্গের বংশানুক্রমিতা যেমন মাতার গুণাগুণ কন্যাতে এবং পিতার পুত্রেতে; এবং ইহাদের সমষ্টি গুলিকে তুলনা করিতে হইবে। এরূপ করা যদি সম্ভব হয় তাহাতেও কোন ফল হইবে না। এই সকল সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য এত সামান্য দেখা যাইবে যে কেহ বলিতে পারিবে না কোনটী নিয়ম আর কোনটী ব্যতিক্রম। এরূপ ঘটনা দেখিলে বলিতে হইবে যে উভয় পক্ষই ঠিক কিম্বা উভয়েরই ভুল; যে প্রত্যেকটী নিয়মের একটী অংশ ধরিয়া দেখাইতেছে যেন সে সমস্তটী ধরিয়া রাখিয়াছে, এই দুএর উপরে কোন বিন্দু আছে যেখানে দুইটীর মিল হইবে। বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে সেই আইন আমরা খুঁজিতেছি যাহার টুকরা গুলি দেওয়া হইয়াছে। এক পুরুষ ডিঙ্গাইয়া যে বংশানুক্রমিতা আসে তাহার কথা এখন বলিব।

২য় পরিচ্ছেদ—আটাভিজম।

সন্তান যখন বাপ মায়ের অনুরূপ না হইয়া পিতামহ পিতামহীর কিম্বা দূরতর পুরুষের কিম্বা পাশাপাশি শাখার কোন দূর কুটুম্বের সদৃশ হয় সেই ঘটনাকে আটাভিজম বলে এবং ইহাতে বুঝা যায় যে সকলেই এক সাধারণ পুরুষ হইতে হইয়াছে। লুকাস ইহাকে প্রত্যাবর্ত্তন-কারী বংশানুক্রমিতা বলেন, জার্ম্মানরা ইহাকে রুক্সলাগ অথবা রুকস ক্রিট বলে।

প্রাচীনেরাও এ তথ্য জানিতেন · যথা অরিষ্টটল, গ্যালেন, প্লিনি ইত্যাদি। প্লুটার্ক একটী গ্রীক রমণীর কথা বলেন যে নিগ্রো সন্তান প্রসব করিয়াছিল এবং ব্যভিচারিণী বলিয়া আদালতে তাঁহার বিচার হইয়াছিল কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল যে ৪ পুরুষ পুর্ব্বে একজন ইথিও পিয়ানের বংশে তাঁহার জন্ম। মণ্টেন ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলেন "ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এই বীজের বিন্দু যাহা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি কেবল যে শারীরিক আকারের ছাপ ধরিয়া রাখিবে তাহা নহে কিন্তু পুর্ব্ব পুরুষদের চিন্তা প্রবৃত্তিও ধরিয়া রাখে। এই জলবিন্দু কোথায় অসংখ্য রকমের আকার রাখে, এবং কেমন করিয়া এই সাদৃশ্যগুলি পর পর পুরুষের ভিতর দিয়া এমন করিয়া বজায় রাখে যে নানারূপ বিশৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া প্রপৌত্র প্রপিতামহের সঙ্গে মিলে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র খুল্লতাতের সদৃশ হয়।"

এ গ্রন্থের প্রথম ভাগে অনেকগুলি আটাভিজমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এমন কতকগুলি বিচিত্র ঘটনার কথা বলিলেই বংশানুক্রমিতার বিচিত্র গতি বুঝাইবার পক্ষে প্রচুর হইবে।

উদ্ভিদ এবং জীবের ভিতর প্রত্যাবর্ত্তনের ঘটনা অনেক দেখা যায়। ডাঃ ব্রোকা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি কিরূপে নির্ব্বাচনের দ্বারা তৈয়ারি হয়। তিনি কতকগুলি মটর ফুল conn

flower এলোমেলো ভাবে মাঠ হইতে লইয়া বপন করিয়া দেখিলেন নীল ও লাল ফুল হইতেছে; তাহার পর লাল ফুলের বীজগুলি পুঁতিয়া প্রায় ১০০ ফুল পাইলেন তাহার ¾ অংশ নীল অবশিষ্টগুলি বেগুনে হইতে গোলাপী পর্য্যন্ত নানাবিধ রঙ্গের; আবার গোলাপী পুঁতিয়া দেখিলেন অল্প সংখ্যক নীল, বাকী লাল গোলাপী, এমন কি সাদা হইল। সাদা জাতি বাহির করা যাইতে পারে কিন্তু আদি বর্ণে যাইবার জেদ ক্রমাগত চলিতে থাকে।

জীরো ডি বুজারিঙ্গিজ একটী পয়েণ্টার ও স্প্যানিয়ালের দোঁআসলা কুকুরের ইতিহাস দিয়াছেন। প্রথম পুরুষ স্প্যানয়াল হইল, ইহা পয়েণ্টারের সঙ্গে জোড় হওয়ায় বাহ্যিক সমস্ত পয়েণ্টারের লক্ষণ যুক্ত একটী মদ্দা সঙ্কর হইল, ইহার খাঁটি মাদী পয়েণ্টারের সঙ্গে জোড় হওয়ায় ঠিক পয়েণ্টারের মত ছানা হইল। এখানে বংশানুক্রমিতার ও আটাভিজমের দৃশ্য মেশামিশি ভাবে উদয় হইতেছে দেখা গেল। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে দেখা যায়। পি, লুকাস একটী দোঁআসলা আরব ঘোটকার কথা বলেন যাহার নিম্ন শ্রেণীর ঘোটকের সহিত সঙ্গম হওয়ায় ছানা হইল। যাহার মাতামহ কুলের সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য। অশ্বপালকেরা ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত অনেক দেখাইয়া থাকেন, নিম্ন প্রকারের ঘোড়া হইয়া যাইতেছে যদিও মাতৃকুলের উন্নতি করা হইয়াছে। রেশমের পোকার এক শত পুরুষের পরেও আটাভিজমের কার্য্য হইতেছে দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে পিতামহের বাত রোগ নাতীতে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন পরিবারের চিত্রাগারে ও নিকটবর্ত্তী গির্জ্জাঘরে তাম্র ও রঙ্গ মিশ্রিত ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যে মুখাবয়ব দেখা যায় তাহা সেই সকল পরিবারের জীবিত লোকদের ভিতর এখনও দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ছেলেদের ভিতর পিতা মাতার নাক কিম্বা মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখের সকল অঙ্গ অপেক্ষা নাকই বংশানুগতির দ্বারা অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়। বোর্বো পরিবারের নাকের কথা অনেকেই জানেন। পি লুকাস বলেন ডাঃ গ্রেগরি একজন উচ্চ বংশীয়া রমণীর সঙ্গে তাঁহার পল্লীভবনে দেখা করিতে

গিয়া তাঁহার নাক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; ঐ নাকের প্রথম চার্লসের রাজত্ব কালের স্কটল্যাণ্ডের সচিবের নাকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়া। পরে বুঝিতে পারিলেন যে ঐ মহিলা সচিবের প্রপৌত্রী যাঁহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। ডাঃ গ্রেগরি নিকটের মাঠে মাঠে বেড়াইতে গিয়া অনেক মজুরের ঐরূপ নাক দেখিয়া দাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে উহারাও চ্যান্সেলরের জারজ বংশের লোক। মুখাবয়বের পুনরুদয় এত বেশী বংশধরদের ভিতর ঘটিয়া থাকে যে ইহা সকল লোকে বিশ্বাস করে। মারীয়াট এই অবলম্বন করিয়া জ্যাকেটের পিত্রান্বেষণ উপন্যাস লিখিয়াছেন। ডাঃ পার্শনের গ্রন্থ হইতে কোয়াট্রেফ্যাজেস একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা বিশেষভাবে বিচিত্র বংশানুগতির ক্রিয়া দেখায়।

ভার্জিনীয়ার এক আবাদে ২ জন নিগ্রোর বিবাহ হইল, পত্নী খুব সাদা এক কন্যা প্রসব করিল, কন্যার রং দেখিয়া প্রসূতির অত্যন্ত ভয় হইল এবং নিশ্চিত ভাবে যখন বলিতে লাগিল যে সাদা পুরুষের সঙ্গে তাহার কখনও সঙ্গম হয় নাই তখন আলো নিবাইয়া শিশুটীকে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল পাছে তাহার স্বামী আসিয়া দেখিতে পায়। বাপ শীঘ্র সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং ঘরে এত অন্ধকার কেন বলিয়া রাগ করিতে লাগিল, ও শিশুকে দেখিতে চাহিল। প্রসূতির ভয় অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, যখন দেখিল স্বামী আলো লইয়া শিশু দেখিতে আসিতেছে কিন্তু শিশুকে দেখিয়া রাগ না করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন ইহা দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিছুদিন পরে স্বামী স্ত্রীকে বলিল যে কন্যার রং সাদা দেখিয়া তুমি ভীত হইয়াছিলে কিন্তু ঐ জন্যই উহাকে আমি বেশী ভাল বাসি। আমার পিতা সাদা ছিল যদিও পিতামহ পিতামহী তোমার আমার মত কাল ছিল। যদিও আমরা সেই দেশ হইতে আসিয়াছি যেখানে সাদা মানুষ কেহ কখনও দেখে নাই তথাচ কুটুম্বের মধ্যে একটী না একটী সাদা জন্মাইতে দেখা যায়। এই বালিকার ১০ বৎসর বয়সে অ্যাডমিরাল ওয়ার্ড তাহাকে কিনিয়া লইয়া লণ্ডনে রয়াল সোসাইটীকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

দেখা যাইতেছে যে এরূপ ঘটনা আফ্রিকাতেও হইয়া থাকে। এডমিরাল ক্লিউরিয়ট ডিল্যাঙ্গেল ইহার সদৃশ ঘটনার কথা সম্প্রতি আমাকে বলিয়াছেন।

ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে প্রত্যাবর্ত্তনকারী বংশানুক্রমিতার দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি; আর ইহাও দেখা যায় যে ক্ষেপা পূর্ব্বপুরুষের রোগ ৩০।৪০ বৎসর বয়সে সেই বংশের লোককে হঠাৎ আক্রমণ করে যদিও সে লোক এতদিন বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন স্থির মস্তিষ্ক ছিল। জীণ্ট্র্যাক একটী লোকের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে পাগল হইবার পর সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল যাহারা সকলেই সুদক্ষ ও সম্মানের সহিত ভাল ভাল কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহাদের ছেলেরা প্রথমতঃ স্থির মস্তিষ্ক কিন্তু ২০ বৎসর বয়সে পাগলামির চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। ক্ষিপ্ততার উপর গ্রন্থ লেখকগণ এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

ধীশক্তি, চরিত্র, দক্ষতা, প্রচণ্ড মনোভাবের প্রত্যবর্ত্তনকারী বংশানুক্রমিতার কথা তদ্রূপ শুনা যায় যেমন দৈহিক বংশানুক্রমিতা নিম্নলিখিত তালিকায় ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

প্রত্যাবত্তনকারা বংশানুক্রামতা।

প্রথম পুরুষ	দ্বিতীয় পুরুষ	তৃতীয় পুরুষ	চতুর্থ পুরুষ	
থিওডোসিয়স	আর্কেডিয়স	পল চেরিষ্কা	০	০
সিপীও	কর্ণিলিয়া	গ্রাকাই		০
চার্লস মার্টেল	পিপীন দি শর্ট	সার্লে মাঁ	০	০
ইংলণ্ডের হেনরি ১ম	ম্যাটিল্ডা	ইংলণ্ডের হেনরি ২য়	০	০
ফিলিপ লেবেল	ইজ্যাবেল	এডওয়ার্ড ৩য়	০	
ফ্রান্সের চার্লস ৬ষ্ঠ	ক্যাথারাইন	ইংলণ্ডের হেনরি ৬ষ্ঠ		
চার্লস ভয়লিএন্স		মার্গেরিটি ডি ভ্যালয়		
জোয়ানা	চার্লস ৫ম		ডনকার্লোস	

প্রথম পুরুষ	দ্বিতীয় পুরুষ	তৃতীয় পুরুষ	চতুর্থ পুরুষ
গষ্টেভস			গষ্টেভস এডলফস
ভ্যাণ্ডার ভেল্ড	ভ্যাণ্ডার ভেল্ড	ভেণ্ডারভেল্ড	
মেণ্ডেল সন (দার্শনিক)		মেণ্ডেলসন (সঙ্গীতজ্ঞ)	
মোজার্ট জে	মোজার্ট জে	মোজার্ট	
বীট হভেন জে,	বীট হভেন জে,	বীট হাভেন এল	
লর্ড চ্যাথাম		লেডী হেষ্টার ষ্ট্যান হোপ	
ডারউইন ইরাসম		ডারউইন চার্লস	

মন্তব্যঃ—প্রথম স্তম্ভের লোকদের চরিত্রগত লক্ষণ সকল দ্বিতীয় স্তম্ভের লোকদের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তৃতীয় স্তম্ভের লোকে প্রকাশ পাইল।

ফ্রান্সের চার্লস ৬ষ্ঠের ঘটনা বিখ্যাত। ক্ষেপা রাজা তাঁহার কন্যা ক্যাথারাইনকে তাঁহার বিজেতা ইংলণ্ডের হেনরী ৫মকে দিলেন সে বিবাহের ফল হেনরি ৬ষ্ঠ যিনি ইংলণ্ডের গোলাবের যুদ্ধের বলি স্বরূপ হইয়াছিলেন।

৩য়—বক্র বংশানুক্রমিতা।

স্বগোত্রোদ্ভুত লোকের ভিতর বংশের লক্ষণের আবির্ভাবকে পরোক্ষ কিম্বা বক্র বংশানুক্রমিতা বলে। আমরা দূর কুটুম্বের ভিতর সাদৃশ্য দেখিতে পাই মুখাবয়বে, গঠনে, চরিত্রে, প্রবৃত্তিতে, অঙ্গহীনতা ও ব্যাধিতে।

বংশানুক্রমিতার দুইটী আকারকে প্রত্যক্ষ ও অটাভিজমকে সকলেই বিশ্বাস করে কিন্তু এই বক্রটীকে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকে। গত শতাব্দীতে ওয়ালাষ্টন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে বাপ মা অপেক্ষা অনেক ছেলে মামা, খুড়ো, মাসী, পিসীর বেশী সাদৃশ্য পায়, কিন্তু এ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে জননক্রিয়া হইতে হয় না অন্য কোন কারণ হইতে। এ শতাব্দীতে বক্র বংশানুগতিকে সন্দেহ ও অস্বীকার করা হ[illegible] পা[illegible] ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, বাইলার্জ্জার ১৪৭টী মানসিক ব্যাধির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে গুলির উৎপত্তি স্বগোত্র সম্ভূত লোক হইতে, তাঁহার

গণনা হইতে এগুলিকে বাদ দেওয়া ভাল বলিয়াছেন কারণ এ গুলি সম্ভব হইলেও নিঃসন্দেহ নহে।

এই গ্রন্থকারেরা ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে নানারূপ অনুমান ধরিয়াছেন কিন্তু শেষে দৈব ঘটিত মিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বকলের আপত্তি বিবেচনা করিতে গিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে এ ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ও অসম্ভব। এ সকল অনুমান অপেক্ষা বক্রবংশানুগতি ভাল ইহা যে ঠিক দেখাইতে হইলে এই বলিলেই যথেষ্ট যে আটাভিজমের এ একটী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ আটাভিজম অপেক্ষা ইহা বিরল ও দুর্ব্বোধ্য। ভাইপো, ভাগের খুড়ো ও মামার সঙ্গে মিল থাকে। খুড়তুতো, জাঠতুতো, মামাতো, পিসতুতো ভাইদের মধ্যে মিল থাকে, কারণ সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষের কোন লক্ষণ পাইয়াছে, যে লক্ষণ মধ্যবর্ত্তী পুরুষে প্রচ্ছন্ন ছিল। গত ৫০ বৎসরে জীবোৎপত্তি বিষয়ে যে সকল গবেষণা হইয়াছে যাহার দ্বারা পর্য্যায়ক্রমিক উৎপত্তির আবিষ্কার হইয়াছে এবং বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বাহির হইয়াছে। এ সকল দেখিয়া স্বগোত্র সম্ভূত লোকের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এ আকারের বংশানুক্রমিতা বর্ডাক স্বীকার করিয়াছেন ও লুকাস প্রমাণ করিয়াছেন এজন্য ইহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলেন না। আমরা ইহাকে এমন জটিল রকমের আটাভিজম বলিয়া মনে করি। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে যে স্বগোত্র-সম্ভূত বংশানুগতি ও সাক্ষাৎ আটাভিজম একই জিনিস।

কোয়াট্রেফ্যাজেস বলেন তিনি একটী পরিবার জানিতেন যে বাড়ীতে বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি বাইলি ডি সফেন সেণ্ট ট্রপেজের ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, ঐ সেনাপতি ভারতবর্ষে হায়দার আলীর মিত্রভাবে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই রমণীর ২টী পুত্র হইয়াছিল। ছোটটীর ছবি দেখিলে মনে হয় তাহার অতিবৃদ্ধ পিতৃব্যের সঙ্গে চেহারার মিল কিন্তু বাপ মায়ের সঙ্গে নহে। এই বিখ্যাত নাবিকের ৪ পুরুষ মধ্যে ফাঁক দিয়া আবার আবির্ভূত হইল। আটাভিজম এখানে দুই দিক দিয়া কার্য্য করিয়াছে।

একজন সুস্থকায় পুরুষের গর্ণাকাটা কুটম্ব ২ জন ছিল; তাহার ১ম স্ত্রীর ১১টী সন্তানের মধ্যে ২ জন গর্ণাকাটা ও ২য় স্ত্রীর ২টী সন্তান ২টীই গর্ণাকাটা। একজন স্ত্রীলোকের পরিবারের অনেকেই কম শুনে। তিনি ২টী কালা ও বোবা ছেলে প্রসব করিয়াছিলেন। একজনের ভাই ও পিসী কালা বোবা ৫টী সন্তান হইল ১টী কালা বোবা হইল। আর একটী বিচিত্র ঘটনা, একটী পরিবারের অনেক লোকের পায়ে বহু অঙ্গুলী, সে বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক ২টী সন্তান প্রসব করিল ঠিক ঐ রকমের পা।

স্বগোত্র-সম্ভূত বংশানুক্রামতা।

পূর্ব্বপুরুষ	বংশের লোক	সম্পর্ক
সিজার	অক্টেভিয়স	ইহার মা সিজারের ভাইঝি
সেনেকা	লুক্যাস	ভ্রাতুষ্পুত্র
প্লিনি (বড়)	প্লিনি ছোট	ভাগিনেয়
আলেকজণ্ডার দি গ্রেট	পীর্হস	ভাইপোর ছেলে
এণ্ড্রিয়া ডোরীয়া	ফেলিপো ডোরিয়া	ভ্রাতুষ্পুত্র
নাসোর মরিস	টিউরেণ	ভ্রাতুষ্পুত্র
মণ্টমরেন্সি	কলিগ্নি	ভ্রাতুষ্পুত্র
ম্যাজারিণ	প্রিন্স ইউজিন	ভাইপোর ছেলে
গষ্টেভস আডল্কস	দ্বাদশ চার্লস	ভাইপোর ছেলে
মার্লবরো	বেরিউইক	ভাগ্নের ছেলে
কর্ণিল	ফণ্টমিল	ভাগিনেয়
মুরিলো { জুয়ান, অগষ্টীন, আণ্টোনিও	মুরিলো এষ্টেব্যান	মাতৃ সম্বন্ধে ভাগিনেয় মামাত ভাই
ক্যারাসি অগ্যাষ্টিনো, ক্যারাসি আনিবেল	ক্যারাসিলুইগি	সাক্ষাৎখুড়তুতো ভাই
বার্ণোলি জ্যাক্স		অনেক ভাইপো, ভাইপোর ছেলে
জুলা বার্ণাড়	জুসোলরেণ্ট	ভাই পো
বেন্থ্যাম জোরমি	বোন্থাম জর্জ্জ	বিখ্যাত উদ্ভিদ তত্বজ্ঞ ভাই পো

স্বগোত্রসম্ভূত বংশানুক্রমিতার ভিতর অনেক গ্রন্থকার এক পরিবারের ভিতর ২।৩ ভাই বিখ্যাত হইলে তাহাদিগকে ফেলা হয়। এক পরিবারের ইসকাইলস সিনেজিরস, দুই বোইলু, দুই কর্নিল, দুই ভ্যান আইকস দুই ভ্যান অষ্টেডস শ্লেগেলেরা, দুই কুভিয়ার, দুই হম্বোল্ড, চার্লস ল্যাম্ব তাঁহার ভগ্নী, নেপোলিও তাঁহার ভাই সকল। যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ইহাতে বুঝা যায় যে পূর্ব্ব পুরুষের এমন সাধারণ কোন গুণ ছিল যাহাকে কেহ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু পরে বংশধরে প্রকাশ পাইল কিম্বা নিগূঢ় প্রকৃতির কোন কার্য্যের ফল যাহা কেহই বলিতে পারে না যে কেমন করিয়া এবং কি পরিবর্ত্তন হইতে এই ধীশক্তির উদ্ভব হইল। ইহা আমরা জানি না এবং জানিতে পারিলে বিস্ময়ের কথা হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি নির্ব্বিবাদী তথ্যের কথা ধরায় আমাদের গবেষণার বিষয়টিকে খুব সঙ্কীর্ণ করিয়া লওয়া হইল।

৪র্থ—প্রভাবের বংশানুক্রমিতা।

মানসতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে, বিশেষতঃ মানুষ সম্বন্ধে এরূপ বংশানুগতি সন্দেহের বিষয়। ইহা হইতেছে পূর্ব্ব স্বামীর প্রভাব পরবর্ত্তী বিবাহের সন্তানের উপর আরোপ।

পদার্থ সকলের যেরূপ শৃঙ্খলা তাহার সঙ্গে ইহার একেবারেই মিল নাই। আটাভিজম ১ পুরুষ কিম্বা ২ পুরুষ ডিঙ্গাইয়া আসে বটে, তাহা হইলেও সেই বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে. পিতা মাতার সাদৃশ্য পাইল না পিতামহ কিম্বা প্রপিতামহের পাইল ইহাতে শৃঙ্খলা বুঝা যায় কিন্তু এখন যে বিষয়ের আলোচনা করিব তাহাতে ওরূপ কিছু নাই; বালক এক ব্যক্তির সদৃশ হইল যে তাহার মাতার পূর্ব্বেকার স্বামী ছিল।

নিম্ন এবং উচ্চতর জীবের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়, বনেট আফিস (aphis)নামক জীব লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পর ঐ আফিসটিকে এরূপ ভাবে পৃথক করিয়া রাখিলেন

যে তাঁহার কৌমার্য্য যেন কেহ ভঙ্গ করিতে না পারে। ২১ দিন পরে ১৫টী ছানা প্রসব করিল। ইহাদের একটীকে বনেট পৃথক করিয়া রাখিলেন এবং মরদের সাহায্য ব্যতিরেকে ৫ পুরুষ ছানা হইতে লাগিল। পঞ্চম পুরুষের একটী আফিস ঐরূপ অবস্থায় ছানা বাহির করিল এবং ইহার উর্ব্বরতা ১০ পুরুষ ধরিয়া থাকিল। শরৎ ঋতুতে যখন মরদেরা আসিয়া দেখা দেয় তখন জীবন্ত ছানা প্রসব করা বন্ধ হইয়া গেল ডিম হইতে ছানা হইতে লাগিল।

মরদের প্রভাবের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত, একবার মাত্র সঙ্গমের ফলে অনেক পুরুষ ধরিয়া ছানা হইতে থাকিল। প্রজাপতি এবং শম্বুকাদির ভিতরও এইরূপ হইয়া থাকে।

উচ্চ জীবদিগের মধ্যে ইহার চর্চ্চা ভাল করিয়া করা যাইতে পারে। বড্ডর্ক বলিতেছেন একটী ঘোটকীর গর্দ্দভের সহিত সঙ্গম হওয়ায় একটী খচ্চর হইল, পরে ঘোটকের সহিত সঙ্গম হওয়ায় যে ছানা হইল তাহার গাধার সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল আছে।

১৮১৫ খৃঃঅঃ ইংলণ্ডের একটী ঘোটকীর কোয়াগার সহিত সঙ্গম হওয়ায় একটী খচ্চর হইল যাহার গায়ে দাগ হইল, তাহার পরে ৩টী আরব ঘোটকের সঙ্গমে ১৮১৭, ১৮১৮, ১৮২৩ খৃঃ অঃ ৩টী ছানা হইল যাহাদের গায়ে ঐরূপ কোয়াগার ন্যায় দাগ হইল।

বন্য শূকর হইতে একটী মাদী শূকরের যে কয়েকটী ছানা হইল সকলকারই রং বাপের ন্যায় কটা, গৃহপালিত শূকরের ছানা দ্বিতীয় তৃতীয় বাপের শাবকগুলির অনেকের গায়ে বন্যশূকরের কটা রংএর পটি দেখা দিল।

একটী কুকুরীর ভিন্ন জাতীয় কুকুরের সহিত যোগ হইল, পরে স্বজাতীয় কুকুরের সঙ্গে যোগ হইতে থাকিলেও প্রত্যেক বারেই এই ভিন্ন জাতীয় কুকুরের মত একটী হইতে থাকিল।

মনুষ্য জাতির পক্ষেও এইরূপ ; দ্বিতীয় স্বামীর পুত্রের প্রথম স্বামীর সহিত মিল অধিক হইয়া থাকে, যদিও সে স্বামীর অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে। নৈতিক বিষয়ে দ্বিতীয় স্বামীর পুত্রের প্রথম স্বামীর সঙ্গে মিল বেশী হইয়া থকে।

বর্ডর্ক এবং লুক্যাস কোন দৃষ্টান্ত না দিয়াই ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন। লুক্যাস বলেন ব্যভিচার হইতে উৎপন্ন ছেলেদের আরোপিত বাপের সঙ্গে মিল হইতে নির্ভুলরূপে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না কারণ কে বলিতে পারে যে আরোপিত বাপের তাহারা ছেলে নয়. তবে প্রকৃত বাপের অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছে কিম্বা অনুপস্থিত আছে এমন সময়ে হইলে নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। মিচেলেট বিশেষ সাবধানতার সহিত একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা স্বীকার করিলে, মানসতত্ত্বের দিক হইতে প্রস্তাবের বংশানুগতির একটী ভাল দৃষ্টান্ত হয়। এম ডি মণ্টেস পাওর দ্বারা ম্যাডাম ডি মণ্টেস পাওর একটী পুত্র হয় পরে রাজার রক্ষিতা অবস্থায় যে পুত্র হইল ডকডিমেন সে ঠিক তাহার স্বামীর মত হইল সেই গ্যাস্কন মেজাজ সেইরূপ ভঁড়ামি এতদূর কৌতুকপ্রিয়তা যে তাহাকে জ্যামেট ভঁাড়ের নাতী বলিলেও চলে।

ফরাসী নৃতত্ত্ববিদদিগের প্রভাবের বংশানুক্রমিতা লইয়া যখন তর্ক হইয়াছিল তখন অনেকেই ইহা স্বীকার করেন নাই। জন্তুদিগের মধ্যে ইহা পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে স্বীকার করিলেও কোন বিধবার স্বামীর সদৃশ পুত্র হইতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিলেন।

বংশানুগতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিব। প্রথমে আমরা তথ্য সকলকে যথা সাক্ষাৎ, টের্চ্চা বংশানুগতি, সাক্ষাত ছেলে মার মত মেয়ে বাপের মত বংশানুগতি, বাপ কিম্বা মায়ের সঙ্গে মিল, ছেলে বাপের মত মেয়ে মার মত, পর্য্যায়ক্রমিক এবং স্বগোত্র-সম্ভূত বংশানুক্রমিতা কতকগুলি পরীক্ষা মূলক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিব। এ নিয়মগুলি একটী নিয়মের খণ্ডাংশ বলিয়া মনে হয়, যদিও সে নিয়মটীকে বুঝিতে পারিতেছি না। এই নিয়মটীকে এখন বাহির করিতে হইবে। ইহা ভূয়োদর্শনজনিত নিয়ম, যাহার দ্বারা সকল প্রকার বংশানুগতির ব্যাখ্যা হইবে সেইরূপ সাধারণ সূত্র।

পরীক্ষামূলক সূত্র যাহা দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে দুইটী শীর্ষভাগে ফেলা যাইতে পারে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ বংশানুক্রমিতা। যখন আমরা কোন ছেলেকে বাপ কিম্বা মায়ের সদৃশ হইতে দেখিতে পাই তখন তাহা সাক্ষাৎ সরল নিয়মের দ্বারা হইতেছে বলি, কারণ প্রকৃতির নিয়ম হইল সমান সমানকে উৎপন্ন করিবে। কিন্তু যখন প্রপৌত্র প্রপিতামহের মতন হয়, কিম্বা ভাইপোর ছেলে তাহার পিতামহের ভাইয়ের মত হয় তখন আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং এই জন্য অনেকে ইহা অগ্রাহ্য করে।

এই পরোক্ষ বংশানুক্রমিতাকে যদি সাক্ষাৎ বংশানুগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখাইতে পারি, সে একটা বড় কার্য্য হইবে। ইহা করিতে কিছু সময়ের জন্য মূল বিষয় ছাড়িয়া অবান্তরে যাইতে হইবে।

সকল প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞদের একমত যে তুলনামূলক শারীর সংস্থান বিদ্যা ও শারীরতত্ত্বের ন্যায় উপকারী আর কোন বিদ্যা নাই। আদি মৌলিক জীবজন্তুর দেহযন্ত্র দেখিয়া অন্য জীবের শরীর যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া তাহারা এখন ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছে; এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে জনন ক্রিয়া বিশেষ দ্রষ্টব্য। নিম্ন শ্রেণীর জীবদের এই ক্রিয়া দেখিয়া তাহাদের অনেক মত বদলাইয়া গিয়াছে। যে বিষয়ের আমরা আলোচন করিতেছি তাহা পর্য্যায়ক্রমিক প্রজননের মতের দ্বারা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে।

১৮১৮ খৃঃ অঃ ক্যামিসো বাহির করিয়াছিলেন যে বাইফোরী কিম্বা শাল্পী নামক শামুক জাতীয় জীব পর্য্যায়ক্রমে স্বতন্ত্র কিম্বা দলবদ্ধ হয়। প্রথম পুরুষে, বাইফোরী মালার ন্যায় সমষ্টি হইয়া (Gemmation) পাতার কুঁড়ির ন্যায় জন্মায়, দ্বিতীয় পুরুষে সূক্ষ্ম বীজ (Spores) হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জন্মায়, তৃতীয় পুরুষে আবার মালা উদয় হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সন্তান বাপ মায়ের মত না হইয়া পিতামহের মত জন্মিতেছে।

প্রথম পুরুষ	সমষ্টি প্রাণী	পিতামহ
দ্বিতীয় ,,	স্বতন্ত্র ,,	পিতা
তৃতীয় ,,	সমষ্টি ,,	পুত্র

সায়ার্স, ষ্টীন্‌ট্রূপ, ওএন, ভ্যানবেনেডেনের গবেষণায় প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কতকগুলি জন্তুর মধ্যে চক্রটী ৩ পুরুষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বহুপুরুষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যায় এবং পিতামহ হইতে সাদৃশ্য পৌত্রে না যাইয়া প্রপিতামহ হইতে প্রপৌত্রে যাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর জীব পর্য্যায়ক্রমিক প্রজননের দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রক্রিয়াটী এইরূপ—ডিম্ব একটী সরল দেহ উৎপন্ন করিল, তাহার গাত্র হইতে পাতার কুঁড়ির ন্যায় ঐ প্রকার জীব হইতে লাগিল, এই সকল জীবের পিতা মাতা কিম্বা অন্য কাহারও সঙ্গে সাদৃশ্য নাই; ইহার পর প্রাথমিক দেহ প্রকাশ পাইল যাহাতে স্ত্রী পুরুষের চিহ্ন আছে এবং ডিম হইতে ছানা হইতে লাগিল। শম্বুকদের মধ্যে এইরূপ—

প্রথম পুরুষ	মেডুসা	প্রপিতামহ
দ্বিতীয় ,,	শূয়াওয়ালা কীটডিম্ব	পিতামহ
তৃতীয় ,,	পলীপ (Polyp)	পিতা
চতুর্থ ,,	(Strobila) ষ্ট্রোবিলা	পুত্র
পঞ্চম ,,	মেডুসা	প্রপৌত্র

এস্থলে গুটীপোকার রূপান্তরের মত নহে; প্রথমে কৃমি পরে শূয়াপোকা পরে পূর্ণাবয়ব প্রজাপতি হইবার পূর্ব্বাবস্থা পরে প্রজাপতি। ইহারা সকলে ভিন্ন ভিন্ন জীব।

ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে বংশানুগতিকে আমরা অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি, অর্থাৎ এক কিম্বা দুই পুরুষ মাত্র দেখি। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে ইহা বৃহৎ চক্রের ভিতর ঘুরে। ইহা সত্য যে এ সকল দৃশ্য নিম্ন জীবের ভিতর দেখা যায়, মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমিক প্রজনন দেখাই যায় না; ইহা হইলেও বংশানুক্রমিতার বিস্তৃতি অসীম এবং ইহা শক্তিশালী ও দৃঢ়গ্রাহী; ইহা হইতে আটাভিজম ভাল করিয়া বুঝা যায় এ দুইটী এক নহে এবং আমরা পর্য্যায়ক্রমিক প্রজননকে আটাভিজম বলি না তাহা হইলেও মন ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ধরিতে পারে। এই সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ চক্রের ন্যায়। দুইটী প্রকরণের সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তিত বংশানুক্রমিতাকে দেখিলে

আর অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না; এই সকল অকাট্য তথ্য দেখিলে আমরা বংশানুক্রমিতার কি মহাশক্তি তাহা বুঝিতে পারি।

যখন পর্য্যায়ক্রমিক উৎপাদন জানা ছিল না তখন বড্ড্‌র্ক, জিরো-ডি-বুজারিজিজ তাঁহাদের গবেষণার ফলে বুঝিতে পারিলেন যে পিতামহ পৌত্র পিতামহী পৌত্রীর মধ্যে বাপ বেটা কিম্বা মাতা কন্যা অপেক্ষা বেশী মিল হয়।

বড্ড্‌র্ক ইহাকে নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রথম পুরুষ	পিতামহ	পিতামহী	মাতামহ	মাতামহী
দ্বিতীয় ...	|	পিতা	মাতা	|
তৃতীয় ...	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা

উপরে স্থানীয় তালিকার সহিত ইহার তুলনা করিলে সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

প্রত্যাবর্ত্তিত বংশানুক্রমিতায় পৌত্র পিতামহের সঙ্গে, ভাইপোর ছেলে তাহার পিতামহের ভাইএর সঙ্গে কিরূপ মিল হইল, ইহা দৈবাৎ হইল না মধ্যের পুরুষগুলিতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া আবার প্রকাশ হইল, যাহাকে পরোক্ষ বংশানুক্রমিতা বলা হইয়াছিল তাহাকে এখন সাক্ষাৎ বলিতে পারি। প্রথম অনুমান গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না কাজেই দ্বিতীয়টীকে ধরিতে হইবে। এখন প্রচ্ছন্ন লক্ষণের অর্থ কি?

ডারউইন বলেন ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অপ্রধান যৌন লক্ষণ হইতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্ত্রীতে প্রচ্ছন্নভাবে পুরুষোচিত গৌণ যৌন চিহ্ন থাকে ও পুরুষেও স্ত্রীর যৌন লক্ষণগুলি অপ্রধান ভাবে থাকে, কতকগুলি অবস্থায় প্রকাশ হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা অনেকেই জানেন যে মাদী পক্ষী অসুস্থ ও বৃদ্ধ অস্ত্র দ্বারা চিকিৎসিত হইলে মরদের গৌণ লক্ষণ দেখায়। ওয়াটার্টন একটী মুরগীর কথা বলেন যাহার ডিমপাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থায় মোরগের স্বর, পায়ের তীক্ষ্ণ কাঁটা ও যুদ্ধপ্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শত্রুর সম্মুখে তাহার পালক খাড়া করিয়া দাঁড়াইত। যতদিন তাহার ডিম্বাধার কার্য্য করিতেছিল এ সকল লক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল।

মনুষ্যের ভিতরও ইহার কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মরদা জন্তুরা অপ্রধান যৌন লক্ষণ সকল হারায় যেমন খাসী মোরগে দেখা যায়।

প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষে বিপরীত লিঙ্গের গৌণ যৌন লক্ষণগুলি অপ্রকট থাকে বিশেষ অবস্থায় প্রকট হইবার জন্য। আমরা এখন বুঝিতে পারি। ভাল দুগ্ধবতী গাভী তাহার সদ্‌গুণগুলি ভবিষ্য পুরুষে মরদাবাছুরের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া চালিত করে, কারণ এখন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে প্রত্যেক পুরুষের মরদার ভিতর এ সকল প্রচ্ছন্ন থাকে। লড়াইএ মোরগের পক্ষেও এইরূপ সে তাহার সাহস ও তেজ তাহার মাদী বাচ্চার ভিতর দিয়া মরদায় চালিত করিতে পারে।

ডারউইন বলেন এই সকল ঘটনা আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে কতকগুলি লক্ষণ, পারদর্শিতা, নৈসর্গিক বুদ্ধি কোন ব্যক্তিতে কিম্বা ২। ৩ পুরুষে প্রচ্ছন্ন থাকে যৎকালে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। এই অনুমানে পরিষ্কার বুঝা যায় যে মাতামহের গুণ কিরূপে দৌহিত্রে চালিত হয়, মাতাতে তাহার কোন চিহ্ন না থাকিলেও।

অপ্রকট গুণাগুণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সেগুলি সমস্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের বংশানুগতির উপর আরোপ করা যাইতে পারে। এই অনুমানের দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হয় যে এই গুণগুলি ব্যক্তির বীজের ভিতর ছিল যাহা বিশেষ অবস্থায় এবং বিকাশের বিশেষ ক্ষণে বাহির হয় যেমন তাহার পিতা পিতামহের সেই সময়ে বাহির হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় যে বংশগত রোগ উহা ইহার ভাল দৃষ্টান্ত। বাল্যকালে তাণ্ডব রোগ, মধ্য বয়সে যক্ষ্মা, বৃদ্ধ বয়সে বাত এগুলি সেই এক সময়ে বংশে দেখা যায়।

ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দৃষ্টিহীনতায় পাওয়া যায়। একটী পরিবারে ৩ পুরুষের ভিতর ১৭, ১৮ বৎসর বয়সে ৩৭টী পুত্র ও পৌত্র কাণা হইয়াছিল। আর একটী দৃষ্টান্ত বাপ ও ৪টী ছেলে ২১ বৎসর বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। বধিরতা সম্বন্ধেও তাহাই। দুইটী ভাই তাহাদের পিতা পিতামহ সকলে ৪০ বৎসর বয়সে কালা হইয়াছিল। এস্কুই-

রোগ ক্ষিপ্ততার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যাহাতে দেখা যায় একই বয়সে ঐ ব্যাধি অনেক পুরুষ ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। এ সকল ঘটনার মধ্যে একটীতে পিতামহ, পিতা ও পুত্র ৫০ বৎসর বয়সে সকলে আত্মঘাতী হইয়াছিল দেখা যায়; আর একটিতে দেখা যায় পরিবারের সকলেই ৪০ বৎসর বয়সে পাগল হইয়াছিল। লক্ষণ সকল অনেক দিন ধরিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে এরূপ অনুমানের দ্বারা বংশানুক্রমিতার অনেক বিচিত্র রূপকে বুঝিতে পারা যায়।

যখন ছেলে বাপের এবং মায়ের তুল্যাংশে সমান হয় তখনি আদর্শ নিয়ম যতদূর সম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যখন ছেলে বাপ কিম্বা মায়ের সদৃশ হইল তখন অপরের সাদৃশ্য যেন পুঁছিয়া গেল মনে হয় কিন্তু উহা আবার ১ পুরুষ পরে কিম্বা আরও দেরীতে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়।

বংশানুক্রমিতাকে চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে যখন ভাবি তখন বাপের দিকে না মার দিকে ইহা বেশী হয় এ প্রশ্নের গুরুত্ব থাকে না। যখন আমরা বাপকে কন্যাতে অবশেষে দৌহিত্রে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইতে দেখি এ দিকে আবার মাকে পুত্রে এবং পরে পৌত্রীতে প্রকাশ হইতে দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে যে প্রত্যেক লিঙ্গই ইহার অধিকার বজায় রাখিতে চাহে যদিও সামনা সামনি নহে। প্রত্যাবর্ত্তনের দৃশ্য সকল সাক্ষাৎ কিম্বা গোত্র সম্বন্ধীয় যাহাই হউক সহজভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অপ্রকট লক্ষণের অনুমানকে স্বীকার করিলে।

বংশানুক্রমিক গুণের চালনার ন্যায় দুর্জ্ঞেয় জটিল বিষয় এ সকল অনুমানের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবে এরূপ দাবি করা যাইতে পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এই দেখান যে এই সংজ্ঞাটী সঙ্কীর্ণভাবে লওয়া হয় যখন আমরা ২ পুরুষ সীমাবদ্ধ করি; সমস্ত আবর্ত্তনের চক্রটীকে দেখিলে ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় হয় না। আমরা বংশানুক্রমিতার অদ্ভুত রকমের দৃঢ়গ্রাহিতা দেখাইবারও ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহার নিয়ম হইতেছে পূর্ণ মাত্রায় চালনা এবং যত বিঘ্ন বাধা ইহাকে দুর্ব্বল কিম্বা নষ্ট করিতে যাউক না কেন ইহা অবিরামভাবে চলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে যেন অদৃশ্য হইয়া

গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তত্রাচ যখন ১০০ পুরুষ পরে সেই লক্ষণ আবার বাহির হয়, তখন ইহা ভাবিবার কথা বলিতে হইবে। বংশানুক্রমিতা নিজের রকমে সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করে যে জগতে কিছুই নষ্ট হয় না। ইহার অজেয় দৃঢ়তা, অদম্য জেদ দেখিলে মনে হয়, যে সর্ব্বশক্তিমতি প্রকৃতি যে সকল বন্ধনের দ্বারা আমাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই একটী।

এখন দেখিব যে ইহাকে সংখ্যার শাসনে আনিবার কি চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংখ্যা বিবরণীর উপর প্রবন্ধ

যে বিদ্যা সংখ্যা, ওজন, মাপের পরীক্ষায় দাঁড়াইতে পারে না সে সম্পূর্ণ আদর্শ বিদ্যা নহে; এ কথা ঠিক বলা হয়; কিন্তু এরূপ সঠিক বিদ্যা ছাড়া আর কোন বিদ্যা নাই ইহা বলিলে ভুল হইবে। এই আত্মবিরোধী মত খ্যাতাপন্ন বিখ্যাত পণ্ডিত সকল পোষণ করিয়া থাকেন। হামেশ বলেন মানুষের বিদ্যার কোন শাখাকে শৈশবাবস্থা পার হইয়াছে বলা যায় না যতক্ষণ না ইহা সংখ্যার উপর স্থাপিত হয় ও তাহার দ্বারা ইহাকে নির্ভুল করা হয়। ইহা যদি হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের রাজ্য বর্ত্তমান সময়ে কতকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। ইহা হইলে অনেক বিদ্যা যাহাকে যথার্থ বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা হয়, বাহিরে পড়িবে এবং কখনও যে এ সকল সর্ত্তের ভিতর আনা যাইতে পারিবে সে বিষয়ে নিরাশ হইতে হইবে। সম্ভব বলিয়া যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের কোন কোন শাখা এখন যাহা একগুঁয়ে ভাবে রহিয়াছে তাহাদিগকে অঙ্কশাস্ত্রের কড়া নিয়মের অধীনে আনিতে পারা যায়, তাহা হইলেও ইহা খুব সন্দেহের বিষয় যে জীবতত্ত্ব, মানসতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বকে কখনও এরূপ অধীনতায় ফেলা যাইতে পারিবে কিনা। কিন্তু এজন্য উহাদিগকে একবারে বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে বহিষ্কার করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না।

সাধারণ জীবিকা অর্জ্জনের জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যখন তুলনা করি দেখিতে পাই যে জাতিগত পার্থক্য তাহাদের ভিতর কিছু নাই; সাধারণ জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং প্রাকৃতিক ক্রম বিকাশ দ্বারা উত্তরোত্তর জটিল ও ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া তাহাদের চরম উদ্দেশ্যতে পৌছায় অর্থাৎ এক হইয়া যায়। এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার দুইটী প্রধান অবস্থা আছে—প্রথমটী বিজ্ঞানের আবশ্যকীয় অঙ্গ সত্যতা প্রতিপাদন, দ্বিতীয়টি নূতন শব্দ ব্যবহার না করিয়া বলিতে হইলে পরিমাণ নির্দ্ধারণ; ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

দৃশ্য সকলের মধ্যে যখন কতকগুলি সদৃশ ঘটনা দেখি যাহাদের ভিতর মিলও আছে অমিলও আছে, তখন তাহাদের উৎপত্তির কারণ কোন নির্দ্ধারিত ভিত্তি ধরিবার চেষ্টা করি যাহাকে আইন বলি। এই আইন প্রতিভার আত্ম প্রত্যয় এর ফল হইতে পারে, কিম্বা তথ্য সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা দ্বারা সামান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওনের ফলই হউক দুইটীকেই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে, ইহার দ্বারা সকল তথ্যের ব্যাখ্যা না হইলেও অধিকাংশের হইতে হইবে, যদি তাহা না করিতে পারে তাহা হইলে অনুমানের অবস্থায় পড়িয়া থাকিল।

প্রত্যেক বিদ্যাকে বিজ্ঞান হইতে হইলে ৩টী অবস্থার ভিতর দিয়া পার হইতে হইবে—তথ্য, আইন ও প্রমাণী-কারণ। প্রথমে ঘটনাগুলিকে একত্র করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে হইবে, পরীক্ষার তাকে স্থাপন করিতে হইবে এবং এই সকল হইতে তাহাদের জাতিগত নিত্য মূল উপাদান বাহির করিতে হইবে; অবশেষে যে আইন এইরূপে বাহির হইল তাহাকে ঘটনার উপর আরোপ করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে যেমন শীল মোহরকে ছাপের উপর ফেলিয়া দেখিতে হয় যে ঠিক হইয়াছে কি না। এই শেষ পরীক্ষা প্রমাণী-করণ অতিশয় আবশ্যক.

প্রমাণীকরণ ছাড়া বিজ্ঞান হইতেই পারে না, কারণ এই প্রক্রিয়াই অনুমানকে (objective value) বিষয় ঘটিত মূল্য প্রদান করে। ইহা মনে করা খুব ভুল যে যাহা সত্য নহে তাহাকে বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার দ্বারা সাব্যস্ত করা যায়। তথ্য সকলকে সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা একশ রকমের রাস্তা আছে। এ সকল দিক যেখান হইতে তথ্যকে দেখিত হইবে, সকলেই ঠিক নহে, কিন্তু কোনটী ঠিক কে নির্ণয় করিবে? এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কেবল ব্যক্তিগত মত ধরে তথ্য সকলকে বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিতে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যে দিক দিয়া দেখে সেই দিকটাই সাধারণে পায়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম মত, (Subjective doctrine) যাহাকে আকস্মিক ঘটনা হিসাবে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু কেন যে ইহার বিজ্ঞান নাম তাহা জানি না।

প্রথমতঃ ইহা এখানে বলা যাইতে পারে অধ্যাত্ম বিদ্যা (metaphysics) ও বিজ্ঞানের এইখানেই পার্থক্য।

আরিসটটল, লিবনিজ কিম্বা হেজেলের ন্যায় বড় বড় দার্শনিকদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মতবাদ যখন নূতন লোক কেহ অধ্যয়ন করে তখন ইহা চিত্তাকর্ষক ও বিশ্বাসোৎপাদক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে ইহা বিজ্ঞানের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে না, কারণ বিজ্ঞানের তথ্যের ন্যায় ইহার তথ্য সকলের পরীক্ষা হইতে পারে না। যখন আরিস্‌টটল প্রাকৃতিক সমস্ত জিনিসকে দুই প্রতিকূল শ্রেণীতে সম্ভাব্য ও প্রকৃত, পরিণত করেন, লিবনিজ সমস্তকে শক্তিতে পরিণত করেন, এবং হেজেল সকল জিনিসের ভাব হইতে উৎপত্তি বলেন ইঁহাদের প্রত্যেকের মত ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রানুসারে দোষশূন্য হইলেও সত্য নহে কারণ প্রমাণীকরণ অসম্ভব। পূর্ব্ব শতাব্দীতে যখন জরায়ুজ জীবের পূর্ব্ব হইতে স্থিতি রূপ মত বাহির হইল, ন্যায়ের নিগমনানুসারে, সকলেই ভাবিল, ঠিক হইয়াছে, ভাবিয়া সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিল। কিন্তু শেষ মীমাংসা কেবল পরীক্ষার দ্বারা হইতে পারে তাহা করিতে গিয়া দেখা গেল ইহা মিথ্যা এবং (Epigenesis) সত্য, এই শেষ অনুমানকে বিজ্ঞান এখন গ্রহণ করিয়াছে।

৩টী ক্রম ভ্রমণ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা ২টী ক্রম পায় হয় ঘটনা সকল এবং নিয়ম কিন্তু তৃতীয়তে পৌছায় না অর্থাৎ ভেদ সূচক কড়া পরীক্ষায় ফেলিয়া ইহাকে প্রমাণ করিতে পারা যায় না, এজন্য কতকগুলি তথ্যের ব্যাখ্যা হয় অপরগুলিকে তাচ্ছিল্য করা হয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা এ কারণ প্রমাণীকরণের বাহিরে, বিজ্ঞানের উপরে এ কারণ চিরকাল আভ্যন্তরিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

বিজ্ঞানের প্রথম ক্রম হইল সত্যতা প্রতিপাদন, দ্বিতীয় পরিমাণ নিরূপণ, এই আদর্শে পৌঁছিবার সকল বিজ্ঞানেরই উচ্চাভিলাষ থাকে কিন্তু অল্প সংখ্যকই তাহা পারে। স্পষ্ট বুঝা যায় যে পরিমাণের রাজ্যের ভিতর সংখ্যা, ওজন ও মাপ থাকে; গুণধর্ম্ম হইতে পরিমাণে যাইবার প্রক্রিয়া আমাদিগকে উত্তরোত্তর সঠিক নির্দ্ধারণের দিকে লইয়া যায়: কিন্তু গুণ হইতে পরিমাণে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় এবং কিরূপ অবস্থায় হয় তাহা কে বলিবে?

হেজেল এক জায়গায় বলিয়াছেন যে গুণকে চাপিয়া রাখিলেই পরিমাণ হয়, ইহাতে অস্পষ্ট রকমে বলা হইল যে পরিমাণ হইতেছে ক্যাম্বিস কাপড় যাহার উপর গুণ রূপ সূচীকার্য্য করা হইয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে যাহাকে গুণ বলি তাহা আমাদের নিকট আনন্দ-দায়ক কিম্বা কষ্টদায়ক অনুভূতির আকারে আসে সুতরাং ইহা আত্মগত জিনিস হইল। কোনরূপ সংবেদন যদি হয় যথা উত্তাপের অনুভূতি, ইহা আমাকে এক প্রকারে বিচলিত করিল, কিন্তু ইহা কম বেশী হইতে পারে, তাহা হইলেই ইহাকে মাপিতে পারি কিম্বা ইহার পরিমাণ স্থির করিতে পারি। সকল অনুভূতির বিষয়ই এইরূপ, মনের জোরের দ্বারা ইহা হইতে উৎপন্ন আনন্দ কিম্বা কষ্টকে যদি চাপিয়া রাখি কিম্বা সে বিষয়ে যদি উদাসীন হই, কি থাকিল, না পরিমাণ।

এরূপে সকল গুণের নিচে পরিমাণ রহিয়াছে। পরিমাণই অধিক ব্যাপক এবং সেই জন্য অতি সরল ও মাপের উপযুক্ত। গুণকে পরিমাণে গনিতে পারিলে শেষোক্তর মত উহাকেও মাপা যাইতে পারে। গুণের

পরিবর্ত্তনের অনুপাতে যদি পরিমাণ পড়িল তাহা হইলেই অঙ্কশাস্ত্রের ভিতর আসিয়া পড়িল। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত ভিন্ন ভিন্ন গতির মিল আছে। পদার্থতত্ত্ববিদেরা আলো ও উত্তাপ সম্বন্ধে ইহাদের গুণকে ত্যাগ করিয়া স্পন্দনের গতিকে যান্ত্রিক নিয়মে ফেলিতে পারেন। এইরূপে যন্ত্র বিদ্যা, জল বিদ্যা, দৃষ্টি বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান, উত্তাপ বিজ্ঞান এ সকলেই অঙ্কশাস্ত্রের ভিতরে আসিতে পারে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন উত্তরোত্তর কঠিন হইতে থাকে যত সরল গুণ হইতে জটিলে আমরা উঠিতে থাকি। প্রাণ এবং চিন্তার উপর সংখ্যা এখনও কিছুই করিতে পারে না, আর উহাদের উপর যে কখনও আধিপত্য করিতে পারিবে তাহাও সম্ভব নহে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা এখন বংশানুক্রমিতার উপর আরোপ করিতে হইবে।

শারীরতত্ত্ব, মানসিক ব্যাধি, জীব জন্তু ও মনুষ্যের মনস্তত্ব, এই সকলের নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নানারূপ বংশানুক্রমিক চালনার উপর আরোপ করা হইয়াছে। ইহার পর আমরা এই দৃশ্য সকল যে উদয় করাইতেছে সেই স্থায়ী নিয়মটিকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেটি হইতেছে প্রস্তাবিত বংশানুক্রমিতা যাহা জীবতত্ত্বের একটি নিয়ম; অন্যান্য কারণ জন্য এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি এ অনুমান প্রমাণ-যোগ্য এবং ইহাতেই ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য পাওয়া যায়।

যে সকল তথ্য এ নিয়মকে দাঁড় করাইয়াছে, তাহারাই ইহাকে সাব্যস্ত করিতেছে অর্থাৎ সরল সাধারণ নিয়মের অলঙ্কৃত করিতেছে। শারীরতত্ত্ব ও মানসতত্ত্বের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে বংশানুক্রমিতার অনুমানকে চরম বলা ছেলেমি হইবে। তথাপি যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের উপর আমাদের বিশ্বাস অবিচলিত রহিয়াছে, যেহেতু ঐ সকল তথ্যের প্রকাশ কেবল আধ্যাত্মিক জিনিস নহে; বংশানুক্রমিতার নিয়ম সকলকে পরিমাণ মূলক পরীক্ষার

ফেলা যাইতে পারে। "বংশানুক্রমিক প্রতিভা" নামক আধুনিক গ্রন্থে সংখ্যা বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। এ গ্রন্থকার কি কি ফল পাইয়াছেন তাহার কথা এখন বলিব।

২

মিঃ গ্যাল্টনের পুস্তকে ইংরাজদের লিখিত পুস্তকে যেরূপ হইয়া থাকে দোষ গুণ দুইই আছে; অনেক অঙ্ক, যথেষ্ট তথ্য কিন্তু সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করণের চেষ্টা অতি সামান্য। তাঁহার কার্য্য প্রণালী কেবল সংখ্যা বিবরণী দেওয়া। তাঁহার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সাধারণ কিম্বা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা নহে কিন্তু কেবল এই প্রশ্ন যে প্রতিভা কি বংশানুক্রমিক তাহা যদি হয় তবে কি পরিমাণে তাহা ঘটিয়া থাকে; একজন বিখ্যাত বড় লোকের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিতে হইবে যে তাঁহার পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ইত্যাদির ঐরূপ বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা কতদূর। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গ্যাল্টন বড় লোকেদের জীবন চরিত খুঁজিয়াছেন, তাঁহাদের বংশাবলী টানিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, ও ফল কি হইল তুলনা করিয়া গড় বাহির করিয়াছেন, ইহার সিদ্ধান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

ইংরাজ জজেদের কাহিনী ১৬৬০ হইতে ১৮৬৫ পর্য্যন্ত লইয়া এ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি এই ৮ জন জজ তিনি বলেন অসাধারণ লোক যাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাদের এবং ইহাদের আত্মীয়বর্গের জীবনচরিত ভালরূপ জানা আছে। এখানে অনেক সংখ্যক ঘটনাকে একত্র করায়, ফল পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে।

২০৫ বৎসরের মধ্যে ২৮৬ জন জজের ভিতর ১১২ জনের বিখ্যাত আত্মীয় ছিল। ইহা হইতে এই সম্ভাবনা হইতেছে যে একজন জজের পরিবারের মধ্যে এক কিম্বা একাধিক খ্যাতনামা লোক দেখা যাইবে,

ইহা ১'৩ সংখ্যার অনুপাতকে অতিক্রম করিতেছে। এরূপ দল নিত্যই দর্শন যোগ্য। এই সকল সাধারণ দল হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খর দিকে যাইলে দেখা যায় যে এই সম্ভাবনা নিকট হইতে যত দূর সম্পর্কে যাওয়া যায় ততই কমিয়া যায়; বাপ, ছেলে, ভাই অপেক্ষা পিতামহ, খুল্লতাত, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রে কম, আবার প্রপিতামহ, বাপের খুড়া, খুড়তুতো ভাই, ও ভাইপোর ছেলেতে আরও কম।

মনে করা যাউক একশত পরিবারের ভিতর জজ হইয়াছে এবং প্রত্যেক পবিবারে N (এন) সংখ্যক খ্যাতাপন্ন লোক জন্মিয়াছে তাহাদের বিখ্যাত কুটুম্বদের সংখ্যা এইরূপ হইবে:—বাপ ২৬; ভাই ৩৫; ছেলে ৩৬; পিতামহ ১৫; খুড়া ১৮; ভাইপো ১৯; পৌত্র ১৯; প্রপিতামহ ২; বাপের খুড়া ৪; সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই ১১; ভাইপোর ছেলে ১৭। নিম্নের তালিকা দৃষ্টে এ উক্তি সহজে বুঝা যাইবে।

১ তালিকা।

২ প্রপিতামহ		
১৫ পিতামহ	৪ পিতামহর ভাই	১৮ খুল্লতাত
২৬ পিতা		১১ সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই
১০০ N (এন)	৩৫ ভাই	
৩৬ পুত্র	১৯ ভাইপো	
১৯ পৌত্র	১৭ ভাইপোর ছেলে	
৬ প্রপৌত্র		

জজদের সম্বন্ধে এই আংশিক গ্রন্থ হইতে যদি আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাই তাহা হইলেও ফল প্রায় ঐরূপই হইবে। গ্যাল্টন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লোকদিগকে ৭ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—রাজনীতিজ্ঞ, সেনাপতি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, পুরোহিত। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ১০০ পরিবার ধরিয়া আলোচনা

আরম্ভ করিয়াছেন, যেখানে ২০, ২৫, কিম্বা ৫০ পরিবার পাইয়াছেন সেখানে ফলকে ৫, ৪, ২ দিয়া গুণ করিয়া লইয়া একশতের অনুপাতে ফেলিয়াছেন। নিম্ন তালিকায় ইহা দেখান হইল :—

২ তালিকা।

	জজ	রাজনৈতিক	সৈন্যাধ্যক্ষ	সাহিত্যিক	বৈজ্ঞানিক	কবি	শিল্পী	পুরোহিত	গড়.
পিতা	২৬	৩৩	৪৭	৪৮	২৬	২০	৩২	২৮	৩১
ভ্রাতা	৩৫	৩৯	৫০	৪২	৪৭	৪০	৫০	৩৬	৪১
পুত্র	৩৬	৪৯	৩১	৫৪	৬০	৪৫	৪৯	৪০	৪৮
পিতামহ	১৫	২৮	১৬	২৪	১৪	৫	৭	২০	১৭
খুল্লতাত	১৮	১৮	৮	২৪	১৬	৫	১৪	৪০	১৮
ভ্রাতুষ্পুত্র	১৯	১৮	৩৫	২৪	২৩	৫০	১৮	৪	২২
পৌত্র	১৯	১০	১২	৯	৯	৫	১৮	১৬	১৪
প্রপিতামহ	২	৮	৮	৩	০	০	০	৪	৩
পিতামহের ভাই	৪	৫	৮	৬	৫	৫	৭	৪	৫
সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই	১১	২১	২০	১৮	১৬	০	১	৮	১৩
ভাইপোর ছেলে	১৭	৫	৮	৬	১৬	১০	০	০	১০
প্রপৌত্র	৬	০	০	৩	৭	০	০	০	৩

কবি এবং শিল্পীদের স্তম্ভ ২টী বাদ দিলে অন্যান্য স্তম্ভের অঙ্কগুলি তুলনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রথম স্তম্ভ জজদের সঙ্গে শেষের স্তম্ভ

গড়ের তুলনা করিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়; জজদের কুটম্বদিগের বিষয় গ্রন্থকার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন বলিয়া।

৩০০ পরিবারের ভিতর ১০০০ গণনীয় লোকের মধ্যে ৪১৫ জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থকার ভাবেন যে যদি কোন নিয়ম থাকে এতগুলি ঘটনার আলোচনায় তাহা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িবে। এই নিয়ম দ্বিতীয় তালিকার শেষ স্তম্ভে দেওয়া হইয়াছ। খ্যাতাপন্ন লোকের বিখ্যাত কুটুম্ব থাকার সম্ভাবনা, বাপের পক্ষে শতকরা গড় ৩১; ভাইয়ের সঙ্গে ৪১; ছেলের সঙ্গে ৪৮, ইত্যাদি।

খ্যাতাপন্ন লোকদের কুটম্ব যাহারা উন্নত হইতেছে তাহার সম্ভাবনা হিসাবে আনিতে হইলে অর্দ্ধেকের কম দেখা যায়।

বাপের পক্ষে একের সঙ্গে ছয় যেরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট সেইরূপ; ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ১ : ৭; প্রত্যেক পুত্রে পুত্রে ১ : ৪; পিতামহ, ১ : ২৫; খুল্লতাত ১ : ৪০; ভ্রাতুষ্পুত্র ১ : ৪০; পৌত্র ১ ; ২৯; সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই ১ : ১০০, অপরাপর কুটম্বের ১ ; ২০০।

দ্বিতীয় তালিকায় বাপ অর্থে বাপ মা উভয় বুঝাইতেছে, এবং ভাই অর্থে ভাই ভগ্নী উভয়, এক কথায় স্ত্রী পুরুষ দুই একটী শব্দে প্রকাশ করিতেছে।

৩ তালিকা।

	জজ	রাজনীতিক	সেনাধ্যক্ষ	সাহিত্যিক	বিজ্ঞান পণ্ডিত	কবি	শিল্পী	পুরোহিত	দাঁড়ী
পুরুষ	৭৪	৬৪	৬৮	৭৪	৭১	৯৪	৮৫	২৭	৭০
স্ত্রী	২৬	৩৬	৩২	২৬	২৯	৬	১৫	৭৩	৩০
সমষ্টি	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

দুইটী গড় তুলনা করিলে পুরুষ ৭০ ও স্ত্রী ৩০ বিস্মিত হইতে হয়; গ্রন্থকার ইহার কারণ বাহির করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া সন্তোষকর সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। বড় লোকদের জীবন চরিত্রে তাহাদের মার উল্লেখ থাকিলেও অপরাপর স্ত্রীলোক কুটম্বদের কথা কিছুই থাকে না; তৃতীয় তালিকায় ২ ও ৩ এর স্তম্ভ, রাজনীতিক ও বড় সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। গ্রন্থকার মনে করেন যে এ সমস্যার সন্তোষকর সমাধান হইবে যখন ইহা স্বীকার করা যাইবে যে বড় লোকদের কন্যা, ভগ্নী ও মাসীরা সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা ঘরে মানসিক ও নৈতিক বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা প্রাপ্ত হন কিন্তু অপর স্ত্রীলোকের ন্যায় অনেকে বিবাহ করেন না। তিনি মনে করেন এ অনুমান পরীক্ষায় দাঁড়াইবে, যদি তথ্যগুলিকে পরীক্ষায় ফেলা যায় কিন্তু ফেলাই অসম্ভব।

৩য়।

গ্যাল্টনের বৃহৎ পুস্তকখানি তথ্য ও অঙ্কে পূর্ণ, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা নাই, যদিও আধ্যাত্মিক ভাবকে বাহ্যিক সত্যের পদবীতে উন্নত করিবার সঠিক চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে গ্যাল্টনের প্রণালী হইল সংখ্যা-বাচক যেরূপ আমাদের প্রধানতঃ গুণবাচক। পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে তথ্য সকলের তুলনা করিয়া আমরা জীবতত্ত্বের সার্ব্বজনীন নিয়ম বংশানুক্রমিতায় পৌঁছাই; যে নিয়ম হইতেছে অবশ্যম্ভাবী, অপরিবর্ত্তনীয় এবং দোষশূন্য যদি গৌণ কারণ কিছু ভিতরে না আসে। এই নিয়মের বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তির পরীক্ষা করা হইয়া ৩টা কিম্বা ৪টী সূত্রে ফেলা হইয়াছে। আমাদের মতে, আইন সকল হইতেছে তথ্য সকলকে সরল সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূত করণ।

গ্যাল্টনের নিকট তথ্য সকল গণনার সামগ্রী, তিনি ঐ গুলিকে একত্র করিয়াছেন নিয়ম বাহির করিবার জন্য নহে কিন্তু গড় কষিবার জন্য। তাঁহার পুস্তকে বংশানুক্রমিতার সাধারণ সূত্রের উপর বৈশ্লেষিক

গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রণালী হইল সংখ্যা বিবরণী প্রকাশ করা। এখন প্রশ্ন হইতেছে নৈতিক তথ্যের উপর আরোপ করিলে ইহার কোন মূল্য আছে কিনা?

সংখ্যা বিবরণী সংজ্ঞার আচার্য্যেরা ব্যাখ্যা করেন ইহা হইতেছে সামাজিক ঘটনার বিজ্ঞান গণিতাঙ্কে প্রকাশিত। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে নৈতিক সামাজিক দৃশ্য সকল, যাহাদিগকে গণিতাঙ্কে ফেলা যাইতে পারে, তাহাদিগকে শৃঙ্খলার সহিত একত্র করিয়া গুচ্ছ করা। ইহার প্রণালী হইল বিবৃতি ও উপপাদন। বিবৃতির প্রক্রিয়া অপরটী অপেক্ষা বেশী সরল ও নিশ্চিত, ইহাতে কেবল গড়ের হিসাব থাকে এবং এই সত্যের উপর স্থাপিত যে "অনির্দ্দিষ্ট বহুকাল ব্যাপী ঘটনার শ্রেণীর উপর বিশৃঙ্খল কারণ অপেক্ষা স্থায়ী কারণের কর্তৃত্ব মোটের উপর অধিক দেখা যায়" একথা লাপলাস বলিয়াছেন। অপর দিকে উপপাদনের পদ্ধতি হইতেছে সামাজিক তথ্য সকলকে গণিত এবং বীজ গণিতের পদ্ধতিতে ফেলিয়া সংখ্যায় আনয়ন করা এবং সাদৃশ্য ও সম্ভাবনা ধরিয়া সেই সকল বিস্তৃত অনুমানে লইয়া যাওয়া যেগুলি সামান্য সংখ্যক ঘটনায় দেখা গিয়াছে। গ্যাল্টন উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন বিশেষতঃ দ্বিতীয়টী।

সংখ্যা বিবরণীকে যত আক্রমণ ও বিদ্রুপ করা হউক না কেন আমার বিশ্বাস ইহা একটী প্রকৃত বিজ্ঞান ও ইহার কার্য্যকারিতাও খুব বেশী। আমার মতে ইহার অনুমান সকলকে গণিতাঙ্কে ফেলা যাইতে পারিবে ইহা একটী ভুল ধারণা। বিজ্ঞানের দুইটা মূর্ত্তি আছে, একটীর উদ্ভব বাহ্য বস্তু হইতে এবং অপরটী পূর্ণাবয়ব ধারণ করে যখন অঙ্কে আসিয়া পড়ে। সংখ্যা বিবরণী দ্বিতীয়টী পাইবার আশা করে কিন্তু এখন প্রথমটীতে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার এখনও অঙ্কের ভিতর আসিবার সময় হয় নাই যদিও ইহা বুঝাইবার জন্য বড় বড় অঙ্কের স্তম্ভ, হিসাবের তালিকা দেওয়া হয়: আমরা একটী নৈতিক

এবং সামাজিক দৃষ্টান্ত দেখিলেই বুঝিতে পারিব, মনুষ্যের স্বাধীনতা-প্রিয়তা। সংখ্যা বিবরণীর সামগ্রী ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে; ক্যুইলেলেট ও বকল বিশেষ পারকতার সহিত ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে সাধারণ অপরাধ এবং প্রত্যেক রকমের অপরাধের সংখ্যা বৎসর বৎসর প্রায় সমান থাকে; অবস্থা সকল এক-রূপ থাকিলে বৎসরের প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে চুরি ডাকাতি খুন ইত্যাদি কতগুলি হইবে। ফরাসী দেশের অপরাধের বিবরণ পাঠ করিলে এবং বহু বৎসরের ঐরূপ বিবরণ তুলনা করিলে দেখা যায় প্রত্যেক রকমের অপরাধের সংখ্যা অতি সামান্য পার্থক্যের ভিতর দুলিতে থাকে অর্থাৎ প্রায় এক থাকে। আত্মঘাতীর সংখ্যা প্রত্যেক বৎসরে প্রায় এক থাকে। লণ্ডন নগরে ৫ বৎসরে ইহার সংখ্যা ২১৩ হইতে ২৬৬ পর্য্যন্ত পার্থক্য হইয়াছিল। এমন কি যে সকল ঘটনা দৈবের দ্বারা শাসিত এবং যাহা নিবুঁদ্ধিতা হইতে উৎপন্ন তাহাদের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা থাকে। লণ্ডন এবং প্যারিস নগরে দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক বৎসরে প্রায় এক রূপ সংখ্যক পত্র ডাকঘরে পড়ে যাহার উপর ঠিকানা লেখা হয় নাই।

আমি সে তর্ক এখানে উঠাইতে চাহি না যে আমাদের কার্য্য সকল স্বাধীন ইচ্ছা না দৈবের দ্বারা চালিত, আর উপস্থিত প্রণালীর দ্বারা তাহার উত্তর হইতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য কেবল দেখা যে ইহা হইতে সংখ্যা বাচক সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ঐরূপ নিশ্চিত সত্যে যাওয়া যায় না। যখন আমরা শুনি যে ইহা দ্বারা আমরা পূর্ব্বে বলিতে পারি যে এ বৎসরে কতগুলি খুন, চুরি, আত্মহত্যা ও বিবাহ হইবে তাহার অর্থ মোটের উপর আন্দাজী হিসাব মাত্র গণিতাঙ্কের ধ্রুব সত্য নহে। ধর কোন পরিবারে একজন বড়লোক জন্মাইল, গ্যাল্টনের গড়ের হিসাব লইয়া কেহ কি বলিতে পারে যে কতগুলি খ্যাতাপন্ন ভ্রাতা, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র সেই পরিবারে হইবে সেই সেইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যেমন

আমরা গ্রহণের দিন ও ঘণ্টা গণনা করিয়া বলিতে পারি ইহা মনে করা ভুল, যে গণিতের প্রক্রিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা পাইব। অঙ্কে ফেলার সুবিধা এই, যে রাশিকৃত তথ্য চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, যাহাদের ভিতর দর্শন যোগ্য কোন সম্বন্ধ নাই এবং দৈব ঘটিত বলিয়া মনে হয়, সংখ্যাকারী সেগুলিকে তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে মিল বাহির করেন এবং সেই মিলকে নিয়ম বলিয়া ধরেন। ফলের মিল হইতে আমরা কারণের মিল বাহির করি; নৈতিক এবং মানসিক ঘটনা হইতে যেমন মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অবস্থায় আমরা উঠি যাহা হইতে তাহাদের উদ্ভব, এমতে সংখ্যা বিবরণীকে আমরা নীতি এবং মানসতত্ত্বের আলোচনার কালে লাগাইতে পারি। সামাজিক জীবনের কতকগুলি দৃশ্যকে একত্র করিয়া তাহা হইতে যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহাকে প্রমাণ করিতে পারি এবং ঠিক হইল কি না দেখিতে পারি; ইহা মনের পূর্ণ মাত্রায় আধ্যাত্মিক পরিদর্শনকে বাহ্য বস্তুর ন্যায় মূল্য দেওয়া যাইতে পারে এবং এই উপায়ে আন্দাজী জিনিসকে বিজ্ঞানের অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে। ইহা মানস তত্ত্ববিদ ও নীতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতকে সামগ্রী যোগায় যাহার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা মিশান থাকে। কিন্তু ইহা বিজ্ঞানের আরম্ভ হইল পূর্ণতা নহে।

প্রকৃত কথা, নীতিশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায়, সংখ্যার দ্বারা সকল রকম সমস্যার সাধন হয় না। বর্ত্তমান শতাব্দীর দার্শনিকেরা দেখাইয়াছেন, যাহার অনেক পরিমাণ কার্য্য কোমত প্রবর্ত্তিত দর্শনের মতাবলম্বীরা সম্পন্ন করিয়াছেন, যে বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক মতগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নহে তাহারা সকলেই এক এবং তাহাদের মধ্যে যাজক তান্ত্রিক অধীনতা রহিয়াছে, যাহাকে জটিল মনে হয় কিন্তু তাহার পশ্চাতে সরল বস্তু রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। সরল হইতে জটিলের দিকে বর্দ্ধন-শীল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নানা মূর্ত্তি হইতেছে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং সমাজতত্ত্ব। সামাজিক দৃশ্যের পশ্চাতে চিন্তা এবং বোধ (সংবেদন) রহিয়াছে, উহাদের পিছনে প্রাণ, প্রাণের পিছুনে পদার্থবিদ্যা

সম্বন্ধীয় এবং রাসায়নিক অবস্থা, তাহার পিছুনে অঙ্ক এবং উহার পিছুনে দুর্ব্বোধ্য দেশ কাল ও সংখ্যা যাহারা সত্ত্বার অস্পষ্ট সাধারণ অবস্থা। এই উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিত জটিলতা ও হ্রাস প্রাপ্ত বিস্তীর্ণতার শ্রেণীতে নিম্নতর বিজ্ঞানগুলি তৈয়ারি হইবার পুর্ব্বে উচ্চতর বিজ্ঞানগুলি থাকিতে পারে এরূপ কল্পনা করা নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে। অঙ্ক শাস্ত্রেই কেবল এবং কতক পরিমাণে পদার্থ বিদ্যাতে পরিমাণাত্মক জিনিষ থাকিতে পারে; জীব তত্ত্বের ভিতরে ইহা এখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, ইহা যদি না হইল তাহা হইলে কেমন করিয়া নৈতিক ও সমাজতত্ত্বে ইহা পৌছাইবে? ইহা সন্দেহের বিষয় যে কোন কালে ইহাতে পৌছাইবে কিনা। এই সকল দৃশ্যের সূক্ষ্মবুননকে খুলিতে সংখ্যা হইতেছে অতি মোটা যন্ত্র এবং তাহাদের জটিল বহুগুণিত প্রকৃতির ভিতর গভীর রূপে ঢুকিবার পক্ষে এ যন্ত্রটী অত্যন্ত ভঙ্গ-প্রবণ। ইহার বাহ্যিক নির্ভুলতা সত্ত্বেও ইহা বাহিরেই থাকিয়া যায় কারণ ইহা কেবল আমাদিগকে পরিমাণ দেয় যাহা গুণের তুলনায় অতি সামান্য জিনিস।

বংশানুক্রমিতার ভিতর এই সংখ্যাবাচক গবেষণা যাহা করিতে চাহিয়াছিল তাহা করিতে পারিল না, তথাচ তথ্য সকল তুলনা করিয়া অঙ্ক সকলকে গুচ্ছে গুচ্ছে একত্র করিয়া আমরা অপর রাস্তা দিয়া সেই ফলে পৌছিলাম। ইহা মানস তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা সাব্যস্ত করিল এবং নিয়ম সকলের বাহ্যিক অস্তিত্ব স্থাপন করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বংশানুক্রমিতার নিয়ম সকলের ব্যতিক্রম।

(১)

বংশানুক্রমিতার নিয়ম চর্চ্চা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না যদি ইহার ব্যতিক্রম গুলির পরীক্ষা না করা যায়। কোন আইনের প্রকৃতির পরিষ্কার জ্ঞান পাওয়া যায় না যতক্ষণ ইহার ব্যতিক্রমগুলি না বুঝা যায়।

এ স্থলে ইহার আলোচনা অত্যাবশ্যকীয়, কারণ গুণের বংশানুক্রমিক চালনার লঙ্ঘন এত বেশী এবং চিত্তাকর্ষক যে সময়ে সময়ে আমাদের ইতস্ততঃ করিতে হয় যে সত্য সত্যই এসকল দৃশ্যের পিছুনে লুক্কায়িত কোন আইন আছে কিনা। এই সকল কাঠিন্যর জন্যই একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক বংশানুক্রমিতার বিপক্ষে একটী বিরুদ্ধ মত খাড়া করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সকল রকম ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা হয়, এবং যাহাকে অন্তর্জাত দেহভূত ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

এ অনুমানের আলোচনার পূর্ব্বে এবং বংশানুক্রমিতা ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ দেখাইবার পূর্ব্বে আমরা কতকগুলি তথ্যের কথা বলিব।

শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জগতে এ সকল ব্যতিক্রমকে সহজে দেখান যায় আভ্যন্তরিক কিম্বা বাহিক গঠনে মুখাবয়বে, শরীরোচ্চতায় এবং মেজাজে।

যদিও ভাই বোনের মধ্যে সাধারণতঃ সাদৃশ্য থাকে তথাচ অনেক স্থলে মুখের নাক চোক কাণের এত বিভিন্নতা দেখা যায় যে এক পরিবারের লোক বলিয়া বুঝা যায় না। এ পার্থক্য এমন কি জমজের (twins) ভিতরেও দেখা যায়। সিনিবল্ডি বলেন যে রোমে ইহা কেমন করিয়া হয় যে কদাকার

চাষা ও বীভৎস আকৃতির নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পুত্র বড় লোকের ছেলে কিম্বা, রাজ সভার লোকের মত কমনীয় মূর্ত্তি ও নিখুঁট সুন্দর হয়। ইহা কি আটাভিজম হইতে, হইতে পারে না? বাপ মা খাড়া দেহ বিশিষ্ট উভয়ের পরিবারের ভিতর কেহ বিকলাঙ্গ কদাকার নাই কিন্তু পুত্র জন্মিল কুব্জপৃষ্ঠ। বিকলাঙ্গ বাপ মায়ের সোজা দেহ বিশিষ্ট পুত্র হইল।

মাজারি উচ্চতা বাপ মা ছেলে হইল লম্বা। সবল সুস্থ পরিবারের ভিতর স্বাভাবিক উচ্চতা সমন্বিত বাপ মায়ের খর্ব্বাকার পুত্র জন্মিল। একজন লোকের স্ত্রীর গর্ভে ৮টী ছেলে হইল তন্মধ্যে ৪টী বামন। রাজা ষ্ট্যানিস্লসের বিখ্যাত বিবি নামক বামন গোটে ৩৩ ইঞ্চি উচ্চ ছিল, যদিও ভল্জেস প্রদেশে তাহার বাপ মা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও স্বাভাবিক উচ্চতাবিশিষ্ট। পোলিশ ভদ্রলোক বরোলক্সী ২৮ ইঞ্চি উঁচু ছিলেন। তাঁহার একটী ভাই ও একটী ভগ্নীও বামন ছিল, কিন্তু অপর তিনটী ভাই ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ছিল।

আপনা আপনি উদ্ভবের দৃষ্টান্ত দেহের কোন যন্ত্রবিশেষে কিম্বা সমস্ত শরীরে দেখা যায়। পারিবারিক শারীরিক অবস্থা সেই পরিবারের সকলকার ভিতর যে থাকিতে হইবে, এরূপ নহে, কতকগুলির ভিতর থাকিলেই হইল।

মানুষের প্রকৃতির বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য জিমারম্যান কতকগুলি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; এক জনের নখ কাটিবার সময় অসহ্য যন্ত্রণা হইত আর একজনের স্পঞ্জ দিয়া মুখ ধোয়াইবার সময় ঐরূপ হইত।

কাহার পক্ষে কফি বমন কারক এবং জোলাপ ধারক হইয়া দাঁড়ায়। হাচনএর ৭।৮ সুমিষ্ট ফল ষ্ট্রবেরী খাইলেই পেঁচুনি হইত আর টিসট্ বমি না করিয়া চিনি গিলিতে পারিতেন না।

দৃষ্টান্ত আর বাড়াইবার দরকার নাই; শরীর যন্ত্রের বিশেষত্ব জন্মগতই হউক কিম্বা স্বাভাবিক বৈচিত্র জন্যই হউক সাধারণতঃ বংশানুক্রমিতা আইনের ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে হইবে। বহু অঙ্গুলি ও কম অঙ্গুলি বিশিষ্টতা, গর্দাকাটা এবং অপরাপর বিকলাঙ্গতা জাতীয় নিদর্শনের বিচ্যুতি বলিতে

হইবে। মানুষ শজারু এডওয়ার্ড ল্যাম্বার্টের বিখ্যাত অবস্থা এস্থলে স্মরণ করা উচিত যাঁহার পিতামাতা সুস্থ ও পূর্ণাবয়ব ছিলেন, ল্যাম্বার্ট কিন্তু তাঁহার ছেলেদিগকে এই শক্ত আঁইসযুক্ত চামড়া দিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে দেখা যায় যে বংশানুক্রমিতা তাহার নিয়ম উহার ব্যতিক্রমের উপরও বসাইতে চাহে।

জীবজন্তুদের সকল জাতির ভিতর অন্য জাতির সঙ্গে সঙ্গম হইতে নহে, কিন্তু আপনা আপনি উৎপন্ন যে সকল ব্যতিক্রম দেখা যায় সে গুলি স্বয়ংজাত এবং বংশানুগ মিশ্রণের ফল, স্বয়ংজাত হইতে উৎপত্তি এবং বংশানুগতি হইতে স্থায়িত্ব। আর্জেণ্টাইন রেপবলিকের শিং শূন্য বৃষ ও পাছা শূন্য মোরগ ও ক্ষুদ্রকায় গৃহপালিত কুক্কুটে ইহা দৃষ্ট হয়।

শারীর তত্ত্ব হইতে মানসতত্ত্বে যাইলেও এরূপ চিত্তাকর্ষক আপনা আপনি উদ্ভবের দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। মস্তিষ্ক বিদ্যাবিদেরা অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে জন্তুদিগের মধ্যে অভ্যাস, চরিত্র, দৈহিক প্রবৃত্তির সাদৃশ্য থাকিলেও এক পরিবারের জীবের ভিতর অনেক পার্থক্য থাকে যেগুলি শিক্ষার ফল নহে আপনা আপনি উদ্ভবের ফল। গাল কলেন নেকড়ে বাঘের ছানাগুলিকে তাহাদের মাতার নিকট হইতে তফাৎ করিয়া একভাবে প্রতিপালন করিয়া বড় করিলে কতকগুলি কুকুরের ন্যায় শান্ত হয় ও পোষ মানে অপরগুলি তাহাদের স্বাভাবিক প্রচণ্ডতা বজায় রাখে।

জমজের ভিতরও ভাবের প্রবৃত্তির রুচির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীনেরাও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বিকটাকার জীব যেমন প্রেসবার্গ সহরের রীতা খ্রীষ্টানা যাহারা কটিদেশে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়াছিল এবং যাহাদের কথা সেরীজ বলিয়াছেন যে তাহারা চরিত্রে একবারে বিভিন্ন, একজন শান্ত, ধীর, কাম ক্রোধের বশ নহে এবং দেখিতে সুন্দর, অপরটী কুৎসিত, ঝগড়াটে, বদ মেজাজী

ও প্রচণ্ড রিপুর বশ। এ দুই ভগ্নী ২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল এবং যে মঠে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল সেখানে পরস্পর এত ঝগড়া করিত যে তাহাদের উপর একজনকে সর্ব্বদাই পাহারা দিতে হইত। স্বয়ংজাত নিয়মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না কারণ অনেক বড়লোকের ছেলেরা বাপের উপযুক্ত সন্তান হয় না। প্রকৃতির কোন অদ্ভুত খেয়াল হইতে পেরিক্লিসের ২টী নির্ব্বোধ ছেলে প্যাক্সালস ও জাণ্টিনস ও ১টী উন্মাদ ক্লিনিয়াস সন্তান জন্মিল কে বলিবে; কিম্বা সচ্চরিত্র আরিষ্টিপস হইতে অপযশস্কর ঘৃণিত লাইসিম্যাক্স জন্মিল কিম্বা গাম্ভীর্য্যশালী থিউসিডাইডিজ হইতে বোকা মাইলে সিয়সের ও স্থূলবুদ্ধি ষ্টীফানসের উদ্ভব হইল; মিতাচারী ফোসিয়ন হইতে লেম্পট ফোকসের উৎপত্তি; সফোক্লিস, আরিষ্টারকস, সক্রেটিজ থমিষ্টক্লিস এ সকলকারই অনুপযুক্ত পুত্র হইয়াছিল। রোমের ইতিহাসেও ঐরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়: সিসিরোর পুত্র আর্ম্মানিকস ক্যালিগুলা ভেস্পসিয়নের ডোমিসিয়েন মার্কস অরিলিয়স এবং কমোডস। বর্ত্তমান ইতিহাসে ৪র্থ হেনরীর ১৪ লুইয়ের, ক্রমওয়েলের, পিটার দি গ্রেটের সন্তানদের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইল; আরও লাফণ্টেন, ক্রেবিলন, গেটে, নেপোলিয়নের ছেলেদের কথা বলা যাইতে পারে।

আমরা এ সকল দৃষ্টান্তকে আপনা আপনি উদ্ভবের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া ধরিতে পারি না। ইহার মধ্যে অধিকাংশই সন্দেহের স্থল এবং অনেকগুলি মিথ্যা। যশস্বী বাপের মাঝারি রকমের ছেলে হইল দেখিয়া বংশানুগতির দোষ হইল সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। ছেলে বাপের গুণ না পাইলেও মায়ের গুণ পাইতে পারে। ইহা এত জায়গায় দেখা যায় যে অনেকে ইহাকেই নিয়ম করিয়া তুলিয়াছে।

লুকাসের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে মাতৃ সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা স্পষ্ট লক্ষিত হয় যেমন ত্রয়োদশ লুই গেটে নেপলিয়নের ব্যাপারে। গ্রীক ইতিহাসের খ্যাতাপন্ন লোকদের তালিকায় তাহাদের মাতৃকুলের বিবরণ যদি পাওয়া

যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে এই সকল অপ্রসিদ্ধ লম্পট লোকেরা তাহাদের মাতা কিম্বা উর্দ্ধতন পুরুষের গুণ পাইয়াছে। এরূপ ভাবে দেখিলে বংশানুক্রমিতার রাজ্য হইতে যে সকল ঘটনা বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক করা হয় নাই।

এরূপ হইলেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে বংশানুক্রমিতা নিয়মের গুরুতর বতিক্রম রহিয়াছে। এ সকল ব্যতিক্রমকে চূড়ান্ত রকমে স্থাপন করিতে হইলে বড়লোকের মাঝারি ছেলে দেখাইলে চলিবে না, ইহাতে কেবল এই দেখাইতেছে যে অজানা পরিবারের ভিতর হঠাৎ একজন বড় লোক উঠিল এরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়। বর্ডাক বলেন বাপ মার বুদ্ধিবৃত্তি সামান্য কিন্তু সকল ছেলেগুলিই খুব বুদ্ধিমান।

সাদাসিধা বাপ মা হইতে সেই সকল বড় লোকের উদ্ভব হয় যাহাদের মনের প্রভাব হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া অনুভূত হয় এবং যাহাদের আবির্ভাব মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের জন্য হইয়া থাকে ঠিক সেই সময়ে, যখন ইহার বিশেষ দরকার। গরীব অজানা নিম্ন শ্রেণীর পরিবার হইতেই উৎকৃষ্ট লোক সকল জন্মিয়া থাকে। নিগ্রো জাতি যাহাদের ধারণা করিবার ক্ষমতার অভাব সকলেই স্বীকার করেন তাহাদের ভিতরেও অদ্ভুত মানসিক বৃত্তি বিশিষ্ট লোকের কথা নৃতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন। টাউসেণ্ট লাউভারচার সাধারণ রাজনীতিক ছিলেন না। প্রিচার্ড বলেন নির্ব্বোধ এসকুইমা ও গ্রীনল্যাণ্ডারদের ভিতর অনেক বুদ্ধিমান লোক দেখা যায়।

শারীরতত্ত্ব ও মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আপনা আপনি উদ্ভবের দৃষ্টান্তে কোন কোন ইন্দ্রিয়ের একবারে অভাব কিম্বা তাহার অসাধারণ রকমের গঠন দেখা যায়। কোন কোন লোক নীল, লাল, কিম্বা হলদে রং একবারে দেখিতে পায় না। পূর্ণ দৃষ্টি-শক্তি-বিশিষ্ট বাপ মায়ের অন্ধ ছেলে হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে সন্তানের মূক বধিরত্ব বাপ মায়ের কোন

দোষ আছে ধরিয়া ব্যাখা করা যায় না, আপনা আপনি হইয়া পড়ে। চিকিৎসকেরা অনেক পরিবারের কথা বলেন যথায় বাপ মা বেশ শুনিতে পায় ও কথা বলিতে পারে কিন্তু সন্তানগুলি হইল মূকবধির। ঘ্রাণ এবং আস্বাদন এমন অসাড়তা প্রাপ্ত হয় যে তাহা বংশানুক্রমিক চালনা হইতে হইয়াছে বলা যায় না। অবশেষে আমরা মানসিক প্রকৃতির বিশেষত্ব ও অসাধারণ অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিব। শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিরল ঘটনার ন্যায় মানসতত্ত্ব সম্পর্কীয় অনেক দুষ্প্রাপ্য ঘটনা পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলিকে বর্ণনা করিতে কেহ যত্ন করে না। ক্ষিপ্ততা, জড়বুদ্ধিতা, চিত্ত বিভ্রম ইত্যাদি রোগের কথা না ধরিয়া, যেগুলি বাহ্যতঃ অন্ততঃ, বাপ মা কিম্বা পুর্ব্বপুরুষে এ সকল ব্যাধির কোন দর্শন যোগ্য চিহ্ন না থাকিলেও ঘটিতে পারে, পুর্ণভাবে নৈতিক অবস্থার কথা বলিব যেগুলি কতক শ্রেনীর অপরাধীর ভিতর দেখা যায় যথা খুনে, দস্যু ও গৃহদাহীর ভিতর যে সকল লোক সম্বন্ধে পুর্ণ ধারণা ও কুসংস্কার ছাড়িয়া দেখিলে মানসিক ব্যাধির বশবর্ত্তী বলিয়া ভাবিতে হইবে যেমন মূক বধিরতা ও অন্ধতা সহজে ভাল হইবার নহে এবং বেশী যাতনাদায়ক। আমরা এই সকল ব্যতিক্রমের ও তাহাদের বংশানুক্রমিতার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছি; কিন্তু অনেক সময়ে এগুলিকে নৈতিক অপরূপ বিকৃত আকারের ঘটনা বলিয়া ধরিতে হইবে। এসকল জীব ডাঃ লুক্যাস বলেন মনুষ্যের আকার মাত্র ধারণ করে কিন্তু তাহাদের রক্তে ব্যাঘ্র ও পশু রহিয়াছে তাহারা নির্দোষী হইয়াও অপরাধী এবং সকল রকম পাপ করিতে প্রস্তুত।

২য়।

তথ্য সকলের দ্বারা বংশানুক্রমিতার নিয়মের ভিতর অনেক গুরুতর ব্যতিক্রম রহিয়াছে দেখাইয়া এখন তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা পরিষ্কাররূপে দেখিয়াছি যে বংশানুক্রমিতা-রূপ আইনকে সন্দেহ করিবার উপায় নাই, যেগুলিকে ব্যতিক্রম বলিয়াছি সেগুলিও পুর্ণভাবে নহে আংশিক ভাবে হইয়া থাকে যেখানে বংশানুক্রমিতা ব্যক্তিগত চরিত্র

চালনা না করে জাতিগত চরিত্র কতকটা চালনা করিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতেছে বংশানুক্রমিতা জীব তত্ত্বের একটী নিয়ম কি না তাহা নহে, সেই নিয়ম নিখুঁত কি না দেখিতে হইবে, নিয়মের ন্যায় ব্যতিক্রম সকলও নিঃসন্দেহে রহিয়াছে তাহাদের নিশ্চয়ই কারণ থাকিতে হইবে, সে কারণ কি? তাহার দুইটী অনুমান আছে:—

প্রথম:— আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে প্রকৃতিতে অত্যাবশ্যকীয় স্থায়ী কারণ একটী রহিয়াছে যাহার ফল হইতেছে আপনা আপনি উদ্ভব অর্থাৎ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উৎপত্তির ব্যাপার দুইটী নিয়মের দ্বারা শাসিত আপনা আপনি উদ্ভব ও বংশানুক্রমিতা; নিয়ম হইতেছে, দৃশ্য সকলের উৎপন্ন ব্যাপারে যাহা স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে ফলের পিছুনে থাকে অর্থাৎ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট তাহাই হইতেছে। এ মত ডাঃ লুক্যাস পোষণ করেন।

২য়:— অপরদিকে আপনা আপনি উদ্ভবকে আমরা দৈবাৎ আগত বলিয়া ধরিতে পারি, অর্থাৎ হঠাৎ হইয়া পড়িয়াছে, প্রাকৃতিক নিয়মের আকস্মিক খেলা, কোন বিভিন্ন বিশেষ কারণের ফল নহে। এ মতানুসারে বংশানুক্রমিতা তাহার ব্যতিক্রম সহিত হইতেছে নিয়ম, দুইটী নিয়ম নহে, বংশানুক্রমিতা ও আপনা আপনি উদ্ভব। এই দ্বিতীয় অনুমানটী আমাদের; কিন্তু ইহাকে প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে ইহার বিরুদ্ধ মতটীর কথা কহিব। ডাঃ লুক্যাস ইহার পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন দার্শনিক মতের উপর ইহাকে আরোপ করিয়া। তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জীব ইহার উদ্ভবের সময় ২টী নিয়মের অধীন যাহাদিগকে তিনি এক সমতলে রাখেন, একটী আপনা আপনি উৎপত্তি যাহার দ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টি করেন ও নূতন জীব আবিষ্কার করেন, অপরটী বংশানুক্রমিতা যাহার দ্বারা প্রকৃতি নকল করিয়া আপনাকে বার বার আবৃত্তি করেন। পূর্ব্বোক্তটী বিভিন্নতার কারণ এবং দ্বিতীয়টী সাদৃশ্যের কারণ। প্রথমটী যদি একেলা দাঁড়াইত পৃথিবীতে অসংখ্য পার্থক্য হইত, আর দ্বিতীয়টী কেবল কার্য্য করিলে সমস্তই

ঠিক এক রকমের হইত। কিন্তু ২টী নিয়ম এক সঙ্গে কার্য্য করার জন্য সেই জাতির সমস্ত জীবিত দ্রব্য, জাতীয় লক্ষণে এক, কিন্তু ব্যক্তিগত লক্ষণে পৃথক। অধ্যাত্ম বিদ্যার দিক হইতে দেখিলে এ সমস্যার মত অসাধ্য সমস্যা আর কিছু নাই। মধ্য যুগে ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছিল, হক্সিটী ও হিক্সিটী এই দুই অদ্ভুত নামে, এরূপ অসভ্য নাম ছাড়িয়া যদি জিনিসে আসি ত দেখিতে পাই যে সেই যুগের দার্শনিকেরাও ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দার্শনিকেরা ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া গণ, জাতি ও সাধারণ নিয়ম সকল লইয়াই ব্যস্ত। সাধারণতঃ প্রকৃত সত্য কোনটি ভাবিতে গেলে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত হইবে যে ব্যক্তি হইতেছে ক্ষণস্থায়ী অকেজো দৃশ্য, অনেকগুলি নিয়মের ফল, যেগুলি বিশ্বের, অসীম অভিব্যক্তিতে হাজার রকমে মিলিতেছে ও পরস্পরকে কর্ত্তন করিতেছে। ডাঃ লুক্যাসের কথায় বৈচিত্রকে ছাড়িয়া যদি সাদৃশ্যকে ধরি তাহা হইলে বংশানুগতি হইবে নিয়ম ও স্বয়ংজাত ব্যতিক্রম। অপরদিকে ব্যক্তিকে যদি প্রকৃত সত্য অবিভাজ্য মূল উপাদান বলিয়া ধরি যে অখণ্ডনীয় সত্তাকে কেহ ভেদ ও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না তাহা হইলে বৈচিত্রকে সাদৃশ্যের উপর বসাইলাম এবং বংশানুগতিকে স্বয়ংজাতের নিকট বলিদান দিলাম।

আমরা পরীক্ষামূলক মানস তত্ত্বের কথা বলিতেছি, অধ্যাত্ম তত্ত্বের এ সব কথার আলোচনা করিব না, প্রথমত একথাও বলিয়া রাখি যে ভূয়োদর্শন জনিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে নামিলে বৈচিত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃতির ভিতর দুইটী সত্তা একবারে সমান দেখা যায় না, ভেড়ার দল দেখিলে মনে হয় একটী ভেড়ার সকলগুলি নকল কিন্তু মেষপালক তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারে! ১০ম আলফন্সোর সভাসদেরা বৃথা দুইটী পাতা এক রকমের আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বৈচিত্র থাকিলেও ইহাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য পথক নিয়ম আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

খুব সাদাসিধা অবস্থায় গোলমাল বাধাইবার কোনরূপ কারণ নাই, এরূপ জননক্রিয়া হইতে একটী জীব আর একটীকে উৎপন্ন করিল, উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদকের সমান হইবে না এরূপ ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ একটী ব্যত্যয় স্বীকার করিলে অপরটীও স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহা হইলে বিনা কারণে এরূপ পদস্খলন হইল ধরিতে হইবে। লিনীয়সের বচন সমান হইতে সমানের উদ্ভব স্বতঃ সিদ্ধের ন্যায় আমাদের মনে লাগে। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে ইহা এত সরল নহে। প্রথমতঃ সাধারণ সৃষ্টি ক্রিয়ায় বিরুদ্ধে বংশানুগতি যুক্ত দুইটী লিঙ্গের মিলন হইয়া থাকে, বৈচিত্রের ইহাই প্রথম কারণ। ইহা ছাড়া জননক্রিয়ার মুহূর্ত্তে দৈবাগত অনেক কারণ কার্য্য করিতে পারে, ইহা আর একটী বৈচিত্রের কারণ। অবশেষে গর্ভ সঞ্চারের পর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অনেক রকম প্রভাব আসিয়া পড়ে।

এমকোয়াট্রি ফ্যাজেস বলেন যে প্রত্যেক জননক্রিয়াতে সন্তানের উপর বাপ মায়ের প্রভাব তিন রকমে পড়িয়া থাকে, সেগুলি হয় সদৃশ হইবে না হয় বিরুদ্ধ হইবে, না হয়, বিভিন্ন হইবে। সদৃশ হইলে চরিত্রগত গুণ যাহা চালিত হইল তাহা বজায় থাকিবে কিম্বা বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিবে. বিরুদ্ধ হইলে সেই গুণ কমিয়া যাইবে কিম্বা পরস্পরে কাটাকাটি করিয়া দিবে। বাপের দূরদৃষ্টি মায়ের অদূরদৃষ্টি সন্তান হইল ভাল দৃষ্টি, দুই বিপরীত প্রভাবের বিরোধের জন্য। বাপ মায়ের চরিত্র যদি কেবল ভিন্ন রকমের হয় সন্তানের চরিত্র দুইয়ের যোগোদ্ভূত শক্তির ফল হইবে, বাপের যে শক্তি বেশী হয় সেই দিকে হেলিবে মায়ের বেশী হয় তাহার দিকেই যাইবে, বংশানুক্রমিতা জন্য বাপ মা হইতে সন্তান ভিন্ন রকমের হইবে। জীব জন্তুর মধ্যে বাপ মায়ের ভিন্ন রকমের রং হইলে ছানার রং বিচিত্র দাগ যুক্ত কিম্বা ডোরা কাটা হইবে, অর্থাৎ বাপ মা হইতে ভিন্ন রকমের হইবে।

এরূপে বংশানুক্রমিতা ইহার মৌলিক নিয়মের ধর্ম্মানুসারে লুক্যাস প্রদর্শিত আপনা আপনি উদ্ভবের খেলা দেখাইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে স্বয়ংজাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে গুলি স্বাভাবিক নিয়ম হইতে হইয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া স্বয়ংজাত যে কোন নিয়মের অধীন তাহা স্বীকার করি না। লুক্যাসের অনুমান পরস্পর বিরোধী। স্বয়ংজাত অনুমানে নিয়মের চিহ্ন কিছু দেখা যায় না, নিয়ম হইল যে সকল দৃশ্যকে ইহা শাসন করে তাহার সঙ্গে এক অর্থাৎ দৃশ্যের ভিতর যাহা স্থায়ী ও অত্যাবশ্যকীয় তাহারি প্রকাশ হইল নিয়ম, যাহা ধরিয়া ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে তাহা বলিতে পারি। গোলযোগ বাধা-ইবার কোনরূপ প্রভাব নাই বংশানুক্রমিতার নিয়মই কেবল কার্য্য করিতেছে মনে কর, তাহা হইলে পূর্ব্বে বলা যায় যে উৎপন্ন দ্রব্য হয় বাপের মত, না হয় মায়ের মত, না হয় উভয়ের মত হইবে। স্বয়ংজাতকে অপরদিকে নিয়ম করিয়া ধর, পূর্ব্বে আমরা কি হইবে তাহা কিছুই বলিতে পারিব না কারণ বৈচিত্র হইল নিয়ম। ইহা হইল স্থায়ী গোলমাল; ইহা হইতে কোন নিয়ম বাহির করা যায় না। কোন বিষয়ের উপর নিয়ম বাঁধিতে হইলে সেই বিষয় ছাড়িয়া গুণ ও ভাবকে চিন্তা করিতে হইবে ইহা হইতেছে বিষয় বিবিক্ত করণ ও সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূত করণ তাহা কিরূপে হইতে পারে যখন বিষয় সকল হইল বিচিত্র রকমের তাহা হইতে পার্থক্য বাদ দিয়া সাদৃশ্য কিরূপে বাহির করা যাইবে। ছাড়া ছাড়ি তথ্য সকল ভিন্ন ভিন্ন রকমের দ্রব্য সকল যাহাদিগকে এক শ্রেণীতে আনিতে পারা যায় না তাহারি নাম বিশৃঙ্খল কিম্বা নিয়ম-শূন্য তথ্য। আমরা বিচিত্র ঘটনার কথা বলিতে পারি কিন্তু বৈচিত্রের নিয়ম বলা যায় না। যখন ২টী জিনিস একবারে সমান দেখা যায় না তখন আমরা বলিতে পারি যে সৃষ্টি শক্তির খামখেয়ালী হস্তক্ষেপের জন্য এরূপ হইয়া থাকে কিন্তু তা বলিয়া ইহাকে নিয়মের স্থায়ী সুশৃঙ্খল কার্য্য বলিতে পারি না।

দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নিয়ম বংশানুক্রমিতা ও স্বয়ং জাততাকে এক সঙ্গে ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। আরও বলিতে পারা যায় যে আমাদের সময়ে

জাতির উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে সকল অনুমান ধরা হয় তাহার ভিতর আপনা আপনি উদ্ভব মতটীকে স্বীকার করা হয় না। পরিবর্ত্তনের প্রধান উৎপাদক নির্ব্বাচন ও বংশানুগতি ছাড়া উঁহাদের পশ্চাতে ওয়ালেশের মতানুসারে অস্পষ্ট ভাবে আদি আদর্শ হইতে বিভিন্ন হইবার ঝোঁক বরাবর রহিয়াছে, ইহাই বিভিন্ন হইবার আদি কারণ এবং ইহা চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা ও আকস্মিক দৈবাগত কারণ হইতে হয়, বুদ্ধির অগম্য কোন কারণ হইতে নহে যেরূপ লুক্যাসের আনুমানিক নিয়ম।

যদি আপনা আপনি উদ্ভবের কোন নিয়ম রহিল না, তখন উহাকে বংশানুগতির ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে হইবে। একটী কারণ নহে বহু কারণের উপর আরোপ করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বংশানুক্রমিতার আইনের যখনি কোন দোষ হইল তখন স্বয়ংজাত বলিয়া ব্যাখ্যা করাই সহজ উপায়। কোন পরিবারে কোন বড় লোক কিম্বা ভয়ানক অপরাধী জন্মিল, ইহা স্বয়ংজাতর ফল বলাই খুব সহজ ব্যাখ্যা; কিন্তু এ ব্যাখ্যা কাল্পনিক হইলে কোন কার্য্যের হইল না। বাস্তবিক কথা কোন সমস্যাই এত দুরূহ ও জটিল নাই যেমন আপনা আপনি উদ্ভবের ব্যাখ্যা যে উহা কিরূপে এত বদলাইল যে বংশানুক্রমিতার অধীন বলিয়া আর চেনা যায় না। শারীর বিজ্ঞান ও মানসতত্ত্বের বর্ত্তমান অবস্থায় এ সকল ব্যতিক্রমকে পূর্ণ এবং সন্তোষকর ভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আমরা ব্যাখ্যার অস্পষ্ট দৃশ্য মাত্র প্রাপ্ত হই।

বংশানুক্রমিতাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন নিয়ম ইহা বহুকালের মত, ইহার বাহিরে যাহা কিছু তাহা ব্যতিক্রম। কড়াকড়ি রকমে আরিষ্টটল ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে বাপ মায়ের সঙ্গে মিলে না সে বিকটাকার জন্তু, তাহাতে প্রকৃতি তাহার জাতীয় আদর্শ হইতে তফাৎ হইয়াছে এবং অধঃপতনের ইহাই প্রথম পৈঠা। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল লেখক এই মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতিক্রমের নানা রূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন সেগুলিকে ৩টী শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে;

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কিম্বা গর্ভ সঞ্চারের মুহূর্ত্তে সেই সকল কারণ কার্য্য করে; জন্মের পরের কারণগুলি যেমন খাদ্য, জলবায়ু, অবস্থা, শিক্ষা ও দৈহিক ও মানসিক প্রভাবের উপর আমরা কোন রূপ গুরুত্ব আরোপ করি না; ইহারা গুরুতর ফল উৎপন্ন করিলেও মৌলিক পরিবর্ত্তন যাহার কথা আমরা বলিতেছি তাহা উৎপন্ন করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকেরা তখনকার দর্শন শাস্ত্রের অনুকূল মত পোষণ করিতেন; কিন্তু এখন আর প্রমাণের দরকার হয় না যে স্বয়ংজাততা বাহ্যিক কিম্বা বিলম্বে আগত কারণের দ্বারা হয়, আর হেল্‌ভসিয়সের সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে শিক্ষার দ্বারা আমরা বড় লোক গড়িতে পারি।

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কিন্তু গর্ভ সঞ্চারের পরে, যে সকল কারণ ধরা যায় সেগুলি জরায়ু সম্বন্ধীয় দৈহিক ও মানসিক গোলমাল অর্থাৎ সেই সকল প্রভাব যাহা গর্ভকালে মাতার ভিতর দিয়া ভ্রূণের উপর কার্য্য করে, যেরূপ মনোভাব, উদ্বেগ, কল্পনা এবং আহারের অভাব। লুক্যাসের আপত্তি থাকিলেও এ সকল কারণ প্রকৃত। আমরা দৃষ্টান্ত হইতে দেখিতে পাইব যে যৎসামান্য কারণ হইতে গুরুতর ফল ফলিয়া থাকে যাহার কারণের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

অবশেষে গর্ভসঞ্চারের মুহূর্ত্তে অনেক কারণ থাকে যেগুলি ভ্রূণজ জীবনের ভিতরে কিম্বা বাহিরে পড়ে। এগুলি গর্ভসঞ্চারের মুহূর্ত্তে বাপ মায়ের দৈহিক এবং মানসিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এম, ডি, কোয়াটে্‌ফ্যাজেস একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বংশানুক্রমিতা নিয়মের সর্ব্বজনীনতা প্রমাণ করেন, যে সঞ্চারের মুহূর্ত্তে বাপ মায়ের অবস্থা সন্তানে চালিত হয়। এ তথ্য চিকিৎসক ও দার্শনিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহার ফল অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে সন্তানের শরীর এবং মন সম্বন্ধীয় গঠনের উপর বাপ মায়ের অতীত ইতিহাসের প্রভাব কিছু নাই কেবল প্রজনন ক্রিয়ার মুহূর্ত্তের

অবস্থাটি সন্তানে চালিত হয়। আবার বর্ত্তমান লেখকেরা এ শ্রেণীর দৃশ্যকে ধরেন না, পিঃ লুক্যাস ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ভালই করিয়াছেন।

অনেক দিন ধরিয়া এ কথা লোকে বলিয়া থাকে যে মাতাল অবস্থায় যদি জন্ম দেওয়া হয়, তাহা হইলে সন্তানের বুদ্ধি বৃত্তির অভাব কিম্বা জড়তা হইয়া থাকে। আমি টুর্লেতে যখন চিকিৎসা করিতাম তখন এইরূপ তথ্য একটী দেখিয়াছিলাম। কারিগর শ্রেণীর একটী দম্পতির যাহাদের পরিবারের ভিতর সকলেই সুস্থকায় ও সুস্থমন, ৪টী ছেলে হইয়াছিল, প্রথম দুইটী বুদ্ধিমান ও শান্ত, তৃতীয়টী অর্দ্ধ বধির ও স্থূল বুদ্ধি, চতুর্থটী প্রথম দুইটীর মত সুস্থ শরীর ও মন। সন্তানের মানসিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মাতা আমাকে যে সকল কথা বলিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে এই সন্তানের জন্ম হইয়াছিল যখন উহার পিতা মদ্যপানের জন্য পশুর মত হইয়াছিল। এ ঘটনা এককের কোন মূল্য থাকিত না যদি লুক্যাস মোরেল এবং অপরাপর লেখকের দ্বারা সংগৃহীত এরূপ অনেক ঘটনা ইহার সহিত যোগ না হইত। ইহাতে এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে গর্ভসঞ্চারের মুহূর্ত্তে ক্ষণস্থায়ী অবস্থা সন্তানের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কাজেই যেটীকে আমরা স্বয়ংজাত মনে করি তাহাও বংশানুক্রমিতার অধীন বলিতে হইবে যদি কারণ সকলের ভাল করিয়া বিচার করা হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রেণীতে যে সকল কারণ দেওয়া হইল তাহারা ব্যতিক্রমগুলির পূর্ণ রকমে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, অপরাপর নিয়মের ন্যায় বংশানুক্রমিতাও কতক-গুলি অবস্থায় সীমাবদ্ধ, আর এ সকল অবস্থা বহুপ্রকারের ও সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাদিগকে পূর্ণভাবে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব, এইজন্য আদর্শ রকমের বংশানুক্রমিতার নিয়ম পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইহা কি অতিরিক্ত দাওয়া করা হইল না যদি আমরা বলি যে দৈবাগত ক্ষণস্থায়ী কারণে উৎপাদিত জীবে মৌলিক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে? মাঝা মাঝি বুদ্ধি

বিশিষ্ট লোকের তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান পুত্র হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি প্রতিভাবান পুত্র হইবে? মাননীয় সচ্চরিত্র বাপ মা হইতে পুরা বদমায়েস ছেলের উৎপত্তি কিরূপে হইবে? আর এরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়।

ইহার চূড়ান্ত জবাব দিবার ভান না করিয়া আমরা পাঠকদের সম্মুখে কতকগুলি ঘটনা ও তাহাদের সম্পর্কে অনুচিন্তন ধরিব যেগুলি দেখিয়া বোধ হইবে যে দুর্দ্দান্ত ভয়ঙ্কর ব্যতিক্রমকেও বংশানুক্রমিতার অধীনে আনা যাইতে পারে। প্রাণ এবং মনের গত্যাত্মক অবস্থার ভিতর বেশী দূর প্রবেশ করিতে পারিলে সেই অজ্ঞেয় বিস্তৃত ভাবের আভাস পাইব যেখানে একত্ব, বহুত্ব ও বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয় ও কারণের অসদৃশ ফল উৎপন্ন করে। তখন বুঝিতে পারি নাই বলিয়া বংশানুক্রমিতা বোধ হইবে যেন অদৃশ্য হইয়া গেল।

বংশানুক্রমিতা হইতে ব্যতিক্রমের অস্পষ্ট কারণগুলিকে ২টী শ্রেণীতে ফেলিব।

১টী—কার্য্য কারণের মধ্যে অসামঞ্জস্য।

২য়—বংশানুক্রমিতা নিয়মের রূপ পরিবর্ত্তন।

৪র্থ

সোজা রকমের কোন কলকে যদি ধরা যায় যেমন তুষ ঝাড়া যন্ত্র, লাঙ্গল, বিদে ইত্যাদি তাহাদের সামান্য ক্ষতি হইলে একবারে কার্য্য বন্ধ হয় না; সামান্য কারণে সামান্য ফল হইল, কার্য্য কারণের সামঞ্জস্য বজায় থাকিল এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই বিস্ময়কর নাই। কিন্তু রেলের কারখানার কলের মত জটিল হইলে সামান্য গোলমাল হইতে মহাবিপদ হয়, এঞ্জিন রেল হইতে গড়াইয়া পড়িতে পারে, মহা স্ফোটন হইতে পারে ও ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইতে পারে। কার্য্য কারণের মধ্যে অসামঞ্জস্য যাহা ভূয়োদর্শন মনোযোগের সহিত দেখিলে

বাহির করিতে পারে। মানুষের হাতের তৈয়ারী কল হইতে প্রকৃতির তৈয়ারী কলে যদি আমি যাহাকে যান্ত্রিক দেহ বলা যায় এবং যেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশেও চাকার কার্য্য ও বন্দবস্ত দেখিতে পাওয়া যায় তখন কার্য্য কারণের মধ্যে অসামঞ্জস্য ভয়ানক হইয়া উঠে, এক ফোঁটা প্রসিক এসিড কিম্বা দূষিত ব্রণে সরু ছিদ্র করিয়া দিলে সামান্য ক্ষণের মধ্যে সমস্ত যন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল; অবশেষে মনরূপ যন্ত্রে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, প্রবৃত্তি, আবেগ, শক্তি, সজ্ঞানযুক্ত ও নিঃসজ্ঞ ক্রিয়া সকল ঐ যন্ত্রে একত্রে মিলিয়া একক্ষণের জন্য বল সামঞ্জস্য উৎপন্ন করে যাহাকে আমরা চেতনার প্রকৃত অবস্থা বলি এবং যেখানে কার্য্য কারণের অসামঞ্জস্য কল্পনাতীত সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। সুরাসার মিশ্রিত রক্ত বেগে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে অহিফেন কিম্বা (গাঁজার) ধূম্র মানসিক যন্ত্রে আশ্চর্য্য রকমের ফল উৎপন্ন করে। ফোঁটাকতক বেলেডোনা কিম্বা হেনবেন খাইলে বিকট দৃশ্য সকল দেখিতে থাকিবে। মস্তিষ্কে ফোঁটা কতক পুঁজ জন্মিলে, কিম্বা এত সামান্য ক্ষত হইলে যে অনুবীক্ষণও ধরিতে পারে না মানসিক গোলমাল আনিয়া দেয় যথা ক্ষিপ্ততা, প্রলাপ, একবিষয়োন্মাদ ইত্যাদি। সংক্ষেপে ভূয়োদর্শনের উপর পাকা রকমে স্থাপিত সাধারণ সত্য বলিয়া ধরিতে পারি যে যন্ত্রটী যত জটিল হইবে দৈবাগত কার্য্য কারণের মধ্যে অসামঞ্জস্য ততই অধিক হইবে।

ব্যতিক্রমের চর্চ্চা, এবং মনুষ্যকৃত উপায়ে বিকট আকৃতি যুক্ত দেহ উৎপন্ন করা দেখিলে এ সত্যের দৃঢ় ধারণা হয়। জিওফে্মেণ্ট হিলেয়ার ও ডারেষ্টের গবেষণা দেখাইয়াছে যে ইচ্ছা করিয়া আমরা বিকট আকৃতি উৎপন্ন করিতে পারি এবং আদর্শ নমুনা হইতে এ সকল উন্মার্গ গমন অতি সামান্য কারণ হইতে হয়। মুর্গীর ডিম ডগের দিকে বসাইয়া কিম্বা কোনরূপ গোলমাল করিয়া ফোটাইলে বিকটাকার ছানা হইবে। আবার ঐ ফল হইবে যদি ডিম গুলিকে নাড়া হয় কিম্বা ছেঁদা করা হয় কিম্বা কতকটা বার্ণিশ দিয়া ঢাকাইয়া দেওয়া

হয়। আইসিএর সেণ্ট হিলেয়ার দেখান যে গরীব লোকের স্ত্রীদের যাহাদের গর্ভাবস্থায় কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, এবং অবিবাহিত স্ত্রীলোক যাহারা গর্ভাবস্থাকে গোপন রাখিতে বাধ্য হয়, ইহারা অপর স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিকটাকার সন্তান প্রসব করে। তিনি আরও বলেন যে বিকটাকৃতি ভ্রূণ, জরায়ু কিম্বা ডিম্বে থাকা কালে, যদি ক্ষত হয় তাহা হইলে বিকটাকৃতি হইয়া থাকে। জটিল বিকটাকার, ভ্রূণজ জীবনের গোড়ায় নহে শেষের দিকে কোনরূপ ব্যাঘাত হইলে, হইয়া থাকে। কতকটা এই ভাবে ইহা হইয়া থাকে প্রথমে যে অংশের ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পরে গোলমেলে রকম বর্দ্ধনে অন্যান্য অংশকে বিচলিত করে যাহাদিগকে পরিস্ফুট হইতে হইবে। তাঁহার ব্যতিক্রমের ইতিহাস নামক গ্রন্থে অনেক বিচিত্র ঘটনার কথা পাওয়া যায় যাহা ভাবিবার বিষয় এবং যাহা পাঠককে পড়িতে তিনি অনুরোধ করেন। অতি সামান্য কারণ হইতে দেখা যায় সদৃশ অংশ সকল মিশিয়া এক হইয়া যায় কিম্বা পুষ্টি অসমানভাবে হয়, বর্দ্ধন থামিয়া যায় যাহা হইতে বিকটাকার জীবের উৎপত্তি, ভ্রূণতে যেন প্রকৃতি মাঝ রাস্তায় থামিয়া গিয়াছেন।

এ সকল ঘটনার সম্মুখে অকিঞ্চিৎকর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে না যদিও দেখিতে সে ব্যাখ্যা সরল বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "যেমন কার্য্য তেমনি কারণ, কারণে যতটা ফলেও ততটা থাকিবে।" এরূপ ব্যাখ্যা সরল বিষয়ে চলিতে পারে, কিম্বা খাঁটী যন্ত্র সম্বন্ধীয় জটিল ব্যাপারেও চলিতে পারে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ মন্তব্য এই যে অনেকগুলি কারণের যোগে যখন একটী ফল উৎপন্ন হয় যাহা প্রকৃতিতে অনেক দেখা যায়, তখন আমরা দুইটী অবস্থা দেখিতে পাই, ফলটা যান্ত্রিক নিয়ম হইতে হইয়াছে না হয় রাসায়নিক নিয়ম হইতে হইয়াছে। যান্ত্রিক নিয়মের ব্যাপারে প্রত্যেক কারণ জটিল কার্য্যে বর্ত্তমান দেখিতে পাই যেন সে একেলাই কার্য্য করিতেছে। অপর দিকে রাসায়নিক যোগে একটী তৃতীয় জিনিস উৎপন্ন হইল,

যাহার কারণের সঙ্গে কোন মিল নাই একত্রেই হউক কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন রকমে হউক; গন্ধক ও অক্সিজেনের গুণ জানিলাম কিন্তু তাহাদের মিশ্রণে যে গন্ধকদ্রাবক হইল তাহার গুণ কিছু জানা হইল না। মানসতত্ত্বের নিয়ম সকলও এইরূপ কতকটা যান্ত্রিক কতকটা রাসায়নিক। খুব সম্ভব ইহাদের অধিকাংশ রাসায়নিক। এজন্য নিগম-শাস্ত্রের (deduction) নিয়ম ধরিয়া কার্য্য হইতে কারণের অনুমান করা সম্ভব নহে। এ স্থলে ভূয়োদর্শনই আমাদের চালক হইবে। বর্ত্তমান সময়ের রসায়ন শাস্ত্রের অদ্ভুত আবিষ্কারের পূর্ব্বে, বিজ্ঞানের জানা ছিল না যে কার্য্য কারণের মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকে না, এমন কি জটিল জিনিসের উপাদানীভূত দ্রব্য সকলের সঙ্গে তাহাদের মিশ্রণে যে জিনিস উৎপন্ন হইল তাহার সঙ্গেও কোন মিল থাকে না যদি কিমিয়া বিদ্যার নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তর করার কথা ছড়িয়া দেওয়া যায়। সেই সময়ের বৈজ্ঞানিকেরা একথা শুনিলে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া যাইতেন যে রং গন্ধ শূন্য মহা দাহ্য এবং সকল দহনের মূল কারণ অম্লজান বাষ্পকে, যদি জলজান বাষ্পের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মিশান যায় তাহা হইলে পানীয় জল হইবে কিম্বা রামধনুতে কুজ্ঝটিকাতে চিত্রিত হইবে। জীবের রসায়ন দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই যে জড়ের রূপান্তরে উদ্ভিদ হইল, উদ্ভিদ হইতে জীব হইল আবার জীব মৃত্যুর পরে জড় হইয়া দাঁড়াইল সেই কার্য্য আবার আবৃত্তি করিবার জন্য।

আমরা এখন ইহা নিশ্চিত বলিয়া ধরিতে পারি যে জীব জগতে যাহার ভিতর চিন্তাকেও ধরিতেছি, কার্য্য কারণের মধ্যে কোন অনুপাত থাকে না যাহাকে যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বে ধরিতে পারা যায়, যাহাকে কেবল ভূয়োদর্শন দ্বারা বুঝা যায়। এ সব কথা নিতান্ত অমূলক হইবে, যে "এ জিনিস অপরের সঙ্গে বড়ই বিভিন্ন" যখন দেখিতেছি একটী এত সরল যে অপর জটিল বস্তুর কিছুতেই কারণ হইতে পারে না।

এই খানেই সেই বিখ্যাত মতের বিচার করিতে হইবে, টৌদের্‌র মোরূ লীলুট্‌ যাহা বিশ্বাস করেন, যে প্রতিভার জড়বুদ্ধিতা ও ক্ষিপ্ততার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ এই খানেই ভৌতিক জগতে কার্য্য কারণের মধ্যে বিষম অসামঞ্জস্যের অনুকূলে অনেক তর্ক দেখিতে পাইব। এ মতের উপর যে সকল মন্তব্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটীও পাকা সিদ্ধান্ত নহে; ক্ষিপ্ততা এবং প্রতিভা যদি এক হয় তাহা হইলে নিউটন ও গেটের রচনাকে পাগলের এলোমেলো নৈশ চিন্তাকে এক বলিতে হইবে। ইহা কি তামাসার কথা হইবে না? কিন্তু এ মতের পোষকেরা বলেন যে দৈহিক অবস্থা দেখিলে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির ও পাগলের দৈহিক অবস্থা ঠিক এক; কেবল আনুসঙ্গিক স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একজন বড় রকমের শিল্প ও বিজ্ঞানের কার্য্য করে এবং অপরে পাগলের স্বপ্নে সেই স্নায়বিক তেজকে ব্যয় করে।

এ বিষয়ে পাকা সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইলে অনেক সুপরীক্ষিত, সুপ্রমাণিত ও সুব্যাখ্যাত ঘটনার বিচার করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক উত্থাপিত করা হইয়াছে সেগুলি কাল্পনিক এবং সম্ভবতঃ বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কার এবং ইহাও সম্ভব যে প্রতিভা কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা যদি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে বিস্মিত হইবার অনেক জিনিস দেখিতে পাইতাম।

এ মতের বিরুদ্ধাচরণ তাহারাই করে যাহাদের মাথায় অজ্ঞাতসারে জড়বাদের কথা ঢুকিয়াছে এবং যাহারা বলে যে দৈহিক অবস্থাই সকল দৃশ্যের প্রধান কারণ, শারীরতত্ত্বের দিক হইতে যদি দেখা যায় তাহা হইলে ক্ষিপ্ততা ও প্রতিভার কারণ সকলের ভিতর অতি সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়, মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখিলে কি ঐরূপ যৎসামান্য পার্থক্য দেখা যাইবে? কারণের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ফলের ভিতর মহান্‌ পার্থক্য দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোন পরিমাণে সে পার্থক্যকে পরিবর্ত্তিত করে না। মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অবস্থার ফল বলিয়া যদি প্রতিভাকে ধরা যায় তাহা হইলেও ইহা যে পৃথিবীর ভিতর

উচ্চতম দ্রব্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যখন আবিষ্কার হইল যে হীরক অঙ্গার হইতে উৎপন্ন হয় তখন কি ইহার মূল্য কিছু কমিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে "নীচমনা লোকের নিকট মহা সুন্দর জিনিসের মাধুর্য্য কমিয়া যায়, যদি ইহার রহস্য কিছু পরিমাণে কমিয়া যায়, কিম্বা প্রকৃতি যে গুপ্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার জন্ম দিয়াছেন তাহার কতক অংশ বাহির হইয়া পড়ে"।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলির উপর চিন্তা করিলে দেখা যায় যে বংশানুক্রমিতার ব্যত্যয়গুলি যতই মহান হউক না কেন প্রথমে যেরূপ বোধ হইয়াছিল তত গোলমেলে নহে। মনে করা যাউক দুইটী ছেলে মানসিক অবস্থায় যতদূর সম্ভব বিভিন্ন, এই বিভিন্নতার কারণে যদি উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম যে সে কারণগুলি খুব সরল। দুর্ভাগ্যক্রমে মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিবার কোন রসায়ন শাস্ত্র এখনও বাহির হয় নাই।

৫ম।

এখন আমরা বংশানুক্রমিক আদর্শ হইতে বিচ্যুতির কারণ, জননক্রিয়ার বিভিন্নতার আদি, অর্থাৎ বংশানুক্রমিতার নানারূপ রূপান্তর ও পরিবর্ত্তনের পরীক্ষা করিব। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহা বেশী সরল, ইহাকে জাতি ধরিয়া এবং পূর্ণ ঘটনাকে গণ ধরিয়া ইহাকে বুঝিতে হইবে। এখানে বংশানু-ক্রমিতার গতির নক্সা টানিতে পারি কারণ পরিবর্ত্তন বিপরীত হইতে বিপরীতে নহে, সদৃশ হইতে সদৃশেতে যাইতে হইবে; প্রতিভা হইতে জড়বুদ্ধিতায় নহে, ধার্ম্মিক বাপ হইতে ভ্রষ্টাচার সন্তানে নহে, কিন্তু মৃগী রোগ হইতে পক্ষাঘাতে এবং উৎকেন্দ্রতা হইতে ক্ষিপ্ততায়। এই দুই শ্রেণীর ঘটনায় বংশানুক্রমিতা নিয়মের আংশিক ও পূর্ণ ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে পারিতাম, যদি আবশ্যকীয় সত্য বলিয়া না বুঝিতাম যে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশেষত্বর বাহিরে পূর্ণ ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারে না। বংশানু-

ক্রমিতার রূপান্তরের কথা টাওর্সের ডাঃ মরু তাঁহার পুস্তকে বিস্তারিত রকমে দিয়াছেন, তাহা হইতে পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি বলেন যে বংশানুক্রমিতার নিয়ম, ভাল করিয়া তাহাদের বুঝা হয় নাই, যাহারা আশা করে যে প্রত্যেক নূতন পুরুষে পূর্ব্ব পুরুষদের দৃশ্য সকল ঠিক ঠিক ভাবে ফিরিয়া আসিবে। বংশধরদের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তা পূর্ব্ব পুরুষদের মত ঠিক হওয়ার জন্য কতক লোকে মানসিক প্রবৃত্তি সকলকে বংশানুক্রমিতার নিয়মের অধীন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে এক পুরুষ পূর্ব্বে যে পুরুষ গিয়াছে তাহারই ঠিক নকল, পিতা এবং পুত্র ভিন্ন জন্ম সমন্বিত একটী জীবের দৃশ্য এক রকম জীবন যাপন করে একই অবস্থার ভিতর দিয়া। বংশানুক্রমিক আইনকে কেবল যান্ত্রিক ক্রিয়া সকলের উপরে এবং শারীরিক ও মানসিক তথ্যের উপর আরোপ করিলে চলিবে না, ইহাকে যান্ত্রিক দেহের মূল উৎপত্তি স্থানের এবং অন্তরতম সংস্থানের উপর আরোপ করিতে হইবে। এক বাড়ীর কর্ত্তা ক্ষেপিয়া কিম্বা মৃগীরোগাক্রান্ত হইয়া মরিল, তাহা হইলে তাহার পরিবারের সকলকে ক্ষিপ্ত কিম্বা মৃগীরোগী হইতেই হইবে এমন নহে, ছেলেরা জড়বুদ্ধি, পক্ষাঘাত কিম্বা গলগণ্ডাক্রান্ত হইতে পারে। ছেলেতে বাপ যাহা চালিত করে সে ক্ষিপ্ততা নহে কিন্তু দূষিত দেহ যাহা হইতে মৃগীরোগ, হিষ্টিরিয়া, গলগণ্ড, বালাস্থি বিকৃতি রোগ দেখা দেয়। ইহাকেই বংশানুক্রমিক চালনা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ডাঃ মরেল আর একখানি গ্রন্থে বলেন যে বংশানুক্রমিতা অর্থে বাপের ব্যাধি দৈহিক এবং মানসিক এবং তাহার লক্ষণ সহিত যে সন্তানে যাইতে হইবে এরূপ নহে, তবে দৈহিক প্রবণতা মাত্র চালিত হয়। পাগলের ডাক্তাররা এরূপ বংশানুক্রমিক চালনা নানা মূর্ত্তিতে ও পরিবর্ত্তনে দেখিতে পাইবার অনেক সুযোগ পান। যে সকল বাপ মায়ের উগ্র বায়ুর ধাত, তাহাদের ছেলেরা এরূপ দৈহিক প্রবণতা প্রাপ্ত হয়, যে শেষে ক্ষিপ্রতা

কিম্বা বিষাদবায়ু রোগে আক্রান্ত হয়, বংশানুক্রমিক চালনার শৃঙ্খলের শেষের দিকের পুরুষ জড়বুদ্ধিতায় পর্য্যবসিত হয়।

ডাঃ লেগ্র্যাণ্ড ডু সাওলী দেখাইয়াছেন যে সংশোধনাগারের (কারাগারের) প্রায় সমস্ত অপরাধীরা খামখেয়ালী, খিটখিটে, প্রচণ্ড, হীনবুদ্ধি, একগুঁয়ে, অদম্য, অশিক্ষনীয়। ইহারা অধিকাংশ অতিবৃদ্ধের, মাতালের, মৃগীরোগীর, খেপার ছেলে কিম্বা রক্তের সম্বন্ধ আছে এমন লোকের ছেলে।

মাঝে মাঝে অনেক স্থলে দেখা যায় যে বাপ যেখানে জানা নাই কিম্বা মা যেখানে বেশ্যা, মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত, বালাস্থি বিকৃতি দোষযুক্ত, গলগণ্ড রোগপ্রবণ অথবা ক্ষিপ্ত, তাহাদের ছেলেও এইরূপ হইয়া থাকে।

বংশানুক্রমিতা আইনের রূপ পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি ঘটনা, নিদান শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, যাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রুসিয়ার ফ্রেডারিক উইলিয়েম দি গ্রেটের পিতা এক রকমের পাগল ছিল। অতিরিক্ত মাতাল, উৎকেন্দ্র, পৈশাচিক, অনেকবার গলা টিপিয়া মরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শেষে বিষাদ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; শরীরে কোন রোগ না থাকিলেও কেবল রোগের ভাবনা।

রুসিয়ার পিটার দি গ্রেটের পরিবারের ভিতর স্নায়ু বিকারের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা হৃদয়াবেগের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। আর পিটারে কিম্বা তাঁহার পরিবারে এই সকল একত্রে দেখা যায় উৎকৃষ্ট রকমের প্রতিভা, জড়বুদ্ধি, পাপ পুণ্য কার্য্যের চরম অতিরিক্ত প্রচণ্ডতা, অদম্য পাগলের ন্যায় উচ্ছ্বাস পরক্ষণেই অনুতাপ; লাম্পট্য, অকাল-মৃত্যু, মৃগীরোগ।

ফ্রান্সের কণ্ডিজদের ভিতরে ইহার সদৃশ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, মাথাপাগলামি, চরিত্রে অনেক রকম নূতনত্ব, নৈতিক ভ্রষ্টাচার, বালাস্থি বিকৃতি এবং ক্ষিপ্ততা পাশাপাশি কিম্বা একটীর পর আর একটী অতর্কিতভাবে দেখা দেয়।

পিট পরিবারের কথা যাহা বলা হইয়াছে আবার বলিতে পারি লেডি হেষ্টার ষ্ট্যানহোপ লেবাননের যোগিনী, তাঁহার পিতা লর্ড ষ্ট্যানহোপ, পিতামহ লর্ড চ্যাথাম, খুড়তুতো ভাই লর্ড ক্যামেলফোর্ড, খুড়ো পিট সকলেই প্রতিভার জন্য বিখ্যাত এবং তাহাদের উৎকেন্দ্রতা ও অমিত-ব্যয়িতার কথাও সকলে জানিত।

ট্যাসিটসের জড়বুদ্ধি পুত্র ছিল। বিষণ্ণ একাদশ লুই ক্ষেপা ষষ্ঠ চার্লসের দৌহিত্র। হফম্যান অদ্ভুত গল্পের লেখকের পরিবারে পাগল ছিল ও নিজেরও চিত্ত-ভ্রান্তি হইত।

বড় লোকদের কথা ছাড়িয়া সাধারণ রকমের লোকে আসিলে অনেক ঘটনায় দেখিতে পাই যেখানে মানসিক প্রবৃত্তি সকল বংশানুগতির নিয়ম অনুসারে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বাপ মায়ের Lypemania (লাইপীম্যানিয়া) সন্তানে আত্মঘাতী হইবার ঝোঁক আনিয়া দেয়, ক্ষিপ্ততা, তড়কা, মৃগী আনিয়া দেয় এবং স্ক্রফিউলা রীকেটস্ পরস্পরে স্থান পরিবর্ত্তন করে।

জনক জননীর অটল ধারণা, সন্তানে বিষণ্ণতা, চিন্তায় নিবিষ্ট হইবার রুচি, গণিত ইত্যাদি নির্ভুল শাস্ত্রের অনুশীলন যোগ্যতা এবং সতেজ ইচ্ছা শক্তি আনিয়া দেয়। উহাদের বাতুলতা, বংশধরে কলা বিদ্যা, জীবন্ত কল্পনা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বাসনার চাঞ্চল্য, হঠাৎ ইচ্ছার পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়।

টাওয়ার্সের ডাঃ মোরু বলেন যে পিতামাতার বাতুলতা যেমন সরল ভাবে বংশধরে পুনরায় উৎকেন্দ্রতা আকারে উদয় হয় সেইরূপ

উৎকেন্দ্রতা সন্তানে উৎকট আকার ধারণ করিয়া ক্ষিপ্ততায় দাঁড়ায়। এই সকল বংশানুক্রমিতার পরিবর্ত্তিত রূপান্তরে বীজকে যেমন চরম আতিশয্যে উঠিতে দেখি, তেমনি চূড়ান্ত পরিমাণ হইতে ক্ষুদ্রতমে নামিয়া আসিতে দেখি। এই সকল রূপান্তরের কারণ আমরা কিছুই বলিতে পারি না, প্রকৃতি কোন গূঢ় রহস্যময় কারণ হইতে পদার্থান্তরে এরূপ পরিবর্ত্তন করেন তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দৌড়ের (পাল্লার) বাহিরে। আমরা বলিতে পারি না যে নির্দ্দিষ্ট মানসিক ক্রিয়া চালনার প্রক্রিয়ায় পড়িয়া একরূপ ধারণ করিল অন্যরূপ না ধরিয়া। এ সমস্যার ব্যাখ্যা যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে অনেক গূঢ় রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। অনেক শারীর-বিজ্ঞানবিদেরা ভাবেন যে বাপ মা যদি একই লক্ষণাক্রান্ত হয়েন বংশানুক্রমিতা এত জোর প্রাপ্ত হয় যে নিজে নিজে ধ্বংস হইয়া যায়। বাপ মা উভয়ই মূক বধির, সন্তান হইল যে বেশ শুনিতে পায়। বস্তুতঃ আমরা কেবল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি, এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে, কারণ ইহারাই দেখাইবে যে কোন কোন আকস্মিক অবস্থায় এবং দৈবাগত কারণের সম্মিলনে প্রকৃতি বৈচিত্র উৎপন্ন করেন।

পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে ব্যাধির রূপ পরিবর্ত্তনে তত বিস্মিত হইবার কারণ নাই যত এক ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তন। ৫৪ বৎসর বয়স্কা একটী মহিলা এক বৎসর লাইপি-ম্যানিয়াক, পর বৎসর ক্ষিপ্ত এবং হিষ্টিরিক। সেই রোগীতে অনেক সময় দেখা যায় খেঁচুনী মৃগীরোগে দাঁড়াইল এবং মৃগী ও হিষ্টিরিয়া ব্যুৎক্রমে চলিতে লাগিল।

লেময়েন তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন যে বংশানুক্রমিতা ও আপনা আপনি উদ্ভব সৃষ্টির এই দুইটী নিয়ম পরস্পরকে সাহায্য করে। একটীর যখন দোষ হইল এবং শরীরকে বিপদাপন্ন করিল অপরটী তাড়াতাড়ি আসিয়া মন্ত্রের ন্যায় সেই দোষকে সরাইয়া দিল ও সমস্ত শরীরকে ঠিক করিয়া দিল।

পাগলের ছেলে পাগল বংশানুক্রমিতার নিয়ম লাগিল। অনেক পুরুষ ধরিয়া ভাল শরীর ও মন বিশিষ্ট বাপ মায়ের জড়বুদ্ধি সন্তান জন্মিল, এখানে স্বয়ংজাত উদ্ভবের নিয়ম লাগিল, লেময়েনের সঙ্গে আমরাও বিশ্বাস করি যে এরূপ হইলে স্বয়ংজাত নিয়মটী, রহস্যময় পদার্থ, যাহার দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না।

লেময়েনের দুইটী নিয়মকে এক করার চেষ্টাকে কৌশলের কার্য্য বলিতে হইবে, বিধিসঙ্গত না হইলেও কারণ স্বয়ংজাতর অন্তর্ভুক্ত হইয়েছে বংশানুক্রমিতা। আমরা পুরুষ হইতে উপরের পুরুষে উঠিলে দেখিতে পাই যে সকল জায়গায় পাগলের ছেলে পাগল হয় না কিম্বা মৃগী রোগীর ছেলে জড়বুদ্ধি হয় না। বহুদূর অতীতে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত এত দূর পশ্চাতে নহে আমরা সৌভাগ্যক্রমে দেখিতে পাইব যে সুস্থ মন ও দেহ বিশিষ্ট পূর্ব্ব পুরুষের ক্ষেপা, মৃগী কিম্বা জড়বুদ্ধি সন্তান হইল, ইহা প্রকৃতির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব যাহাই হউক না কেন ইহা প্রারম্ভিক বিন্দু এবং এই নমুনা ধরিয়া প্রকৃতি নিয়গামী পুরুষকে গঠন করেন। ব্যাধির এই প্রথম সৃষ্টিতে যখনি ইহা দেখা যাউক প্রকৃতি অবাধে কার্য্য করিয়াছে। অপর দিকে যখন পিতা হইতে পুত্রে পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে এই ব্যাধি চালিত হয় তখন প্রকৃতি নিজের আদর্শের নকল করেন না। স্বয়ংজাত নিয়ম বংশানুক্রমিতার ব্যাখ্যা করে নিজে ব্যাখ্যাত না হইয়া। এস্থলে দুইটী প্রশ্নের মধ্যে গোলমাল লক্ষ্য করা দরকার একটী আদি কারণ লইয়া তত্ত্ব বিদ্যার প্রশ্ন, আর একটী গৌণ কারণের বিজ্ঞানের প্রশ্ন।

যদি আমরা তত্ত্ববিদ্যার অতীন্দ্রিয় ভূমির উপর দাঁড়াই যাহা এখানে করিতে ইচ্ছা করি না তাহা হইলে আপনা আপনি উদ্ভব বংশানুক্রমিক উদ্ভবের উপর প্রাধান্য পাইবে, উৎপন্ন দ্রব্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহার আদি আদর্শ আছে যাহার ইহা নকল।

কিন্তু বিজ্ঞান এবং পরীক্ষার ভূমির উপর দাঁড়াইলে বংশানুক্রমিক নিয়ম প্রধান হইবে কারণ ইহারই স্থিরতা ও স্থায়ীত্ব আছে এবং ইহাকে

কতকগুলি সূত্রে পরিণত করা যাইতে পারে। ল্যামার্ক বলেন ৯টী, ডারউইন ৩।৪টী ও কুভিয়ার অনেকগুলি আদর্শ হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহারই সঙ্গে আমাদের একমত হউক, সকল জিনিসের আদির রাজ্য ছাড়িয়া বহুদর্শনের দেশে প্রবেশ করি তখন দেখি যে বংশানুক্রমিতা ছাড়া আর কিছুই বজায় থাকে না। আবার আমরা প্রারম্ভিক বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলাম। বংশানুক্রমিতাই হইল নিয়ম। সমান হইতে সমানের উদ্ভব এই স্বতঃসিদ্ধ অপেক্ষা ইহা বেশী আনুমানিক নহে! ইহা গাদা গাদা প্রমাণ অসংখ্য বহুদর্শন জ্ঞানের দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ নিয়ম স্থির করার ফল। তথ্য সকল প্রমাণ করে যে উৎপাদক ও উৎপন্নের মধ্যে কেবল ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকে কিন্তু অধিকাংশ লক্ষণই বংশানুক্রমিক। এ দেখিয়া বলিতে হইবে যে বংশানুক্রমিতার আইন কার্য্য করিতেছে ও কতক স্থানে কার্য্য করিতেছে না। সকলেই স্বীকার করেন যে অধিকাংশ গুণ বংশানুগ কিন্তু সমগ্র বংশানুক্রমিক নহে। বংশানুক্রমিতা নিয়ম বলিয়া ধরিলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এরূপ অন্যায় কোন যুক্তি জানা যায় না; কোন নিয়মই আদর্শ অবস্থায় পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ না ইহার সমস্ত হাল বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয় ভাগ।

কারণ

প্রথম অধ্যায়।

(১)

কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই অনুমানের ঝুঁকি লইতে হইবে। ইহা পরিহার করা যায় না; যদিও বিজ্ঞান নিয়ম সকলের চর্চ্চা লইয়া আরম্ভ করিবে, ইহা কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না যতক্ষণ না ইহার কারণ সকল বুঝিতে পারি। প্রত্যেক পরীক্ষামূলক গবেষণায় যেমন, ইহাতেও তেমন, গৌণ অব্যবহিত কারণ দেখিতে হইবে, স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্ববর্ত্তী জিনিষটী বাহির করিতে হইবে। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার ব্যাখ্যা করার অর্থ এই যে এরূপ সমস্ত অবস্থার সমষ্টি বাহির করিতে হইবে যাহারা বর্ত্তমান থাকিলে বংশানুগতি আসিবে আর তাহাদের অভাব হইলে উহা আসিবে না। পরে যাহা বলা হইবে তাহাতে মৌলিক কারণের কথা কিছু বলা হইবে না এবং তাহা মনুষ্য মনের অভিগম্য কি না তাহারও অনুসন্ধান করা হইবে না, তাহার উল্লেখ করিলেই বুঝিতে হইবে যে অনুমানে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

পদার্থবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রূপ যে বৃহৎ সমস্যা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইতেছে বংশানুক্রমিতা, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই গ্রন্থে তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। এখন ঠিক করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে পদার্থবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে দুই প্রকার সম্বন্ধ; শরীরের মনের উপর প্রভাব ও মনের শরীরের উপর শাসন। এই সম্বন্ধের কথা সাধারণ ভাবে এখন পরীক্ষা করিব। গুণ ও ভাবকে বিষয় হইতে পৃথকরূপে চিন্তন হইতে বিষয়ে যাইতে, অনুমান হইতে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানে যাইতে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব যে প্রত্যেক মানসিক অবস্থার ঠিক অনুরূপ শারীরিক অবস্থা আছে। উহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিব

যে অভ্যস্ত মানসিক অবস্থা অর্থাৎ মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুগতিকে অভ্যস্ত শারীরিক অবস্থার (শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুগতি) সঙ্গে থাকিতেই হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আত্মা এবং শরীরের মিলন এরূপ ভাবে দেখান হইয়াছিল যে সে সমস্যার কিছুতেই মীমাংসা হইতে পারে না। ইহা অধ্যাত্ম বিদ্যার তর্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা স্বীকার করা হইত যে আত্মা ও শরীর দুইটী পৃথক পদার্থ ও তাহাদের মধ্যে অতলস্পর্শ খাত; উভয়েরই লক্ষণ সকল পরস্পরের বিরুদ্ধ। যাহাদের মধ্যে এত ছাড়াছাড়ি যে তাহাদিগকে এক করা অসম্ভব মনে করা হইত।

শারীরতত্ত্ব যখন দেখাইল যে মানসিক দৃশ্য সকলের শারীরিক কারণ হইল স্নায়ু মণ্ডলী, একটীর পরিবর্ত্তন হইলেই আর একটী পরি-বর্ত্তিত হয়, তখন শরীর ও মনের পরস্পর সম্বন্ধ দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইল, শরীর বলিয়া একটা জিনিসের উপর ইহাকে স্থাপন করা সম্ভব হইল, যদিও ইহা আত্মার যন্ত্র স্বরূপ। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে স্নায়ুবিদ্যা যে মানসতত্ত্বের ভিতর ইহার আক্রমণ বাড়াইতেছে ইহাতেই ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কেবল ইহাই নহে; এ সম্বন্ধে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা-মূলক চর্চ্চার পোষকেরা দুইটী পদার্থ শরীর ও মনের বৈপরীত্যের উপর জেদ না করিয়া এই দুই বিপরীত পদার্থের দৃশ্যাবলির উপর লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। দেহ মনের মধ্যে সম্বন্ধরূপ সমস্যা না হইয়া প্রাণ সম্বন্ধীয় দৃশ্যাবলি ও আত্মা সম্বন্ধীয় দৃশ্যাবলি রূপ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এরূপে প্রশ্নটীকে সরল করা হইল বটে কিন্তু এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়িল। কারণ ভূয়োদর্শন জ্ঞানের ভিতর আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিলে প্রথম হইতেই শেষ পরম কারণের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পরীক্ষামূলক শাস্ত্র সকল দুইটী জিনিস তথ্য ও অনুমান লইয়া গঠিত, আরও মনুষ্য·

মনের ঝোঁক হইতেছে অনুমান বজায় রাখিবার জন্য তথ্যকে বলিদান দেওয়া এ ঝোঁকের যদি গতি রোধ করি তাহা হইলে আসল জিনিস ফেলিয়া দিয়া ছায়া ধরিয়া থাকা হইল।

আমাদের ইচ্ছা তথ্যকে ধরিয়া থাকা, তাহা হইলে দেহ ও মনের সম্বন্ধকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। পড় মনুষ্য মনের পূর্ব্বে ধারণা ইহাকে অনিশ্চিত করে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া ইহাকে দেখিলে ইহাকে বুঝা অসম্ভব হয়। আমাদের ভিতর দুই গুচ্ছ দৃশ্য কিম্বা কার্য্য দেখিতে পাই—একদল বাহ্য নিঃসজ্ঞ দেশ কালের অধীন; আর একদল আভ্যন্তরিক সংজ্ঞাযুক্ত ও পর পর আসিতে থাকে। ইহাদের অন্যোন্য সম্বন্ধ এই মাত্র দেখিতে পাই যে এক গুচ্ছের সত্তার প্রণালী অপর গুচ্ছের অস্তিত্বের ঠিক পিছুনে থাকে; দৃষ্টান্ত, যাতনা বলিয়া সংজ্ঞার অবস্থা দেহের কতকগুলি অবস্থার সঙ্গে মিলিয়া থাকে যেমন গতি, মুখাবয়বের খেলা, অন্ত্রের অবস্থা এবং এই গুলি উল্টাইয়া ধরিলে যাহা হয়। সামান্য বেলেডোনা, আফিং কিম্বা সুরাসার রক্ত চলাচলের সঙ্গে মিশিলে সংজ্ঞার কতকগুলি নির্দ্ধারিত অবস্থা উৎপন্ন করে। এই দুই গুচ্ছ দৃশ্যের মধ্যে দুইটী সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা অপরিহার্য্যরূপে একত্রে উদয় হয় না হয় পর পর আসে। এ প্রশ্নকে সরলভাবে দেখিলে এই বুঝা যায় যে ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্য কেবল এই, যে একদল নিঃসজ্ঞ অপর দল সংজ্ঞাযুক্ত ইহাই হইল দেহ ও মনের বৈপরিত্য। যদি আমরা দেখাইতে পারি যে চেতনা রূপ গুণ, যাহা একদল দৃশ্যকে অপর দল হইতে পৃথক করিতেছে, তাহা যে কেবল মানসতত্ত্বের অবস্থা সকল, যেমন ইচ্ছা, যাতনা, আনন্দ, যুক্তি বিচার, ভালবাসারই লক্ষণ তাহা নহে, কারণ তাহারাও সময়ে সময়ে নিঃসজ্ঞ অবস্থা দেখায় তাহা হইলে দুইএর মধ্যে অর্থাৎ শরীর ও মনের মধ্যে বৈপরীত্য কমজোর হইয়া পড়িল, এবং এ সমস্যাকে নূতন আকারে দেখাইতে লাগিল। এ

সমস্যাকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে রহস্যময় সংজ্ঞাহীনতার দেশে প্রবেশ করিতে হইবে।

(২)

সংজ্ঞাহীন দৃশ্যের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চর্চ্চা মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও আদ্য অবস্থাতে আছে; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডেকার্টস ও লক্‌এর দল বিশ্বাস করিতেন যে মানসতত্ত্বের সীমা হইতেছে সংজ্ঞা যুক্ততা, এবং ইহার সঙ্গেই ইহা শেষ হইয়া যায়। সংজ্ঞার বাহিরে যাহা রহিল তাহাকে শারীরতত্ত্বে ফেলা হয় আর এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে পৃথককারী রেখা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত। এই জন্য পরিষ্কার সংজ্ঞা হইতে পূর্ণ নিঃসজ্ঞতায় যাইবার পথে যে সকল ছায়াময় দৃশ্য ও ক্রিয়া হয় তাহার বিচার না করায় বড় অনিষ্ট হইয়াছে অনেক ভাসা ভাসা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি বিনা শাস্তিতে কোন নিয়ম ভাঙ্গিতে দেন না। তাঁহার সমস্ত জিনিসই শৃঙ্খলায়, ধারাবাহিকতায়, আর একটী হইতে অপরটীর পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না এরূপ ভাবে, সম্পন্ন হয় কাযে কাযেই তাহাদের মধ্যে ধারাল ভাগ করিতে গেলেই তাহা মিথ্যা হইবে। এই কথাটা যদি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম যে বিশ্ব শাস্ত্রকে ছোট ছোট শাস্ত্রে ভাগ করা যতই ব্যবহার্য্যনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় হউক না কেন, তাহা এক দিকে না এক দিকে কৃত্রিম ও স্বেচ্ছানুরূপ, তাহা হইলে অনেক নিরর্থক বাদানুবাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইতাম। নিঃসজ্ঞ দৃশ্য সকলের কথা বলিতে গেলে শারীর বিজ্ঞান ও মানসতত্ত্বের উভয়ের ভিতরেই ইহারা আছে যদি ঐ দুইটী বিদ্যাকে ভাল করিয়া চর্চ্চা করা হয়। কোনটী উহাদের লইয়া বেশী ব্যাপৃত তাহা বাহির করায় পার্থক্য অতি সামান্য হইয়া পড়ে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লীবনিজই কেবল ইহার গুরুত্ব বুঝিয়াছিলেন। অতি সূক্ষ্ম উচ্চাঙ্গের গণিত অণুরাশির (calculus) প্রণেতা ও প্রকৃতির ধারাবাহিকতা নিয়মের আবিষ্কর্ত্তার নিকটই ইহা আশা করা যায়, যাহার

অন্তর্দৃষ্টি উচ্চদরের ছিল। তিনি সংজ্ঞাযুক্ত প্রত্যক্ষ অনুভব ও নিঃসংজ্ঞ উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া আমাদের সময়ে এক নূতন রাস্তা বাহির করিয়াছেন যাহার ভিতর অনেক দেরিতে শারীরতত্ত্ববিদ ও মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা এখন প্রবেশ করিতেছেন। এ প্রশ্নের উপর প্রশস্ত গ্রন্থ এখনও কিছু হয় নাই, আর হওয়াও সহজ নহে কারণ সাধারণ মানসতত্ত্বের ন্যায় নিঃসংজ্ঞের মানসতত্ত্বেরও সেইরূপ সীমা ও বিস্তার থাকিবে। আমরা যে ভাবে পদার্থকে দেখি তাহাতে ইহা দেখান আবশ্যক হইবে যে আত্মার অধিকাংশ কার্য্য সমস্ত না হউক, দুইরূপ আকারে উৎপন্ন হইতে পারে; দুইটী সমান্তর কার্য্যের ধারা আছে একটি সংজ্ঞা যুক্ত আর একটী নিঃসজ্ঞ। ইহার চর্চ্চাই একখানি পুস্তক পূর্ণ করিবে। নিঃসজ্ঞ কার্য্যের কতকগুলি নিশ্চিত তথ্য দেখাইতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে ও কতক পরিমাণে দেহ ও মনের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইবে।

আমাদের এখন সহজ হইতে জটিলে যাইতে হইলে অনৈচ্ছিক স্নায়বিক ক্রিয়া হইতে নিঃসজ্ঞ মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় যাইতে হইলে বক্ষ্যমানরূপে স্নায়বিক কেন্দ্রের চর্চ্চা করিতে হইবে পৃষ্ঠবংশের মজ্জা, র‍্যাকীডিয়ান (rachidian) বল্ব (bulb) এনিউলার annular প্রটিউব্যারান্স (protuberance) অনুমস্তিষ্ক (cerebellum) মস্তিষ্ক (cerebrum)।

১। শারীর বিজ্ঞানবিদেরা বংশ রজ্জুকে দুইদিক দিয়া দেখেন একদিকে অনুভব সকলকে মস্তিষ্কে লইয়া যায়; অপর দিকে সেখান হইতে গতিশীল উত্তেজনা আনয়ন করে; স্নায়বিক কেন্দ্র হিসাবে ইহা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার দ্বার। স্বয়ংক্রিয় কিম্বা নিঃসজ্ঞতার প্রথম কার্য্য হইল সহজ উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে সরল সঙ্কুচন আনা। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সার হইল শরীরের কোন অংশের গতিবিধি যাহা সেই অংশের উত্তেজনা হইতে হইয়াছে এবং মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য কোন মধ্যবর্ত্তী স্নায়বিক কেন্দ্র হইতে হইয়াছে, মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যাইতে হয় না। প্রোচাস্কা যিনি এইরূপ গতির প্রথম

চর্চা করেন বলেন এগুলি হইতেছে সচেতন ধারণা (sensitive inpressions) গতিশীল ধারণায় (motor impressions) পড়িয়া যে প্রতিক্ষেপ (reflection) হয় তাহারই দৃশ্য।

আমাদের দিক দিয়া এ সকল অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে পরীক্ষা করিলে যাহাদের কেন্দ্র হইতেছে পৃষ্ঠ বংশের রজ্জু, আমরা দেখিতে পাই যে তাহাদের প্রধান লক্ষণ হইতেছে যে তাহারা স্বয়ংকল, নিঃসঙ্গ এবং যাহা লইয়া আমাদের কারবার তাহারা সঙ্গতি বিশিষ্ট। সেই সকল সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া, মনুষ্য চেষ্টার যান্ত্রিক কৌশলের ন্যায়, স্বয়ংকলতার জন্য পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত আবশ্যকীয় লক্ষণ দেখায় এবং কেন্দ্রাভিসারিণী ধারণা যাহা কেন্দ্রোপসারিণী ক্রিয়াকে উৎপন্ন করে তাহাদের মধ্যে একটা পূর্ব্বে নিরূপিত মিল দেখায় কাযেই ইহাদিগকে শৃঙ্খলা বিশিষ্ট ও সঙ্গতিবিশিষ্ট হইতেই হইবে। কতকগুলি সত্য ইহাকে পরিষ্কার করিবে। কতকগুলি তথ্য ইহাকে আরও পরিষ্কার আলোয় দেখাইবে। ভেকের মাথা কাটিয়া ইহার চর্ম্মের কোন অংশে চিমটী কাটিলে ইহা শৃঙ্খলার সহিত সরিয়া যায় যেন ইহার মস্তিষ্ক ঠিক রহিয়াছে। ফ্লাউরেন্স ব্রাজিল দেশীয় মূষিকবৎ জন্তুর guineapigs মস্তিষ্কের ২টী গোলাকার অংশ সরাইয়া তাহার চামড়াকে উত্তেজিত করায় সে চলিতে ও লাফাইতে লাগিল, কিন্তু উত্তেজক দ্রব্য আর না লাগাইলে চলাফেরা বন্ধ হইয়া গেল। মাথাশূন্য পক্ষী উত্তেজনায় পাখা গুলি উড়িবার সময় যেমন করিত তালে তালে নাড়িতে পারে। আরও আশ্চর্য্য রকমের কতকগুলি ঘটনা দেওয়া গেল যাহার ব্যাখ্যা করা শক্ত। যদি একটী ভেককে কিম্বা সুস্থ বলবান ট্রাইটন মৎস্য লইয়া নানারূপ পরীক্ষায় ফেলা যায়, যদি ইহাকে ছুঁই, চিমটি কাটি কিম্বা আসেটিক আসিড্ লাগাইয়া পোড়াই তাহার পর ইহার মাথা কাটিয়া আবার ঐরূপ করি দেখিতে পাইব প্রতিক্রিয়া সকল ঠিক পূর্ব্বের মত; ইহা যাতনা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে, যে আসিড তাহাকে জ্বালা দিতেছে তাহাকে পা দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে, শরীরের যে অংশে

সেই আসিড্ লাগান হইবে, পাও সেই খানে যাইবে। যন্ত্রের অঙ্গ সকল যেরূপ সমশ্রেণী ভুক্ত করা হয়, যে একটী নড়িলে আর একটী নড়িবে, সেরূপ এথানে বলিতে পারি না। এ জীবের কার্য্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যর উপযোগী করা হইয়াছে, ইহাতে বুদ্ধিমত্তা ইচ্ছার চিহ্ন আছে, জ্ঞান ও উপায় নির্ব্বাচনও আছে, উত্তেজক কারণগুলি যেমন বিভিন্ন তাহাদের নিবারণের উপায় তেমনি বিভিন্ন।

এই সকল এবং ইহার সদৃশ ক্রিয়া সকল যদি এরূপ হইল, যে বোধ হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইল তাহাকে এবং তাহা নিবারণের কার্য্য সকলকে বুঝিতে পারিল, তাহা হইলে কি ইহাদিগকে মানসিক ক্রিয়া বলিব না? তাহাদের ভিতর কি বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্য যাহাকে বলে তাহা নাই? অর্থাৎ উদ্দেশ্য অনুযায়িক উপায় অবলম্বন অস্পষ্ট রকমের নহে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট উপায়। ইচ্ছা ঘটিত নহে স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ যে ক্রিয়া হয়, তাহাতে ইচ্ছা ঘটিত ক্রিয়ার ভিত্তি কতকটা দেখিতে পাই অর্থাৎ পর পর সেই সকল ক্রম এবং তাহাদের মধ্যে সেই সকল সম্বন্ধ। স্নায়বিক ক্রিয়াতে মানসিক কার্য্যের সমস্তই দেখিতে পাই, কেবল চেতনা থাকে না। শারীরিক স্নায়বিক কার্য্য, মানসিক কার্য্য হইতে এই মাত্র প্রভেদ যে ইহা সংজ্ঞাশূন্য।

এই সন্দিগ্ধ বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলেন যে মস্তিষ্ক না থাকার জন্য যেখানে সংজ্ঞা নাই সেথানকার কার্য্য যন্ত্রবৎ। অপরে বলেন যে যখন নির্ব্বাচন চিন্তা মানসিক কার্য্য রহিয়াছে সেখানে দেখিতে না পাইলেও সংজ্ঞা আছে। এ তর্কে আমরা এখন যোগ দিব না। ওয়াণ্ড (Wundt) নামক একজন শারীরতত্ত্বজ্ঞ নিম্নোক্ত বক্ষ্যমান পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে পৃষ্টবংশে কোন সংজ্ঞা নাই। দুইটী ভেককে (Centigrade) ২০° ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট জলে রাখিয়া ছিলেন, একটীর মাথা কাটা অপরটী অন্ধ করা যে বাহিরের কোন ধারণা যেন না পায়। গরম জলে তাহারা চুপ করিয়া রহিল। মাথাযুক্ত বেঙটী আরামেও অশান্তি বোধ করিতে লাগিল, স্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, উত্তরোত্তর

উত্তাপ বাড়ানয় তাহার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। ৩০° ডিগ্রিতে যতদূর পারে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ৩৩° ডিগ্রিতে ধনুষ্টঙ্কারের খেচুনীতে মরিয়া গেল। এসময়ে মাথা শূন্যটা তাহার স্থানে স্থির হইয়া রহিল পৃষ্ঠবংশ ঘুমাইতেছে ইহা বিপদ অনুভব করিতে পারিল না। উত্তাপ বাড়িতে লাগিল অপর ভেকটী এখন মরিয়া গিয়াছে কিন্তু সে এখনও স্থির, অবশেষে ৪৫° ডিগ্রী উত্তাপে ইহার মৃতদেহ উপরে ভাসিয়া উঠিল কাঠের ন্যায় শক্ত।

উণ্ডট্ (Wundt) বলেন এ পরীক্ষা চরম নহে, কারণ অপরাপর পরীক্ষায় ইহার বিপরীত ফল পাওয়া গিয়াছে; আরও বলেন যে সংজ্ঞার বিকাশ পূর্ণ অবয়বের উপর নির্ভর করে, এবং খুব সম্ভব যে মাথা-শূন্য জীব যদি কিছুকাল ধরিয়া জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহার ভিতর নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় বাহ্য জগত বুঝিবার একটী ক্ষমতা তৈয়ারী হইবে। মেরুদণ্ডী মৎস্যের ভিতর অম্ফিয়কসাস (amphioxus)মৎস্যের শিরদাঁড়া আছে কিন্তু মস্তিষ্ক নাই, ইহার মস্তিষ্কের অভাবে চেতনা নাই ইহা বলা ঠিক হইবে না. আর ইহা যদি স্বীকার করা হয় যে মেরুদণ্ডবিহীন জীবের ছোট ছোট গ্রন্থিল স্নায়ুগুলির ভিতর চেতনা থাকে, তাহা হইলে পৃষ্ঠবংশের মজ্জার ভিতর তাহা কেন না থাকিবে।

এ বিষয়ের উপর তর্ক করা বিফল জানিয়া চেতনা বিহীনতার দৃশ্য সকলের চর্চ্চা করিব।

সহস্রদলপদ্মের medulla oblongata অর্থাৎ গ্রীবা পৃষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে ধূসর বর্ণ পদার্থের পৃষ্ঠবংশের মজ্জা অপেক্ষা উন্নত রকমের বুদ্ধিমত্তার কার্য্য করিতে হয়। ইহা পেশীর সমশ্রেণীভুক্ত করা অনৈচ্ছিক সঙ্কুচনকে শাসন করা যে গুলি অনেক সময়ে নিঃসজ্ঞ; এ সকল কার্য্য হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলা, গলাধঃকরণ করা, সহজ চীৎকার, হাঁচা, কাশা, হাইতোলা এবং সেই সকল পেশীর সঙ্কুচন যাহা চেহারার উপর খেলিতে থাকে।

পৃষ্টবংশের মজ্জা ও সহস্রদলে যদি চক্রাকার উদগতাংশ annular protuborance যোগ করা যায়, মস্তিষ্কের অবশিষ্টাংশকে সরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বয়ংক্রিয় অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে। এরূপ ভাবাপন্ন জীবকে চিমটি কাটিলে কান্নার চীৎকার বাহির করিবে যেন যাতনা বোধ করিতেছে। মস্তিষ্কের দুইটী গোলার্দ্ধ সরান হইয়াছে এরূপ ইন্দুরের নিকটে কেহ আসিলে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিবে ও ক্রুদ্ধ বিড়ালের ন্যায় থুতু ফেলিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন কুকুর বিড়ালের গলার ভিতর যদি তিক্ত মাকাল ফলের ক্বাথ ঢালিয়া দেওয়া যায় ঠোটের সহিত এরূপ মুখভঙ্গি করিবে যেন অপ্রীতিকর আস্বাদন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। স্নায়ুকেন্দ্র যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা মস্তিষ্কের অভাবেও, শ্রবণ ও আস্বাদনের আনন্দ ও যাতনা, অচেতন অবস্থায় প্রকাশ করিবে।

এগুলির সঙ্গে যদি (tubercula quadrigemina) যোগ করি তাহা নিঃসঙ্গ দর্শন বোধ উৎপন্ন করিবে। মস্তিষ্কের ২টী গোলার্দ্ধ সরান হইয়াছে এরূপ কপোতের সম্মুখে যদি নিকটে কেহ ঘুষো তুলে সে এরূপ ভাবে মাথা সরাইয়া লইবে যেন বিপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এরূপ করিতেছে। লঙ্গেট প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এরূপ কপোত জ্বলন্ত বাতির গতির সঙ্গে তাহার মাথা ঘুরাইতে থাকে।

পৃষ্টবংশের মজ্জার উপর নির্ভরকারী দৃশ্য সকল, এ সকল অনুচিন্তন উদয় করে যে এগুলি বুদ্ধি পূর্ব্বক সাধিত, অর্থাৎ কোন উদ্দেশের অনুরূপ এবং আসলে শারীরিক ক্রিয়া সকলের সঙ্গে ঠিক মিলে, কেবল একটী লক্ষণে পৃথক যে ইহারা চেতনা বিরহিত কিম্বা চেতনার বাহিরে বলিয়া বিবেচিত হয়।

একথা অনুমস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় স্বয়ংক্রিয় দৃশ্যের উপর আরোপ করা যায়। ঐ যন্ত্রের ক্রিয়া হইতেছে গতি উৎপাদক পেশী সম্বন্ধীয় সঙ্কুচনকে সঙ্গতি বিশিষ্ট করা যাহা করিতে অসাম জ্ঞানের দরকার যাহা মনের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডেস্পাইন বলেন আমি অনেক সময় স্বয়ংক্রিয়

গতির বিশেষতঃ কুহরদের ভিতর জ্ঞান দেখিয়া অবাক হইয়া যাই, ভিন্ন ভিন্ন গতি অনুসারে মনিবের গাড়ির চাকা ঘুরিতেছে, তাহার ভিতর কুকুর ঢুকিতেছে, ঘোড়ার সম্মুখে লাফাইতেছে, কিন্তু ঘোড়ার পা কিম্বা চাকা তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। অঙ্ক শাস্ত্রের নির্ভুলতার সহিত বহু সংখ্যক পেশীর কার্য্য এই সকল গতি উৎপাদন করিতে আবশ্যক হয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ সকল জন্তুর ইচ্ছা ব্যতিরেকে হইতেছে এবং কেমন করিয়া হইতেছে তাহাও সে জানে না। মনুষ্যের ভিতর এই স্বরকল জ্ঞান আরও অদ্ভুত। কোন যন্ত্রবাদকের অনুমস্তিষ্ক যদি অসম্পূর্ণ থাকে তাহা হইলে তাহার ইচ্ছামত সুর বাজাইতে পারে না। খুব বুদ্ধিমান লোক আনাড়ির ন্যায় বাজায় আবার মধ্যবিৎ রকমের বুদ্ধি বিশিষ্ট লোক বিশেষ দক্ষতার সহিত বাজাইতে পারে; বাজনার কৌশলে নিম্নতর জাতির লোক উচ্চতর জাতির সমকক্ষ হয়। অতি সামান্য রকমের বুদ্ধিমত্তা থাকিলেই ভাল ঘোড়সওয়ার, ভাল বাজীকর ও রজ্জু নর্ত্তক ও লক্ষ্যভেদে কৃতহস্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইহা হইতে হইলে ভাল স্বরকল ইন্দ্রিয়ের দরকার। হাতের গঠনে লঘুহস্ততা হয় না, সুগঠিত হস্ত আনাড়ির ন্যায় কার্য্য করে আবার কদর্য্য হস্ত লঘুহস্ততার পরাকাষ্ঠা দেখায়। হস্ত এবং অঙ্গুলি হইতেছে কেবল যন্ত্র মাত্র যাহা কার্য্য করে। ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ু কেন্দ্রে আরোপনীয় চৈতন্যহীন বুদ্ধিমত্তা দেহে অবস্থিতির দ্বারা এই সকল কার্য্য হইয়া থাকে; ইহার সঙ্গে অপর কতকগুলিও যোগ করিতে পারি, যথা জীবের আদর্শ আকার ধারণ করিবার প্রবণতা এবং ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ব্বাকার ধারণ করা। কতকগুলি শারীরতত্ত্ববিদ যথা বার্ডক শরীর রক্ষণের সংজ্ঞাহীন সহজ জ্ঞান ইহাতে দেখেন কিন্তু অধিকাংশ লেখক এ সকল তথ্যের কোনও ব্যাখ্যাই করেন না।

স্বরকলতাকে অনেক দিন ধরিয়া পৃষ্টবংশের মজ্জার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নায়ুকেন্দ্রের একচেটিয়া জিনিস বলিয়া বিবেচিত হইত। ইংলণ্ডে কার্পেণ্টার এবং লেকের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে

মস্তিষ্কের ও নিম্নের স্বয়ংফল ক্রিয়া আছে যাহাকে মস্তিষ্কের সংজ্ঞাহীন কার্য্য কিম্বা আত্মার পূর্ব সংস্কার কার্য্য preoonscious activaty বলা হয়। এখানে আমরা আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্মস্থানে হাত দিলাম অর্থাৎ মস্তিষ্কেতে কিম্বা অন্ততঃ গ্রন্থিল স্নায়ু যাহা মস্তিষ্কের উভয় অর্দ্ধগোলার্দ্ধের উপর ছড়ান রহিয়াছে তাহাতে, কারণ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উচ্চতম খুব জটিল কার্য্যের ইহারাই স্থান। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মানসিক ক্রিয়ার কোনরূপ প্রকরণ নাই যাহা ইহার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রকৃত ঘটনা দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। চেতনার বাহিরে উৎপন্ন এ সকল দৃশ্যের চেতনার দ্বারা কিরূপে পরীক্ষিত হইবে? বিশেষ বিশেষ জানা বিষয় হইতে অজানা বিষয়ে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম এখানে ধরিতে হইবে। সংজ্ঞাযুক্ত জীবনের কার্য্য দেখিয়া সংজ্ঞাহীন কার্য্যে পৌছিতে হইবে, যেমন অদৃশ্য গ্রহকে আবিষ্কার করা যায় অপর গ্রহের উপর ইহার দ্বারা উৎপন্ন চাঞ্চল্য দেখিয়া। আমরা সংজ্ঞাহীনতার অনুমান করি সুনিশ্চিত সংজ্ঞাযুক্ত ফল দেখিয়া। মনে কর আমি একজন স্বপ্নাটনিক, বিছানা হইতে রাত্রে উঠিলাম, পোষাক পরিলাম ও টেবিলে বসিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম, পরদিন জাগিয়া অবশ্যই আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমিই এই সকল লিখিয়াছি কারণ আমারি হস্তাক্ষর যদিও আমার কোনরূপ স্মৃতি নাই আমার চক্ষের সম্মুখে এই সকল দেখিয়া অনুমান করিতেছি যে আমার মন কোন সময়ে এই সকল জটিল পদ বিন্যাস করিয়াছে যদিও চেতনা বিরহিত অবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছে।

এ সকল ঘটনার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা অনেকগুলি কৃত্রিম কিম্বা স্বাভাবিক স্বপ্নাটন, ভাবোল্লাস, নিস্পন্দ বায়ুরোগ দেখিতে পাই। কার্পেন্টার বলেন অনেক সুপ্রমাণিত ঘটনা আছে, যেখানে স্বয়ংফলতা এমন সুন্দর ফল, সহজে ও শীঘ্র উৎপন্ন করে, যাহা জাগ্রতাবস্থায় করা সম্ভব নহে। অনেক সুপ্রমাণিত ঘটনা দেখা গিয়াছে যেখানে স্বয়ংফল ক্রিয়া কেবল যে

পূর্ব্বাবস্থা ফল উৎপন্ন করিয়াছে তাহা নহে কিন্তু জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা অনেক সোজা ও স্বল্প প্রক্রিয়া দ্বারা সে ফল নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঘুমের অবস্থায় চিত্তবিক্ষেপের কারণের অভাব জন্য মানসিক যন্ত্রের অবিচলিত ক্রিয়া চলিতে থাকে। এ জিনিসটা ভাল রূপ জানা না থাকিলেও দেখা যায় যে এক প্রকার মৃগী রোগে রোগী আক্রমণের পূর্ব্বে যে কার্য্য করিতেছিল চেতনা হারাইয়া সেই কার্য্যই করিতে থাকে। শ্রেডারভ্যান ডরকন্ধ একটী স্ত্রীলোককে জানিতেন যে পানাহার করিতে ও কার্য্য করিতে থাকে কিন্তু চেতনা লাভ করার পর কি করিয়াছে তাহার কিছু আর স্মৃতি থাকে না। টুসো একজন যুবা বেহালা বাদকের কথা বলেন যাহার মৃগী জনিত মাথাঘুরার ব্যারাম ছিল, ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া ঐ ব্যারাম থাকিত, সে সময়ে অচেতন অবস্থায় বেহালা বাজান চলিতে থাকিত। একজন স্থপতির অনেক দিন ধরিয়া এই রোগ ছিল সে খুব উঁচু মাচায় উঠিতে ভীত হইত না। অনেক উর্দ্ধে সঙ্কীর্ণ মঞ্চের তক্তার উপর দিয়া চলিতে চলিতে এ রোগের আবির্ভাব হইত কিন্তু কখন কোন বিপদ হয় নাই। মাঁচার উপরে এ রোগ বুঝিতে পারিলেই উচ্চ কণ্ঠে নিজের নাম বলিতে বলিতে মাঁচা হইতে দৌড়িয়া নামিয়া আসিত, এবং কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইলে কার্য্যকারকদিগকে হুকুম দিত। কেহ তাকে না বলিলে এরূপ আশ্চর্য্য আচরণের কথা তাহার কিছুই মনে থাকিত না।

এ সকল অসুস্থ অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি যাই তাহা হইলে মানসতত্ত্বের বিশ্লেষণ অনুসারে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার বিভাজনে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক সচেতন ক্রিয়ার পিছনে তাহার অনুরূপ একটী সংজ্ঞাহীন ক্রিয়া মিলিত রহিয়াছে।

সংজ্ঞাহীন জীবনের প্রথম আকার ভ্রূণ জীবনে অন্বেষণ করিতে হইবে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এ বিষয়ের কোন চর্চ্চা হয় নাই। বীচ্যাট এবং ক্যাবানিসের সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে ভ্রূণের বাহেন্দ্রিয় সকল অসাড় অবস্থায় থাকে, যদিও পানডুব্বির সমান উত্তাপের

জলের মধ্যে ভ্রূণের সাধারণ বোধ শক্তি নাই বলিলেই চলে তথাচ মস্তিষ্ক ইচ্ছা শক্তি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যবহার করিয়া থাকে যাহার প্রমাণ প্রসবের পূর্ব্বে ভ্রূণের শেষ মাসে নড়া চড়া হইতে বুঝা যায়।

বড় মানুষ ও জন্তুর কথা ধরিলে মানসতত্ত্ব ও শারীর বিজ্ঞানের সাধারণ সীমান্ত দেশে সহজ জ্ঞানকে দেখিতে পাই যাহাকে অনেক সংখ্যক জীবের মানসিক জীবন বলিয়া মনে করা যায়। ইচ্ছা ঘটিত নহে স্নায়বিক (Reflex action) উত্তেজনা বশতঃ নিষ্পন্ন ক্রিয়া বলিয়া যদি জটিল সহজ জ্ঞানের কার্য্যকে মনে করা যায় তাহা হইলে এই খানেই সহজজ্ঞান সরল প্রতিক্রিয়ান্বিত কার্য্য হইতে স্মৃতির রাজ্যে যাইয়া পড়ে।

নৈসর্গিক বুদ্ধির সঙ্গে অভ্যাসকে যোগ করিতে পারি যাহার কার্য্য অনেক স্থলে কম আশ্চর্য্যের নহে। অভ্যাস স্বয়ংক্রিয়তার দিকে ফিরিয়া যায়, এবং ইহা সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না ইহা পূর্ণরূপে সংজ্ঞা বিরহিত হয়।

এ সকল তথ্যকে অনেকদিন হইতে চিনিতে পারা গিয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে কম মনোযোগের সহিত দেখা হইয়াছে। সাধারণ বোধ রূপ জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং তাহার ফলে সংজ্ঞাহীন আনন্দ ও যাতনার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি অর্থাৎ বিনা কারণে আনন্দ ও বিষাদের ভাব। মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে নৈসর্গিক জ্ঞান যেমন লজ্জাশীলতা, নম্রতা, মাতৃস্নেহ, বিপদের পূর্ব্বাভাস এ সকল দৈবাৎ অপূর্ব্বরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু বোধ করিতে পারি যে এ সকল আমাদের সত্তার গভীর প্রদেশ হইতে সংজ্ঞাহীনতার অস্পষ্ট রাজ্য হইতে উঠে। কোন তথ্যই এত চিত্তাকর্ষক হয় না যেমন যৌন সম্বন্ধের জ্ঞান যাহা কোনরূপ অভিজ্ঞতার পূর্ব্বে উদ্ভূত হয়। এই সহজ জ্ঞান, যাহা ব্যক্তিগত বাছুনিকে স্থির করে, শপেনহরকে পারদর্শিতার সহিত এই মত পোষণ করিতে সমর্থ করিয়াছিল যে জাতি সংরক্ষণের প্রবণতাকে প্রণয় বলে এবং এই অপদেবতাতেই জাতি বলিয়া জিনিসের জ্ঞান প্রথম পাই নিঃসজ্ঞ অবস্থায়। বুদ্ধি বিষয়ক বোধে সত্য

মিথ্যার জ্ঞানে নিঃসজ্ঞ অর্দ্ধ অনুভূত জ্ঞান দেখা যায় না। কি ? প্রত্যেক জ্ঞানই আদিতে নৈসর্গিক। কিমিয়া বিদ্যার আলোচনাকারীরা পরীক্ষাত্মক প্রণালী সহজজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে আরোপ করিতে শিখিয়াছিল পরে গ্যালিলিও ও বেকন ঐ প্রণালী বুঝিতে পারিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিজ্ঞানে যাহাকে লক্ষণ দৃষ্টে রোগ নির্ণয় বলে তাহা হইতেছে নিঃসজ্ঞ জ্ঞান।

বোধের দৃশ্য হইতে যদি বুদ্ধির কার্য্যে যাই আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক সংজ্ঞার আকারের সঙ্গে একটী সিঃসজ্ঞ আকার জড়িত রহিয়াছে। প্রথমতঃ সচেতন প্রত্যক্ষ এবং সংজ্ঞাহীন কিম্বা অর্দ্ধ চেতনা জড়িত ধারণার মধ্যে পার্থক্য সকলেই জানেন; ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় স্নায়ুকেন্দ্র ধারণা লইয়া রক্ষা করিতে পারে, যাহা চেতন অবস্থায় কখনও উঠে না কিম্বা কিছু সময়ের পরে উঠে। প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে দুইটী প্রধান জিনিসের সাহায্যে, দেশ ও কাল, এবং তাহাদের, প্রক্রিয়ার দ্বারা, যাহা দেশের কোন বিন্দুতে পদার্থের স্থান নির্ণয় করে এইরূপে সংজ্ঞাহীনতাকে সচেতন প্রত্যক্ষের সাহায্যকারী ও আবশ্যকীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। স্মৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই, ইহা হইতেছে নিঃসংজ্ঞতা হইতে সংজ্ঞতার পরিবর্ত্তন। প্রচ্ছন্ন ভাবের সংযোগও এই প্রকারের জিনিস (ছুরিতে কাঁকুড় কাটিতে গিয়া আঙ্গুল কাটিয়াছে, কাঁকুড় দেখিলেই ছুরি ও আঙ্গুল কাটা মনে আসে) ইহাতে মন কতকগুলি ক্রিয়ার ভিতর দিয়া যায় যাহাদের চরম সীমা ২টীকে চেতনা ধরিয়া রাখে। অবশেষে কল্পনার সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি সকল সংজ্ঞাহীনতা হইতে উত্থিত হয়। প্রত্যেক নূতন জিনিসের আবিষ্কারক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কারিগর ইহাদের মনে প্রত্যাদেশের মত একটী ভাব প্রথম উদয় হয়, যেন সত্তার গভীরতম দেশ হইতে অনৈচ্ছিক আক্রমণ হইল যাহা অব্যক্তিক। চেতনার ভিতর যাহা উদয় হয় তাহা ফল, প্রক্রিয়া নহে। ধীশক্তি ও নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে চেতনাযুক্ত ও চেতনা বিরহিত, শিল্পী, ভবিষ্যৎবেত্তা, মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গকারী, ভাবযোগী কিম্বা সেই সকল লোক যাহারা কবির প্রবল উত্তেজনা অনুভব করিয়া থাকে,

তাহারা সকলেই স্বীকার করে যে তাহারা নিজের আত্মা ছাড়া যেন কোন উচ্চতর ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়ে, এই ক্ষমতা হইতেছে নিমজ্জিত সংজ্ঞার কিনারার উপর চৈতন্য হীনতার আসিয়া পড়া।

প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের মরমী mystics কিম্বা ভাবযোগীরা তাহাদের সংজ্ঞাহীন জ্ঞানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চেতনা-হীনতার রাজ্য হইতে তাহারা উচ্চদরের মনোমুগ্ধকর সমাধি অবস্থায় দৃষ্ট বিষয় সকল আনে।

বুদ্ধির ন্যায়সঙ্গত ক্রিয়া সকল যথা তর্ক ও বিচার বিনা চেতনায় সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা জানা ঘটনা যে এক রাত্রের বিশ্রামের পর মন দেখিতে পায় যে যে কার্য্য সে হাতে লইয়াছে তাহার সামগ্রী সকল এমন ভাবে সাজান রহিয়াছে যাহা খুব পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া সে করিতে পারিত না। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদেরা সচরাচর দ্রুতবেগে সহজোপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ফল দেখিতে পান ইহা কেবল চেতনা বিরহিত তর্কশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা হইয়া থাকে। লাইবনিজ বলেন ভবিষ্যৎ কথনের কৌশল যাহা না থাকিলে কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যাইত না তাহা ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রত্যেক লোক মাঝামাঝি রকমের গুণ বিশিষ্ট মন লইয়া নিঃসজ্ঞভাবে গুপ্ত ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা চালিত হয়। সংজ্ঞাহীন জিনিসগুলির ভালরূপ চর্চ্চা করিতে পারিলে আমাদের ভিতর অন্তর্গত ভাব সকলকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে; এবং সেই সকল মৌলিক সত্য যাহাদিগকে নিঃসংশয়ে আমরা সংজ্ঞাহীন আকারে স্বীকার করিয়া থাকি; এবং ইহাই বিশেষ করিয়া ব্যাপ্তিবাদ বা আগমশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, যাহাতে পূর্ব্বেই ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রকৃতির নিয়ম সকল স্থানে, সকল সময়ে, একই রকম। সংজ্ঞাযুক্ততা ও সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে যে পার্থক্য নিগমন (deduction) ও আগম শাস্ত্রের (induction) মধ্যেও তাহাই। সংজ্ঞার বাহিরে দুইটী প্রণালী এক হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহা নিগমন (deduction)

ইচ্ছার কথা বলিতে হইলে, ইহার শেষে উৎপত্তি চরিত্র হইতে ইহা বলিতে হইবে, এবং চরিত্রের আদি হইল সংজ্ঞাহীনতায়। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্ন অসমাধানীয়; এ সমস্যার মূলতত্ত্ব সকল সংজ্ঞা দিতে অপারগ। আমরা উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া সকলকে জানি, কিন্তু সংজ্ঞাহীনতাই সম্ভবকে প্রকৃত করিয়া তুলে।

টর্গট বলেন আত্মসংজ্ঞার যুক্তি (self conscious reason) হইতে ভাষা হয় নাই। একথা যদি তাঁহার সময়ে বুঝিত, তাহা হইলে ভাষার আদি লইয়া এত তর্ক বিতর্ক হইত না, ও ইহাকে মানুষের সংজ্ঞার সৃষ্ট জিনিস বলিয়া ভাবিত না। ভাষার গোড়া সংজ্ঞাহীনতায়, ভাষা না থাকিলে দার্শনিক সংজ্ঞা কিম্বা মানব সংজ্ঞার উৎপত্তি অসম্ভব হইত, এবং এইজন্য সচেতন ভাবে ভাষার ভিত্তি স্থাপন কখনই সম্ভব হয় নাই। যতই আমরা ভাষাকে বিশ্লেষণ করি ততই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে মনুষ্য মনের জ্ঞাতসারে উৎপন্ন দ্রব্য সকল অপেক্ষা ইহার গভীরতা অধিক। জীব ও উদ্ভিদ শরীরীর পক্ষে যেরূপ ভাষার পক্ষেও তদ্রূপ। আমরা ভাবি যে অন্ধশক্তির ফলে এই সকলের আবির্ভাব কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে উদ্দেশ্য যুক্ত প্রজ্ঞা এ সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। আমাদের সময়ের অনেক দার্শনিক ঐ কথা অর্থাৎ ভাষার সংজ্ঞাহীনতায় উৎপত্তি অপর রকম কথায় বলিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ ইতিহাসের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যে আমরা সংজ্ঞাহীনতার শেষ প্রকাশ দেখিতে পাই। জাতি যত সভ্য হয় তত আত্ম সংজ্ঞা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে; গত শতাব্দীতে মাত্র সেই আদর্শ অবস্থায় পৌছিয়াছিল যাহাতে মনুষ্য জাতির নিজের ও ইহার ইতিহাসের পরিষ্কার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল। আদিম জাতিদিগের মধ্যে দেখা যায় সমাজবদ্ধ হইয়াছে রাজনৈতিক ক্ষমতার ও বৃত্তির বিভাগ হইয়াছে কিন্তু কেন এবং কি উপায়ে এরূপ করা হইল তাহার সংজ্ঞা কিছুই ছিল না। এইখান হইতে জাতির জাতিত্বের বোধ আস্তে আস্তে উঠিতে থাকে। বিকাশের প্রণালী ব্যক্তিতে

যেরূপ জাতিতেও সেইরূপ, ইহা হোমারের সঙ্গে এরিষ্টটলের ও টুর্দের গ্রেগরীর মণ্টেস্কের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। এখানে এবং সকল স্থানেই সংজ্ঞার উদ্ভব নিঃসজ্ঞতা হইতে এবং সংজ্ঞাহীনতাকে সংজ্ঞার ঠিক পিছুনে থাকিতেই হইবে।

আমরা সামান্য কয়েক পাতে এই প্রশ্নের সংক্ষেপ বিবরণ দিলাম যাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে, তবে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট। অল্প কথায় বলিতে গেলে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এমন কোন দৃশ্য নাই, সরলই হউক জটিলই হউক, উচ্চ কিম্বা নীচ, স্বাভাবিক কিম্বা অসুস্থ হউক যাহা সংজ্ঞাহীন আকারে দেখা যাইতে পারে না। আমাদের ভিতর এবং অপরেরও ভিতর আমরা এক কথায় দেখিতে পাইয়া সিদ্ধান্ত করি যে জানোয়ারদের ভিতর অনেক জটিল কার্য্য আছে যাহা ইচ্ছা সম্ভূত সুবিবেচিত, উপায় এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান সম্বলিত। কতক স্থানে উদ্দেশ্য ও উপায়ের জ্ঞান একবারে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ফল হইতে উদ্দেশ্যের দ্বারা সাধিত হইয়াছে বুঝিতে পারি। এইরূপ কার্য্যকে সংজ্ঞাহীন কার্য্য বলা হয়।

এই সকল তথ্য ব্যাখ্যা করিতে দুইটী মাত্র অনুমান হইতে পারে।

১। মানসিক জীবনের অপরিহার্য্য না হইলেও অভ্যস্ত সঙ্গী হইতেছে সংজ্ঞা, কিন্তু স্বভাবতঃ প্রকৃতি অনুসারে প্রজ্ঞা (intellect) হইতেছে সংজ্ঞাহীন; ইহার সার হইতেছে উপায়ের সঙ্গতি বিশিষ্ট (co-ordination) করণ এবং ইহার উন্নতি হইতেছে উত্তরোত্তর জটিল বিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় সমশ্রেণীভুক্ত করণ; কিন্তু সংজ্ঞা খুব দরকারী হইলেও অপ্রধান জিনিস; কতকটা মস্তিষ্কের মতন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইলেও অপরের সঙ্গে যোগ হইয়া তবে উৎকৃষ্ট হয়। এ পূর্ব্ব পক্ষকে শারীর বিজ্ঞানের উপরও আরোপ করা হয় যখন বলা হয় যে সংজ্ঞাহীন দৃশ্য সকলের পিছুনে স্নায়বিক স্রোত রহিয়াছে যেগুলি গৌণ কেন্দ্রে শেষ হয় যথা (rachidian bulb annular protuberance tulercula quadrigemina)

অপর দিকে সজ্ঞাযুক্ত বৃন্তের পিছনে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্রোতগুলি থাকে যাহারা শেষ হয় মস্তিষ্কের গ্রন্থিল স্নায়ুতে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে চেতনা উচ্চদরের দ্রব্য হইলেও মানসিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে কারণ সকল রকম আকারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ইহারা মানসিক জীবনের ক্রিয়া সকলে থাকিতে পারে। সংজ্ঞা হইতেছে এঞ্জিনের উনন হইতে সবিরাম চমকের মত যাহা এই অদ্ভুত যন্ত্রকে ক্ষণিক দৃষ্টিতে দেখায় কিন্তু ইহারা নিজে যন্ত্র নহে।

২। অপর দিকে চেতনাকে উৎকৃষ্ট রকমের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্য বলা যায়। যে ক্রিয়ার দ্বারা সংজ্ঞা হয় তাহা পরিষ্কারতা এবং প্রাখর্য্য সম্বন্ধে নিজে পর পর মুহূর্ত্তের সংজ্ঞা নহে, সংজ্ঞা বাড়িতে থাকে ও কমিতে থাকে কিন্তু কখনও শূন্য হয় না। সংজ্ঞাহীনতা হইতেছে সংজ্ঞার ক্ষুদ্রতম অংশ। পরিষ্কার সংজ্ঞার স্থান এবং অবস্থা হইতেছে মস্তিষ্ক; কিন্তু প্রত্যেক গৌণ স্নায়ু কেন্দ্র এবং গ্রন্থিল স্নায়ু তাহাদের নিজে নিজের রকমে চেতনা যুক্ত। শারীরতত্ত্বের উপর স্থাপিত এই মত বিশ্বাস করে যে বোধ শক্তি হইতেছে শরীরের নির্ম্মাণ তত্ত্বের গুণ অঙ্গ বিন্যাসের গুণ নহে, যেখানে স্নায়ু পদার্থ আছে সেই খানে কম বেশী অস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকিবে, জীবের সাধারণ চেতনা এই সকল ক্ষুদ্রতম অংশ লইয়া হইয়াছে, যাহারা নিজে হারাইয়া যায় যদিও তাহাদের লইয়াই চেতনা।

দৈহিক এবং মানসিক দৃশ্য শ্রেণীর বৈপরীত্য ভাঙ্গিয়া ২টী বিপরীত জিনিসে দাঁড়ায় সংজ্ঞা যুক্ত ও সংজ্ঞাহীন। তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইলে কোথায় একটী শেষ হইল ও অপরটী আরম্ভ হইল বলা বড় কঠিন। বর্ত্তমানে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় হয় নাই যতক্ষণ না আমরা মানস তত্ত্বের অর্থাৎ সংজ্ঞা যুক্তের ভালরূপ অনুশীলন না করি। তাহাই এখন করিতে চলিলাম।

৩

আমরা এখন মিশ্র রকমের দৃশ্য অর্দ্ধ শারীরিক অর্দ্ধ মানসিক হইতে পূনা মানসিকে চলিলাম। কিন্তু একথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে দৃশ্য লইয়া আমরা ব্যাপৃত মন নিজে কি তাহা আমরা জানি না আর সে প্রশ্নের এখানে বিচারও করিব না। আমাদের কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় জীবনে শেষ বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণীত কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মৌলিক জিনিসে লইয়া যাওয়া যায় কি না? এবং মানসিক কিম্বা দৈহিক আদিম তথ্য-দিগের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না। তত্ত্ববিদ্যার আলোচ্য বিষয় মন জিনিসটা আসলে কি এ বিচার না করিয়া এবং ইহার বৃত্তি এবং দৃশ্য সকল যাহা বর্ণনাকারী মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তাহার কথাও না বলিয়া দেখা যাউক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক এবং চিন্তাকে শেষ আকারে কিসে পরিণতঃ করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে চিন্তা করার অর্থ হইতেছে এক করা এবং ভিন্ন করা, দৃশ্যের বহুত্বকে একত্বে লইয়া আসা এবং সেই একত্বকে দৃশ্যের বহুত্বতে বুঝিতে পারা। প্রত্যেক চিন্তা করায় কার্য্যকে বিশেষভাবে পরিণত করা যায়: সাদৃশ্যে কিম্বা ভিন্নত্বে অর্থাৎ বহু এক হয় এবং এক বহু হয়। বিশ্লেষণ এবং সংযোজন দ্বারা এই দ্বিগুণিত প্রক্রিয়াকে অসংখ্য রকমে আবৃত্তি ও জটিল করা যায় এবং সকল প্রকার বুদ্ধির কার্য্যের নীচে ইহাকে দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে বুদ্ধির সকল রকম দৃশ্য তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে গঠন একই রকম এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে আমরা যোগ কিম্বা ভাগ করিতেছি দেখিতে পাই। এই সকল চর্চ্চা আমাদিগকে অস্পষ্ট ধারণা হইতে শেষ আকারে সংজ্ঞার অর্থ কি ইহার ঠিক ধারণায় লইয়া যায়।

প্রত্যেক চিন্তার কার্য্যে দুইটী মূল জিনিস থাকিতেই হইবে একত্ব এবং বহুত্ব, এগুলির ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে দেখিবার জন্য যে অবশেষে ইহাদিগকে কিসে পরিণত করা যাইতে পারে।

১। আমরা চিন্তার বিভাগকারী মৌলিক তত্ত্ব লইয়া আরম্ভ করিব। সামাজিক রীতি নীতি কিম্বা শাসন প্রণালী লইয়া যদি আরম্ভ করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে বেশী জটিল হইতে কম জটিলে কম জটিল হইতে সরলে আবার খুব সরল হইতে আদি মৌলিক জিনিসে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিতে করিতে পৌছান যায়। এইরূপে কতকগুলি সম্বন্ধান্বেষণে পৌছাই যাহা আবার কতকগুলি বিচার নিষ্পত্তিতে আনিয়া ফেলে যেগুলিকে ভাব ও সম্বন্ধে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ভাবগুলি মোটা জিনিসের ছবিতে আনয়ন করে যাহা আভ্যন্তরিক ও বাহিরের ছবির সংবেদন হইয়া দাঁড়ায়: সংবেদনই হইল শেষ পরমাণু যাহা হইতে এই জটিল বৈচিত্রের উদ্ভব। পদার্থবিদের ও শারীর বিজ্ঞানবিদের গবেষণা দেখিয়া মনস্তত্ত্ববিদেরা জিজ্ঞাসা করেন যে সংবেদন কি শেষ জিনিস যাহাকে আর ভাঙ্গিয়া সরল করা যায় না। শব্দ, রং, আস্বাদন, গন্ধ এই সকল সংবেদনকে তাঁহারা সেইরূপভাবে দেখেন যেমন রাসায়নিকেরা সরল পদার্থকে দেখিতেন। বিশ্লেষণ দেখাইয়াছে যে তথাকথিত আদি সংবেদনগুলিও জটিল। এসকল সংবেদনের বিশ্লেষণ জন্য আমরা পাঠকদিগকে মনস্তত্ত্বের পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। এখানে একটী দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব।

এরূপ সংবেদনের একটী দৃষ্টান্ত লইব যাহাকে বিশ্বাস করা হয় আর ভাঙ্গিয়া সরল করা যায় না, যেমন সঙ্গীতের স্বর। কোন জিনিসকে যদি স্পন্দিত করা হয় এবং স্পন্দনের সংখ্যা এক সেকেণ্ডে ১৬র অধিক না হয় পর পর একই রকমের সংবেদন অনুভব করিতে পারি যাহার প্রত্যেকটীই একটী পৃথক শব্দ। স্পন্দনগুলি যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় শব্দগুলি পৃথকভাবে অনুভূত না হইয়া মিলিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংজ্ঞা উৎপন্ন করে তাহাকেই সঙ্গীতের স্বর বলে। স্পন্দনের দ্রুতগামিতাকে যদি বাড়ান যায় শব্দের গুণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে এবং উত্তরোত্তর তীব্র হইবে; দ্রুতগামিতা যদি সমভাবে বাড়িতেই থাকে ইহা এত তীক্ষ্ণ হইবে যে শব্দ

বলিয়া আর অনুভব করা যাইবে না। শুধু ইহাই নহে হেলম্‌হলজের গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে বিয়ালা, শিঙ্গা, ফ্লুটের সুরের মেলশুদ্ধতার সহিত মৌলিক সুরের যোগ হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুর উৎপন্ন হয়। এই সকল সংবেদনের পার্থক্য যাহাকে স্বরের পার্থক্য বলিয়া ধরা হয় সেগুলি হইতেছে মূল শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সঙ্গে একত্রকরণ মাত্র; স্পষ্ট কথায় একমাত্র সংজ্ঞার অবস্থায় এই সকল আদি সুরের সংমিশ্রণ হইতে সুরের বোধের উৎপত্তি; কম তীব্র স্পন্দনের সঙ্গে প্রধান স্বরের মিশ্রণ হইতে স্বরের বিভিন্নতার সৃষ্টি।

এই বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত হইলেও আমাদিগকে বুঝাইতেছে যে বোধ নামক দৃশ্যের বাহ্যিক সরলতা কত অলীক। গন্ধ, রং, আস্বাদ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বলা যায়, সাধারণতঃ সকল বোধ সম্বন্ধে যদিও তাহাদের বিশ্লেষণকে এতদূর লইয়া যাওয়া যায় না। যখন সংবেদন হইল মিশ্র জটিল দৃশ্য তখন ইহার আদি মৌলিক অবস্থা বাহির করাও সম্ভব হইতে পারে।

এ বিষয়ের উপর সম্প্রতি লিখিত গ্রন্থ হইতেছে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মনোবিজ্ঞান যে পুস্তকে বিশ্লেষণকে সংজ্ঞার শেষ সীমায় ইহার চরম মৌলিক তত্ত্বকে চেতনার একক বলিয়া দেখাইয়াছেন যাহাকে দেখা যায় না কেবল বোধ করা যায়, সে একক হইল স্নায়বিক ধাক্কা। নানা প্রকারের সংবেদনকে পরীক্ষা করিলে তাহাদের জাতিগত পার্থক্য থাকিলেও দেখিতে পাই এক মাত্র 'স্নায়বিক ধাক্কা' যাহা সকলকার ভিত্তি। কিসে এই শেষ তত্ত্ব হইল ইহা বলা সম্ভব না হইলেও কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাকে পরিষ্কার করা যাইতে পারে। crash কড়মড় শব্দ যাহার স্থায়িত্ব কিছু ধরা যায় না তাহাতে আমাদের দেহে একটা ফল হইল তাহাকেই বলে স্নায়বিক ধাক্কা। একটা বৈদ্যুতিক নিঃসরণ সমস্ত শরীর দিয়া চলিয়া গেল, বিদ্যুতের চমক চক্ষে লাগিল, ইহা স্নায়বিক ধাক্কার সদৃশ। চেতনার অবস্থা যাহা হইল, তাহা গুণেতে মাথায় ঘুষো মারার সদৃশ পরে যে যাতনা বোধ হইবে

তাহা ছাড়িয়া দিয়া ইহাকেই আদিম আদর্শ স্বরূপ স্নায়বিক ধাক্কা বলিয়া ধরা হয়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন এইরূপ স্নায়বিক ধাক্কার মত কিছু সংজ্ঞার শেষ একক বলাই সম্ভব, শেষ এককের নানারূপ একত্রীকরণ হইতে নানারূপ বোধের উৎপত্তি। গ্রন্থকারের এই মতের সঙ্গে সুপরিচিত স্নায়বিক ক্রিয়ার সঙ্গে ঠিক মিল আছে। অভিজ্ঞতা দেখায় যে স্নায়ুর স্রোত সবিরাম এবং ইহার উঁচু নীচু ঢেউ আছে। বাহ্যিক উত্তেজক, তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন কেন্দ্রের উপর অবিরামভাবে কার্য্য করে না কিন্তু কতকগুলি স্পন্দন পাঠাইয়া দেয় বাহ্যজগতে এই দৃশ্য আভ্যন্তরিক স্নায়বিক ধাক্কার সদৃশ।

চেতনার বিশ্লেষণে ইহা সম্ভব মনে হয় না যে এ বিশ্লেষণকে আর বেশী দূর ঠেলিয়া লওয়া যাইতে পারে, কারণ স্নায়বিক ধাক্কাকে চেতনার অবস্থা বলা যাইতে পারে না অর্থাৎ বোধ এবং আবেগ যাহাদিগকে সংযোগ করিয়া এবং মূর্ত্তি, ভাব, ও সম্বন্ধ সকলকে ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনী-বৃত্তির মন্দির প্রস্তুত করা হয়।

২। পূর্ব্বের কয় পাতে আমরা সংযোজন, একত্রকরণ, মিশ্রণ ও ভাব সম্মিলনের কথা ক্রমাগত বলিয়াছি। ইহাদের কার্য্যে কি করিয়া বৈচিত্র একত্ব প্রাপ্ত হয়? ইহা কি মৌলিক জিনিসের ফল? এই সকল সংযোজন রাসায়নিক সংযোগ যেরূপ মূল পদার্থের পরিমাণ ও গুণের সংযোগের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ করিয়া থাকে কি? চেতনার তথ্যের একত্ব জীবন সম্পর্কীয় দৃশ্যের একত্ব হইতে অনুমান করিব, না মানসিক সংযোজনকে দৈহিক সংযোজনের ভিতর খুঁজিব। ইহাতে আমাদের কোন সাহায্য হইবে না কারণ আমরা জানি যে জীবের ভিতর শারীরতত্ত্বের একত্বর ব্যাখ্যা করা কত কঠিন।

চেতনা রূপ তথ্যের একত্ব সম্বন্ধে কোন তর্ক হইতে পারে না, এবং আমাদের মনে হয় ইহা অব্যাখ্যাতই থাকিবে যতক্ষণ না আমরা বিজ্ঞানের রাজ্য যে দৃশ্যাবলি লইয়া থাকে তাহার বাহিরে যাই। কি কি জিনিস

লইয়া মন হইয়াছে তাহার কথা এখানে বলিব অর্থাৎ মনের দৃশ্যাবলির কথা পরে অভিজ্ঞতার দিক হইতে ইহার বিভিন্ন আকারের পরীক্ষা করিব। প্রাণের একত্ব লইয়া যে প্রশ্ন উঠে চেতনার একত্ব লইয়া সেইরূপ প্রশ্ন উঠে অর্থাৎ ইহা ফল না কারণ। কতকগুলি শারীরতত্ত্ববিদ প্রাণকে কারণ যাহার উপর ক্রিয়া সকল নির্ভর করে এরূপ না ধরিয়া ক্রিয়াকেই প্রকৃত সত্য বলিয়া ধরেন ও প্রাণ হইতেছে ইহাদের সমবায়োৎপন্ন বিমিশ্র ফল।

প্রাণতত্ত্বে ব্যক্তি বিশেষত্বের ভাব যেরূপ মানসতত্ত্বেও ব্যক্তিত্বর ভাবও সেইরূপ মৌলিক। কিন্তু ব্যক্তি ভাবনাকারী পদার্থ অহঙ্কারকে একত্ব বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় কিন্তু এরূপ ধরা হয় আনুমানিকভাবে, এই আদর্শের ততই সন্নিকট হইতে থাকে জীব যত ধাপে ধাপে উন্নত হইতে থাকে কিন্তু সে আদর্শে কখনও পৌঁছায় না। আমাদের ব্যক্তিত্ব অসংখ্য বোধ, ভাব, মূর্ত্তি ও ধারণা অতীত ও ভবিষ্যতে ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা একটী সংযোজন, যোগফল যে ফলে সর্ব্বদাই যোগ কিম্বা বিয়োগ চলিতেছে এবং যে সকল জিনিস লইয়া ইহা হইয়াছে তাহাদের সত্যতাই ইহার সত্যতা।

জীবতত্ত্বের সোপান পদ্ধতির নিম্নতম পৈঠা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি যেখানে কেবল প্রাণ মাত্র রহিয়াছে, সেখানে ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৃত্তি সকল একসঙ্গেই কার্য্য করিয়া থাকে; পাকক্রিয়া, রক্ত চলাচল, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া, নিঃসারণ প্রক্রিয়া এবং ইহাদের নানারূপ বিভাগ যাহারা এক সময়েই হইয়া থাকে এবং পরস্পরের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি উদ্ভিদ হইতে নিম্নতর জীবে এবং তথা হইতে উচ্চতর জীবে যাই জীবনী ক্রিয়ার সঙ্গে অপর কতকগুলি কার্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাই যাহারা সরলভাবে পর পর হইয়া থাকে যেমন একটী শ্রেণীর আকারে সজ্জিত হইয়া যায়। এই সকল ক্রিয়াগুলিকে আমরা মানসিক ক্রিয়া বলি। শম্বুকাদি ও বৃশ্চিকাদি জীবের মানসিক জীবন, গ্রন্থিল স্নায়ুর ভিতর ছড়ান থাকে, এই সকলের ক্রিয়া অসম্পূর্ণভাবে সমশ্রেণী-

ভুক্ত এবং তাহারা পর পর না হইয়া এক সঙ্গেই আবির্ভূত হয়, এবং এই কারণেই ইহাদের মানসিক হীনতা। মানসিক জীবন ছড়াইয়া থাকার জন্য কেঁচো, বীচে, প্রার্থনাকারী (mautis) ম্যাণ্টিসকে যদি ২।৩ ভাগ করা যায় তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী স্বাধীন জীব হইয়া যায়। যে পরিমাণে জীব শ্রেণীর সোপানে উর্দ্ধে উঠিতে থাকি ততই দেখিতে পাই যে স্নায়বিক প্রণালী পূর্ণতর হইতে থাকে এবং কেন্দ্রগুলি সমশ্রেণী ভুক্ত হইতে থাকে উন্নত প্রকারের একত্ব লাভ করিবার জন্য, একত্র সম্পন্ন ক্রিয়া সকল পর পর হইতে থাকে কিন্তু পূর্ণভাবে তাহা কখনই হইতে পারে না। একত্রেও পর পর নিষ্পন্ন ক্রিয়ার মিশ্রণ কখনই পূর্ণ হইবার নহে; এ কারণ মানসিক ক্রিয়া সকলের সরল শ্রেণী হইবার ঝোঁক এই আদর্শের দিকে চলিতেছে কিন্তু কখনই পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা চেতনার একত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যাকে আর এক দিক দিয়া আক্রমণ করিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে ইহারা শ্রেণীব আকারে পর পর ঘটিতে থাকে অর্থাৎ সময়ের দ্বারা নিরূপিত হইয়া। কিন্তু সময় পরিমাণাত্মক কোন জিনিসের চর্চ্চা করার অর্থ তাহার পরিমাণ করা আর নিখুঁট বিজ্ঞান এই পরিমাণ লইয়া, চেতনাকে এ কারণে কতক পরিমাণে নিখুঁট বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এ বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহা আধুনিক। গত শতাব্দীর শেষ সময়ে গ্রীণ উইচের জ্যোতির্ব্বেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শক একভাবে কোন তারাকে দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইতে দেখিতে পায় না। এই বিভিন্নতা সময়ে সময়ে অর্দ্ধ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কনিগ্‌সবার্গের ব্যাসেল প্রথমেই আন্দাজ করেন যে এ পার্থক্য মানসিক কারণ হইতে হইয়া থাকে এবং এই ভুলের পরিমাণ ঠিক করিতে ব্যাপৃত হন। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদেরা ঠিক করিয়াছেন যে কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার মুহূর্ত্ত এবং মনোযোগী দর্শকের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মুহূর্ত্ত মধ্যে কিছু সময় যায়।

যদিও চিন্তার দ্রুতগামিতা মাপা যায় না তাহা হইলেও হেলমহল্‌জ, ডণ্ডার্স, হীর্শমারী কৌশলী পরীক্ষার দ্বারা ইহার পরিমাণ ঠিক করিয়াছেন।

এই সকল পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে সংবেদনের দ্রুতগামিতা ব্যক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তিতে আবার উত্তাপ অনুসারে ভিন্ন হয়, কম উত্তাপে স্নায়বিক দ্রুতগামিতা কম হয়। গড়ে ৩০ মিটার সেকেণ্ডে দ্রুতগামিতার সহিত সংবেদন বাহির হইতে স্নায়বিক কেন্দ্রে ও ইচ্ছা স্নায়বিক কেন্দ্র হইতে বাহিরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ সম্বন্ধীয় অনুভব সকল (এবং হাতের প্রতিক্রিয়া যাহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রকৃত অনুভূত হইয়াছে বুঝা যায়) বাহির হইতে কেন্দ্র স্থানে যাইতে আসতে দর্শনে সেকেণ্ডের পঞ্চমাংশ লাগে, শ্রবণে ষষ্ঠাংশ এবং স্পর্শে সপ্তমাংশ লাগে। কিন্তু ডাণ্ডার্স যেরূপ বলিয়াছেন তাহাও ঠিক যে এ ক্রিয়াও নিজে জটিল, অনুভব বাহির হইতে কেন্দ্রে যাওয়া এবং ইচ্ছা কেন্দ্র হইতে হাতে আসা, কতকগুলি অদ্ভুত পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে সহজ সমস্যার সমাধানে এক সেকেণ্ডের পঞ্চদশাংশ লাগে। উণ্ডট নিজের পরীক্ষা হইতে দেখাইয়াছেন যে চিন্তার খুব দ্রুতগামী কার্য্যেও সেকেণ্ডের দশমাংশ লাগে।

চিন্তার দ্রুতগামিতা এবং চেতনার অবস্থার সংখ্যার অনেক তারতম্য হইয়া থাকে। কতকগুলি স্বপ্নে এবং অহিফেন, গাঁজা সেবনকারীর মনে এই দ্রুতগামিতা (চেতনার দৃশ্যের) এত বাড়িয়া যায় যে ২। ৪ সেকেণ্ডকে অনেক মিনিট কিম্বা ঘণ্টা বলিয়া মনে হয়। সুপরিচিত অহিফেন সেবক ডিকুইন্সীর স্বপ্ন হইত যাহা ১০। ২০। ৫০। ৭০ কিম্বা অসংখ্য বৎসর চলিতেছে মনে হইত। ইহার কারণ হইতেছে যে আমাদের চেতনার অবস্থার সংখ্যা ধরিয়া আমরা সময়ের পরিমাণ করিয়া থাকি। অতীত কাল সম্বন্ধে কার্য্যে ব্যয়িত সময়কে আলস্যে কাটান সময় অপেক্ষা অনেক লম্বা মনে হয়। ভ্রমণে এক সপ্তাহ

কাটানকে এক ঘেয়ে অভ্যস্ত জীবন অপেক্ষা অনেক লম্বা মনে হয়। প্রকাণ্ড এবং হঠাৎ আগত বোধের ধারণা মনে আসিয়া পড়িলে সময়ের মত স্থানও চেতনার ভিতর অপরিমিত রূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। ডিকুইন্সী বলেন অট্টালিকা পাহাড় এত বড় দেখায় যে তাহা চক্ষের ভিতর ধরা যায় না। মাঠ ছড়াইতে থাকে এবং বিশালত্বে আপনাতে আপনি হারাইয়া যায়।

এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে পর পর আমার ভাব যাহা হইতে চেতনা, তাহা দ্রুতগামিতা ও জটিলত্বে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে এ কারণ সেই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সরল আত্মা হইতে অনেক তফাতে থাকিয়া যায়।

চেতনার দৃশ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পরিমাণ হইতে অনেক আবশ্যকীয় সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে, বর্ত্তমানে ইহার কতকগুলি আপাততঃ দেখাইব।

১। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তরেন্দ্রিয়েরও সীমা আছে যাহার বাহিরে আর কিছুই প্রত্যক্ষ হইবে না দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্বন্ধে যেমন একটা ক্ষুদ্রতম অংশ আছে মন সম্বন্ধেও তাহাই। সেকেণ্ডের অষ্টমাংশ হইতেছে চেতনার ক্ষুদ্রতম অংশ কিন্তু যে মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে সেকেণ্ডের পঞ্চদশাংশ কিম্বা ২০ ভাগের ভাগ লাগে তাহা চেতনার বাহিরে পড়িবে।

২। চেতনায় পর পর আসিতেছে বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা বাস্তবিক প্রকৃত নহে। হামিল্টন বলেন ৭টা অনুভব আমরা একবারে মনে ধরিতে পারি, চেতনার কতকগুলি অবস্থা যাহাদিগকে একত্রে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় তাহারা একত্র উৎপন্ন নহে কিন্তু একটীর পর আর একটী এত দ্রুত আসে যে তাহাদের মধ্যে ফাঁক আমরা ধরিতে পারি না। চক্ষুর ন্যায় সংস্কার যদি অনুবীক্ষণ থাকিত তাহা হইলে গৃহের ন্যায় জটিল পদার্থের জ্ঞান একত্র উৎপন্ন নহে পর পর হইতেছে বুঝিতে পারিতাম।

৩। আমাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার অধিকাংশই সংজ্ঞার ভিতর ঢুকে না। আমাদের সমস্ত জীবন অনেকগুলি বিশেষ জীবনের সমষ্টি, এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জীবনের সাড়া, সমস্ত শরীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিল স্নায়ু ও স্নায়বিক কেন্দ্রে ছড়ান রহিয়াছে। এই সকল আভ্যন্তরিক অবস্থা একত্রে উদয় হয় কিন্তু চেতনা পর পর তাহাদিগকে ধরিতে পারে এ কারণ তাহাদিগের অধিকাংশ নিঃসজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। বোধ মূর্ত্তি ও ভাবের মধ্যে ঝগড়া চলিতে থাকে যে কে চেতনায় প্রথম পৌঁছিবে, যে ঝগড়া এক শ্রেণীর দৃশ্যাবলির মধ্যে হইতে পারে যেমন সংবেদন সংবেদনের সঙ্গে, মূর্ত্তি মূর্ত্তির সঙ্গে ও ধারণা ধারণার সঙ্গে অদ্ভুত স্বপ্ন যেরূপ করে সেই রকম বদলায় ও ক্রম বিকাশ প্রাপ্ত হয়; সংযোজনীয় মানসিক ভাবের তুচ্ছ শৃঙ্খলের পিছু পিছু আসে এবং স্বপ্নে যেরূপ হয় কোন ধারাবাহিক উদ্দেশ্যের রেখা কিম্বা রং বজায় রাখে না। খুব হইলে স্ফটিকে প্রতিবিম্বর টুকরা গুলি এরূপ শ্রেণীর মূর্ত্তি উদয় করাইতে পারে। এবং আরম্ভ অর্থাৎ এ প্রকারের প্রথম ছবি আরম্ভর সঙ্গে আশ্চর্য্য দৃশ্য আসে স্ফটিকটী দুগ্ধবৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায় তাহা প্রতিবিম্বিত ছবির টুকরাগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া দেয় তাহার পর দৃশ্যের মূর্ত্তি ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে থাকে। এ মেঘাচ্ছন্নতা আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি না। ইহা এত বার ও এত স্বাধীনভাবে হয় যে ইহাকে সঙ্কেতের ফল বলিতে পারি না। ইহা চক্ষু সম্বন্ধীয় কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না যেমন রশ্মি সমুহের সম্মিলন বিন্দুর ফল কিম্বা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকারও ফল নহে। এ ছবি অপর ছবির ন্যায়, ইহার চক্ষু যখন সতেজ থাকে তখন আসিতে পারে আর চক্ষুকে টানিয়া দেখার দরকার নাই, ইহা অনেকক্ষণ থাকিয়া যায়, দ্রষ্টা চক্ষু ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকাইলেও উহা থাকিয়া যায়। ছবির প্রথম শ্রেণীর আরম্ভে আসিতে পারে কিম্বা এক এবং অপর শ্রেণীর মধ্যে যবনিকায় (dropscene) মধ্যে আসিতে পারে। ইহার খুব নিকট সাদৃশ্য হইতেছে কুয়াসা কিম্বা মেঘ যাহা হইতে ছায়ামূর্ত্তি ঘরের বাহির হইতে যেন মূর্ত্তি ধাবণ করিতেছে।

আবার ভিন্ন শ্রেণীর দৃশ্যের মধ্যেও হইতে পারে যেমন সংবেদনের মূর্ত্তির সঙ্গে এবং ভাবের ধারণার সঙ্গে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে চেতনার ভিতরে যাহা হইতেছে তাহার অতি সামান্য অংশই ভাসিয়া উঠে। আমাদের ব্যক্তিত্ব জটিল, আমাদের একত্ব অঙ্কশাস্ত্রের বিন্দুর মত নহে কিন্তু দল বাঁধিয়া সেনাদের গমনের মত। ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম দীর্ঘ বিভাজনের চেষ্টা না করিয়া আমরা বলিতে পারি যে ইহার আবশ্যকীয় ৪টী অঙ্গ আছে; ১ম—অপরাপর সকলের ভিত্তি স্বরূপ আমাদের শরীরের এবং ইহার সুস্থ এবং অসুস্থ ক্রিয়া সকলের একটা সাধারণ জ্ঞান; ২য়—প্রত্যক্ষ কিম্বা প্রকৃত ধারণার জ্ঞান; ৩য়—আমাদের পূর্ব্বাবস্থার জ্ঞান; ৪র্থ—কর্ম্মশীলতার বোধ অর্থাৎ বাহ্য জগতের উপর কিরূপ কার্য্য-শক্তি প্রয়োগ করিব তাহার জ্ঞান এবং তাহার দ্বারা আমরা কিরূপ প্রভাবিত হইব তাহার বোধ।

কিন্তু সেই প্রশ্ন বার বার উঠে যে এই সকল কিরূপে একত্ব প্রাপ্ত হয় আবার সেই অপরিহার্য্য সমস্যার পড়িলাম। একত্ব যাহা ছাড়া সংজ্ঞা হইবে না তাহা প্রকৃত বস্তু না নিরপেক্ষ ভাব। এখানে নিয়ম বিরোধ (antinomy) হইল সহজে সমাধান হইতে পারে না।

একদিকে সেই এক, অহং প্রভৃতিকে যদি প্রকৃত পদার্থ বলিয়া মনে করি তাহা হইলে বস্তু নিরপেক্ষ ভাবকে বস্তু বলিয়া ধরা হইতেছে। যদি আমার অহংকার (ego) হইতে বহুল দৃশ্য সকল যথা—বোধ, ভাব, ধারণা, সঙ্কল্প ইত্যাদি বাদ দিই তাহা হইলে অতি তুচ্ছ ফাঁকা ভাব পড়িয়া থাকিবে

অপর দিকে যদি ধারণাগুলিকে প্রকৃত বলিয়া মনে করি এবং সেই অহং একক ব্যক্তিত্ব কেবল তাহাদের সমবায়োৎপন্ন ফল অর্থাৎ বস্তু নিরপেক্ষ ভাব তাহা হইলে আমাদের এমন কথা বলা হইবে যাহা বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে; এই সকল দৃশ্যাবলি যাহা লইয়া আমি ইহাদের দুই রকমের প্রকৃতি, এক হইতেছে বাহিরের দৃশ্য স্বরূপ আমাকে জড়াইয়া আছে. আর এক যে গুলিকে আমার নিজস্ব বলিয়া দেওয়া

হইয়াছে। আমার বোধ, আমার ধারণা, আমার ভাব অর্থাৎ আমার চেতনার সকল রকম অবস্থা সংযোগাত্মক বিচার বুঝাইতেছে যাহারা আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একীভূত হইয়াছে তাহারই উপর আরোপ করা হইতেছে। এই সংযোগাত্মক মত ছাড়িয়া দিলে সেই সকল দৃশ্যাবলি যাহা আমার বিশেষ পরিচিত সেগুলি হার্শেলের নীহারিকার (nebula) বাহিরের ঘটনার মত অপরিচিত হইবে। বিক্ষিপ্ত মুক্তা, হার তৈয়ারি করিতে পারে না। তাহাদিগকে গাঁথিবার জন্য সুতার দরকার হয়; কোন স্তম্ভের চূড়ায় দাঁড়াইয়া একটী আতাকে ২০ ভাগ করিয়া হাওয়ায় যদি ছড়াইয়া দিই এই সকল টুকরারা আর আতা হইতে পারে না। বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত দৃশ্যাবলির সেইরূপ দশা ঘটিবে অর্থাৎ কিছুতেই তাহা-দিগকে এক করা যাইবে না। আত্ম অনাত্ম অন্তর্বাহ্য সেইরূপ অন্যোন্যাত্মক শব্দ, একটীকে অপরটীকে ছাড়িয়া দিলে ভাবা যায় না; আমি নিজেকে না জানিতে পারিলে অপর কিছুই জানিতে পারিব না; এইরূপে যদি সংজ্ঞার একত্ব না থাকে তাহা হইলে অন্তর্বাহের কোন জ্ঞানই হইবে না এবং চিন্তা বলিয়া জগতে কোন জিনিস থাকিবে না। কেহ কেহ যেরূপ বলিয়াছেন তাহা যদি ভাবা যায় যে চেতনার ধারাবাহিকতা হইতেছে আত্মার একত্ব, ইহা ভুল ধারণা হইবে কারণ চেতনা নিরবচ্ছিন্ন নহে কাজে কাজেই ইহা কেবল বিচ্ছিন্ন একত্ব উৎপন্ন করিতে পারে।

এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান অসম্ভব কারণ এইখানেই বিজ্ঞান শেষ হইল এবং তত্ত্ববিদ্যা আরম্ভ হইল। আমরা অজ্ঞেয়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহা আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে রহিয়াছে। এই নিয়ম বিরোধ কথার দুই দিককার ২টী পদকে মিলাইতে পারি না ও চাপিয়া রাখিতেও পারি না; সমানভাবে ইহা বলিতেও অসমর্থ যে আমাদের একত্ব প্রকৃত না বাহ্যিক। আসল কথা হইতেছে যে চেতনার শেষ অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ অসম্ভব। বিশ্লেষণ ক্রিয়া এখানে আরোপ করিতে হইবে কিন্তু তাহা করিতে যাওয়া ভ্রম।

আমরা মনে করি কোন জটিল তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি যখন পর পর সরল করিয়া ইহাকে মৌলিক উপাদানে আনিয়াছি। সাধারণতঃ ইহা সত্য; কিন্তু প্রাণ এবং মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শ্রেণীতে বিশ্লেষণের পূর্ব্বের সংযোজন বিশ্লেষণের পরের সংযোজনের সঙ্গে এক নহে। এখানে সমস্ত জিনিসটা অংশ সকলের একত্রযোগের সমান নহে। রসায়ন শাস্ত্র ইহার সংযোজন বিয়োজন দ্বারা এই বিরোধাভাসকে বুঝিতে পারক করে। দেখিতে পাওয়া যায় যে ২। ৩টী অমিশ্র পদার্থ যাহাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ, যদি মিশাইয়া দেওয়া যায়, যোগফলের গুণ তাহাদের উপাদানের গুণ হইতে একবারে বিভিন্ন। গন্ধ-দ্রাবকের গন্ধক ও অম্লজান কাহারও সঙ্গে মিল নাই। মানসিক ব্যাপারেও এইরূপ। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অহংজ্ঞান গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে; কিন্তু ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের সতত সতর্ক থাকিতে হইবে পাছে আমরা মনে করি যে বিশ্লেষণ করিয়াছি বলিয়া সমস্তটা ব্যাখ্যা করিয়াছি। দৃশ্য সকলের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সকলকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করিবার জন্য মানসতত্ত্বে বিশ্লেষণ কার্য্য লাগে আর এই লইয়াই বিজ্ঞান; কিন্তু বিজ্ঞানই সব নহে।

পদার্থ ও নীতির সাধারণ সম্বন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এখন পৌঁছিতে পারি। প্রথমে পূর্ব্বের তর্ক বিতর্ক ও ব্যাখ্যা সকলকে দুইটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে ফেলিতে পারিঃ—

১। পদার্থ সম্বন্ধীয় ও মানসিক জীবনকে সমগ্রভাবে ধরিলে একটী ধারাবাহিক শ্রেণী দেখি যাহার একপ্রান্তে সমস্তই নিঃসজ্ঞ এবং সম্পূর্ণ শরীর বিজ্ঞান সম্পর্কীয়, অপর প্রান্তে সমস্তই সংজ্ঞা-যুক্ত এবং পূর্ণ মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইবার ক্রম আমরা বুঝিতে পারি না, উহা নিঃসজ্ঞ হইতে সংজ্ঞায় উঠুক কিম্বা সংজ্ঞা নিঃসজ্ঞতায় ফিরিয়া যাউক।

২। শেষ বিশ্লেষণে পূর্ণ শারীরিক দৃশ্য সকলকে গতিতে এবং মানসিকগুলিকে বোধে পরিণত করা যাইতে পারে; শরীরী ও অশরীরীর মধ্যে সম্বন্ধ রূপ

সমস্যাকে এখন এই প্রশ্নে নামাইয়া আনা যায়, যে স্নায়বিক স্পন্দন ও সংবেদনের মধ্যে সম্বন্ধ কি? অধ্যাত্ম বিদ্যা ধরিয়া কেহ বলেন এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে; বহুদর্শন জনিত জ্ঞানের উপর যাঁহারা দাঁড়ান তাঁহারা বলেন ইহার সমাধান হইতে পারে না। এ বিষয়ের উপর আধুনিক অধ্যাত্ম বিদ্যার ঝোঁক দেখিতে গিয়া বিভিন্ন দুইটী মত দেখিতে পাই, উভয়েই সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত। হয় গতিকে একমাত্র সত্য অপরাপর সকল তাহার বিকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, চিন্তা হইতেছে গতির চূড়ান্ত অবস্থা; না হয় চিন্তাকে ধরিতে হইবে একমাত্র সত্য অপরাপর যাহা কিছু দেখি সকলই তাহার বিকৃতি, গতি হইল চিন্তার ক্ষুদ্রতম অবস্থা। প্রথম অনুমানটী সেকেলে কথায় বলিতে গেলে জড়বাদ বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে যন্ত্রাংশ সমূহের যোজনা বলে, দ্বিতীয় অনুমানটী হইতেছে মায়াবাদ। আমদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে যদি আমরা সংক্ষেপে দেখাইতে পারি যে উভয়েই বিজ্ঞানা-নুমোদিত নহে।

১। যন্ত্রবৎ সংযোজন মতটী খুব সরল; ইহা গতি হইতে আরম্ভ করে এবং বলে যে সকল জিনিসই গতিতে পরিণত করা যাইতে পারে। শৃঙ্খলাবদ্ধ গঠনশূন্য জড়ে (Inorganic) যতক্ষণ ইহা আবদ্ধ থাকে ইহাকে কেহই আক্রমণ করিতে পারে না; প্রকৃত কথায় গতিতে অচেতন জড়ের সকল গুণকে রূপান্তরিত করা যায়, গুণ হইতেছে উত্তাপ, আলো সংহতি, শব্দ এবং শেষে বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব পর্য্যন্ত। এমন কি সাংখিক অনুপাতও ঠিক জানা গিয়াছে যে কতটা গতিতে কতটা উত্তাপ অছে।

রাসায়নিক ক্রিয়াতে গতিতে রূপান্তর তত পরিষ্কার বুঝা যায় না; মনে করা যাউক একদিন বুঝিতে পারিলাম যে সমস্ত অজৈব জিনিস সরল পদার্থে ও গতিতে রূপান্তরিত হইল। যন্ত্রবৎ সংযোজন কল্পনায় সমস্ত জৈব জগৎও ঐরূপে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে স্বীকার করিলাম। জৈব অজৈব রসায়নের মধ্যে যে পার্থক্যকারী রেখা ছিল তাহা (Wohlu) ওলায়ের গবেষণা হইতে পুঁছিয়া গিয়াছে। জৈব পদার্থ, ৩টী কিম্বা ৪টী

মৌলিক উপাদান সংযোগে সৃষ্ট হয় যথা অম্লজান, জলজান, অঙ্গারকজান, যবক্ষারজান এই সকলের মিলনে উৎপন্ন হয়। ইহাদের মৌলিক উপাদান কোন বিশেষ রকমের পদার্থ নহে। জীবিত দ্রব্যে কাল্পনিক প্রাণ বায়ুর কিছু নাই। প্রাণ ইহার বৃত্তির কার্য্য ধরিয়া হইতেছে একটী মহা জটিল রসায়ন ও যন্ত্র। যদি ধরিয়া লওয়া যায় প্রাণ একটী যন্ত্র যাহার ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত এই অনুমানের সঙ্গে ঠিক মিলিয়াছে তাহা হইলেও ইহার বিশেষ দরকারী জিনিস ইহার একত্বর ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যদি বলি জৈব পদার্থের এরূপ বিশেষ ক্ষমতা আছে যে ইহা আপনাকে সকল রকম উদ্দেশ্যের উপযোগী করিতে পারে, ইহাতে কিছুই ব্যাখ্যা করা হইল না। এরূপে ইহার উপর চেতনাহীন বুদ্ধিমত্তার আরোপ করা হইল এরূপ করিতে গিয়া যন্ত্রবৎ সংযোজন রূপ অনুমানের বহুদূর বাহিরে যাইয়া পড়িলাম। এই একত্ব ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের সম্মেলন জীবিত জন্তুদের পক্ষে এত দরকারী যে আগষ্ট কম্পটেকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এ স্থানে বিশ্লেষণের জায়গায় সংযোজন বসাইতে হইবে অর্থাৎ নিম্নতর হইতে উচ্চতরের পরিবর্ত্তে উপাদান হইতে যোগোস্তুতে যাওয়ার পরিবর্ত্তে আমাদের উচ্চ হইতে নীচে নামিতে হইবে, উদ্দেশ্য হইতে তাহার অধীন উপায়ে নামিতে হইবে। যদি আমরা ভাবি যন্ত্রের অনুমান প্রাণের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইল এবং ইহার সাহায্যে চিন্তাকে বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে চিন্তার অত্যাবশ্যকীয় জিনিস স্নায়ু প্রণালীর ব্যাখ্যা অগ্রে করিতে হইবে। ইহা হইতেছে একটী পূরণাত্মক যন্ত্র; কতকগুলি পেশী ও স্নায়ুশূন্য নিরবয়ব, অনুবীক্ষণে দ্রষ্টব্য ইনফিউজোরিয়া জীবেরও আপেক্ষিক প্রাণ আছে। কতক লোকে স্নায়ু প্রণালীর উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ক্রমবিকাশের নিয়ম, শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় শ্রম বিভাগ, ও সরল হইতে জটিল কিরূপে হয় এই সকল দেখিয়া এ সম্বন্ধে বিচিত্র প্রবন্ধ সকল তিনিই লিখিয়াছেন যিনি যন্ত্রবৎ সংযোজনের দ্বারা সৃষ্টির অনুমানকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার জীবতত্ত্বে বিশেষতঃ মানসতত্ত্বে দেখাইয়াছেন যে সম্পূর্ণ সরল আদি জীবে ইহাকে দেখা যায় এবং প্রারম্ভে অতি সরল আকার হইতে গতির নিয়মানুসারে জটিল স্নায়বিক প্রণালীর উৎপত্তি হয়। এই

সাহেবের উৎপত্তি বিবরণ যদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে যন্ত্রবৎ অনুমানের মহা বিজয় বলিয়া ভাবিতে হইবে কিন্তু এখনও স্নায়ুর স্পন্দন হইতে চেতনার অনুভূতি কিরূপে হইল তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা গতি কিরূপে চিন্তা হইল ইহা বুঝিতে একবারেই অসমর্থ ইহা, অপ্রতিপাদনীয় ও আসলে অচিন্ত্যনীয়। যদি বলা হয় যে আধ্যাত্মিক হিসাবে উত্তাপ আলো গতি হইতে তত তফাৎ যত তফাৎ স্নায়ুর স্পন্দন ও চেতনার কার্য্য কিন্তু এ তুলনা ঠিক হইল না বলিতে হইবে। গতিকে আলো হইতে হইলে দৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র ও সংজ্ঞা থাকা চাই, গতিকে শব্দ হইতে হইলে শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র ও চেতনা থাকা চাই। স্নায়ু স্পন্দনকে চেতনা (যাহা এখনও হয় নাই) হইতে হইলে কি দরকার? এ পরিবর্ত্তন আমরা কিরূপে ব্যাখ্যা করিবার যন্ত্রবৎ সংযোজনের দ্বারা সৃষ্টিরূপ অনুমান সংক্ষেপে ইহাই, বিস্তারিত রূপে বলিতে হইলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়িবে। এ মতানুসারে সৃষ্টির পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই, কেবল এই মাত্র যে উচ্চ শ্রেনীর মধ্যে শক্তির এক কেন্দ্রীভূতকরণ এবং নিম্ন শ্রেণীতে শক্তির বিক্ষেপ। চিন্তার মূল অঙ্ক unit প্রাণের অনেকগুলি অঙ্কের সঙ্গে সমান। আবার প্রাণের মূল অঙ্ক অনেকগুলি যন্ত্রশক্তির মূল অঙ্কের সঙ্গে সমান। এই মতের বর্ত্তমান সময়ের ব্যাখ্যাতা মড্‌স্লীর এই মত। জড় ও শক্তির উর্দ্ধগামী পরিবর্ত্তন সকল বলিতে গেলে আর কিছুই নহে কেবল ঐ গুলির কম স্থানে এক কেন্দ্রীভূত করণ। রাসায়নিক শক্তির একটী, কম শক্তির অনেকগুলির সঙ্গে মিলে, আবার জীবনী শক্তির একটী অনেকগুলি রাসায়নিকের সঙ্গে মিলে। নানারূপ মাংসতন্তু সম্বন্ধেও এই নিয়ম। একটি উচ্চদরের মাংসতন্তু (tissue) মনে কর পটীতে অর্থাৎ দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল, ইহাতে কার্য্য শক্তির নিম্ন আকারে কাযেকাযেই বিশ্লেষণ হইল, উচ্চ রকমের মাংস-তন্তুর তন্মাত্র monad (অখণ্ডনীয় বস্তু) কিম্বা ইহার অনুরূপ শক্তি নিম্ন রকমের তন্তুর কতকগুলি তন্মাত্রর কিম্বা তাহাদের শক্তির সমান। জীবন্ত পদার্থের লক্ষণ হইতেছে সংযোগের জটিলত্ব

এবং নানারূপ মৌলিকত্বের এত অল্পস্থানে সন্নিবেশ যে চিহ্ন ধরিয়া তাহাদের অনুসরণ করা যায় না; স্নায়বীয় গঠনে এই এককেন্দ্রীকরণ ও সংযোগ পরাকাষ্ঠায় লইয়া যাওয়া হয়। প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ তেজ হইতেছে অনেক জিনিসের উপর নির্ভরকারী পদার্থ। ক্রম বিকাশের সাহায্যকারী, নিম্নতর শক্তির উপর ইহা যে বলশালী প্রভাব বিস্তার করে তাহার কারণ হইতেছে নিম্ন শ্রেণীর তেজের সারাংশ ইহা প্রচ্ছন্নভাবে ধারণ করে। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যেরূপ সমস্ত মনুষ্যত্বকে প্রচ্ছন্নভাবে ধারণ করে সেইরূপ স্নায়ুরূপ মূল পদার্থ সমস্ত প্রকৃতিকে প্রচ্ছন্নভাবে ধরিয়া রাখে। আর এক স্থানে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত মন্তব্য যোগ করিয়াছেন যাহাকে যন্ত্রবৎ সৃষ্টি প্রকরণের সঙ্গে মিলান যায় না। সমস্ত প্রকৃতিকে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই ক্রমোন্নতি এই অভিব্যক্তির অর্থ হইতেছে সংজ্ঞা লাভ করিবার প্রকৃতির চেষ্টা যাহার দ্বারা নিজেকে চিনিতে ও ধরিতে পারিবে। নানারূপ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের ভিতর দিয়াই প্রকৃতি ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন।

এ স্থানে যন্ত্রবৎ সৃষ্টি প্রণালী লইয়া তর্ক করিব না, ইহাকে এবং ইহার বিপরীত মায়াবাদকে দোষগুণ বাহির করিবার জন্য বিচারে ফেলিব। ভূয়োদর্শনের দিকে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমানে এই আপত্তি করিতে পারি যে উভয় অনুমানের অপব্যবহার করা হইয়াছে, প্রত্যেককেই সত্য বলিয়া ধরা হইতেছে। এই সকল অনুমানের মধ্যে কতকগুলিকে বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আগে থাকিতেই সম্পূর্ণ বলিয়া ধরিতে পারা যায়, অপর কতকগুলি ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হঠকারিতার কার্য্য হইবে না।

মায়াবাদকে বিপরীত মতের ন্যায় সহজে দেখান যায় না, কম সরল কিম্বা সকল অংশ ভাল করিয়া মিলে না বলিয়া নহে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্রমের উল্টা দিক হইতে ধর বলিয়া শেষ উদ্দেশ্য হইতে অধস্তন উপায়ে যায়, আর যন্ত্রবৎ প্রণালী ধাপে ধাপে উঠে; ইহা যে বিন্দু হইতে ছাড়ে তাহা নিশ্চিত না হইলেও বিশিষ্ট রকমের মায়াবাদ অপর

দিকে দেশকালাতীত পরম নির্গুণের উপর দাঁড়ায় এবং এই দিক হইতে বিশ্বসংসারকে দেখে, 'ঈশ্বর' আত্মার ব্যাখ্যা করেন আবার আত্মা প্রকৃতির ব্যাখ্যা করে"। আমরা এখানে ভূয়োদর্শন জ্ঞানের বাহিরে পড়িলাম অর্থাৎ বিজ্ঞানের বাহিরে। ইহা হইলেও বিজ্ঞানে আমাদের পৌছাইতে হইবে, নিরপেক্ষ হইতে সাপেক্ষতে যাইতে হইবে নিজের মন হইতে বাহিরের দৃশ্যে পড়িতে হইবে। কিন্তু কি গুহ্যতম ক্রিয়ার দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইবে? মায়াবাদ ইহার উত্তর রূপকে দেয়, কারণ তাহা ভিন্ন উপায় নাই কারণ সসীম ও অসীম কাহারও দ্বারা ভাজ্য নহে এবং সেই জন্য ইহারা কোন অনুপাতে আসে না। মনে করা যাউক এই প্রথম সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তাহা হইলে ভূয়োদর্শন জ্ঞানের ক্ষেত্রে পড়িলাম, এতক্ষণে নিরূপাধিক নির্গুণ হইতে এমন একটী সত্য পাইলাম যাহা অবশেষে সকল জিনিসের পরিমাণ করিবে ও ব্যাখ্যা করিবে। এই সত্য হইতেছে চিন্তা। শপেনহার এবং তাঁহার দলের মতানুসারে চিন্তা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং বুদ্ধিমত্তা হইতেছে মনের বিজ্ঞান (Physics of the mind) যাহা দেশ কাল কারণরূপ আধ্যাত্মিক আকারে কারারুদ্ধ। সর্ব্বপ্রধান সত্য হইতেছে ইচ্ছা, যাহার উদ্ভব বুদ্ধি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা হইতে নহে সোজাসুজি মনে উদয় হয়। সমস্ত চেতনা এবং ধারণার বাহিরে এবং উর্দ্ধে স্থাপিত হওয়ায়, নামে মাত্র সেই ইচ্ছার মত, যাহা বহুদর্শন জ্ঞানের নিদানভূত কার্য্য কারণের বুননের ভিতর ঢুকে। এই নিরপেক্ষ ইচ্ছার সংজ্ঞা আমরা করিতে পারি না কারণ ইহা অজ্ঞেয় এবং ইহা না থাকিলে কিছুই থাকে না। মায়াবাদের ভিতরের বৈষম্যের কথা আর না বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে চিন্তাই হইতেছে সকল জিনিসের মূল। গড় মনের সম্মুখে এ পূর্ব্ব পক্ষ আশ্চর্য্য ও লোকবিরুদ্ধ মত মনে হইতে পারে, তথাচ ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের পক্ষপাতীদের চক্ষে অনেক বিষয়ে ইহাকে সত্য ও অকাট্য বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ ভ্রমে আমরা মনে করি যে মানুষ তাহার চিন্তাশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য বুঝিতে পারক মস্তিষ্ক লইয়া পৃথিবী হইতে যদি অদৃশ্য হইয়া যায় তাহা হইলেও জগৎ ইহার আলো, রং, আকার, একতান স্বর সমন্বয় সৌন্দর্য্য

এই সকল লইয়া বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না কারণ এ বিশ্ব অন্ততঃ আমাদের পক্ষে কেবল কতকগুলি চেতনার অবস্থার সমষ্টি। পদার্থের গুণ সকল যথা বাধা দিবার ক্ষমতা, রং আকার ইত্যাদি কেবল এই সর্ত্তে আমাদের কাছে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল দৃশ্যের ক্রম তাহাদের অস্তিত্ব সমভাবে একটীর পর একটী উদয় হওয়া অর্থাৎ তাহাদের নিয়ম সকল এই সর্ত্তেই আমাদের নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে। শপেনহার বলেন এই জগৎ থাকিত না যদি মনুষ্য মস্তিষ্ক অবিরাম রূপে ব্যাঙের ছাতার মত সংখ্যায় বৃদ্ধি না পাইত। বিশ্বকে বুঝিবার মস্তিষ্ক না থাকিলে সমস্ত জগৎ অসত্তায় (nothingness) ডুবিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইত, এবং ভাটার ন্যায় এই প্রতীক (image) যাহাকে পদার্থ বলি তাহাকে আর পরস্পরের মধ্যে দোলাইতে পারিত না।

এই আনুমানিক পূর্ণ মায়াবাদকে না ধরিলেও ভূয়োদর্শন জ্ঞান আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত কিম্বা সম্ভবনীয় সত্তা আমাদের প্রকৃত কিম্বা সম্ভবনীয় চিন্তার সীমার দ্বারা বেষ্টিত। চিন্তাকে যদি সকল জিনিসের চূড়ায় বসাই নিরুপাধিক কিম্বা ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান যে বিষয়েই হউক (চিন্তা আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া সকল জিনিসকে প্রকাশ করে) মায়াবাদ সম্পর্কে যে পরিমাণে আমরা খাঁটি চিন্তা হইতে বোধে, বোধ হইতে প্রাণ সম্বন্ধীয় দৃশ্যে, এবং সেখান হইতে রাসায়নিক কিম্বা যান্ত্রিক ক্রিয়াতে নামিয়া যাই জগৎ ততই অস্পষ্ট ও নীচ হইতে থাকে ; সত্তার ক্রমাগত প্রকৃত তাৎপর্য্য কমিতে থাকে। সংবেদন এবং তাহা হইতে ধারণাকে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু প্রাণ হইতেছে সংজ্ঞাহীন চিন্তা জড় বস্তুর দ্বারা বেষ্টিত ; শরীর হইতেছে মুহূর্ত্ত-স্থায়ী মন। জড় জগতের সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে, ধাক্কা কিম্বা গতির চালনার দৃশ্য প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত অস্পষ্ট ; কেন না সেখানে চেষ্টা, ইচ্ছা সকল চিন্তার নিদান, ফল হইতে বিস্তৃতরূপে ভিন্ন চিন্তা সেখানে একবারে বিদেশী জিনিস। আরও ধাক্কার দৃশ্যের ভিতর আপনা আপনি উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্ত্ততা রহিয়াছে। স্থিতিস্থাপকতা সম্বলিত নিশ্চেষ্টতা শরীরের

পক্ষে. যেরূপ আত্মার পক্ষে আসল ক্রিয়াকে রক্ষা করা এবং খারাপ হইয়া গেলে তাহাকে পুনর্ব্বার ভাল করার অন্তর্গত প্রবণতা সেইরূপ। সেইরূপ নিশ্চেষ্টতার ইচ্ছা হইতে উৎপত্তি এবং ইহারই সদৃশ এবং সকল গতির সার হইতেছে যে এ কিছু পাইবার জন্য লক্ষ্য করিতেছে। বোধগম্য সকল জিনিসই চিন্তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এ কারণ বার্কেলী ব..েন "যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই প্রাণ এবং যাহার প্রাণ আছে তাহাতেই সংবেদন এবং যাহাতে সংবেদন আছে সেই চিন্তা।"

ইহাই হইতেছে মায়াবাদ .এ প্রণালী চরম সিদ্ধান্ত না হইলেও সকল..ার সঙ্গে ঠিক মিলে। কোনও অনুমানের উপর ইহা নির্ভর করিতেছে এ নিন্দা ইহার ক..ি নাই, যেমন চিন্তাই হইতেছে একমাত্র সত্য, যে কথা অধ্যাত্ম বিদ্যা ও সমস্ত বিজ্ঞান বলিয়া থাকে। আমাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই স..ঙ, পাকা ও ফলপ্রদ হউক না কেন ইহা সোণার শৃঙ্খ..র মত যাহার প্রথম কড়াটী আমরা দেখিতে পাই নাই। বহুদর্শন জ্ঞানকে পার হইতে আমরা অপারক এই জন্য ওরূপ জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না আর ঐ জ্ঞানের সেই সকল সীমা রহিয়াছে যেরূপ বিজ্ঞানের অ..ছ, এই সীমা সকল পার হইতে যাইলে অনুমানের সাহায্য লইতে হইবে। কম বেশী রক..ম প্রত্যেক চিন্তার প্রণালী ইহাকে কার্য্যে লাগায় বিশেষতঃ মায়াবাদ প্রকাশ্য রকমে। অনুমান স্বীকার করিলেও ইহাতে এক অলঙ্ঘনীয় সঙ্কট আছে। চিন্তাই একমাত্র সত্য, উহা কিরূপ করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের আর কিছু হইল? এই নিরবচ্ছিন্ন ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল চিন্তার ..পের কারণ কি? বাহিরের কোন কারণ হইতে পারে না কারণ অনুমান অনুসারে চিন্তার বাহিরে আর কিছু নাই। আভ্যন্তরিক কারণ তাহা হইলে কি আছে? প্রকৃতি হইতেছে মনকে বাহ্যাকার ধারণ করান, ইহা অ..পক্ষিক রকমে একাট্য কারণ ভূয়োদর্শন জ্ঞান আমাদিগকে দেখায় যে মন ছাড়া জড়কে যেমন ভাবিতে পারি না তেমনি জড় ছাড়া মনকেও ভাবিতে পারি না;

ভিতরের আত্মা ও বাহিরের ভাবনার বিষয় অন্যোন্য সম্বন্ধ জিনিস (Correlative terms) একটী আর একটী ছাড়া চিন্তায় আনিতে পারি না। শেষ বিশ্লেষণে পদার্থ যদি চেতনার অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইল যাহা ভিতর হইতে আসে, চেতনার অবস্থা আবার শেষ বিশ্লেষণে সংবেদন হইল যাহা বাহির হইতে আসে। আত্মার মৌলিক জিনিস রূপ উপাদানে মন গঠিত, আবার পদার্থের উপাদানে আত্মা গঠিত। এই পর্য্যায়ক্রম হইতে পলাইবার উপায় নাই।

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মতের (মায়াবাদ ও যন্ত্রবৎ সৃষ্টি প্রণালী) মূলে দোষ আছে যাহা হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার গ্রন্থে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন তাহা হইতে কতক উদ্ধৃত করিলাম।

"এখানে আমরা সেই বেড়ার ধারে পৌঁছিলাম, জড়বাদীরা মানসিক ক্রিয়া সকল জড় দিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বিরুদ্ধ-বাদীরা ভীত হইতেছে পাছে এইরূপ ব্যাখ্যা বাহির করিয়া ফেলে। শেষোক্তর ভয় ও প্রথম দলের আশা দেখাইতেছে যে তাহারা বিশ্বাস করে যে হয়ত জড়ের দ্বারা মন ব্যাখ্যা হইতে পারে। অপর দিকে যে জড়বাদীদিগকে গালি দেওয়া হয় তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এরূপ ব্যাখ্যা করিবার দূর সম্ভাবনাও নাই। তাহারা কখনই করিতে পারিবে না। পূর্ব্বের সিদ্ধান্তের দ্বারা আটকাইয়া না থাকিয়া যাহারা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারা দেখে যে জড় হইতেছে সেই অজ্ঞেয় নিরুপাধিক শক্তির কোন আকারের নিদর্শন মাত্র, যে নিদর্শনকে সত্য বলিয়া ভাবিতে গেলেও পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তিতে পড়িতে হয়। সমস্ত জড়ের ক্রিয়াকে গতি বলিলে গতির জ্ঞান বলা হইল না তাহার প্রতিরূপ মাত্র নির্দ্দেশ করা হইল। গতিতে যে শক্তি প্রকাশ হইতেছে এবং গতি বলিলে যাহা আমরা বুঝি এ দুইটীকে এক বলিলেও অসম্ভব কথা বলা হইল। জড় এবং গতিকে আমরা যেরূপ ভাবিতে পারি তাহারা হইতেছে সত্তার অজ্ঞেয় রূপ তাহা হইলে সেই অনুমানে

পৌঁছিলাম যে মনও অজ্ঞেয় এবং ইহাকে খুব সরল আকারে বুঝিতে গেলে সেই কিছুর নিদর্শন যাহাকে আমরা চিন্তা করিতে পারি না; প্রকৃত সত্য কি পাইলাম না এ নিদর্শনগুলি ইহাদের না উহাদের ইহার নিষ্পত্তিতে কোন ফল নাই।

আমরা যদি মানসিক দৃশ্যকে জড়ের দৃশ্যেতে পরিবর্ত্তিত করা এবং জড় দৃশ্যকে মানসিক দৃশ্যে অনুবাদ করা এ দুইটীর মধ্যে একটী বাছিয়া লইতে যদি আমরা বাধ্য হই তাহা হইলে শেষোক্তই আমাদের গ্রহণীয় হইবে। মনের অধিকারী আপনাকে ক্রিয়া সকলের সীমাবদ্ধ সমষ্টি বলিয়া জানে; এই সমষ্টির ভিতরে ক্রিয়াদের পরস্পরের লোককে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে এগুলি কোন কিছুর ক্রিয়া শক্তি। যে অভিজ্ঞতা মানসিক বৃত্তি সকলের সংসক্তি পূর্ণ সমষ্টিকে জানায়, সেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কতকগুলি ক্রিয়া যাহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে তাহাদিগকে জানায়. যেগুলি আভ্যন্তরিক সমষ্টির উপর কার্য্য করিয়া ফল উৎপন্ন করে এবং যাহাদিগকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু নিজে নিজের সহিত সংযুক্ত। এই বাহিক কার্য্যগুলিকে মানসিক কার্য্যের সঙ্গে অন্যোন্য সম্বন্ধ জিনিস বলিয়া জানা যায় ইহার বেশী আর কিছুই জানা যায় না। এই সকল কার্য্যের ধারণাকে যদি মনের বাহিরে বলিয়া ভাবা যায়, তাহা হইলে নিজেকে প্রতারণা করা হইবে, কারন তাহাদিগকে মানসিক কথা দিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অবশেষে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে যে জড় ও গতির ধারণাগুলি অজ্ঞেয় সত্যের নিদর্শন মাত্র, যাহারা আবার চেতনার জটিল অবস্থা হইতে প্রস্তুত। যদি বাহ্যিক শক্তির অককে অজানা ও অজ্ঞেয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বোধের অঙ্কেতে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করার অর্থ অজানা জিনিসকে জানায় লইয়া যাওয়া যাহা অসম্ভব। জড়ের শক্তির সঙ্গে সংবেদনের কোন সম্পর্ক ও মিল নাই উহা একবারে

বিদেশী অপরিচিত, কাযে কাযেই একটীকে অপরের অঙ্কে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না।

অধ্যাত্মবিদ্যার দিক হইতে দেখিলে জড় ও মনের সম্বন্ধ রূপ সমস্যা সমাধানীয়, কিন্তু ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের উপর যাঁহারা দাঁড়ান তাঁহারা ইহা অসমাধানীয় বলেন। আমরা দেখিয়াছি অধ্যাত্মবিদ্যা ইহা করিতে পারিল না, যন্ত্রবৎ সৃষ্টি প্রণালীর পক্ষপাতীরাও পারিল না কারণ সমস্ত জিনিস তাহারা গতিতে লইয়া যায় তাহা আবার চিন্তা ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই; মায়াবাদীরাও কিছু করিতে পারিল না কারণ তাহারা সকল জিনিসকে চিন্তায় লইয়া যায় চিন্তা আবার বাহিরের জড় ছাড়া হইতে পারে না। এ দুইটী বিপরীত মত একটী আর একটীকে গ্রাস করিতে পারে না সিদ্ধান্ত হইল এ সমস্যা অসমাধানীয়। কিন্তু ইহাতে প্রাচীন মতে ফিরিয়া যাওয়া হইল না, কেন তাহা বলিতেছি।

দ্বৈতবাদ বলিলে সাধারণে যাহা বুঝে তাহা হইতেছে, মন আর কিছুর বিরুদ্ধে রহিয়াছে যাহাকে জড় এ জানে না, আর এ দুইটীকে মিলাইতেও পারে না, ইহা স্বাভাবিক কারণ, ২টী অজ্ঞতার ঠোকাঠুকিতে আলোর উৎপত্তি কোথা হইতে হইবে অপর দলের লোক বলেন এ প্রশ্নের সমাধান কখনও হইতে পারে না কারণ ইহা ভূয়োদর্শন জ্ঞানের অর্থাৎ প্রমাণীকৃত বিদ্যা (বিজ্ঞানের) সীমার বাহিরে। একজন অধ্যাত্ম বিদ্যার দুর্ব্বলতার খোপে আবদ্ধ আর একজন তাহার কার্য্য প্রণালীর সীমার ভিতর আবদ্ধ। পূর্ব্ব দলের অজ্ঞতা দর্শনশাস্ত্রে যে সকল ফাঁক আছে তাহার জন্য আবার শেষোক্তর এ অজ্ঞতা জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদক দার্শনিক মতের আলোচনা হইতে বিরত থাকার জন্য।

আমাদের সময়ে সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করণ, যাহাকে শক্তি সকলের পরস্পরের সঙ্গে অন্যোন্য সম্বন্ধ বলে, কতকগুলি সাহসিক ভাবুককে, ভৌতিক ও নৈতিক বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধকে অন্য প্রকার

উপায়ে প্রকাশ করিতে পারক করিয়াছে। বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যা বলে প্রকৃতির সকল রকম শক্তিকে (উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চৌম্বকাকর্ষণ, সংসক্তি, রাসায়নিক সম্পর্ক, গুরুত্ব) একটী নিয়মে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ঐ সকল শক্তি আবার পরস্পর পরস্পরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যন্ত্র বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে। সাধারণতঃ ইহাও স্বীকার করা হয় যে প্রাণ সম্বন্ধীয় দৃশ্য সকল বিশেষ করিয়া পেশী ও স্নায়ু সম্বন্ধীয় সঙ্কুচন তুল্যমূল্যতার আইনের দ্বারা শাসিত। মানসিক দৃশ্যেতে কি এ আইন আরোপ করা যাইতে পারে? স্নায়বীয় তথ্য হইতে চেতনার অবস্থায় যাওয়া কি সম্ভব? মানসিক শক্তি কি অপর শক্তির শ্রেণীতে পড়ে, এবং ইহাকে কি অপর শক্তিতে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে?

কতকগুলি লেখক ইহার উত্তরে হাঁ বলেন। বেএন অনেক তথ্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে অনুমান করেন, (১) স্নায়বীয় ও মানসিক শক্তি সকলের তুল্যমূল্যতা কিম্বা পরিবর্ত্তনীয়তা, (২) ঐ মানসিক শক্তি সকলের পরস্পরের তুল্যমূল্যতা কিম্বা পরিবর্ত্তনীয়তা। তাঁহার মতানুসারে কোন স্নায়বিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক অবস্থার তুল্যমূল্যতা স্থাপন করা সম্ভব, অপর দিকে মানসিক জীবনের ৩টী প্রধান আকার বোধ, ইচ্ছা, বুদ্ধিমত্তাকেও এইরূপ করা যায়। চেতনার অবস্থার অর্থ হইবে স্নায়বিক শক্তির রূপ পরিবর্ত্তন ও খরচ, বোধের আধিক্য বুঝাইবে বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছা শক্তির হ্রাস জীবন্ত সত্তায় এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে শক্তির যোগফল সমান থাকিল। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের First Principles নামক মহাসংশ্লেষণাত্মক গ্রন্থে সকল দৃশ্যকে একটীকেও না ছাড়িয়া তুল্যমূল্যতার নিয়মে ফেলা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন কোন চিন্তা কোন বোধ প্রকাশ পায় না যাহা শারীরিক শক্তির ফল নহে, এমত অল্প দিনের ভিতরেই সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়া দাঁড়াইবে।

এ মতাবলম্বীরা বলেন স্নায়বিক জোর যাহা পুষ্টির ফল একবার উৎপন্ন হইলেই উল্লিখিত তিন পথ দিয়া তাহাকে খরচ হইতেই হইবে; হয় অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, পরিপাক যন্ত্রের উপর কার্য্য করিবে যেরূপ গভীর শোক রাগ ইত্যাদিতে কার্য্য করে না হয় পেশীর উপর কার্য্য করিয়া গতি এবং নানারূপ মুখভঙ্গি উৎপন্ন করিবে; না হয় এই উত্তেজনা স্নায়ু প্রণালীর অপর স্থানে যাইয়া চেতনার পর পর অবস্থা দেখাইবে। সংবেদন ধারণা এবং বোধকে উত্তেজিত করে, শেষোক্ত আবার অপর ধারণা ও আবেগকে জাগায় এইরূপ করিতেই থাকিল, কারণ স্নায়ু এবং স্নায়ু গুচ্ছের উপর যে টান পড়িল তাহা সংবেদন, ধারণা আবেগ উৎপন্ন করিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত স্নায়ুর উপরও সমান টান রূপ ক্রিয়া করিতে থাকে।

এ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিবার জন্য যে সকল তথ্য উদ্ধৃত করা হইল তাহারা সকলেই পাকা সিদ্ধান্তে লইয়া যায় নাই। কতকগুলি তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার কতকগুলিতে কেবল মিল দেখা যায়। যে যাতনা, কান্না ও অতিরিক্ত অঙ্গের মোচড়ানায় পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অল্প সময়ের জন্য; স্থায়ী যাতনার প্রকাশ নাই। রোগের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। কতক বিষয়ে যেমন গাঁজা কিম্বা আফিম খাইলে বলা যায় না যে মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় উত্তেজনা হয় তাহার সঙ্গে মানসিক অবস্থার মিল ছাড়া সমতুল্যতা ও পরিবর্ত্তন আছে কিনা। স্নায়বীয় শক্তি এবং চিন্তার সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধরূপ মত এখনও মোটামুটি নক্সা অবস্থাতে আছে। ইহা এখনও গুণ বাচক অবস্থায় রহিয়াছে সংখ্যা বাচক অবস্থা আসিলে তবে ইহাকে বিজ্ঞান বলা যাইবে। সেই অবস্থায় আনিবার আশায় স্বাধীন কুসংস্কার বর্জ্জিত মনের চালনার বিশেষ দরকার। বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায় যদি ইহাকে প্রতিপাদন করা যায় তাহা হইলে শরীর ও মনের সম্বন্ধকে নূতন আকারে দেখিতে পাইব; তখন বুঝিব যে

অন্যোন্য সম্বন্ধী শক্তি সকলের মধ্যে ইহা একটী। ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ এ সমাধান মায়াবাদ কিম্বা জড়বাদ কোনটাতেই পড়ে না।

"বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানবিদ ইংরাজ পণ্ডিত টিণ্ডেল যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।" তিনি বলেন 'স্বীকার করা গেল যে কোন বিশেষ চিন্তা ও বিশেষ মস্তিষ্কের আণবিক গতি এক সঙ্গে হইতে লাগিল, আমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধীয় এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই কিম্বা তাহার বীজও নাই যাহা যুক্তির দ্বারা আমাদিগকে একটী হইতে আর একটীতে যাইতে পারক করিবে। তাহাদিগকে এক সঙ্গে দেখিতে পাই কিন্তু কেন এরূপ হইতেছে বলিতে পারি না। আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয় সকল যদি এত বিস্তারিত শক্তিমান এবং আলোকিত হইত যে মস্তিষ্কের অনু সকলকে দেখিতে ও বুঝিতে পারিতাম এবং তাহাদের গতি সকলের পিছু পিছু যাইতে পারিতাম যে কেমন করিয়া তাহারা গুচ্ছ বাঁধে ও বৈদ্যুতিক নিঃসরণ উৎপন্ন করে এবং উহাদের সমতুল চিন্তা এবং বোধের অবস্থা সকল জানিতে পারিতাম তাহা হইলেও এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিতাম না যে কেমন করিয়া দৈহিক ক্রিয়া সকল চেতনার অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হইল; এই দুই শ্রেণীর দৃশ্যের মধ্যে যে গহ্বর তাহা দুস্তর হইয়াই থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাউক যে ভালবাসার জ্ঞান হয় যখন অনুগুলি ডান দিকে চক্রাকারে ঘুরে এবং ঘৃণার জ্ঞান হয় যখন উহারা বাম দিকে ঘুরে। যখন ভালবাসি গতি এক দিকে, যখন ঘৃণা করি গতি ভিন্ন দিকে হয়, কিন্তু কেন এরূপ হইল পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কেহ উত্তর করিতে পারিবে না।

যদি বলা যায় যে মস্তিষ্কের পদার্থের অন্যোন্য সম্বন্ধী হইতেছে চিন্তা, ইহা বলিলেই জড়বাদীর সব বলা হইল ইহার বাহিরে তাঁহার এক পাও যাইবার অধিকার নাই। তিনি একথা কিছুতেই বলিতে পারেন না যে আণবিক গুচ্ছ এবং গতি সমস্তই ব্যাখ্যা করিতেছে; প্রকৃত কথা কিছুই ব্যাখ্যা করিতেছে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে এই দুই শ্রেণীর দৃশ্যগুলি

এক সঙ্গে উদয় হয় কিন্তু তাহাদের মধ্যে মিলন আছে কি না এ বিষয়ে তিনি একবারে অজ্ঞ। বিজ্ঞানের পূর্ব্ব যুগে যেমন এখনও তেমনি শরীর এবং মনের মিলনরূপ সমস্যাকে কেহ সমাধান করিতে পারিবে না।

ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের উপর স্থাপিত সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ভৌতিক ও নৈতিক দৃশ্য সকল একই জিনিস, বাহির হইতে দেখিলে ভৌতিক নৈতিক হইয়া যায়, আর ভিতর হইতে দেখিলে নৈতিক ভৌতিক হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আধ্যাত্মিক হিসাবে আসলে নহে অর্থাৎ উহাদের প্রকৃতিতে নহে কিন্তু উহাদিগকে যেরূপ ভাবে আমরা দেখি তাহার উপর নির্ভর করে। পদার্থবিদ্যা দেখাইয়াছে যে উত্তাপ, আলো, শব্দ, পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়া ভিন্ন বোধ হয়, পার্থক্য আমাদের ভিতর হইতে আসে।

মানসতত্ত্ববিদের দেখা উচিত যে ভৌতিক এবং নৈতিক আমাদের নিকট ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, কেন না ভৌতিক, দেশকালে আবদ্ধ বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আর নৈতিক, অন্তরেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেবল সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ; এ পার্থক্য আমাদের ভিতর হইতে আসে। আমাদের আয়ত্তের বাহিরে, কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, নিরুপাধিক জিনিস সীমাবদ্ধ হইয়া আমাদের চিন্তা বিভ্রমের জন্য বিপরীত আকার ধারণ করিয়া আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে প্রকাশ পায়।

ইহা হইতে আর একটী দরকারী অনুমান টানিতে পারি, যদি স্বীকার করা যায় যে ভৌতিক ও নৈতিক দৃশ্যাবলি এক জিনিসও দেখিতে পাই যে জীবিত সত্তাতে যাহা কিছু আছে তাহা একটী ধারাবাহিক শ্রেণী পূর্ণ নিঃসজ্ঞতা হইতে পূর্ণ সজ্ঞতা পর্য্যন্ত (এরূপ নিঃসজ্ঞতা ও সজ্ঞতা যদি পূর্ণভাবে থাকা সম্ভব হয়) আরও যদি আমরা ভাবি যে নিঃসজ্ঞতা হইতেছে একটী অতলস্পর্শ খাত যাহা হইতে সকল জিনিস বাহির হইতেছে ও তাহাতেই আবার প্রবেশ করিতেছে, যাহা হইতেছে আমাদের মানসিক জীবনের মূল, আরও ভাবি যে আমাদের ব্যক্তিত্ব হইতেছে প্রকাণ্ড

তমসাবৃত হ্রদের উপর ইতঃস্তত: ভ্রমণকারী আলো যাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রাস করিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, এইরূপ হইলে আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইব যে ভৌতিক ও নৈতিক ক্রম যাহা আমাদের চেতনায় বিভিন্ন তাহা চেতনা হীনতায় এক হইয়া যায়; নিঃসজ্ঞ একত্ব হইতে সংজ্ঞাযুক্ত বিশ্বের উদ্ভব, এমতে চেতনা হীনতায়, বাহির ভিতর পদার্থ এবং চিন্তা, আত্মা এবং জড় সব এক হইয়া যায়। মানুষের ভিতর ভৌতিক ও নৈতিকের মিলন, আমাদিগকে, চিন্তার সঙ্গে বিশ্বের সাধারণ জড় ও আত্মার মিলনের দিকে লইয়া যাইবে।

ইহা অধ্যাত্মবিদ্যার অনুমান বটে, কিন্তু এ বিদ্যা এবং অনুমানকে ত্যাগ করা সম্ভব নহে ও বাঞ্ছনীয় নহে। ভূয়োদর্শন জ্ঞান হইতে সমস্ত হইয়া থাকে এ মতের প্রধান সমর্থনকারীরা এই অনুমান গ্রহণ করিয়াছেন যদিও তাঁহারা মানসতত্ত্বকে স্বাভাবিক বিজ্ঞান বলিয়া ধরেন। উণ্ডট (Wundt) বলেন ভৌতিক ও মানসিক দৃশ্য সকল এক বলিয়া স্বীকার করিলে প্রথমটী যন্ত্র বিজ্ঞানের ভিতরে ও শেষেরটী ন্যায়শাস্ত্রের ভিতরে পড়ে; এবং দেখান যাইতে পারে এ দুই শাস্ত্রের নিয়ম সকল এক ভিতরের অভিজ্ঞতা যাহাকে ন্যায়ের অপরিহার্য্যতা বলে, বাহিরের অভিজ্ঞতা তাহাকে যন্ত্রবিজ্ঞানের অপরিহার্য্যতা বলিবে। সংবেদন ক্রিয়ার বিশ্লেষণে ইহাই বুঝা যায় যে এ দুই শাস্ত্র আসলে ভিন্ন নহে কিন্তু আমরা যে ভাবে দেখি সেইরূপ দেখায়। মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ যাহা আমাদিগকে ন্যায়ের কার্য্যের ধারাবাহিকতা বলিয়া দেয় তাহাই আবার শারীরতত্ত্ব বিশ্লেষণ যন্ত্র বিজ্ঞানের ফলের ধারাবাহিকতা বলিয়া দেয়। ন্যায়শাস্ত্র এবং যন্ত্র বিজ্ঞান এক, জিনিসের অত্যাবশ্যকীয় আকার দেখায়।

৩৫

২য় অধ্যায়

শারীরিক এবং নৈতিক সম্বন্ধের বিশেষ দৃষ্টান্ত।

প্রত্যেক মানসিক অবস্থার ঠিক পশ্চাতে কি শারীরিক অবস্থাকে থাকিতে হইবে? ভৌতিক ও নৈতিকের অন্যোন্য সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার করে কিন্তু এ বিশ্বাসকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহা অস্পষ্ট ও অঠিক। অনেক দার্শনিক মত এ সম্বন্ধকে মোটের উপর ঠিক বলিয়া ধরে, অধিকাংশ স্থলে শরীর এবং মন যে যার জন্য পৃথক ভাবে থাকে. চিত্তাকর্ষক কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করা হয় অবশিষ্ট ছায়ায় পড়িয়া থাকে ও লোকে তাহাদিগকে শীঘ্র ভুলিয়া যায়। প্রকৃত কথা ইহা নহে। তথ্য সকল প্রমাণ করে এ সম্বন্ধ পূর্ণ স্থায়ী এমন কি অতি সামান্য ঘটনাতে ইহাকে দেখা যায়, এবং ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইহা যদি স্থাপন করিতে পারা যায় তাহা হইলে কারণ অনুসন্ধান বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইবে। দৃশ্য সকলের ক্রম ধরিয়া দেখিতে যাইলে সমস্ত বিজ্ঞান হইতেছে দুইটী দৃশ্যের স্থায়ী সংস্থান কিম্বা একটির পর আর একটীর আবির্ভাব। মনে করা যাউক যে শারীরিক ও মানসিক দৃশ্যের স্থায়ী একত্র সংস্থান প্রমাণিত হইয়াছে তাহা হইলে আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যস্ত মানসিক অবস্থা, অভ্যস্ত স্নায়বিক অবস্থায় সাড়া দিবে। কবি এবং গণিতজ্ঞ এর মানসিক প্রকৃতির ভিন্নতা অর্থে বুঝায় তাহাদের শারীরিক গঠনের কতক বিষয়ে ভিন্নতা রহিয়াছে। আরও অগ্রসর হইলে আমরা দেখি যে ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ জাতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কোন কোন পরিবারের অনেক পুরুষ ধরিয়া মনের অবস্থা এক রকম থাকায় বুঝিতে হইবে যে সেই কয় পুরুষের শারীরিক অবস্থাও সেইরূপ।

কতকগুলি চিত্তাকর্ষক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখাইতে পারি যে মানসিক ভাব ও ধারণা কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের অবস্থার উপর আরোপনীয় যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পর স্বাধীন বলিয়া মনে হয়।

(১)

মানসিক জীবনের নিম্নতম পৈঠায় আমরা অসংখ্য ক্ষীণ উপলব্ধি দেখিতে পাই যাহারা চেতনায় উঠে না কিন্তু যাহাদের সমষ্টি আমাদিগকে সেই সাধারণ বোধ দেয় যাহা হইতে আমরা বুঝি যে আমরা রহিয়াছি, যে অস্তিত্ব বোধের উপর পরিষ্কার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ধারণা সকল ক্রমাগত প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। এই গোলমেলে বোধ যাহা হইতেছে অতিক্ষুদ্র দল দল সংবেদনের যোগফল যেমন সমুদ্রের গর্জ্জন অসংখ্য ঢেউএর শব্দের যোগফল, ইহা আই পিসী (I. peisse) এরূপ সুন্দর রকমে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার কতকাংশ অনুবাদ করা হইতে ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

একি ঠিক যে শরীর যন্ত্রের যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহার জ্ঞান কি আমাদের একেবারে কিছুই নাই? যদি ইহার অর্থ পৃথক পরিষ্কার, বাহ্য বস্তুর ধারণার ন্যায় স্থানারোপণীয় হয় তাহা হইলে সেরূপ জ্ঞান আমাদের নাই; কিন্তু অস্পষ্ট, ছায়ার ন্যায়, প্রচ্ছন্ন জ্ঞান পাওয়া যায় যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলার জ্ঞান, যাহা ক্রমাগত হওয়ার জন্য মনে হয় যেন কোন জ্ঞান থাকে না। আমরা কি বিশ্বব্যাপৃত প্রাণ শক্তির ক্ষীণ গোলমেলে দূরস্থিত প্রতিধ্বনি পাই না, সেই অদ্ভুত রকমের বোধ যাহার বিরাম নাই যাহা আমাদের নিজের শরীরের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি নিশ্চয় করিয়া জানায়। এ বোধকে অনেক সময় অথবা সেই দৈবাগত স্থানীয় ধারণার সঙ্গে যোগ করা হয় যাহা আমাদের জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞান গ্রহণ সামর্থ্যকে উত্তেজিত করে ও বজায় রাখে। এই সকল বোধ ক্রমান্বয়ে হইতে থাকিলেও তাহারা চেতনার সর্বোপরি পলাতক ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য, অপরদিকে যে বোধের কথা হইতেছে তাহা পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য পটের ন্যায় বরাবর থাকিয়া যায়;

কণ্ডিল্যাক ইহার সুন্দর নাম দিয়াছেন অস্তিত্বের মৌলিক ভাব, আর যে এন ডি বেরো ইহাকে তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন অস্তিত্বের বোধ বলিয়াছেন। ইহার গুণে সর্ব্বদাই আত্মার সম্মুখে শরীর উপস্থিত রহিয়াছে এবং মন বুঝিতেছে ও বোধ করিতেছে যে ইহা সীমাবদ্ধ দেহের বিস্তারের ভিতর রহিয়াছে। ইহা সর্ব্বদাই নির্ভুল রকমে শরীরের অবস্থাকে মনে পড়াইয়া দিতেছে, এবং এইরূপ শরীর এবং মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ সামঞ্জস্যের অবস্থা যাহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্য বলিয়া ধরা যায় এই বোধ ক্রমাগত একভাবেই থাকে এজন্য আত্মা ইহাকে পৃথক বিশিষ্ট রকমের সংবেদন বলিয়া ধরিতে পারে না। পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ইহার কতকটা আতিশয্য প্রাপ্ত হইতে হইবে যাহাকে অস্পষ্ট কথায় প্রকাশ করা হয় যে "ভাল আছি" কিম্বা "ভাল নাই"। প্রথমটীর অর্থ শরীরের জীবন ব্যাপারের সমুন্নয়ন, শেষোক্তর অর্থ নিদান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিকার, কিন্তু ইহাকে শীঘ্র শরীরের কোন অঙ্গের বিকার বলিয়া সংবেদনের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। ইহা পরোক্ষভাবে আরও পরিষ্কার রকমে প্রকাশ পায় যখন কোন অঙ্গ পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে অঙ্গটী শরীরের অংশ বটে কিন্তু শরীরধারী আত্মার অংশ নহে। আত্মা আর সে অংশকে নিজের বলিয়া বোধ করে না কিন্তু তাহা হইলেও এ বিচ্ছিন্নতার একটী বোধ থাকে যেমন কোন অঙ্গের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা স্নায়ুর অত্যন্ত চাপে যেরূপ অসাড়তা হয় তাহার ন্যায় বোধ হয়। এ ভাব আর কিছু নহে কোন শারীরিক জীবনের একটী ফাঁক কিম্বা লোকসানের বোধ; প্রাণ সম্বন্ধীয় সেই অঙ্গের অবস্থা অস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে সমস্ত শরীরের সাধারণ বোধের আংশিক মৌলিক অংশ। চলন্ত গাড়ীতে বন্দ হইয়া আছি এক ঘেয়ে শব্দ ক্রমাগত হইতেছে তাহা আর লক্ষ্য করা হয় না কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেলেই সে থামাটী বুঝিতে পারি। এই সাদৃশ্য আমাদিগের যান্ত্রিক জীবনের মৌলিক ভাবের প্রকৃতি ও ক্রিয়া বুঝিতে সাহায্য করিবে। এ অনুমানে, এ ভাব হইতেছে জীবন্ত শরীরের সকল বিন্দুতে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের গতি জন্য যে ছাপ পড়ে, তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মস্তিষ্কে পৃষ্ঠ বংশীয় রজ্জু লইয়া যায় অথবা পরোক্ষভাবে গ্রন্থিল স্নায়ুর দ্বারা তথায় নীত হয়।

ক্যাবানিস যেরূপ বলেন যে যান্ত্রিক ক্রিয়া সকলের জ্ঞান আমাদের একবারেই নাই ইহা প্রমাণিত হইল না।

এই (Gemeingefuhl) জিমিনৃজফুল যাহার খবর অনেকে লয় না এবং যাহাকে মানসতত্ত্ববিদেরা তাচ্ছল্য করিয়াছেন ইহাই হইতেছে মানসিক জীবনের ভিত্তি। মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে যদি আমরা অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম তাহা হইলে এই জীমিনৃজফুলকে হাজার হাজার বিশেষ অবস্থায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিতাম যাহারা আবার শরীরের অস্পষ্ট উত্তেজনার ফল। অস্তিত্বের এই সাধারণ বোধকে আদি মানসিক অবস্থায় ফলা যাইতে পারে, যাহাদের প্রত্যেকের পিছুনে আবার স্নায়বিক কারণ রহিয়াছে।

২

এই অস্পষ্ট দেশ হইতে যদি আমরা চেতনার পূর্ণ আলোকে যাই সেই ফল প্রাপ্ত হই। যেমন ধারণার ভাবের শ্রেণীতেও যে সকল দৃশ্য অতি শুদ্ধ সারাংশ এবং জড় হইতে একবারে মুক্ত তাহাদেরও শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কতকগুলি তথ্য উদ্ধৃত করিব যাহার বিষয় জগতে যত রকম অনুমান আছে তাহাদের সাহায্যে বুঝিতে পারিতাম না যদি ভূয়োদর্শন জ্ঞানের সাহায্য না পাইতাম। আমরা ভাব লইয়া আরম্ভ করিব।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অধিকাংশ ভাব এবং কাম ক্রোধাদি প্রবল উচ্ছ্বাস, ইন্দ্রিয় সকলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবেগ সকলকে বুঝিবার জন্য অধিকাংশ ভাষা হৃদপিণ্ড ও নাড়িভুঁড়ি এ দুইটী কথা ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাও দেখা যাইবে যে অনেক আবেগকে পূর্ণ মাত্রায় আধ্যাত্মিক বলিয়া ধরা হয়, যেমন প্রণয়: কোন আবেগ নাই যাহার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তথাচ একটী আকারে যেখানে কাম গন্ধহীন ভালবাসা সেখানে দেখা যায় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। আসল কথা হইল মানুষের প্রণয় ও জন্তুদের কামনার মধ্যে অনেক প্রভেদ। মানুষের আসক্তি হইতেছে কল্পনা ও মনের কার্য্য এবং ইহা একটী জটিল ভাব যাহা অনেক সরল ভাবের মিশ্রণের ফল। আমাদের সময়ের

একজন দক্ষ মনোবিজ্ঞানবিদ বলিয়াছেন যে ইহা বিশ্লেষণ করিলে দৈহিক ভাব দেহের উপর টান ছাড়া, সৌন্দর্য্যের বোধ, স্নেহ, সহানুভূতি, প্রশংসা, সুখ্যাতির উপর ভালবাসা, আত্মপ্রেম, অধিকার অর্থাৎ স্বাধীনভাবে দখলের উপর ভালবাসা জড়িত রহিয়াছে দেখা যায়। ইহার পরে আমরা দেখাইব যে বুদ্ধি বৃত্তির সমস্ত অবস্থার সঙ্গে শারীরিক অবস্থার মিল আছে। প্রণয়ের আরম্ভ যে দৈহিক ভাব তাহা চেতনার নানারূপ অবস্থার দ্বারা আবরিত থাকে যে গুলি প্রণয় অপেক্ষা বেশী তীব্র; কিন্তু ইহা শারীরিক বিশেষ প্রকারের উত্তেজনার সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক তথ্য দেখিয়া আত্মা শরীরের প্রভু প্রমাণ করা হইয়াছে এবং এ প্রশ্নে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে আত্মা যদিও প্রভু কিন্তু শরীর অবশেষে প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

একটী যুবক বাল্যকাল হইতে কার্য্যে অনুরক্ত, ২৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যদিও সুযোগের অভাব ছিল না, সেই সকল আমোদের জন্য বাঞ্ছা করিত না, যাহার পশ্চাতে অপর যুবকেরা পাগলের ন্যায় দৌড়ায়, হঠাৎ বিনা কারণে কামান্ধতায় আক্রান্ত হইল। সকল স্ত্রীলোককে সম্মানের সহিত সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পূজা করিতে লাগিল, যদিও তাহাদিগকে পাইলে কি পরিমাণ আনন্দ পাওয়া যায় তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, বুঝে না। এভাব গোপনে পোষণ করিতে লাগিল এবং অনেক মাস ধরিয়া কাহাকেও জানিতে দিল না। তিনি যেরূপ ঘরের ছেলে এবং যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; শীঘ্রই ভিতরে ভিতরে কামেচ্ছা উদয় হইতে লাগিল যাহার জন্য বড় লজ্জিত এবং তাহার বিরুদ্ধে যতদূর শক্তি লড়াই করিতে লাগিল। কিন্তু ঐরূপ শৃঙ্গার রসাত্মক ভাবনার দ্বারা এরূপ আবিষ্ট হইল যে তাঁহার যুক্তি আর তাহাদের আক্রমণের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিল না। মানসিক গোলযোগের সঙ্গে শিথিল মস্তিষ্কের চিত্তবিভ্রমের নিশ্চিত চিহ্ন দেখা দিল; পরে প্রচণ্ড রকমের পাগলামির প্রলাপ যাহা মৃত্যুতে শেষ হইল।

প্রণয়ের এই আদর্শ আকারের পাশাপাশি ভাবযোগীর (mystical) ভালবাসাকে বসাইব যাহার উপর এই সকল উপরোক্ত মন্তব্য করা যাইতে পারে; মরমী ভক্তদের গ্রন্থ, যাহা কবিত্ব ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পূর্ণ, পড়িলে

বুঝা যায় যে সাধারণ প্রণয়ের ন্যায় তাহাদের ভালবাসার মোটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মবাদী দার্শনিকদের মধ্যে কাউজিন (Cousen) দেখাইয়াছেন যে মরমী ভক্তেরা মনে করেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে তাঁহারা বহু দূরে আছেন কিন্তু তাহা নহে খুব নিকটেই থাকেন।

টাউর্সের মরু (Moureau of Tours) তাঁহার শারীর বিজ্ঞানের শারীরিক বিকৃতির অধ্যায়ে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়ের একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একটি যুবতীকে তিনি অনেক মাস ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে যুবতী অন্য যুগে জন্মাইলে এবং ভিন্নরূপ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা থাকিলে চ্যান্টাল্‌স এবং গায়েন্সদের সঙ্গে তুলনা হইত। তাঁহার লিখিত অনেক পত্রের মধ্যে একখানি উদ্ধৃত করিলাম।

“সমস্ত ইন্দ্রিয় অত্যন্ত স্ফীত হওয়ায় বিনম্র ও আড়ষ্ট ভাবে বিছানায় শুইলাম। ছোট কুকুরকে প্রহার করিলে সে যেমন তাহার প্রভুর হাত আস্তে আস্তে চুম্বন করে আমিও তেমনি আমার প্রভুর হাত চুমিতে লাগিলাম বিপদের সময় আমার যেমন করা অভ্যাস ছিল; জ্বলন্ত প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত একদৃষ্টে আমার প্রিয় প্রভুকে দেখিতে লাগিলাম এবং আমার ঘৃণিত ব্যক্তিত্ব হইতে বাহির হইয়া আমার সত্যজীবনকে তাঁহার উপর রাখিলাম, এই ভাবনায় কার্য্যতঃ মৃত্যু হওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িলাম, প্রকৃত মৃত্যু হইলে যেরূপ হইত, আর আমার সংজ্ঞা থাকিল না। কিছুক্ষণের জন্য জাগিলাম কিন্তু এখনও সুস্থবোধ না করায় আবার আমার প্রিয় প্রভুর আশ্রয় লইলাম।

প্রাতঃকালে প্রার্থনার সময় সেন্ট ফ্রান্সিস সেল্‌স্ নগরের গানের গান লইয়া যে সকল চিন্তা করিয়াছিলেন সেইরূপ আমিও করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রে পূর্ণ জাগরুক অবস্থায় আনন্দের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা, ত্রাসের সহিত যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম যে প্রভু আসিয়া পাছে কিছু বলেন। ‘গানের গানে’ যেরূপ বর্ণনা আছে ঠিক সেইরূপ দেখিলাম .... আমার পাশে তিনি শুইলেন তাঁহার পা ও হাত আমার পা ও হাতের উপর রাখিলেন এবং কণ্টকময় মুকুটকে বিস্তার করিয়া তাঁহার মাথা আমার মাথার উপর চাপিলেন, তাহার পর যখনঃ বেশ বোধ হইতেছিল যে কি যাতনা সেই সকল পেরেক ও কাঁটা হইতে তিনি পাইয়াছেন এমন

সময় তাঁহার ঠোঁট দিয়া আমার ঠোঁট স্পর্শ করিলেন ও স্বর্গের স্বামী আমাকে পরিত্রতম চুম্বন দান করিলেন এবং মধুর নিঃশ্বাস আমার মুখের ভিতর পড়ায় সমস্ত শরীরে অতুলনীয় পুলক সঞ্চার হইল ও নূতন তেজ আসিল কিছু বাকি না রাখিয়া সমস্ত শরীর তাঁহারই হইয়া গেল।

মীরা বাঈয়ের গান মনে হয়।

" ছোড় কৃষ্ণ যুগল গৈঁইয়া, ভোর ভেয়ি আঙ্গিনা,
দীপক কি জোতি ফিকী, চন্দ্রহুকে চাঁদনা।
পাণিঘট পাণিহারী যাত, হাঁও ভি যাওঁ যমুনা
ঘর ঘর দহি মথন হোত বাজত সব কাঙ্গনা
গৈঁইয়া সব বনকু যাত পক্ষী চাত চুগনা "

খোজাদের ছিন্ন মুষ্ক হওয়ার জন্য মনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা সকলেই জানে; তাহারা সমস্ত মনুষ্য জাতির মধ্যে নিকৃষ্ট, ভীরু, হিংসা দ্বেষের বশবর্ত্তী, প্রবঞ্চক, কেন না তাহারা অভাগা হইয়াছে বলিয়া যে সকল সংস্কার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে তাহা তাহারা বেশ বুঝে যে সংস্কার মস্তিককে কার্য্যে ব্যাপৃত করে এবং অসাধারণ জীবনী শক্তির দ্বারা ইহাকে অনুপ্রাণিত করে।

ইহার পর দ্বিলিঙ্গ (হীজড়েদের) কথা। পুংলিঙ্গ প্রধান যাহাদের তাহারা তামাক, মদ, স্ত্রীলোক ভালবাসে, কোন লিঙ্গই যাহাদের প্রধান নাই তাহারা বালকদের মত উৎকট খেলা ভাল বাসে ও বালিকাদের মত ধীর শান্ত রকমের আমোদ প্রমোদ করে।

আর একদল আবেগের কথা বলিব যাহাদের কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই যেমন উচ্চাভিলাষ, ধনতৃষ্ণা, সত্যকে ভালবাসা অর্থাৎ সেই সকল ভাবের কথা যাহার বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক এ সকল মানসিক ভাব অত্যন্ত জটিল, বিবিধজাতক (heterogeneous) ভাব মিলিয়া

উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে ধারণাই প্রধান। আনন্দ ও যাতনার ভাব ছাড়া শরীরের মধ্যে কোন ধারণার দৃশ্য দেখা যায় না। আবার ধারণা সকলের শরীর সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ আছে; আর এক দিক হইতে এ সমস্যাকে দেখিলে দেখিব যে ধারণা সকল মস্তিষ্কের অবস্থা মাত্র।

৩

প্রত্যেক বুদ্ধিমত্তার অবস্থার পূর্ব্বে শারীরিক অবস্থা রহিয়াছে দেখা যায়।

প্রথমে প্রত্যক্ষ স্মৃতি ও কল্পনার দৃশ্য সম্বন্ধে এ তথ্য এত পরিষ্কার যে এ বিষয়ে কিছু বেশী বলিবার দরকার নাই।

কিন্তু যখন চিন্তার উচ্চ রকমের ক্রিয়া সকলের প্রশ্ন উঠে তখন তাহাদের ভালরূপ উত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে; সে সকল ক্রিয়া হইতেছে তুলনা করা, বস্তু নিরপেক্ষ ভাব চিন্তন, সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূক্তকরণ, বিচার যুক্তি, সঙ্কল্প করা। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জড়বুদ্ধিতা, ক্ষিপ্ততা, ভাবোন্মাদ, পক্ষাঘাত, প্রলাপ এ সকলের কারণ হইতেছে মস্তিষ্কের কোনরূপ অবস্থা। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে মস্তিষ্কের ওজন, আকার, রাসায়নিক অবস্থা ও পাকানর সংখ্যার উপর বুদ্ধি নির্ভর করে, যদিও পাকান সম্বন্ধে অনেক গোলমাল আছে। নিউটন ও স্পাইনোজার চিন্তার অনুরূপ মস্তিষ্কের অবস্থা আছে ইহা স্বীকার করিতে অনেকের অনিচ্ছা; আমাদেরও স্বীকার করিতে হয় যে শরীরবিজ্ঞান এরূপ উন্নত এখনও হয় নাই যে বলিতে পারিবে যে কিরূপ স্নায়ুর স্পন্দনের সঙ্গে কিরূপ চিন্তাকে উদয় করাইবে। এ প্রশ্ন এক কথায় মীমাংসিত হইয়া যায় আমরা কথা ছাড়িয়া চিন্তা করিতে পারি না। চিন্তা করার অর্থ বিচার করা; বিচার করার মানে বস্তু নিরপেক্ষ ভাবনা করা কিম্বা সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করা, আর এ সকল ক্রিয়া চিহ্ন ব্যতিরেকে করা যায় না। চিহ্ন একরূপ

—মূর্ত্তির প্রতিনিধি চিহ্ন—আর ইহা মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে যাহা বাক্যহীনতা ও স্মৃতির গোলমাল প্রমাণ করে। যাহা হইলে ঐ সকল চিহ্ন আর ব্যবহার করিতে পারি না। চিহ্ন সকলের সহিত সংযুক্ত বস্তু নিরপেক্ষ অনুচিন্তন বুঝায় যে তাহাদের অনুরূপ মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় অবস্থা রহিয়াছে।

ইহার সমর্থক কতকগুলি চিত্তাকর্ষক তথ্য উদ্ধৃত করিব।

অন্ধত্বের, বুদ্ধিবৃত্তির উপর কিরূপ প্রভাব হয় ডাক্তার ডুমোণ্ট কুইঞ্জে ভিগটজ হাসপাতালের চিকিৎসক ২২০ জন অন্ধকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে ২৭ জনের মানসিক বিশৃঙ্খলতা আছে।

ডাঃ রেনাডীন ত্বকের বিরামযুক্ত অসাড়তা মানুষের চরিত্র এবং বুদ্ধির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা আর্থর নামক একটী যুবককে দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছেন। যুবকের সাধারণ রকমের বুদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষায় ভাল দেখিয়া বাপ মা খুব সন্তুষ্ট। হঠাৎ বুদ্ধিবৃত্তির তেজ হারাইল ও এরূপ অদম্য হইয়া উঠিল যে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হইল। সাধারণে তাহাকে খারাপ বালক বলিয়া ভাবিত যদি আমি তাহাকে বরাবর পরীক্ষা করিয়া না বুঝিতাম যে চামড়ার অসাড়তাই ইহার কারণ। ঐ অসাড়তা কমিয়া গেলে শিষ্ট শান্ত হয় ও আত্মীয় কুটুম্বকে ভালবাসে। ঐ রোগ ফিরিয়া আসিলে যত কুপ্রবৃত্তি সকল উদয় হইবে এমন কি ওরূপ অবস্থায় খুনও করিতে পারে।

মোরু, বিসেট্রা নামক স্থানে দুইটী যমজকে দেখিয়া ছিলেন যাহাদের সাদৃশ্য এত বেশী যে একটীকে আর একজন বলিয়া ভুল হইত। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে দুই জনেরই এক বিষয়োন্মাদ, এক রকমের ধারণা এবং এক রকমের শ্রুতির ভ্রান্তি। তাহারা কাহারও সঙ্গে কথা কহে না, পরস্পরের মধ্যেও কথাবার্ত্তা নাই।

একটী বড় আশ্চর্য্য কথা তিনি বলেন যে ২। ৩ কিম্বা বেশী মাসের পর দুই ভাই অনেক মাইল দূরে থাকিলেও অবসন্নতা ত্যাগ করিয়া

চিকিৎসককে এক সময়ে অনুরোধ করিবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য। দুই ভাই অনেক মাইল তফাতে থাকিলেও এরূপ অনুরোধ বার বার করিত।

নিস্পন্দ বায়ুরোগে মৈস্মর ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত লোকে কৃত্রিম উপায়ে সঞ্জাত নিদ্রাতে যেখানে বশীকৃত কলের পুতুলের ন্যায় ইঙ্গিতে কার্য্য করে, আমাদের এই কথা সাব্যস্ত করে। সাধারণতঃ ধারণা, ভাব এবং সঙ্কল্প চিহ্নকে মনে পড়াইয়া দেয়, আবার চিহ্ন ঐ সকলকে উহাদিগকে মনে আনিয়া দেয়। মৈস্মর ক্রিয়ায় অভিভূত লোককে হাঁটুর উপর বসিতে দাও তাহার মনে দীনতা ও সম্মানের ভাব আসিবে, ঠোঁট ও চক্ষুকে এক রকমে উপর দিকে তুলিয়া দাও গর্ব্বের ভাব আসিবে, ফাঁকের দিকে বাহুকে তুলিয়া দাও ও হাত দিয়া কোন জিনিস ধরিতে দাও আরোহণ করার ভাব আসিবে। কার্পেণ্টার এরূপ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভুয়োদর্শন জ্ঞান অনেক নিশ্চিত তথ্য দেয় যাহাতে একথা সুদৃঢ় হয় যে প্রত্যেক মানসিক দৃশ্যের পশ্চাতে শারীরিক দৃশ্য রহিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে ইহাকে নিশ্চিত বলা যায় না। এরূপ করিতে হইলে এ কথাকে কতকগুলি নিঃসন্দিগ্ধ জীবতত্ত্বের নিয়ম হইতে বাহির করিতে হইবে যাহার দ্বারা সকলরূপ অবস্থার পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারিবে। আমাদের বিশ্বাস যে এ পূর্ব্বপক্ষের আরোহ প্রণালীর inductive process যে সম্ভাবনা আছে তাহা হইতেও থাকে। আমাদের বিজ্ঞান যদি খুব উন্নত হইত তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে মস্তিষ্কের কিরূপ অবস্থা হইলে কিরূপ চিন্তা কিম্বা ভাব উৎপন্ন হইবে; আবার চিন্তা কিম্বা ভাব দেওয়া থাকিল মস্তিষ্কের কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা অনুমান করিতে পারিতাম। সকল জিনিসের মর্ম্মভেদকারী (Liebnitz) লাইবনিজের বুদ্ধি এ সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন। এমন সময় যখন বিজ্ঞান ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহও করে নাই। "তিনি বলেন সিজারকে যে উচ্চাভিলাষ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহার অনুরূপ অবস্থা সমস্তই তাঁহার শরীরে ছিল, এমন কি সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের ও শারীরিক অনুরূপ অবস্থা থাকে।"

আমি যাহা বলিতেছি তাহা পূর্ব্বের যুক্তি হইতে অনুমান করিতে পারিতাম অর্থাৎ ভৌতিক এবং নৈতিক কথা দুইটার প্রকৃতিগত পার্থক্য কিছু নাই কেবল আমরা যেরূপ ভাবে তাহাদিগকে দেখি একটা বাহিরে একটা ভিতরে এই ভাবে তাহারা আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। একদিকে প্রাণ সম্বন্ধীয় দৃশ্য সকল বিশেষরূপে মানসিক হয় এবং অপরদিকে বিশেষরূপে দৈহিক হয় তাহা হইলেও সমগ্রভাবে তাহারা নৈতিক ও ভৌতিক উভয়ই; এখন ইহা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অনুরূপ শারীরিক অবস্থা আছে। আমরা মনে করি কোন অনুমানের সাহায্য না লইয়া সোজাসুজি ভূয়োদর্শনের দ্বারা এ সত্যকে স্থাপন করা যাইতে পারে। কেবল এইমাত্র এখানে যোগ করিতে পারি যে এ সমাধান দৃশ্য সকলের ভিতর সীমাবদ্ধ (restricted to pheonomena) শেষ কারণের সঙ্গে (ultimate reasons of things) ইহার সম্পর্ক নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

দৈহিক এবং মানসিক বংশানুক্রমিতা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইল তাহাকে সংক্ষেপ করিয়া ধরিলে জানা যায় যে এই সকল গবেষণার ফল হইল, নৈতিক বংশানুক্রমিতার উত্তর খুব সরল আকার ধারণ করিল।

প্রথমেই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে ভৌতিক ও নৈতিক বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধকে তুল্য মূল্য বলিয়া এরূপ ভাবিতে পারা যায় যে শেষ বিশ্লেষণে একই রূপ দৃশ্য মাত্র থাকিয়া যায় সে জড় ও নব আধ্যাত্মিকও নহে, মানুষের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেহ সম্বন্ধীয় বলি যখন ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বাহির হইতে দেখি এবং আধ্যাত্মিক বলি যখন চেতনার ভিতর দিয়া দেখি। যেমন আমরা বলিয়াছি ইহা অনুমান মাত্র এবং ইহার মূল্য উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে যত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকিবে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পক্ষের পরীক্ষা মূলক অংশের বিজ্ঞানের উন্নতি হউক আর না হউক ইহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কল্পনা হইতে ঘটনায় (speculation to facts) ও তত্ত্ববিদ্যা হইতে (metaphysics) জীবতত্ত্বে (Biology) যাইলে, ভূয়োদর্শনের রাস্তা দিয়া দেখিলে, নিশ্চিত না হইলেও ইহা খুব সম্ভব, যে প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অনুরূপ স্নায়বিক আছে এবং উহার অবস্থা উল্টাও ঠিক অর্থাৎ যেমন স্নায়বিক অবস্থা তদ্রূপ মানসিক অবস্থা। আমাদের বিজ্ঞান অধিকতর উন্নত হইলে আমরা স্নায়বিক দেখিয়া মানসিক অবস্থা বলিতে পারিব ও মানসিক অবস্থা দেখিয়া স্নায়বিক অবস্থা বলিতে পারিব।

এ সকল হেতুবাক্যর (premises) স্বীকার করিলে, কারণ রূপ সমস্যাকে পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। বস্তুতঃ আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান হইতেছে দুইটী দৃশ্য কিম্বা দৃশ্য গুচ্ছের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এখানে

আমাদের ২টী গুচ্ছ দৃশ্য আছে, একটী দেহ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ স্নায়বিক আর একটী মন সম্বন্ধীয়, বংশানুক্রমিতার দিক হইতে দেখিলে ইহাদের মধ্যে ৩টী সম্বন্ধ থাকিতে পারে—

(১) এক সঙ্গে উদ্ভবের সরল সম্বন্ধ, ভৌতিক এবং নৈতিক বংশানুক্রমিতা পরস্পরে স্বাধীন ভাবে সমান্তরে থাকিল।

(২) কার্য্য কারণের সম্বন্ধ, মানসিক বংশানুক্রমিতা কারণ এবং দৈহিক বংশানুক্রমিতা ফল।

(৩) আর এক প্রকারের কার্য্য কারণের সম্বন্ধ যাহাতে দৈহিক বংশানুক্রমিতা কারণ এবং মানসিক বংশানুক্রমিতা ফল।

প্রথম অনুমানটী পরীক্ষা করিবার জন্য সময় নষ্ট করিব না কারণ উহা হইতেছে কৃত্রিম প্রশ্ন।

ইহার ভিত্তি একটী অদ্ভুত ধারণার উপর স্থাপিত যে দেহ ও মন দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বিভিন্ন পদার্থ পরস্পরে বৈদেশিক তথাচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহারা সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া এক সঙ্গেই ভ্রমণ করিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এ প্রশ্ন এই আকারে বসান যাইতে পারিত কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অবস্থায় ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। সে সময়ে যে সকল বড়লোকেরা এ দুইটীকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া ভাবিতেন তাঁহারাই এখন এ মতকে প্রথমেই ত্যাগ করিবেন। এই দুই শ্রেণীর দৃশ্য ঘনিষ্ঠভাবে অন্যোন্য সম্বন্ধী এই মত এখন এতদূর বাড়িয়া যাইতেছে, যে তাহাদিগকে যুক্ত করা অপেক্ষা পৃথক করাই শক্ত। এই ভুল দ্বৈতবাদকে এখনও এত লোকে বিশ্বাস করিতেছে যে ইহা আশ্চর্য্যের কথা হইত যদি আমরা না জানিতাম যে নূতন সত্যকে গ্রহনীয় করা অপেক্ষা, পুরাতন ভুলকে ধ্বংস করা কঠিন।

এই অনুমানের উপর জেদ না করিয়া ইহাকে এখন পরীক্ষা করা যাউক মানসিক বংশানুক্রমিতা দৈহিক বংশানুক্রমিতার কারণ, এ মত মায়াবাদীদের ইহাকে সঠিক পরিষ্কার আকার তাঁহারা দেন নাই, কারণ তাঁহারা মনন

করিতেন যে বংশানুক্রমিতা কেবল দেহ লইয়া। মায়াবাদ সম্পর্কীয় দর্শন শাস্ত্র আত্মার ভবিষ্যৎ লইয়া ব্যস্ত, কোথা হইতে আসিয়াছে তাহার বিষয় ভাবিতেন না। কোথায় যাইতেছি তাহার অনুসন্ধান করিতেন কিন্তু কোথা হইতে আসিয়াছি তাহার চর্চ্চা খুব বিরল। যদিও এ দুই সমস্যা ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ এবং উভয়েই গুহ্যতত্ত্ব। ঈশ্বর তত্ত্ববেত্তারা এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি যে আদি পাপ যাহা বংশ পরম্পরায় চালিত হয় তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। তাহাদের মতের ভালরূপ মিল নাই এবং উহা এখানে কোন দরকারে লাগিবে না। ঐ মত-গুলিকে দুটী শ্রেণীতে ফেলা যায়।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর গর্ভ সঞ্চারের সময় প্রত্যেক আত্মাকে সেই শরীরে বাস করিবার জন্য সৃষ্টি করেন।

অপর দলের কথা হইতেছে যে সকল আত্মাই শরীরের ন্যায়, প্রথম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং শরীরের ন্যায় পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চালিত হয়। অধিকাংশেরই এইমত। টার্টুলিএন, সেণ্টজেরোম, এবং লুথারের এই মত, আর দুই জন দার্শনিক মালব্রাঞ্চ ও লাইবনিজ ইহা মানিতেন। লাইবনিজ বলেন যে এই একমাত্র মত, যেখানে দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম ঠিক মিলিয়া যায়।

এরূপ দুরূহ প্রশ্নে যদি মত দিতে হয় তাহা হইলে আমরা বলিব যে দ্বিতীয় মতটীই শাস্ত্রানুযায়ী। আমরা দর্শনের দিক দিয়া ইহাকে দেখিব, আর মায়াবাদীরা এই দুই প্রকারের বংশানুক্রমিতার বিষয়ে যখন কিছু বলেন নাই, আমরাই সে সম্বন্ধের কথা বলিব।

সমস্ত জীবিত জিনিসের আদি নিষেক প্রাপ্ত ডিম্ব হইতে আরম্ভ করিব। এই ডিম্ব শারীরবিজ্ঞানবিদ যাহাকে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়া দেখেন, কতকগুলি অণুর একত্রকরণ নহে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহার ভিতর এমন এক শক্তি রহিয়াছে যাহাকে আত্মার বিকাশ বলিব। যদি স্বীকার করা যায় (মায়াবাদীরা এ অনুমানের যদিও অনুকূলে নহে) যে এই আত্মা পিতা

মাতা হইতে বিশিষ্ট আকারের কতগুলি বোধ, বুদ্ধি, ইচ্ছা সম্বন্ধীয় ক্রিয়াশক্তি পাইয়াছে, এবং এ সকলগুলি উহার ভিতরে আছে। আত্মা এখন এই সকল-লইয়া ইহার শরীর গড়িতে চলিল। এই মুহূর্ত্ত হইতে কার্য্যপদ্ধতি দেখিলে হার্ভীর মত বিস্মিত হইতে হয় যখন তিনি দেখিলেন মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম সূতা গর্ভাশয়ের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত ছড়াইতেছে, তাহার পর দেখিলেন এই জালের কার্য্য, একটী কোষ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিল, যাহার ভিতর সাদা তরল পদার্থ (punctum saliens) পঙ্কটম স্যালিয়েন্স রহিয়াছে। এই ক্রমবিকাশের অনুসরণ কর দেখিতে পাইবে ইহা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতেছে এবং ইহার অস্থিরতা প্রধান ও অপ্রধান সকল অংশকেই পরিবর্ত্তিত করিতেছে এবং যেন একজন অদৃশ্য কারিগর হাতড়াইয়া তাহার রাস্তা বাহির করিতেছে এবং অনেক ভুলের পর কার্য্যটীকে সম্পূর্ণ করিল। সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ চালাও যখন ভ্রৌনিক (embryonio) জীবন শেষ হইয়াছে এবং বহির্জরায়ুজ জীবন আরম্ভ হইয়াছে, দেখিতে পাইবে ক্রমবিকাশ চলিতেছে যে পর্য্যন্ত না জীব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়া তোমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা আশ্চর্য্যের কার্য্য যাহা ভুল বিশৃঙ্খল, বিচ্যুতি আকারেও দৈবাগত কারণের ফল নহে এবং চেতনা না থাকিলেও বুদ্ধিমত্তা শূন্য নহে। এখানে দেখিতে হইবে যে আত্মাই কারণ এবং দেহ ফল, কাজে কাজেই এ সিদ্ধান্ত খুব স্বাভাবিক যে আত্মার প্রকৃতি অনুযায়ীক শরীর হইবে, এবং শরীর সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা মানসিক বংশানুক্রমিতায় খুঁজিতে হইবে।

আমাদের বিশ্বাস এ মতকে কোনরূপে দুর্ব্বল না করিয়া, রক্ষা করা যাইতে পারে। পরমোত্তম (trauscendental) মায়াবাদ (দেশকালাতীত বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া যাহার কথা ঐ সকল মানসিক বৃত্তির বংশানুক্রমিতা প্রমাণ করিবার সময় বলা হইয়াছে) আর আর সকল বৃত্তিকে শরীর সম্বন্ধীয় বলে।

এ মতকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে অন্যান্য আধ্যাত্ম তত্ত্বের অনুমানে যেরূপ, ইহাকেও সেইরূপ খণ্ডন করিতে পারি কিন্তু সমূলে ধ্বংস করিতে পারি না। প্রধান আপত্তি এই হইয়া দাঁড়ায় যে প্রজনন ক্রিয়ার

ধারণা যাহা ইহার ভিত্তি একবারেই বুঝিতে পারা যায় না যদি মায়াবাদের দিক হইতে ইহাকে দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানের অর্থে প্রজনন ক্রিয়ার ধারণাকে, সেই অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, যাহাতে বলে যে দুই গুচ্ছ দৃশ্য আসলে এক হইলেও তাহাদের তুল্যমূল্যতা ও পরস্পরের পরিবর্ত্তনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। মায়াবাদীর কিন্তু ইহা পূর্ব্বপক্ষ নহে, তাঁহার মতে চিন্তা ছাড়া আর কোন জিনিস নাই, যাহা আছে তাহা সেই চিন্তারই প্রকাশ। প্রজননের জ্ঞান ও বংশানুক্রমিক চালনার ধারণা ভূয়োদর্শন-লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, এ সকল গুহ্য হইলেও সত্য কারণ তাহাদের গতি ও ক্রমবিকাশ বাহির করিতে পারা যায়।

যখন আদর্শে কিম্বা অতীন্দ্রিয় শ্রেণীর উপর ইহা আরোপ করা যায় তখন তাহারা রূপক ফাঁকা কথা ও বস্তু নিরপেক্ষ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না কারণ তাহাদিগকে মোটা জিনিসের উপর আরোপ করা যায় না।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ওয়ালেষ্টন খ্রীষ্টান দার্শনিক ও মায়াবাদী প্রাকৃতিক ধর্ম্মের চিত্র নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে মায়াবাদে উৎপত্তি বিষয়ক তথ্যটী বুদ্ধির অগম্য। তিনি বলেন একটী আত্মা আর একটী আত্মাকে গাছের ডালের মত কি করিয়া উৎপন্ন করিল কিম্বা একটী চিন্তা কিম্বা চিন্তাকারী পদার্থ আর একটীকে জন্মাইল ইহা বুঝা যায় না ও ব্যাখ্যা করাও যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে এরূপ বাক্য কি করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে তাহাও বুঝিতে পারি না। যদি বাপ মা উভয় হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে একটী শাখা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন গুড়ি হইতে উৎপন্ন হইল, এরূপ তুলনা কিন্তু প্রকৃতিতে দেখা যায় না. যদিও এরূপ তুলনা বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় জিনিস অপেক্ষা দ্রাক্ষা কিম্বা অপরাপর উদ্ভিদে আরোপ করা সঙ্গত হইবে। এই সকল চিন্তা আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে জড় পদার্থ ছাড়া আর কোন জিনিস নাই, এবং আত্মা বাপ মা কিম্বা উভয়ের শরীর হইতে উৎপন্ন এবং আত্মার উৎপত্তি শরীরের উৎপত্তির ফল। ওয়ালেষ্টন এ সিদ্ধান্তকে জড়বাদীর সিদ্ধান্ত বলেন এবং এরূপ অবস্থায় যেরূপ ঘটিয়া থাকে, অনুমান বজায় রাখিবার জন্য তথ্যকে বলিদান দিয়া বংশানুক্রমিতার

বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছেন। এখন আর আমাদের সে জুজুর ভয় করিবার দরকার নাই, এ সম্বন্ধে শেষ অনুমানটীর পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

(২) এ অনুমান দৈহিক বংশানুক্রমিতাকে মানসিক বংশানুক্রমিতার কারণ বলিয়া দেখে। দৃশ্য সম্বন্ধে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অপরিবর্ত্তনীয় জিনিসটাকে এখানে কারণ বলিয়া ধরা যাইতেছে এবং এরূপ ভাবে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণীয়।

দেহের মনের উপর প্রভাব কেহই এখন সন্দেহ করে না তবে ইহাকে ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্ত জন্য সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মনে করে। অতিরিক্ত সুরাপানে চিন্তার গোলমাল, কোন স্নায়বিক অবস্থায় প্রলাপ চিত্ত বিভ্রম, ভাঙ্গ গাঁজা সিদ্ধি সেবনে পরমানন্দ হইয়া থাকে। এই সকল এবং ইহার সদৃশ দৃশ্য সকল বড় চিত্তাকর্ষক যদিও ইহাদের গুরুত্ব বেশী নয়, গুরুত্ব কেবল সেইখানে, যেখানে অভ্যস্ত শারীরিক অবস্থা যাহাকে মেজাজ বলে তাহার অনুরূপ মানসিক অবস্থা উৎপন্ন করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কিন্তু ইহা লোকে ভুলিয়া যায়। এই সত্যটীকে যদি মনে রাখিতে পারি যে দেহের প্রভাব মনের উপর স্থায়ী; যে এ প্রভাব চালিত হয় অসংখ্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত ক্রিয়ার দ্বারা; যে এই দুই শ্রেণীর জিনিস যাহাকে শরীর ও আত্মা বলি তাহাদের মধ্যে আবশ্যকীয় অন্যোন্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এ সম্বন্ধ গৌণ ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে যেরূপ মৌলিক স্থায়ী অবস্থা সকল যাহাদের উপর দৃশ্য সকল প্রক্ষিপ্ত হইয়া দেখা দেয় তাহাদের উপরেও সেইরূপ; এই সকল ভাবিলে আমরা দেখিতে পাইব যে স্থায়ী শারীরিক অবস্থার অর্থ তাহার অনুরূপ মানসিক অবস্থা, দৈহিক বংশানুক্রমিতা মানসিক বংশানুক্রমিতা বুঝাইতেছে। ইহা ছেলে মানুষী আপত্তি হইবে যদি বলি যে অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে পিতা মাতার সঙ্গে মুখাবয়ব, গঠন ও মেজাজে মিল রহিয়াছে যদিও মনে বিভিন্ন, বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস হইতেছে মনের যান্ত্রিক অবস্থা অর্থাৎ মস্তিষ্কের বংশানুক্রমিতা। আমরা দেখিয়াছি যে দেহ এবং ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণ মাত্রায় চালিত হয় না এবং এ চালনায় নানারূপ ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শারীরিক বংশানুক্রমিতা ইতস্ততঃ না করিয়া সকলেই স্বীকার করিবে। ইহা পূর্ণভাবে স্বাভাবিক মনে হয় যে যে দেহ জন্মিল তাহা জন্মদাতার দেহের সদৃশ হইবে। ইহা সকলেই বুঝে কিম্বা মনে করে যে তাহারা বুঝে কিন্তু মানসিক বংশানুক্রমিতা এইভাবে কেন না বুঝিবে? কুসংস্কার, গতানুগতিকতা, পূর্ব্ব ধারণা ছাড়িয়া দিলেও যাহা সহজে ছাড়িবার নহে, ইহা বুঝা বড় শক্ত যে শরীরের ন্যায় আত্মারও উৎপত্তি হইল। দৈহিক বংশানুক্রমিতাকে মানসিক বংশানুক্রমিতার কারণ বলিয়া ধরিলে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া যায়।

এ দুইটী বংশানুক্রমিতার মধ্যে কার্য্য কারণের সম্বন্ধ, ভৌতিক ও নৈতিক সম্বন্ধের একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত। মানসিক বংশানুক্রমিতার বিশেষত্ব এই যে ব্যক্তির যে কেবল স্থায়ী প্রবণতার সহিত মিলে তাহা নহে জাতি ও পরিবারের প্রবণতার সঙ্গেও মিলে। আরও শারীরিক বংশানুক্রমিতা সাক্ষাৎ, মানসিক পরোক্ষ। দেহ সোজাসুজি চালিত হয়, দৈহিক যন্ত্রের সঙ্গে যদি স্নায়বিক বিশেষত্ব বাপ মা হইতে চালিত হয় তাহা হইলে ইহার ভিতর দিয়া মানসিক কার্য্যোপযোগিতাও চালিত হয়।

ইহা এক প্রশ্ন হইতে পারে, যখন আমরা স্নায়বিক এবং মানসিক দৃশ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল দেখিতে পাইতেছি, যে মানসিক বংশানুক্রমিতা শারীরিক বংশানুক্রমিতার ফল কেন হইবেই? ইহার উল্টা কি হইতে পারে না।

এ পূর্ব্বপক্ষ লইয়া আমরা তর্ক করিয়াছি। নিষেধাত্মক কারণ ছাড়িয়া দিলেও একটী বিধ্যাত্মক কারণ আছে। ভূয়োদর্শন দেখাইতেছে যে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রে মানসিক বিকাশ দৈহিক অবস্থার অধীন দেখা যায়, কিন্তু ইহার উল্টা সাধারণ ভাবে ঠিক নহে।

যদি দৃশ্য সকলের কোন ক্রম থাকে যাহাকে নিঃসন্দেহে মানস তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বলা যায় তাহা হইলে সেগুলি চেতনা সম্বন্ধীয় তথ্য। কিন্তু চেতনার উৎপত্তির পূর্ব্বে বিশিষ্ট দৈহিক অবস্থা থাকা দরকার। তাহারা

না থাকিলে সংজ্ঞা থাকিবে না, আর তাহারা অদৃশ্য হইলে সংজ্ঞাও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে সংজ্ঞা ইহার সঙ্গে অস্পষ্ট কিন্তু সাধারণ সম্বন্ধে দাঁড়ায় না। শারীর-বিজ্ঞানবিদেরা এখনও তর্ক করেন যে মানসিক ইন্দ্রিয় বলিয়া মস্তিষ্ককে ধরিলে কোনটীর আবশ্যকতা বেশী দেখিতে হইবে ইহার ওজন রাসায়নিক উপাদান পাকানর সংখ্যা, গঠন কিম্বা মূর্ত্তি নিশ্চিতরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য মস্তিষ্কের ওজন ২ পাউণ্ডের কম হইলে জড়বুদ্ধিতা উৎপন্ন করিবে। যখন আমরা বলি যে মানসিক ক্রমোন্নতি মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় ক্রমোন্নতির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মানসিক বংশানুক্রমিতা দৈহিক বংশানুক্রমিতার উপর নির্ভর করে, তখন আমরা ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের একটী পরিষ্কার সত্য বলিয়া থাকি। ন্যায়সঙ্গত কথায় মায়াবাদীর উপর প্রমাণের ভার পড়িল, যদি পারে মায়াবাদীরা আমাদের কথা উল্টাইয়া দিবে আমরা তাহাদের কথা অপ্রমাণ করিবার ভার লইব না। এই চলিত কথাটী সর্ব্বদা তাচ্ছিল্য করা হয় এ কারণ মুহূর্ত্ত জন্য ইহার উপর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। আমাদের নিজের মতকে কেবল রক্ষা না করিয়া আমাদের সমস্ত ক্ষমতা অপর মতের বিরুদ্ধে আরোপ করি। তত্ত্বজ্ঞানীরা ডেকর্টের পুরাতন মতানুসারে বলিতে পারেন যে জীবজন্তুরা যন্ত্রবৎ এবং ইহা যে মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে তর্ক করিতে আহ্বান করিতে পারেন। সম্ভবতঃ এরূপ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীকে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে এই উত্তর দিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল। ভূয়োদর্শন জ্ঞানও সাদৃশ্যের উপর স্থাপিত প্রত্যেক মত যাহা বিশ্বের সাধারণ নিয়মের সঙ্গে মিল আছে তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে যতক্ষণ না ইহার বিপরীত প্রমাণিত হয়। ইহা মিথ্যাও হইতে পারে। কিন্ত ইহার অনুকূলে প্রমাণ ব্যতিরেকে সত্য বলিয়া গ্রহণ রহিয়াছে এবং ইহার সমর্থকেরা ইহার বিপরীত মতকে অপ্রমাণ করিতে বাধ্য নহে। মায়াবাদের পূর্ব্বপক্ষ সম্বন্ধে এই আমাদের অবস্থা যাহা ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া আছে, ইহার বিরুদ্ধে আনুমানিক মতের কোন গুরুত্ব নাই। কেহ কেহ ইহাকে জড়বাদ বলিয়া ধরেন, ইহার উত্তরে আমরা বলি যদি ইহা সত্য হয় ইহাকে গ্রহণ করিতেই

হইবে তাহা না করিলে দার্শনিক মতের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে এবং সত্যকে বলিদান দেওয়া হইবে। জড়বাদ অপচ্ছায়ার মত নির্ভীকভাবে ইহার সম্মুখে দাঁড়াইলেই ইহা অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা ভূতের ন্যায় যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদিগকে ভয় দেখায়।

ইহার চর্চ্চা যতই কর না কেন জড়বাদ এবং মায়াবাদের মিল কিছুতেই হইবে না। মানসিক এবং শারীরিক বংশানুক্রমিতাকে যোগ করিলে একটী তথ্য বলা হইল এবং ভুয়োদর্শন জ্ঞান ইহা সত্য কি মিথ্যা ঠিক করিবে। জড়বাদী সকল জিনিসই ব্যাখ্যা করিতে চাহে, বিশেষতঃ মানসিক দৃশ্য সকল জড়ের গুণ ধরিয়া কারণ জড় ছাড়া আর কোন পদার্থ আছে সে বিশ্বাস করে না। আমরা দেখাইয়াছি যে এ মত সম্পূর্ণ অলীক কারণ জড়ের ধারণাকে শেষে শক্তি, বাধা, রং, গতি ইত্যাদিতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে যে গুলি সমস্তই সংজ্ঞার সামগ্রী, বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে জড়ের অধঃস্তর হইতেছে মন।

আমাদের সমাধান, তত্ত্ববিদ্যার অনুমানের সঙ্গে ঠিক মিলে অর্থাৎ চরম মায়াবাদের সঙ্গে। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল দাঁড়াইয়া দেখিবার স্থান লইয়া; আমরা ভুয়োদর্শন জ্ঞানের দিক হইতে তর্ক করি আর মায়াবাদী দেশকালাতীত নির্গুণের দিক হইতে তর্ক করে। আমরা এ প্রশ্নের তর্ক অভিজ্ঞতার সীমার ভিতর আবদ্ধ রাখি, মায়াবাদী নিরু-পাধিক শুদ্ধ জিনিস খুঁজিতে যায় কারণ তাঁহার চক্ষে অন্যোন্যাত্মক সম্বন্ধ সাপেক্ষ জিনিস কিছুই নহে যতক্ষণ না পরম পদার্থটীকে ধরিতে পারা যায়। আরও বলা হয় যে জড়বাদ নিম্ন হইতে উচ্চ, খারাপ হইতে ভাল বাহির করিবার মত। তাহাই আমরা করিতেছি যখন যান্ত্রিক বংশানুক্রমিতার অধীন মানসিক বংশানুক্রমিতাকে ধরি।

দেহ ও মনের মধ্যে সম্বন্ধ রূপ বৃহৎ বিজ্ঞানের এক অংশ হইল বংশানুক্রমিতার চর্চ্চা। দেহ কি? মন কি? ইহার মধ্যে কোনটী কোনটীর অধীন এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান বিজ্ঞান করে না। স্বভাবতঃ

ইহা দুই অংশে বিভক্ত মানসিক প্রকাশের উপর শরীরের প্রভাব, এবং মানসিক প্রকাশের শরীরের উপর প্রভাব। বংশানুক্রমিতার প্রশ্ন প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বহু বিস্তারিত বিজ্ঞানের ইহা হইতেছে একটী ছোট অংশ যাহা তত্ত্ববিদ্যার বাহিরে স্থিত।

বংশানুক্রমিতাকে এ ভাবে বুঝিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মানসিক বিকাশ শারীরিক প্রভাবের অধীন; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় সমাধান ইহার হইতে পারে এরূপ ভাবা ভুল। বংশানুক্রমিতার নিয়মানুসারে উচ্চ নীচের অধীন সত্য বটে, ভূয়োদর্শন জ্ঞানের বাহিরে যাওয়া হইবে এবং অমূলক কথা বলা হইবে যদি আমরা বলি যে বংশানুক্রমিতা, পূর্ণ মাত্রায়, উচ্চের নীচের উপর এবং ভালর মন্দের উপর, নির্ভরতা প্রমাণ করিতেছে।

মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা। শরীর যন্ত্র বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডল পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চালিত হয়, নানারূপ সংবেদন, সহজজ্ঞান, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, অনুভব এ সকলি ঐ সঙ্গে চালিত হয়। মানসিক বংশানুক্রমিতাকে ইহার সাক্ষাৎ কারণ শারীরিক বংশানুক্রমিতায় আরোপ করায় এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে যে শারীরিক বংশানুক্রমিতা কি করিয়া উৎপন্ন হইল।

জীবতত্ত্বের বর্ত্তমান অবস্থায় বংশানুক্রমিতার ভালরূপ ব্যাখ্যা আশা করিতে পারি না। আমাদের অনুমানের উপর পড়িতে হইবে। খুব আধুনিক মত হইতেছে ডারউইনের "জীব ও উদ্ভিদের গৃহপালিত অবস্থায় বিভিন্নতা প্রাপ্ত" নামক গ্রন্থে যাহার প্রধান অঙ্গগুলি স্পেন্সারের "জীবতত্ত্বের প্রধান সূত্র" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম হইতেছে (pangonosis) সর্ব্বোৎপত্তি।

ইহাকে ঠিক করিয়া বুঝিতে হইলে, স্মরণ রাখা উচিত, যে আধুনিক শারীরবিজ্ঞান প্রত্যেক জীবন্ত দেহকে এক না ভাবিয়া অসংখ্য অণুকোষের সমষ্টি বলিয়া মনে করে; প্রত্যেকটীর নিজের

প্রাণ আছে এবং উহা থাকিলে যে সব গুণ থাকা দরকার তাহা আছে এবং পুষ্টি আছে যাহার দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য দৈহিক উপাদানে পরিণত হয় ও অনুপযুক্ত জিনিসকে বাদ দেওয়া হয়; ক্রমবিকাশ চলিতে থাকে যাহার দ্বারা আয়তনে বাড়ে এবং অনেক পূর্ণতা প্রাপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া জটিল হইতে থাকে; উৎপাদিকা শক্তির গুণে একটী অণুকোষ আর একটী অণুকোষ উৎপন্ন করে সে আবার আর একটীকে জন্ম দেয় এইরূপ চলিতে থাকে। ভিরচাউ (Virchow) দেখাইয়াছেন যে এক একটী অণুকোষ রুগ্ন হইতে পারে; এই স্বয়ঞ্চল মূল উপাদান দেহের ভিতর সেইরূপ কার্য্য করে যেমন রাজ্যের ভিতর কতকটা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সামাজিক শরীরের অখণ্ড অংশ থাকিয়া করিয়া থাকে।

বেগোনীয়া ফাইলে ম্যানিওকা (begonia phyllamaniaca) নামক অণুকোষে এক আশ্চর্য্য রকমের উৎপত্তি দেখা যায়। এই গাছের পাতার একটুকরা লইয়া উপযুক্ত উত্তাপ যুক্ত জমিতে যদি পোঁতা হয় একটী গোটা গাছ হইবে; একটী পাতা হইতে একশত গাছ হইবে। শুধু এই নয় প্রত্যেক গাছ এই রূপে উৎপন্ন হইয়া তাহার শাখায় ও পাতায় সহস্র সহস্র গাছ পুষ্টি লাভ করে ও কিছু মাত্র তেজ না কমিয়া অসংখ্য পুরুষ এই ভাবে চলিতে থাকে।

আত্মোৎপাদন ও বংশানুক্রমিক চালনার বিষয়ে ডারউইন সাময়িক অনুমানে সর্ব্বোৎপাদনকে ধরিয়াছেন যাহার অর্থ প্রত্যেক জীবের অণু কিম্বা এককের আপনা হইতে পুনরুৎপাদনের শক্তি আছে।

তিনি বলেন, সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে স্বয়ংজাত বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন অণুকোষ সকলের সেই প্রকৃতি বজায় থাকে এবং অবশেষে শরীরের পেশী এবং অন্যান্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। এরূপ বৃদ্ধির পাশে পাশে আমার মনে হয় যে অণুকোষগুলি তৈয়ারি নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম রেণু কিম্বা অণু বাহির করিতে থাকে, যাহা অবাধে সমস্ত শরীরে ঘুরিতে থাকে যে পর্য্যন্ত না যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করিয়া যে সকল

অণুকোষ হইতে হইয়াছে তাহাদের মতনই মূর্ত্তি ধারণ করে। এই সকল রেণুকে আমরা (জেমিউল্‌স) কুট্‌মল পাতার কুঁড়ি বলি। বাপ মা হইতে বংশধরে ইহারা চালিত হয় সাধারণতঃ পরের পুরুষে যদিও কোন কোন স্থলে বহু পুরুষ ধরিয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকিয়া পরে বিকশিত হয়। ইহাও মনে করা হয় যে প্রত্যেক অণুকোষ শুদ্ধ পূর্ণ বয়সে নহে সকল বয়সে জেমিউল্‌স নিঃসৃত করে। এই জেমিউল্‌সদের পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি আছে এবং এই জন্যই একত্রিত হইয়া জীবাঙ্কুর হয় এবং পুং স্ত্রী উপাদানে বিভক্ত হয়। ঠিক করিয়া বলিতে যাইলে পুনরুৎপাদক মৌলিক অংশ কিম্বা জীবাঙ্কুর নূতন শরীর উৎপন্ন করে না কিন্তু অণুকোষগুলি করে যাহা ধরিয়া দেহ গঠিত হইয়াছে।

জেমিউল্‌সের অত্যন্ত সূক্ষ্মতার জন্য কোন ন্যায্য আপত্তি হইতে পারে না, কারণ আকারের জ্ঞান আপেক্ষিক। এ আপত্তি গুরুতর বোধ হইবে না যখন আমরা দেখি আস্কারিস (Ascaris) এক সময়ে ৬ কোটী ৬৪ লক্ষ ডিম প্রসব করে ও ভুঁই চাঁপা একবারে বহু কোটী প্রসব করে, আর যে সব জানোয়ার গন্ধ বাহির করে তাহাদের রেণু ও সংক্রামক রোগের অণু সকল এত সূক্ষ্ম যে দেখাই যায় না। প্রত্যেক জীব একটী ক্ষুদ্র বিশ্ব যাহার ভিতরে আকাশের তারার ন্যায় অগণ্য ও অচিন্ত্যনীয় সূক্ষ্মতা বিশিষ্ট জীবাণু রহিয়াছে যাহারা আত্মোৎপাদন দ্বারা বংশ রক্ষা করে। ডারউইন এই অনুমানের দ্বারা নানারূপ দৃশ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহা দেখিতে বিভিন্ন কিন্তু শারীর বিজ্ঞান যাহাকে আসলে এক বলিয়া ধরে। এ সকলের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিতগুলিকে উল্লেখযোগ্য মনে করি, কুট্‌মলোৎপাদন অর্থাৎ কুঁড়ী হইতে উৎপত্তি, আপনা হইতে কৃত্রিম ভাগ হইয়া উৎপত্তি, পুংস্ত্রীর যোগে উৎপত্তি, কুমারী হইতে উৎপত্তি ও পর্য্যায়ক্রমিক উৎপত্তি, ডিম্বের বিকাশ, পেশী সকলের সংস্কার, নষ্ট হইয়াছে যে সকল অঙ্গ যেমন গলদা চিংড়ীতে ভাঙ্গা দাড়া, শম্বুকে ও গিরগিটিতে ভাঙ্গা অঙ্গ, তাহাদের পুনরুদ্ধার, সংক্ষেপে সকল রকমের উৎপত্তি এবং সকল প্রকারের বংশানুক্রমিতা।

যে সকল চরিত্র বিকশিত হয় এবং যেগুলি চালিত হয় তাহার মধ্যে পার্থক্য বাহির করিতে পারি। বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া চালনা হইতে

পারে এরূপ ঘটনা আটাভিজম্ ও পর্য্যায়ক্রমিক বংশানুক্রমিতায় দেখা যায় এবং এগুলি সোজাসুজি ও পাশাপাশী শ্রেণীতে হইয়া থাকে। পর্য্যায়-ক্রমিক উৎপত্তির দৃষ্টান্ত ডারউইনের এই অনুমানের দ্বারা ভালরূপে ব্যাখ্যাত হয়। অনেক স্থলে যাহা ঘটিয়া থাকে মাতামহের লক্ষণ সকল কন্যার ভিতর দিয়া দৌহিত্রে চালিত হয় কিন্তু কন্যাতে তাহা ফুটিল না, প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিল; একথা শারীর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বসাইলে বলা হইল যে জেমিউলসগুলি দ্বিতীয় পুরুষে চালিত হইয়া রক্ষিত হইল কিন্তু তাহা তৃতীয় পুরুষে প্রস্ফুটিত হইল।

ডারউইন আরও ব্যাখ্যা করেন কেমন করিয়া শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসগুলি বংশানুক্রমিক হয়। আমাদের মতে মনে করিতে হইবে কতক-গুলি অণুকোষের আকারেও ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তন হইল এবং সেই পরিবর্ত্তিত আকারে জেমিডল্স নিঃসৃত করিতে থাকিল……। যখন মানসিক গুণ কিম্বা অভ্যাস যেমন ক্ষিপ্রতা বংশানুক্রমিক হইল তখন মনে করিতে হইবে যে ফলোৎপাদক পরিবর্ত্তন স্নায়ুর অণুকোষে চালিত হইয়াছে এবং তথা হইতে বংশধরে গিয়াছে। অবশ্য এ সকল পরিবর্ত্তিত অভ্যাস কালে স্থায়ী হয় যেহেতু দেহ নূতন রকম অবস্থায় অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে এবং সেই সময়ে ইহাদের উপর কার্য্য করিয়া অণুকোষ সকলকে অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া চালিত করে।

উপরে যে কথা বলা হইল তাহা শারীরতত্ত্বের দিক হইতে। আমরা জানি যে শারীরতত্ত্ব ও মানসতত্ত্বের বৈপরিত্য কেবল আমাদের দাঁড়াইয়া দেখিবার পার্থক্যের উপর রহিয়াছে অর্থাৎ যে দিক হইতে আমরা তাহাদিগকে দেখি। এই সকল অণুকোষ কিম্বা জেমিউল্স পাশব অচেতন জড় নহে; তাহাদের জীবনী শক্তি ও প্রবণতা আছে, আরও আমরা দেখিয়াছি যে কোন জিনিসকে মানসিক সম্বন্ধ ছাড়া ভাবিতে পারি না যেমন মানসিক জিনিস দেহ ছাড়িয়া ভাবা যায় না। এজন্য এ অনুমান মানসিক এবং দৈহিক বংশানুগতি উভয়ের উপর আরোপ করা যায়, একটীর পক্ষে যদি সত্য হয় অপরটীর পক্ষেও তাহা সত্য।

শারীরতত্ত্বের ক্রমে নিম্নতম জীবের উপাদান যাহাকে আর ছোট করা যায় না হইতেছে অণুকোষ যাহার নিজের জীবন আছে। এরূপ অসংখ্য জীবের সম্মিলনে একটী বড় জীবের উৎপত্তি যাহার একত্ব ইহাদের মিলনের ফল। দেহধারী জীবের সিঁড়িতে যত উর্দ্ধে উঠিতে থাকি ততই পূর্ণ একত্বের দিকে যাই যদিও আদর্শে কখনই পৌছাইতে পারি না।

আবার মনস্তত্ত্বের ক্রমে নিম্নতম স্থানে, আর ছোট করা যায় না এরূপ উপাদান, প্রত্যেক স্নায়বিক কোষে রহিয়াছে, অর্থাৎ স্নায়বিক তেজ। এই সকল অতি সূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়ার একত্রে সম্মিলন প্রথমে গ্রন্থিল স্নায়ুতে পরে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হইয়া মানসিক জীবনের উৎপত্তি, উন্নত জীবের সোপান পদ্ধতিতে যত উপরে উঠিতে থাকা যায় ততই মানসিক ক্রিয়া সকল এক-কালীক না হইয়া পরম্পরীক হইয়া চৈতন্যের উদ্ভব করে এবং ক্রমশঃ পূর্ণ একত্ব, ব্যক্তিত্ব, আত্মস্থরিতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্তু দেশ কালা-তীত নিরুপাধিক একত্বে কখনই পৌছাইতে পারে না।

এই দুই শ্রেণীর তথ্যের সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতি যাহারা গোড়াতে এক দেখান হইল, এখন আমরা বুঝিতে পারি অন্ততঃ সন্দেহ করিতে পারি যে এই দুই শ্রেণীর বংশানুক্রমিতার একই কারণ।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার খুব সাহসের ও কৌশলের একটী অনুমান করিয়াছেন যে বিজ্ঞান সপ্তাঙ্গ বিদ্যা শিল্পকলা সভ্যতা এবং আর আর সামাজিক দৃশ্য যতই বহু রকমের ও জটিল হউক না কেন শেষ বিশ্লেষণে সকলকেই ভাব এবং চিন্তায় পরিণত করা যায়। এ গুলিকে আবার পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর আরো-পিত আদিকালের সংবেদনের উপর লইয়া যাওয়া যায়। পঞ্চেন্দ্রিয় আবার স্পর্শে পরিণত করা যায়। শারীরবিজ্ঞান ডিমোক্রাইটসের মত যে সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতেছে স্পর্শেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি, এই মতকে সুদৃঢ় করিতে অনেক দূর গিয়াছে। স্পর্শের আবার ভিত্তি হইতেছে সেই সকল আদি কালীন গুণ যাহা জৈব ও অজৈব দেহকে পৃথক করে। অনেক তথ্য এই সিদ্ধান্তকে নির্দ্দেশ করিতেছে, যে সকল রকমের বোধের উৎপত্তি একত্র করণ ও বিভক্ত-

করণরূপ যৌলিক প্রক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে, যে প্রক্রিয়াতে আদিকালের প্রাণ রূপ সমস্যা রহিয়াছে।

অনুমান ধরিয়া অনেক কথা বলা হইল। এখন ইহার উপসংহার করিব।

সংক্ষেপ করিতে যাইলে, মানসিক 'বংশানুক্রমিতার কারণ যে দৈহিক বংশানুক্রমিতা সে বিষয়ে আর কোন তর্ক হইতে পারে না। দুইটী বংশানু-ক্রমিতা একটীতে পরিণত করিয়া, বংশানুগতির কারণ খুঁজিতে গিয়া একটী অনুমান মাত্র পাইলাম খুব সম্ভবপর বটে কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমার বাহিরে পড়ায় তাহার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইতে পারে না। এই সকল গবেষণার বিশিষ্ট ফল হইতেছে বংশানুক্রমিতা যতদূর সম্ভব একাত্মকতা; অর্থাৎ বহুতে এক। হ্যাকেল বলেন বংশানুক্রমিতার কারণ হইতেছে সেই সকল দ্রব্যের আংশিক একত্ব যাহা হইতে পিতা মাতার ও সন্তানের, দেহ গঠিত হইয়াছে, এবং পুনরুৎপত্তির সময় সেই সকল জিনিসের ভাগ। বংশানুক্রমিতাকে একরূপ বর্দ্ধন বলিয়া ভাবিতে হইবে যেমন একটী অণুকোষ যুক্ত উদ্ভিদের আপনা আপনি ভাগ।

এখন তথ্য সকলের কথা তাহাদের নিয়ম ও কারণ সকলের আলোচনা হইল, বংশানুক্রমিতার কার্য্যকরী দিকটী এখন দেখিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদের পরিণাম।

চতুর্থ ভাগ

পরিণাম ঃ

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন অসভ্য লোক হইতেই অবশেষে নিউটন ও
শেক্সপিয়ার উঠিয়া থাকে।

প্রথম অধ্যায়।

বংশানুক্রমিতা এবং ক্রম বিকাশের কথা।

উন্নতির ধারণাটি খুব আধুনিক। ইহার প্রবর্ত্তক হইতেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর বেকন, ডেকার্টস, প্যাসকাল, লাইবনিজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক পণ্ডিতদের এ বিষয়ে খুব বিশ্বাস ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা সাধারণ জিনিস হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান আকারে ইহা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণই রহিয়াছে।

প্রথমে ইহা অস্পষ্ট। উন্নতি কথাটির কোন বিশিষ্ট অর্থ নাই। কতকগুলি লোক ইহাকে অগ্রসর হওয়া মনে করে, অপরে ইহাকে পরিবর্দ্ধন অর্থে বুঝে। সাধারণ মত উন্নতিকে প্রকৃত তথ্য বলিয়া বুঝে কিন্তু ইহার নিয়ম কিম্বা কারণ খুঁজিতে যায় না। ইহা কি দৈবাৎ উৎপন্ন দ্রব্য না ইহার কোন নিয়ম আছে, যদি থাকে সে নিয়মটী কি? পদার্থের প্রকৃতির গুপ্ত আকার কি? কিরূপ উৎপাদক শক্তি ইহাকে উদয় করায়? এ সকল প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসাও করে না।

ইহার অপূর্ণতা হইতেছে গুরুতর দোষ। মানুষ উন্নতিকে নিজের দিক হইতে দেখে, তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইহা ভুল। প্রায় প্রত্যেক লোকের মতে উন্নতি হইতেছে খারাপ হইতে মাঝারি, মাঝারি হইতে ভাল ও ভাল হইতে আরও ভাল অর্থাৎ উত্তরোত্তর গুণ বর্দ্ধন। ইতিহাস দেখায় যে মনুষ্য ক্রমান্বয়ে কম পূর্ণতা হইতে বেশী পূর্ণতার দিকে যায়, যত সময় যায় আচার ব্যবহার শিষ্ট শান্ত হয়, জীবনযাত্রা সহজ হয়, অভ্যাস

সকল অধিক নৈতিক হয়, সামাজিক বিধি নিয়ম বেশী ন্যায়সঙ্গত হয়, রাজনৈতিক বিধান সকল উদার হয়, জ্ঞান বেশী বিস্তৃত হয়, বিশ্বাস সকল যুক্তিসঙ্গত হয়, এই সকল দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি যে পশ্চাৎগমন, ব্যতিক্রম, ভ্রান্তি, নৈরাশ্যসত্ত্বেও উন্নতির জয় হইতেছে অর্থাৎ মানুষ এবং তাহার পারিপার্শ্বিকের জয় হইতেছে। হার্ডার (Herder) যেরূপ বলেন যে মাতাল একবার অগ্রে যায় আবার পশ্চাতে যায় এইরূপ করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় সেইরূপ মানুষের উন্নতি। এ ভাবে উন্নতিকে বুঝিলে, মনুষ্য সম্বন্ধে উন্নতি নৈতিক, রাজনৈতিক ও ইতিহাসে আবদ্ধ বুঝাইল, যাহার সীমা স্বাধীনতার সঙ্গে মিলিয়া গেল।

আরও ঠিক বিস্তৃত রকমের ইহার অর্থ হইবে মনুষ্য উন্নতির ভিতর সমগ্র উন্নতির এক অংশ মনে করা, আর এই দ্ব্যর্থ সূচক কথার বদলে ঠিক শব্দ ক্রমবিকাশ কিম্বা ক্রমোন্নতি বসান। কথার এ বদলটী বড় দরকারী কারণ ইহা কেবল মানুষের উন্নতির কথা নহে কিন্তু সমস্ত জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধীয় উন্নতির মত।

এই যে ক্রমবিকাশের মত ইহা উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দার্শনিক মত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম্ম মত, ভাষা, ইতিহাস এই সকলের চর্চ্চা হইতে ইহার জন্ম অর্থাৎ সেই সকল জিনিস হইতে যাহারা বাঁচিয়া আছে এবং বদলাইতেছে, ইহা এই সকল চর্চ্চাকে নূতন অর্থ দিয়াছে এবং তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে এবং জাগাইয়া তুলিতেছে। হেজেল প্রথম এই মহান সংযোজনের কথা তুলেন যাহা একদিন সমস্ত দ্রব্যকে সেই নিয়মের অধীনে আনিবে যাহা বলে সমস্তই নিয়ত আবির্ভূত হইতেছে ও অদৃশ্য হইতেছে। তাঁহার আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম বিদ্যার মত অপ্রচলিত হইয়াছে যেমন অন্যান্য অনেক মতবাদ হইতেছে কিন্তু তাঁহার মতের মূল ধারণাটী রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ নিয়মের নূতন রূপ সকল দেখা যাইতেছে। যে সাহসের অনুমান ডারউইন হইতে এ নাম পাইয়াছে জাতির উৎপত্তিরূপ (origin of species) প্রশ্নকে নূতন আকার

দিয়াছে এবং দর্শনশাস্ত্রের গভীর সমস্যার উপর ইহাকে আরোপ করা হইতেছে। ক্রম বিকাশের উপর স্থাপিত দর্শনশাস্ত্রের সঙ্কলনের শেষ লেখা হইতেছে হার্ব্বার্ট স্পেনসারের। তাহার প্রবন্ধে, জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নীতি বিদ্যার দৃশ্য সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখান হইয়াছে। ইহাতে নানারূপ মতের বহুসংখ্যক তথ্যের কথা আছে বলিয়া ইহার প্রশংসা নহে, ইহার বিশেষ গুণ হইতেছে হেজেলের আধ্যাত্মিক মতের পরিবর্ত্তে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পন্থা ধরিয়া বাহিরের পদার্থে এই মত আরোপ করিয়াছেন। ইহা হইতে পরম কারণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বকে ছাড়াইয়া লইয়াছেন এবং ইহার ফল যে কেবল মানুষের কল্যাণ তাহা নহে কিন্তু সমগ্র বিশ্বের ক্রম বিকাশ। আমাদের পূর্ণতার দিকে অগ্রগমন ইহার ফল নহে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল জটিলতার দিকে গতি, যাহাকে যন্ত্র বিজ্ঞানে এবং অবশেষে গতির নিয়মে ফেলা যায়; এমতে বিশ্বের সমস্যাকে ক্রম-বিকাশের দিক হইতে দেখিলে গতি বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমবিকাশের নিয়ম ও কারণের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বৈপরীত্যের কথা বলিতে যাইলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে যাইতে হইবে।

সাধারণ ভাবে দেখিলে ক্রম বিকাশের অর্থ হইবে পূর্ণ কিম্বা গোটা করা, ইহাতেই কতকটা রকমে ইহা ছোট হইতে বড়র দিকে পরিবর্ত্তন। ইহার নিয়ম হইল পরিবর্ত্তন সমজাতিক হইতে বিবিধ জাতিকে, একরূপ হইতে বহুরূপে, কম হইতে বেশী সংলগ্নতায়, অনির্দ্দিষ্ট হইতে নির্দ্দিষ্টে—এ সকল কথাগুলি একটী জিনিসের অবয়বে পরিবর্ত্তন বুঝাইতেছে যে সকল আসলে এক। জ্যোতিষে অভিব্যক্তি-বাদ আদিকালের এক জাতিক দূরবর্ত্তী মেঘের ন্যায় নক্ষত্র স্তূপ হইতে সৌর জগৎ কিরূপে হইল তাহা ব্যাখ্যা করে, এবং সেই জগতের এক কেন্দ্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ও ঘনতা (density) গ্রহ উপগ্রহ সকল ভ্রমণ করিতেছে তাহা দেখায়; ভূতত্ত্বে অপেক্ষাকৃত এক জাতিক আগ্নেয় পিণ্ড পৃথিবীতে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল যাহার উপরিভাগে নানা জাতীয় জিনিস রহিয়াছে; জীবতত্ত্বে আদি যুগের নিকৃষ্ট দেহধারী জীব কিরূপে বর্ত্তমান সময়ের উদ্ভিদ

ও প্রাণী হইল তাহা দেখায়; মনস্তত্ত্বে অপরিস্ফুট ভ্রৌণিক আকার সকল কিরূপে জটিল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইল; সমাজতত্ত্বে আদি সময়ের সরল সমাজ সকল আমাদের যুগের অত্যন্ত জটিল নানা জাতিক সম্প্রদায়ে কিরূপে বিভক্ত হইল; ইতিহাসে ভাষার, যন্ত্রবিদ্যার, শিল্প কলার এবং তাহাদের বর্দ্ধিষ্ণু নানা শাখা প্রশাখার বিকাশ সকল কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল দেখায়। এমতে ক্রমবিকাশ হইল গোটা করা, সরল হইতে জটিলে পরিবর্ত্তন করা। এই সমরূপ প্রক্রিয়া, যাহা হইতে ইহার উদ্ভব, বুঝাইতেছে যে ইহার পূর্ব্বে কোন মৌলিক অবশ্যম্ভাবিতা রহিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী নিয়ম সর্ব্বব্যাপী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। এক জাতিক হইতে ভিন্ন জাতিক বিশ্বব্যাপী, রূপ পরিবর্ত্তন হইবার কারণ হইতেছে যে প্রত্যেক গতিশীল আকার একাধিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে, এবং প্রত্যেক কারণের একাধিক ফল হইয়া থাকে। একটী ধাক্কায় গতি, শব্দ, উত্তাপ, আলো উৎপন্ন হইবে। বসন্ত রোগের সামান্য পূঁয হইতে শরীরে নানা প্রকার অসুস্থ দৃশ্য দেখা দিবে। শ্রম সম্বন্ধীয় একটী ব্যবস্থা হইতে নানারূপ সামাজিক, কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় ফল উৎপন্ন হইবে; অর্থাৎ সামান্য সরল কারণ হইতে নানা প্রকার ফল হইবে।

ক্রমবিকাশকে, ইহার নিয়ম ও কারণকে ভৌতিক ব্যাখ্যায় ফেলিয়া দেখিলে বৈজ্ঞানিক আকারে দেখা হয়, যাহা চলিত উন্নতির মতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শেষোক্ত মতটী কেবল মনুষ্যের কল্যাণ লইয়া ব্যাপৃত থাকায় এবং তাহাকেই সকল পরিবর্ত্তনের চরম ফল ভাবায় অনেক অখণ্ডনীয় বিঘ্নে জড়িত হইতে হইয়াছে যাহা দেখায় যে মনুষ্যের উন্নতি মাঝে মাঝে থামিয়া যায় ও যতটা অগ্রসর হইয়াছিল সেখান হইতে আবার পিছাইয়া যায়। (Retracesits Steps) ক্রমবিকাশ এ সকল তথ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। লাএল যেরূপ বলেন ক্রমবিকাশরূপ মতকে যে ধারাবাহিক উন্নতি ধরিয়া হইতেই হইবে তাহা নহে; খুব সরল দেহধারী কম বিকশিত বুদ্ধিবিশিষ্ট জাতি সামান্য কিছু সুবিধা পাইলেই ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জয়ী হইবে। ক্রমবিকাশের নিয়ম উন্নতিকে

যেমন ব্যাখ্যা করে পশ্চাৎ গমনকেও সেইরূপ করে, যাহা নিম্ন শ্রেণীর গঠনে ও গতিশীলতায় দেখা যায়। দৈহিক কিম্বা নৈতিক বিষয়ে অবনতি-প্রাপ্ত কোন প্রাণী. যদি তাহার বাঁচিয়া থাকিবার অবস্থায় উন্নত জীব অপেক্ষা, বেশী উপযুক্ত হয় সে অনায়াসে এ সংসারে থাকিবে।

আমরা যখন ক্রমোন্নতি বিকাশ ও উন্নতির ঠিক অর্থ পাইয়াছি তখন বংশানুক্রমিতার পরিমাণকে যে আইন শাসন করে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারি। আমরা গ্রন্থের এই অংশে দেখাইব যে। বংশানুক্রমিতা হইতে কিরূপে বুদ্ধি ও বোধবৃত্তি সকলের কতকগুলি নৈতিক অভ্যাসের উৎপত্তি হইল। প্রকৃত সত্যের এখন আভাস পাইতে পারি। জীবরাজ্যে প্রত্যেক স্থায়ী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকীয় দুইটী উৎপাদক হইতেছে ক্রমবিকাশ ও বংশানুগতি। ক্রমবিকাশ বংশানুগতি ছাড়া কার্য্য করিলে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ক্ষণস্থায়ী হইবে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ভাল মন্দ উপকারী অপকারী যাহাই হউক না কেন ব্যক্তির সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্রমবিকাশ এরূপ সঙ্কীর্ণ সীমায় ইহার গুরুত্ব ও তেজ হারায় এবং মূল্যহীন দৈবাগত জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।

মনে কর বংশানুক্রমিতা ক্রমবিকাশ ছাড়া কার্য্য করিতেছে, ফল হইবে একবারে স্থায়ী মূর্ত্তি সকলের এক ঘেয়ে সংরক্ষণ। দৈহিক লক্ষণ সকল, সহজজ্ঞান, বুদ্ধি সম্বন্ধীয় ও নৈতিক জ্ঞান রক্ষিত হইল ও বিনা রূপান্তরে চালিত হইতে লাগিল। কিছুই বাড়িলনা কিছুই কমিল না কোন জিনিসের পরিবর্ত্তন হইল না। রূপান্তর সম্ভব হয় যখন দুইটী কার্য্য করে। ক্রমবিকাশ দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, অভ্যাস ইহাকে ব্যক্তিতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় যেমন বংশানুক্রমিতা সমগ্র জাতিতে করিয়া থাকে। এ সকল পরিবর্ত্তন যেমন বাড়িতে থাকে তাহারা যান্ত্রিক দেহের অংশ হইয়া ভবিষ্য পুরুষের পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এরূপে বংশানুগতিকে সৃষ্টিকারী শক্তি বলিতে পারা যায়। বংশানুক্রমিতা এবং ক্রমবিকাশের

নিয়মের মধ্যে সম্বন্ধকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এখানে কিছুক্ষণ আলোচনা করিব।

অর্জ্জিত রূপান্তরকে চালিত করা যায় ইহা শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভূমিকায় দেখান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে কৃত্রিম উপায়ে কোন প্রাণীকে মৃগী রোগাক্রান্ত করিলে তাহার বংশধরের ভিতরেও ঐ রোগের অসুস্থ প্রবণতাকে চালিত করা যাইতে পারে। ইহাতেও কাঠিন্য আছে কারণ অনেক তথ্য দেখা যায় যেখানে কতক পুরুষ ধরিয়া আদর্শ মূর্ত্তি হইতে বিচ্যুতি দেখাইয়া ক্রমশঃ সেই লক্ষণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার সেই কাঠিন্যে আসিয়া পড়িলাম যে ক্রমবিকাশ বংশানুক্রমিতা ছাড়া দেখা যায়, আর না হয় বংশানুগতি সীমাবদ্ধরূপে কার্য্য করে আর তাহার দর্শনযোগ্য কোন ফল হয় না। আদি আদর্শে ফিরিয়া যাইবার অনুমানটী যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখিব যে এ প্রত্যাবর্ত্তন সেই জাতিতে ঘটিবে যখন ইহা একেলা পড়িয়া থাকিবে। পশুপালকদের অভিজ্ঞতায় দেখায় যে দৈহিক চিহ্নগুলিকে নির্ব্বাচনের দ্বারা স্থায়ী করা যায় যদিও মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম হইতে থাকে। শিক্ষা মানসিক বৃত্তির উপর ঠিক সেইরূপ কার্য্য করে যেমন পশুপালকের কৌশল, পশুদের শরীর ও তাহার ক্রিয়ার উপর করে। কতকগুলি জাতি অনেক কাল পরে সভ্য জীবনের অবস্থানুযায়িক কার্য্য করিতে ও বস্তু নিরপেক্ষ ধারণা সকল মনে আনিতে পারে। এ জাতিগুলিকে যদি একেলা ফেলিয়া রাখ কাহারও সংস্রবে আসিতে না দাও আবার সেই আদি কালের অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর স্বাভাবিক এবং অর্জ্জিত লক্ষণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং প্রকৃতিই জয়ী হয় যদি শিক্ষা তাহাকে প্রতিহত না করিতে পারে। বেকন যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের পক্ষে যেমন বংশানুক্রমিতার পক্ষেও তেমন সত্য। ক্রমান্বয় শিক্ষার প্রভাবে বিদ্যার সাহায্যে এবং নৈতিক পারিপার্শ্বিকের জোরে অর্জ্জিত লক্ষণ সকল স্থায়ী হইয়া যায়; আমাদের শরীরের প্রকৃতির সঙ্গে একটী দ্বিতীয় প্রকৃতি এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যায় যে একটীকে আর একটী হইতে প্রভেদ করা যায় না।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে, ক্রমবিকাশের নিয়মের বাহিরে বংশানুক্রমিতার ফলাফল নির্ণয় করা অপেক্ষা সরল কার্য্য আর কিছু নাই। ইহাদের পৃথকভাবে আলোচনা করা বিফল, কারণ উভয়ের কার্য্য হইতেছে বিশেষ লক্ষণ সকলকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে সংরক্ষণ করা। ক্রম বিকাশে কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেক জীব বাহ্যাভ্যন্তর কারণের দ্বারা সর্ব্বদাই রূপান্তরিত হইতেছে। আভ্যন্তরিক কারণ সকল দেহের স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরিবর্ত্তন নির্ণয় করে, এবং গতিশীলতা আনয়ন করে যাহা হইতে নূতন শারীরিক গুণ ও নূতন মানসিক উপযোগিতা ঠিক করা হয় যাহা কোন কোন গ্রন্থকার বলেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়ম হইতে হইয়া থাকে বাহ্যিক কারণের অর্থ অবস্থার কর্ত্তৃত্ব যাহার প্রভাব নৈতিক ও ভৌতিক অবস্থার উপর দেখা যায় এবং যাহা সময়ক্রমে কোন নিশ্চিত রকমে ইহাকে গঠিত করে। ডারউইনের সুন্দররূপে প্রমাণিত জীবনসংগ্রাম মত, যাহা তাঁহার বিপক্ষেরাও গ্রহণ করিয়াছেন দেখায় যে নূতন অবস্থাগুলি যদি জীবের উপযোগী হয়, সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবে ও বংশবৃদ্ধি করিবে। বংশানুক্রমিতা আসলে রক্ষণশীল তেজ বংশধরের ভিতর পিতামাতার প্রকৃতি চালিত করে, সে দৈহিক মানসিক এবং নৈতিক প্রকৃতি ভালর দিকে হউক কিম্বা মন্দের দিকে হউক। ইহার নিয়ম সকলের অন্ধ ভবিতব্যতা উন্নতি অবনতি উভয়কেই শাসনে রাখে।

বনেট কণ্ডিল্যাক যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন যে মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে তখন দাগশূন্য দেহ লইয়া আসে, ইহা ঠিক নহে। সে যে কেবল নির্দ্ধারিত দৈহিক প্রকৃতি লইয়া আসে তাহা নহে স্নায়বিক সংস্থানও লইয়া আসে যাহা তাহাকে চিন্তা করিতে বোধ করিতে ও তাহার নিজের মত কার্য্য করিতে সমর্থ করে আমরা এমনও বলিতে পারি যে অগণ্য পুরুষের বহুদর্শন জ্ঞান তাহার ভিতর ঘুমাইতেছে। একজাতিক হওয়া দূরে থাকুক সমস্ত অতীতকালের অভিজ্ঞতা লইয়া তাহার

উপাদান হইয়াছে। তাহার যান্ত্রিক দেহের ও গতিশীলতার বর্ত্তমান অবস্থা অসংখ্য পরিবর্ত্তনের ফল যাহা আস্তে আস্তে জমা হইয়াছে; আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে বংশানুক্রমিতা যদি একেলা কার্য্য করিত, সঙ্কর এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপান্তর না হইত মানসিক অবস্থা সকল গুচ্ছ না বাঁধিত যে রহস্যের ভিতর আমরা প্রবেশ করিতে পারি না তাহা হইলে বংশধরেরা পূর্ব্বপুরুষদের মত বোধ করিতে ও চিন্তা করিতে প্রবণ হইত।

(২)

এই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা বর্ণনা দেখাইতেছে যে বংশানুক্রমিতা হইতেছে ক্রমবিকাশ নিয়মের একটী প্রধান উৎপাদক; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপান্তরগুলি একত্র করিলে এরূপ ফল হয় যে মূল কারণের সঙ্গে কোন মিল থকে না।

প্রাণীমাত্রেই তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যের অধীন এবং তাহাদের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; এই নিয়ম হইতে চিন্তাকারী বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষও বাদ যায় না। এজন্য আমরা মানুষের ভাব বুদ্ধিবৃত্তির কখনও উন্নতি কখনও অবনতি দেখিতে পাই। দৈব বিশেষতঃ শিক্ষা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, চরিত্র, কল্পনাশক্তি সকলকে বিকাশ করে, আর এই সকল অর্জ্জিত পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমিতার দ্বারা চলিত হয়, বস্তুতঃ সকল দিক দেখিলে অধিকাংশ স্থলেই চালিত হইয়া থাকে, ইহাতে আমরা বলিতে পারি যে মানসিক বৃত্তির ক্রমবিকাশ বুদ্ধি বিষয়ক জগতের একটী নিয়ম, এবং প্রত্যেক পুরুষে যে লাভ হয় তাহা পরবর্ত্তী পুরুষের লাভের জন্য রক্ষিত হয়। মানুষ যেখানে একটী আইন বাহির করিয়াছে অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম যাহা দৃশ্য সকলের গুচ্ছকে শাসন করে, এ সকল দৃশ্য যদি তাহার আয়ত্তের ভিতর পড়ে এবং তাহার শাসনের অধীনে আসে, তিনি তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন কারণ ঘড়ির দমের প্রধান আবর্ত্ত যাহা দৃশ্য সকলকে নড়ায় ও শাসন করে তাহা তাঁহার হাতে। এরূপে তাহার বংশানুগতির আইনের সঙ্গে পরিচয় হয়; তিনি জানেন যে অনেক

ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এ আইন আছে এবং কার্য্য করে। তাঁহার জাতিকে পূর্ণতা দিবার জন্য ঐ সকল নিয়মকে লাগাইতে পারেন কি? প্রথমে একটী জাতিকে ধরা যাউক যাহার বুদ্ধি, নীতি, শিল্প এবং চাষের ক্ষমতা মধ্যম চরম লক্ষ্য হইল সেই জাতি কর্‌া যে কার্য্যে তৎপর হইবে, কোন সমস্যা শীঘ্র বুঝিতে পারিবে, শিষ্ট শান্ত হইবে, সভ্যতার জটিল কাজ কর্ম্মে আপনাকে উপযুক্ত করিতে পারিবে। এখন সমস্যা হইল সাধারণ লোককে কিরূপে তাহাদের উপরের শ্রেণীর সমতলে তুলিতে পারিব। ইহা কি করা যায়?

প্রথমেই বলিব যে এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাল্পনিক না হইয়া সভ্যতার প্রত্যেক চেষ্টার এই এবং ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা সাধিত হয় শিক্ষার দ্বারা, ভিতর হইতে কার্য্যকারী বংশানুক্রমিতা হইতে বিভিন্ন, বাহিরের কর্তৃত্বের দ্বারা। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় শিক্ষা একেলা কার্য্য করিতে পারে না। শিক্ষা যতই করুক না কেন, কতকগুলি প্রকৃতির অধঃস্তরে বুদ্ধিহীন বর্ব্বরতা থাকিয়া যায়। বংশানুক্রমিক চালনা ইহাকে শোদরাইতে পারে। এ বিষয়ের আলোচনা পরে বিস্তার রূপে করা যাইবে।

মানসতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে প্রশ্নটী এই আকার ধারণ করে; কোন জাতির ভিতর নির্ব্বাচন ও বংশানুগতি, বুদ্ধিনীতি বিষয়ক উন্নতি আনিতে পারে কি না?

বংশানুক্রমিতা হইল ফল—ইহা জননের উপর নির্ভর করে, জনন আবার উৎপাদকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; ইহাই তাহা হইলে সকল জিনিসের মূলে দাঁড়াইল। এই প্রশ্ন অনেক জটিল তর্ক বিতর্কের উদয় করাইয়াছে, যাহার সংক্ষেপ বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

মনে কর একটী বড় পরিবারের লোক সকল শারীরিক এবং নৈতিক বিষয়ে বিশেষ উন্নত, সকলেই বলবান, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মঠ, তাহা-

দিগকে কেম্বল (Campbell)' পরিবারদের মত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ পরিবারের লোকদের কি ঘরে ঘরে বিবাহ করা উচিত ঐ বিদ্যাকে স্থায়ী করিবার জন্য যাহাতে শরীরের অঙ্গভূত হইয়া যায়? কেহ কেহ এরূপ বিবাহ বাঞ্ছনীয়, কেহ কেহ ঘৃণিত বলেন। আমাদের দিনে সগোত্রে বিবাহ লইয়া খুব তর্ক চলিতেছে। প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা যথা মনু, মোজেস, রোম দেশের ও খৃষ্টান দেশের আইন-কর্ত্তারা ও কোরাণ সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। সমস্ত সভ্য-জগতেই এইরূপ কেবল পারস্য ও মিশর দেশ ছাড়া যাহারা খুব নিকট কুটুম্বের ভিতর বিবাহ মঞ্জুর করিয়াছেন। সিরীয়াতে সগোত্র বিবাহ অন্ততঃ রাজপরিবারের ভিতর প্রাচীন সময় হইতে সেলুসাইডীদের শেষ পর্য্যন্ত খুব চলিত ছিল। অসভ্য জাতির ভিতর কতক স্থানে ইহা চলে কতক স্থানে চলে না। দেশাচারের কথা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের রাজ্যে আসিলেও সেই অনিশ্চিয়তা দেখিতে পাই।

ডারউইনের মতে জন্তুদিগের ভিতর অনেক দিন ধরিয়া নিকট কুটুম্বের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করাইলে আকারে তেজে ও উর্ব্বরতায় দুর্ব্বল হইয়া যায়। ইহার সমর্থনে তিনি অনেক পশুপালকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পশুদিগের ভিতর খুব নিকট সম্বন্ধের মধ্যে ছানা উৎপাদন করিলে বাহিক আকারে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সুপরিচিত পশুপালক বেটম্ বলেন খারাপ জাতির ভিতর এইরূপ উৎপাদনে বিশেষ অনিষ্ট হয় কিন্তু ভাল জাতির ভিতর ইহা কতকটা সীমার মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত চালাইতে পারা যায়। ভিন্ন জাতীয় মরদ তাহার ভিতর একটীকেও না আনিয়া ফ্রান্স দেশে এক দল ভেড়া ৬০ বৎসর রাখা হইয়াছিল।

শূকরদের পক্ষে অপরদিকে এরূপ স্বগোত্রের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন হইলে ফল বড় ভয়ানক হয়। বিখ্যাত পশুপালক মিঃ জেব্রাইট একটী শূকরের সঙ্গে তাহার কন্যা, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এইরূপ ৭ পুরুষ ধরিয়া ছানা বাহির করিয়া দেখিয়াছেন যে অনেক স্থলে ছানা মরিয়া যায়, বাঁজা হয়, না হয়

জড়বুদ্ধি হয়, স্তন পান করিতে অসমর্থ হয়, কিম্বা সোজা হইয়া চলিতে পারে না। ডারউইন, পক্ষীদের মধ্যে এরূপ সঙ্গম যে দোষাবহ তাহার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে এ প্রশ্নের কোন বিচার করেন নাই, তবে এক রক্তের ভিতর বিবাহের অনুকূলে কিছু বলেন নাই তাহা হইলে বিরুদ্ধে মনে করিতে হইবে।

অপরে যেমন প্রস্পার লুক্যাস, ডাঃ বোডীন প্রকাশ্য ভাবে ইহার দোষ দেখাইয়াছেন। বোডীন বলেন যে অনেক ব্যারামের কারণ এইরূপ বিবাহ, বিশেষতঃ মানসিক ব্যাধি, কালা, বোবা, জড়বুদ্ধি ও মৃগী রোগ। এক রক্তের ভিতর বিবাহ নিজেই অনিষ্ট-কারক, ব্যাধির অপর কারণ যোগ না হইলে আপনি অনেক গুরুতর ব্যারামের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

লুক্যাস বলেন মানুষের উপর অনেক বিপৎপূর্ণ ফল যাহা এরূপ সংযোগে আনয়ন করে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। ন্যায়েবর বলেন সম্ভ্রান্ত বংশের ঘরে ঘরে বিবাহ জন্য নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া যথা ক্ষিপ্ততা, বুদ্ধিবৈকল্য, জড়বুদ্ধিতা জন্য অধঃপতিত হইয়া শেষে নাশ প্রাপ্ত হয়। এস্কুইরোল ও স্পর্জাহেম ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অভিজাত বংশের ভিতর বংশানুক্রমিকভাবে এরূপ কেন হয় তাহার কারণ ইহাকে দিয়াছেন। সাধারণ পরিবারের ভিতর কালা বোবা হওয়ার কারণও ইহাই মনে হয়। সেলিউসাইডী ও ল্যাজিডী বংশের অকালে ধ্বংস হওয়ার কারণ ইহাকে ধরিলে হটকারিতার কথা হইবে না। ল্যাজিডী বংশ টলেমীসটার হইতে ক্লিওপ্যাট্রা এবং সিজারিয়ন পর্য্যন্ত ১৬ জন সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন (৩২৩ হইতে ৩০ খ্রীষ্টাব্দ) সেলিউসাইডী বংশে সেলিউকস নিকেটর হইতে এণ্টিওকস এসিয়াটিকস পর্য্যন্ত (—৩১১ হইতে ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ২০ জন গণনায় আসে। তাহারা অনেক স্থলে ভগ্নী, ভাইঝি ও পিসীকে বিবাহ করিত। এক রক্তে বিবাহ না হইলেও সন্ধি সূত্রে এই দুই জননশক্তি রহিত বংশের মধ্যে বিবাহ হইত। এ দুই বংশের স্থাপন-কর্ত্তাদের নিকট হইতে যত

দূরে যাইতে লাগিল ততই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক রক্তে বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি দেখান হইল তাহার বিপক্ষে অল্প সংখ্যক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। বার্ডক বলেন এক রক্তের ভিতর সঙ্গমে পশুদিগের মধ্যে ভাল ফল হয়। ডাঃ বোর্জেস তাঁহার নিজের পরিবারের কথা বলেন যে পরিবারের উৎপত্তি ৩ পুরুষের ভিতর বিবাহ হইতে হইয়াছিল। ১৬০ বৎসরের ভিতর সেই পরিবারে ৯১টী বিবাহ হইয়াছিল তাহার ভিতর ১৬টী স্বগোত্রে কিন্তু বন্ধত্য কিম্বা দুর্ব্বলতা রূপ কুফল তাহা হইতে হয় নাই। ভইসীন ও ড্যাল্বী এরূপ কতকগুলি তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুইটী ফরাসী দ্বীপ ব্যাজ ও ব্রেহৎ যেখানে স্বগোত্রে বিবাহ অনেক হইত, তত্রাচ ঐ দুই দ্বীপের অধিবাসীরা সবল ও সুস্থ।

কোয়াট্রেফ্যোজ বলেন এই দুই বিরুদ্ধ মতকে মিলান যাইতে পারে। বংশানুক্রমিতার ঝোঁক হইতেছে সমস্তটী পুনরুৎপন্ন করা; সন্তান হইল যোগোদ্ভুত ফল বাপ মায়ের প্রবণতার আপোষ নিষ্পত্তি। এ দুই প্রবণতা যদি এক হয় যোগোদ্ভুত ফলে আরও বেশী দেখা যাইবে। বাপ মায়ের যদি খুব ভাল স্বাস্থ্য থাকে, এক রক্তের ভিতর বিবাহে সন্তানদিগের মধ্যে খারাপ ফল না হইয়া ভাল ফলই হইবে। কিন্তু পূর্ণ বল সামঞ্জস্য যাহা হইতে দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য পূর্ণ মাত্রায় হইয়া থাকে সামান্য কারণে বাপ মায়ের মধ্যে বিচলিত হয় এবং ঐ চাঞ্চল্যের ফল সন্তানে স্পষ্ট দেখা যায়। এক রক্তের ভিতর বিবাহে এই ফল সামঞ্জস্যের গোলমাল বাপ মা উভয়ের ভিতর থাকার সম্ভাবনা বেশী। অনেক স্থলে এরূপ সংযোগের ফল অনিষ্টকর এবং রোগের পূর্ব্বে প্রবণতা যে পরিমাণে বাপ মায়ের মধ্যে থাকিবে সেই পরিমাণে সন্তান-দিগের ভিতর ফল আরও ভয়ানক হইবে। এই সকল তথ্য হইতে এই অনুমান হয় যে বাপ মা নিকট কুটম্ব হইলে যে ফল অনিষ্টকর হইতেই হইবে তাহা নহে তবে যে সকল নিয়ম বংশানুগতিকে শাসন করে তাহাদের গোলমালের জন্য ফল বিপদ সঙ্কুল হয়, একারণে এরূপ বিবাহ ন করাই বুদ্ধির কার্য্য

নিম্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে ঘরে ঘরে বিবাহ অবলম্বন করায় ভাল ফল হয় কিন্তু মনুষ্যের উপর ও নিয়ম আরোপ করিলে ফল সেরূপ হইবে না, এবং

বুদ্ধি সম্বন্ধীয় প্রবণতাকে দেহের অঙ্গীভূত: করিয়া স্থায়ী করিবার চেষ্টাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সদ্গুণের জন্য বিখ্যাত ২টী ভিন্ন পরিবার বাছিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে অনেক কাল ধরিয়া বিবাহ্ চালাইতে পারিলে এ সব গুণ স্থায়ী হইতে পারে যেমন মধ্য যুগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে সাহস, বিক্রম, রাজ-ভক্তি, ঈশ্বর প্রেম এর আধিক্য অনেক পুরুষ ধরিয়া হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ বাছুনি করা বড় শক্ত যাহার ভিতর কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। এরূপ বাছুনি করিয়া বিবাহ হইলে মনুষ্য জাতির যে উন্নতি হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, বংশানুক্রেমিতার দৃশ্য সকল বড় .জটিল, বড় সূক্ষ্ম, সামান্য কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, যন্ত্রে যেরূপ দেখা যায় অঙ্ক শাস্ত্রের শৃঙ্খলা ইহাতে পাওয়া যায় না, মোটের উপর এ বাছুনিতে ফল উৎকৃষ্ট হইবে।

স্বীকার করা গেল যে এ উপায়ে কতকগুলি খ্যাতাপন্ন যশস্বী লোক স্থায়ীভাবে কতক পরিবারে হইল এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহা হইলেও অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক থাকিয়া যাইবে ও বংশানু-ক্রমিতার নিয়মের দ্বারা তাহাদের হীনতা স্থায়ী ভাব ধারণ করিবে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? আমরা কি স্বীকার করিতে বাধ্য যে প্রতিদ্বন্দ্বি-তার আইন সেই সকল খুঁতকে পুঁছিয়া দিবে যাহা আদর্শ সমতলে পৌঁছাইবে না আমরা কি বিশ্বাস করিতে পারি যে সঙ্কর ভাল করিয়া চালাইলে যাহা নীচে আছে তাহাকে তুলিতে পারা যায় উপরে যাহা আছে তাহাকে নামাইয়া না লইয়া। সভ্যতার ইহাতে লাভ হইবে কি না এরূপ সঙ্করে এক ঘেয়ে মধ্য রকমের জাতির সৃষ্টি হইবে? এ সকল প্রশ্ন লইয়া তর্ক করা যাইতে পারে কিন্তু ভালরূপ সমাধান হইবে না।

কতক লেখক বলেন দৈহিক ও মানসিক বিষয়ে উন্নত জাতির সঙ্গে যদি নিম্নতর জাতির বিবাহ হয়, সে নিজেই হীন হইয়া যাইবে কিন্তু নীচু জাতিকে তুলিতে পারিবে না, কাযেই এরূপ সম্বন্ধে সভ্যতার লোকসানই হইয়া থাকে। মনুষ্য জাতি সকলের অসমতা সম্বন্ধে ডিঃ গোবিনিউ একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন ৩টী পৃথক জাতি আছে যাহারা সর্ব্ব রকমে

ভিন্ন, এমন কি রক্তেও পৃথক, জল যেমন সুরাসার হইতে পৃথক। এ ৩ জাতি হইতেছে কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত। স্ত্রী সংক্রান্ত মূল উপাদান হইল কৃষ্ণকায় জাতি, কম বুদ্ধি, আশুক্রোধী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও সহজজ্ঞানের অধীন। পুরুষ সংক্রান্ত জাতি হইল পীত, সংকীর্ণ মস্তিষ্ক, স্থিরমতি, উপযোগিতা বাদী, আরামপ্রিয়, শিল্পপ্রবণতার অভাব। উৎকৃষ্ট জাতি শ্বেত, মানসিক বৃত্তি উচ্চ রকমের, কবিতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষরূপে পটু। এই জাতির উচ্চতম শাখা হইল আর্য্য জাতি, এবং এই শাখার উচ্চতম পরিবার হইল জার্ম্মান। প্রথম ২টা জাতিকে একেলা ছাড়িয়া দাও তাহারা সভ্যতায় পৌঁছাইবে না। এ ক্ষমতা কেবল শ্বেত জাতিরই আছে, কিন্তু ঐ ২টী জাতিকে তুলিতে গিয়া নিজে তাহাদের সংস্পর্শে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। ভাল মদের সঙ্গে খারাপ মদ মিশাইলে যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে; কৃষ্ণ পীত উন্নত হইল কিন্তু শ্বেত নীচু হইয়া পড়িল। কেবল এই দোষই নহে, প্রত্যেক সঙ্কর জাতি শ্বেত হইতে নিকৃষ্ট শুধু তাহা নহে, প্রত্যেক সংমিশ্রণ যেমন অবনতির কারণ, সাদা রক্তের পরিমাণ না বদলাইলেও প্রত্যেক মিশ্রণে সদ্গুণ সকল কমিতে থাকিবে। বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেরূপ ভাবেন তাহাই ঠিক, ব্যবসা বিস্তারের জন্য নানা জাতির সংশ্রবে আসায় ভয়ানক রকমের মিশ্রণ বাড়িয়া যাইতেছে।

দেবতাদের সময়ে শ্বেত জাতি অকলুষিত ছিল, এবং বীরেদের যুগেও পবিত্র ছিল, অভিজাত তন্ত্রের সময়ে কতকটা দূষিত হইয়া পড়িল, এবং এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মিলনরূপ একত্বের যুগে পড়িয়াছে। মিশ্রণের বিশৃঙ্খলতা যখন চরম হইয়া শ্বেত রক্তের পরিমাণ অপর রক্তের সঙ্গে একে দুই হইয়া দাঁড়াইবে তখন মনুষ্য জাতি সকল কিম্বা পাল সকল সকার্য্যকরতা ও তন্দ্রাপ্রবণতায় গ্রস্ত হইয়া স্রোতোহীন জলাভূমিতে মহিষের দলের ন্যায় জাবর কাটিতে থাকিবে। আমাদের লজ্জিত বংশধরেরা অপদস্থ হইয়া পৃথিবীর সাম্রাজ্য মহাবল প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রভু না হইয়া অতিথি হইবে, বনের ও জলের জীব জন্তুদের মত হইবে। ১২ কিম্বা ১৪ হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য লীলা চলিতেছে।

গোবীনিউর মত জাতির উপর আরোপ না করিয়া যদি পরিবারের উপর আরোপ করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইবে যে সকল রকম মিশ্রণ হইতে আপনাকে রক্ষা কর এবং পবিত্র রক্ত বজায় রাখিতে যে উপায়ে পার চেষ্টা কর। মনুষ্য জাতির লোকদের নিজের সমতলে উঠাইবার চেষ্টা করিও না তাহাতে আহাদের লাভ অপেক্ষা তোমাদের লোকসান বেশী হইবে। এ সিদ্ধান্ত হঠকারীর কথা মনে হয়, ইহার সম্বন্ধে অনেক অনুমান ও আন্দাজ আছে, প্রকৃত বিজ্ঞানানুমোদিত অনুমান নাই বলিলেই চলে, ঘটনাগুলি এত পরস্পর বিরোধী যে সকল রকম ব্যাখ্যাই হইতে পারে, জাতি পবিত্র রাখা লইয়া ও মিশ্রণের বিরুদ্ধে ভয়ানক আতঙ্ক সম্বন্ধে কতকগুলি ভাল তর্ক আছে।

চীনদেশ ছাড়া আর কোন দেশে পূর্ব্বে অনেকগুলি জাতির সংমিশ্রণ ব্যতীত স্থায়ী বড় রকমের সভ্যতা হয় নাই। আরবদিগের দৃষ্টান্তলও আদিতে তাহারা এসিয়াবাসী যত দিন খাঁটি ছিল কোন উন্নতি হয় নাই। মহম্মদের আবির্ভাবের পর যখন তাহারা এসিয়া, আফ্রিকা, স্পেন জয় করিল ও পারিসয়া, ডামাস্কস, বোগদাদ, কর্ডোভার সভ্যতার উদয় করাইল সে পর্য্যন্ত কোন উন্নতি হইল না। ইহুদী জাতি প্রথমে অবিমিশ্র ছিল তখন তাহাদের সভ্যতা পরিপুষ্ট হয় নাই যত দিন না সিরিয়, পারস্ত, ফিনিসিও ও গ্রীক জাতি সকলের সঙ্গে মিশ্রণ হইল। নূতন পৃথিবীর দেশীয় সভ্যতাও এ আইনের বহির্ভূত নহে। পেরুর ইনকারা ইহার ইতিহাসের শেষ সময়ে সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এদেশে আসিয়াছিল। মেক্সিকোর আজটেকস ঐ দেশ অধিকার করেন যাহাদিগকে কার্টেজ জয় করেন এবং যাহাদের পূর্ব্বে চিচিমেকস ও টল্টেকসরা দেশে ছিল। দৃষ্টান্ত আর না বাড়াইয়া আমরা এখন বলিতে পারি যে সভ্যতা একটী জটিল জিনিস অনেক অসমান অসদৃশ উপাদান মিশিয়া উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক পদার্থের জ্ঞান আমাদের যত বাড়িতে থাকে ততই এই সত্য সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে যে চিন্তা ও জীবনের সর্ব্বোচ্চ দৃশ্য সকল অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণ নিয়ম হইল যত নিম্নতর জীবের দিকে যাইব তত সরল দেখিতে

পাইব। সকল স্থানেই সভ্যতা বৃদ্ধি পায় সংসর্গ, মিশ্রণ ও যোগের দ্বারা। যে জাতির যত উপাদান বাড়িতে থাকিবে ততই সে অগ্রসর হইবে। জাতীয় জীবন, লক্ষণ সকলের বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়িয়া থাকে। ভিন্ন প্রকারের সুরার মিশ্রণের মত দুইটী পরিবার কিম্বা জাতি মিশিলে ফল যে একরূপ হইবে তাহার প্রমাণ কিছু নাই। রসায়নশাস্ত্র যেরূপ বলে ২টী পদার্থের সংযোগে তৃতীয় পদার্থ যে উৎপন্ন হয় তাহার নূতন গুণ দেখা যায় তদ্রূপ ২টী সঙ্কর জাতির মিলনে নূতন ধীশক্তি, নূতন স্বভাব, নূতন উপযোগিতার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে। নৃজাতি বিজ্ঞানের রসায়ন এখনও ভালরূপ উন্নত হয় নাই সেইজন্য কেবল আন্দাজ করা ছাড়া এ মত এখন পোষণ করিতে পারি না।

উচ্চ নীচের মিলন হইলে, কি উচ্চ জাতির প্রাধান্য বজায় থাকে? এই প্রশ্নে আসিয়া পড়িলাম। মিশ্রণের উপাদান সাদা কাল ধরিলে ইহাকে ভাল করিয়া চর্চ্চা করিবার সুবিধা হইবে যেন অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়া দেখা হইতেছে। এ সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই কারণ মানসতত্ত্ববিদ ইহার মানসিক দৃশ্য সকলকে খামখেয়ালী ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। রোগকে বাধা দিবার জীবনী শক্তির অভাব।

কতকগুলি প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ বলেন উর্ব্বরতা শক্তির অভাবে দোঁয়াসলা জাতি পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইতে বাধ্য। এম ওমালিয়স ডি হালয় (M. omalius D. Hulloy) বলেন পৃথিবীর ৭৫ কোটী লোকের মধ্যে ১০ কোটী দোঁয়াসলা। মেকসিকো দক্ষিণ আমেরিকাতে ৩ শত বৎসরে সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে দোঁয়াসলা হইয়াছে এক পঞ্চমাংশ: ডি অরবিগ্নি যিনি আমেরিকার মানুষদের বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছেন বলেন মিশ্র জাতির উৎপন্ন লোক উভয় হইতে উৎকৃষ্ট হয়। পলীনিসিয়া ও মার্কুইসাস দ্বীপে আদিম নিবাসী অপেক্ষা দোঁয়াসলা জাতি এত সংখ্যায় বাড়িয়া যাইতেছে

যে বোধ হয় অবশেষে এখানকার সমস্ত লোকই অর্দ্ধ ইউরোপীয় ও অর্দ্ধ পলেনিসিও হইবে। অনেক লেখকের সঙ্গে যদি আমরা একমত হই যে বহু পুরুষ ও বহু শতাব্দী পরে বর্ণসঙ্কর জাতি তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ পদার্থের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে, তাহা হইলেও সেই সময় যেন দেখিতে পাইতেছি যখন দোঁয়াসলা জাতি বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

কিন্তু উহাদের চিত্ত সম্বন্ধীয় মূল্য নির্দ্ধারণ কিরূপ হইবে? তাহারা কি ও বিষয়ে নিকৃষ্টতর জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে কিম্বা উৎকৃষ্টতর জাতি অপেক্ষা অনেক নীচে?

ডারউইন কতকগুলি সঙ্কর জাতিতে অসভ্য জীবনের অভ্যাস ফিরিয়া যাইতে লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু ইহা আটাভিজিম হইতে পারে। অনেক ভ্রমণকারী মানুষ দোঁয়াসলাদের ভিতর জঘন্য অবস্থা বর্ব্বরোচিত প্রকৃতির কথা বলেন। ইহাদের ভিতর যে অনেক সহৃদয় ভাল লোক আছে সে বিষয়ে তর্ক হইতে পারে না। চিলোই দ্বীপের অধিবাসীরা স্প্যানিয়ার্ডের সঙ্গে নানারূপ মাত্রায় মিশ্রিত হইয়া এরূপ বিনীত নম্র লোক হইয়াছে যে তাহাদের তুলনা পাওয়া ভার। অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন এ বিষয়ে কোন প্রবন্ধ লিখিব মনেও করি নাই দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী ও নিগ্রো স্পানিয়ার্ড মিশিয়া যে জাতি হইয়াছে তাহাদের মুখাবয়ব কোন ভাল গুণের লক্ষণ নাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। জ্যাম্বেজী নদীর ধারে একজন দোঁয়াসলার কথা বলিতে গিয়া লিভিঙ্গ-ষ্টোন বলেন যে পোর্টুগীজেরা ইহাকে নিষ্ঠুরতার অপরূপ রাক্ষস বলিয়া থাকে। ইহার মত দোঁয়াসলারা পোর্টুগীজ অপেক্ষা কেন যে বেশী নিষ্ঠুর হয় ইহার কারণ বলা যায় না। ঐ দেশবাসী একজন লিভিঙ্গষ্টোনকে বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বর শাদাকে ও কালাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু ইহাদিগকে সয়তান করিয়াছে। দুইটী নিম্ন জাতির সঙ্কর হইতে বংশধরেরা অতিশয় খারাপ হয়। মহামনা হমোল্ড যাঁহার নিম্নজাতির উপর

ইংলণ্ডে এখনও যেরূপ ঘৃণা আছে সেরূপ ঘৃণা ছিল না, ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোর মিশ্রণে যে জাম্বোজ সঙ্কর জাতি হইয়াছে তাহাদিগকে খুব খারাপ বলিয়াছেন।

অন্যান্য লেখকেরাও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতগুলি দোঁয়াসলা জাতির যখন এইরূপ অবনতি দেখি তখন মনে হয় এরূপ সংযোগে আদিম বর্ব্বরাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন জন্য কিম্বা নৈতিক অবস্থার প্রতিকূলে তাহাদের জন্ম হওয়ার জন্য এই অবনতি ঘটিয়া থাকে।

অপর কতকগুলি দোঁ-আসলা আছে যাহারা উচ্চ জাতীয় পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে অন্ততঃ উভয়ের সঙ্গে সমান। ১৭৮৯ খৃঃ অ: ৯ জন ইংরাজ নাবিক বিদ্রোহী হইয়া কাপ্তেনকে পরিত্যাগ করিয়া ৬ জন টাহিটান ও ১৫ জন পলীনেসিয়ান স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া পীটকেয়ারণ দ্বীপে নামিয়া গিয়া সেইখানে বাস করিয়াছিল। শীঘ্রই ঝগড়া আরম্ভ হইল ৪ জন শাদা মরিল এবং স্ত্রীলোকেরা টাইটানদের মারিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট ৪ জন শাদা ও ১০ জন স্ত্রীলোক বহু বিবাহ প্রথানুসারে বাস করিতে লাগিল। ২ জন শাদা আবার ঝগড়া বাধিয়া উঠায় মরিল, বাকি ২ জন শান্তিতে থাকিয়া সমাজ সংস্কার করিতে মনস্থ করিল। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে যখন কাপ্টেন বিচী এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন তখন লোকসংখ্যা ৬৬ জন দেখিয়াছিলেন।

যাহাদের প্রত্যেক রকম অত্যুগ্র কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ার ফল জন্ম তাহাদের সুশ্রী চেহারা, ক্ষিপ্রকারিতা, উপস্থিত বুদ্ধি, নৈতিকগুণ এবং শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই দোঁ-আসলা জাতি তাহাদের পিতা মাতার জাতি অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছিলেন।

ব্রেজীলে বর্ণের উপর ঘৃণা বেশী নহে, সেখানে সঙ্কর জাতি বা সমাজের সকল প্রকার উচ্চ পদবীতে উঠিবার ইচ্ছা করিতে পারে এবং মূল আদি ২টী জাত অপেক্ষা তাহারা শিল্প বিদ্যাতে সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এ দেশের প্রায় প্রত্যেক চিত্রকর এবং সঙ্গীতজ্ঞ এই মিশ্র জাতীয়। তাহাদের বিজ্ঞানের দিকেও ঝোঁক আছে, অনেকেই খ্যাতাপন্ন চিকিৎসক হইয়াছে।

এম, ডি, কোয়োটে ফ্যাজেস বলেন ভেনেজুএলাতে মিউলাটোরা বড় দরের বক্তা, কবি ও লেখক হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে নিউগ্রেণেডার প্রতিনিধি সভাপতি হইয়াছিলেন এবং নামজাদা লেখক ও রাজনৈতিক ছিলেন।

যে সব লেখক সঙ্কর জাতির প্রতিকূল তাঁহারাও স্বীকার করেন যে সকল দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় ইহারা বুদ্ধিমত্তায়, কল্পনায় ও রসিকতায় প্রসিদ্ধ।

এ সকল দৃষ্টান্ত অনেক বাড়ান যায়, কিন্তু সেগুলি হইতে কোন ভালরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, এই সকল মত পরস্পর বিরোধী বলিয়া তত নহে যেরূপ অস্পষ্ট বলিয়া। নৃতত্ত্ববিদেরা শারীর বিজ্ঞানের কথা উঠিলে খুব সূক্ষ্ম সঠিক বিভাগ করিয়া থাকেন কিন্তু মানসিক বিষয়েরই কথা আসিলে সাধারণ একঘেয়ে কথায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। কতকগুলি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ এই সকল দোঁ-আসলার তথ্য দেখিয়া বলেন যে ইহা হইতে এরূপ নিয়ম বাহির করা যাইতে পারে যাহা এ অধ্যায়ে আলোচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। ইহাকে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে, দুইটী অসমান জাতির মিশ্রণ, কম বিকশিত জাতির লক্ষণকে পুঁছিয়া দেয়। শাদা নিগ্রেসকে বিবাহ করিলে মিউল্যাটো হইবে। দুইটী মিউল্যাটোর বিবাহের ফল হইবে উভয় হইতে শুভ্রতর। এ তথ্যটী প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের দৃষ্টান্ত, এ নিয়ম হইতেছে মিশ্র অবয়বের ঝোঁক হইতেছে আদি আদর্শ যাহা হইতে উৎপত্তি তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া, এবং এই জীবন সংগ্রামে উচ্চদরের আদর্শই প্রধান হইবে।

এক পাশের দিকে সংযোগে অনেক বিচিত্র ফল পাওয়া যায়। শাদার কালোর সংযোগে এবং তাহার পর দোঁ-আসলার সঙ্গে যোগ হওয়ায় প্রত্যেক পুরুষে শাদা আদর্শের প্রাধান্য দেখা যায়। খাঁটী আদর্শ পঞ্চম পুরুষে দেখা দেয়। এরূপ সংযোগ খাঁটী নিগ্রো একদিকে এবং দোঁ-আসলা অপর দিকে, খাঁটী নিগ্রো আনিতে কম সময় লাগে তৃতীয় পুরুষে ইহা পুনরায় আবির্ভূত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার অনেকটী স্থানে যথা ব্রেজীল, আর্জেণ্টাইন, রেপব্লিক, পারাগুএ ইত্যাদিতে বিশেষ আবশ্যকীয় একটী ঘটনা দেখা যায় যাহা একভাবে ঘটিয়া থাকে। অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঐ প্রকাণ্ড দেশে যেখানে দুইটী জাতির বিস্তীর্ণভাবে যোগ হইয়া থাকে ইউরোপীয় আদর্শই মোটের উপর প্রবল হয়। ব্রেজীলে মিশ্র রক্তের লোকই দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহারাই সমগ্র দেশবাসী হইয়া দাঁড়াইবে এবং শাদা আদর্শের খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহারাই হলদে কালকে অবশেষে গ্রাস করিয়া লইবে। ইহাতে শাদার উৎকর্ষতা প্রমাণ হইতেছে কিনা একথা কোয়াট্রেফ্যাজেস পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই। শাদার অনুকূলে নির্ব্বাচনের জন্য এরূপ হইতেছে ইহা তিনি বলিতে চাহেন। দুইটী জাতির ভিতর কে প্রধান হইবে এ সংগ্রামে তাহারই জয় হইবে যাহার উৎকৃষ্টতর গুণ আছে।

এসকল ভবিষ্য সূচনা যদি পূর্ণ হয় শাদা অপর ২টীকে তাড়াইয়া সঙ্করকে নিজের আদর্শে আনিতে পারে তাহা হইলে রীতিমত সংস্কারের কার্য্য করা হয়, যে প্রশ্ন লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার সমাধান হয় মনুষ্যত্বকে উচ্চ সমতলে উন্নীত করিয়া বংশানুক্রমিক চালনার দ্বারা বাহ্যিক শিক্ষা এবং আচার ব্যবহারের দ্বারা তত নহে।

৩

প্রাণীর মধ্যে ক্রমবিকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে খারাপ হইতে ভালর দিকে পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ভাল হওয়া এবং উন্নত হওয়া; বৈজ্ঞানিক অর্থে সরল হইতে জটিল হওয়া কিম্বা একজাতিত্ব হইতে বহুজাতিত্ব প্রাপ্ত হওয়া; এ কারণ উন্নতির পরিবর্ত্তে শক্তির হ্রাস ও ধ্বংস হওয়াও বুঝায়। ক্রমবিকাশ নিয়ম সম্পর্কীয় বংশানুক্রমিতার এই মূর্ত্তি লইয়া আলোচনা করিব।

প্রত্যেক জিনিস যাহার প্রাণ আছে তাহা ক্ষয় হইয়া বিলোপ হইবে। এই প্রকাণ্ড সত্যের জন্যই উন্নতির নিয়মের উপরে বিশ্বাস মনুষ্য ইতিহাসে এত বিলম্বে দেখা দিল। প্রথমে ব্যক্তি, পরে পরিবার, পরে জাতি অদৃশ্য

হয়, ব্যক্তি যেমন অনেক শরীর ব্যবহার করিয়া অবশেষে বিলুপ্ত হয় পরিবারও তেমনি অনেক ব্যক্তিকে ব্যবহার করে, জাতি অনেক পরিবারকে এবং মনুষ্য জাতি অনেক জাতিকে ব্যবহার করিয়া ধ্বংস হয়। মনুষ্য জাতি নিজে অবশেষে কোন বলবত্তর শক্তির ব্যবহারে লাগিবার জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশে মনুষ্যজাতি অসীম রাশির একটী অংশ, অসীম শৃঙ্খলের একটী কড়া।

ইতিহাসে কার্য্যের দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছে এমন পরিবারের দিকে কটাক্ষপাত করিলে বক্ষ্যমান তথ্যগুলি. দেখিতে পাই। ইহারা আদি হীনাবস্থা জন্য এত অপ্রসিদ্ধ যে বিখ্যাত গোড়া একটী কল্পনা করিতে হয়; সময়ে ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়া বাড়িতে থাকে যখন চরমে উঠিয়া ২। ৩ পুরুষ যায় তখন আবার ধ্বংসের দিকে নামিতে থাকে। ফরাসী রাজাদের দ্বিতীয় বংশধরদের ধর। মেজের (metz বিশপ সেণ্ট আরনুল হইতে আরম্ভ হইল ও উপরে উঠিতে থাকিল। পিপীন ডিহারিষ্টল, চার্লস মার্টেল, বেঁটী পিপীন ও সার্লেমাঁতে চূড়ান্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া নিম্নদিকে যাইতে লাগিল। তৃতীয় বংশ বলবান রবার্ট হইতে আরম্ভ হইয়া চরমে পৌছিল। ফিলীপ আগষ্টস সেণ্ট লুই ও সুন্দর ফিলীপেতে, তাহার পর ৩টী অপ্রসিদ্ধ রাজায় যাইয়া ধ্বংস হইল। ভ্যালয় শাখাতেও এইরূপ পঞ্চম পল্‌সএর পুত্র লুইতে ক্যাথারাইন ডি মেডিসীর ৩টী দুর্ব্বল রাজায় শেষ হইল। ইহার পর বোরবোঁদের আরম্ভ; চতুর্থ হেনরী ও চতুর্দ্দশ লুইতে চরম দেখাইয়া অবনতি হইতেছে। গাইসের ও কাণ্ডীদেরও এইরূপ। এ নিয়ম হইতে সেই সকল পরিবারও বাদ যায় না যাহারা নিজে নিজের প্রদেশে কিম্বা নগরে ছোট খাট রকমে প্রাধান্য লাভ করে। লুক্যাস যাহা বলেন তাহা বিশ্বাস করিলে ভুল হইবে না যে উর্দ্ধগামী বংশাবলি ৩ পুরুষ পর্য্যন্ত যায় ৪ পুরুষ প্রায় যায় না আর ৫ পুরুষ কখনই যায় না। জাতির পক্ষেও ঠিক এইরূপ। আদি অস্পষ্ট, তাহার পর বাড়িতে লাগিল, ক্ষমতার পূর্ণমাত্রা লাভ করিল তাহার পর কেবল ইতিহাসে উল্লেখ থাকিল মাত্র; ঐতিহাসিকেরা যে

সকল অস্পষ্ট কারণ এইরূপ অবনতির ঠিক করেন তাহা নহে কোন বিশিষ্ট কারণে এইরূপ হইয়া থাকে যথা দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক ও ঐন্দ্রিক ক্রিয়া সকলের হ্রাস হওয়ার জন্য হইয়া থাকে।

এ ক্ষয়ে বংশানুক্রমিতাও কতক কার্য্য করে। রক্ষণশীল-প্রবণতা জন্য ইহা একেলা যদিও কিছু করিতে পারে না, তাহা হইলেও ক্রম বিকাশের উর্দ্ধগামী সময়ে বংশানুক্রমিতাই উন্নতির দিকে কার্য্য করে; আবার নিম্ন দিকে গড়াইবার ঝোঁক যখন ক্রমবিকাশের আরম্ভ হয় তখন সেই অবনতিকে বংশানুগতি সুদৃঢ় ও শৃঙ্খলিত করে, ঘরে গাঁথুনি একটীর পর আর একটীকে অন্ধনিয়তির দ্বারা সাজাইয়া তুলে আবার সেই অন্ধভাবে একটীর পর একটীকে সরাইয়া ধ্বংস করে।

বংশানুগতির প্রভাব প্রত্যক্ষ কিম্বা অপ্রত্যক্ষভাবে হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যক্ষ জোর বিবাহের অবস্থার ভিতর দিয়া বুঝা যায়। এরূপ ঘটনা দুষ্প্রাপ্য নহে যে একজন প্রসিদ্ধ লোক দৈবাৎ কিম্বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবে যে সে স্ত্রীলোককে বিবাহ করিল। এ কারণ বড়লোকের ছেলেরা প্রায়ই বড় হয় না; একথা ধরিয়া অনেকে বংশানুক্রমিক চালনাকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি বলি ইহাই ঐ নিয়মকে সুদৃঢ় করিতেছে। গ্যাল্টন ইংরাজ জজেদের উপর যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে বলেন চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে ৩১ জন জজ অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন, ১৯ জন উঁহাদের বংশধর এখনও ঐ দল ভুক্ত আছেন আর ১২ জনের বংশ নাই। এই ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে যাঁহাদের বংশ লোপ হইয়াছে তাহারা বিপুল পৈত্রিক ধনের অধিকারিণীদিগকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। অসমান বিবাহে এরূপ গুরুতর ফল না হইলেও বংশানুক্রমিতার আইন অনুসারে অবনতি আনয়ন করে, আর বার বার এরূপ হইতে থাকিলে ধীশক্তি-সম্পন্ন পরিবার লোপ পায় কিম্বা আরও খারাপ মধ্যম রাশির নীচে পড়িয়া যায়। স্পষ্টতঃ ইহা দেখা যায় যে

পুত্র তাহার প্রসিদ্ধ বাপের মতন হয় কিম্বা সামান্য রকম বুদ্ধি-বৃত্তি-সম্পন্না মায়ের মতন হয়, প্রত্যেক স্থানে সন্তান সমবায়োৎপন্ন ফল, বাপ হইতে নিকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা যেমন দুইএর সঙ্গে একের অনুপাত।

অবনতির অপ্রত্যক্ষ কারণ ধরিলে বংশানুক্রমিতাকে রাশীকৃত হওয়ার ফলে কার্য্য করিতে দেখা যায়। প্রত্যেক লোক, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক জাতি ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে কতক পরিমাণ জীবনী শক্তি, দৈহিক নৈতিক, উপযোগিতা (যাহা সময়ে ব্যক্ত হয়) লইয়া জন্মায়। ক্রম বিকাশের কারণ হইতেছে সত্তা এবং তাহার পারিপার্শ্বিকের সহিত ক্রমান্বয় ঘাত প্রতিঘাত।

ইহা চলিতে থাকে যে পর্য্যন্ত না প্রত্যেক পরিবার, বংশ ও জাতি তাহার নিয়তি নির্দিষ্ট কার্য্য শেষ করে, কতকগুলির পক্ষে গৌরবময়, অপরের পক্ষে খ্যাতাপন্ন, অধিকাংশের পক্ষে অপ্রসিদ্ধ। জীবনী শক্তি এবং উপযোগিতার সমষ্টি যখন কমিতে থাকে ধ্বংস আরম্ভ হইল। এই ধ্বংসের প্রক্রিয়া প্রথমে অতি সামান্য কিন্তু বংশানুক্রমিতা পর পর পুরুষে চালনা করিতে থাকে যে পর্য্যন্ত না লোপ প্রাপ্ত হয়, যদি বাহিরের জিনিস সেই নাশকে থামাইতে না পারে। এখানে বংশানুক্রমিতা অবনতির কেবল অপ্রত্যক্ষ কারণ, প্রত্যক্ষ কারণ হইল চতুর্দ্দিকের অবস্থা তাহা যাহাই হউক জলবায়ু, জীবিকা নির্ব্বাহের ধারা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা, বিধি ব্যবস্থা আইন যেগুলি জাতির অবনতির প্রধান কারণ। প্রাচ্য দেশের পূর্ণ অজ্ঞানতা ও আলস্য পূর্ণ অবরোধ প্রথা শারীরিক ও মানসিক বংশানুক্রমিতার দ্বারা অনেক জাতির দ্রুতপদে ধ্বংস আনয়ন করে। প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ বলেন ফ্রান্সে অবরোধ প্রথা নাই কিন্তু ভিন্ন রকমের অপর কারণ আছে যাহা জাতিকে অবশেষে হীন করিবে। আমাদের কালে পিতা মাতার স্নেহ, ভাল রকম চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যে অনেক দুর্ব্বল বিকলাঙ্গ অসুস্থ দেহধারী শিশুকে বাঁচাইতেছে যাহারা অসভ্যদের মধ্যে কিম্বা এক কিম্বা দুই শতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে মরিয়া যাইত। এই সকল বড়

হইয়া বিবাহ করিবে আর বংশানুক্রমিতার জোরে তাহাদের বংশধরের ভিতর তাহাদের নিজের রোগ ও দৌর্ব্বল্য চালিত করিবে কিম্বা চালিত হইবার প্রবণতা দিয়া যাইবে। সময়ে সময়ে স্বামী স্ত্রী ২ জনেই এই সকল দোষ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয় .এবং বংশধরে দিয়া যায়, যাহারা দিন দিন অবনত হইতে থাকে এবং অবশেষে সমাজ অদৃশ্য হইয়া যায়।

মানসিক নৈতিক অবনতির দৃষ্টান্ত লইতে হইলে, যান্ত্রিক কারণ বাহির করিতে হইবে। মস্তিষ্কের কথা পরিষ্কার করিয়া বলিবার মত শারীর বিজ্ঞান এবং শারীর সংস্থান এখনও উন্নত হয় নাই; আমরা বলিতে পারি না যে মস্তিষ্কের কোন পরিবর্ত্তন হইতে বুদ্ধিবৃত্তির ধ্বংস কিম্বা ইচ্ছা শক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিল, যদিও চিৎ সম্বন্ধীয় দৃশ্য সকল মস্তিষ্ক সম্পর্কীয় দৃশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে একের পরিবর্ত্তন হইলে অপরের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ইহা ধরিয়া লইয়া দেখা যাউক যে কোন লোকের সাধারণ মানুষের মত শরীর ও মন, কিন্তু কোন ব্যাধি, বাহ্যিক অবস্থা, চতুর্দ্দিক হইতে আগত প্রভাব কিম্বা নিজের ইচ্ছা হইতে তাহার মন সমান্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতা স্থায়ী রকমের। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মনের এই ক্ষতিতে বংশানুক্রমিতার কোন হাত নাই; কিন্তু ইহা পর পুরুষে যদি চালিত হয় এবং অপরাপর কারণ সকল সেই একদিকে কার্য্য করিতে থাকে তাহা হইলে বংশানুক্রমিতাও মানসিক অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই ধ্বংসের কার্য্য প্রত্যেক পুরুষে আস্তে আস্তে হইতে থাকিল এবং অবশেষে সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তির নাশ হইল।

এ সকল মন্তব্য সমগ্র জাতির উপর আরোপ করা যায় কেবল ব্যক্তি পরিবার কিম্বা ক্ষুদ্র জাতির উপর নহে; এই আবশ্যক যে

ধ্বংসকারী প্রভাব ভিন্ন একটী লোকের উপর কার্য্য না করিয়া এক গাদা লোকের উপর করিবে। ধ্বংসের যন্ত্র দুইটী স্থানে ঠিক এক; এবং এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যুক্তি আছে যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ব্যক্তি এবং পরিবারের ভিতর যে সকল কারণ কার্য্য করিয়াছে তাহারাই ব্যক্তির সমষ্টি সমাজে বুদ্ধিভ্রংশ রূপ ফল উৎপন্ন করিতেছে।

ঐতিহাসিকেরা জাতির অবনতি তাহাদের আচার ব্যবহার বিধান এবং চরিত্রের উপর আরোপ করেন, কতকটা রকমে এ ব্যাখ্যা ঠিক। এ সকল যুক্তি অস্পষ্ট আর একটী গম্ভীর শেষ কারণ আছে দেহ যন্ত্ররূপ কারণ যাহা বংশানুক্রমিতার ভিতর দিয়া কার্য্য করে কিন্তু উহাকেই তাচ্ছিল্য করা হয়। এই সকল যান্ত্রিক কারণকে কিছু কালের জন্য উপেক্ষা করা হইবে, কিন্তু নগণ্য করাতেও তাহারা কার্য্য করিতেও ছাড়িবে না। বাইজান্সিয়ামের দিকে নিম্ন সাম্রাজ্যের অবনতির চর্চ্চা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই হাজার বৎসর ধরিয়া আস্তে আস্তে অবনতি হইতেছে যাহা ইতিহাসে দেখায়; গ্রীকদিগের নির্ম্মাণ কৌশল ও শিল্প-বিদ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া দুর্ব্বল গতিহীন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল; কল্পনা শুকাইয়া গিয়া নীরস বর্ণনায় পরিবর্ত্তিত হইল, উৎফুল্ল রসিকতা আধো আধো কথা ও জরাগ্রস্ত ভীমরতিতে দাঁড়াইল, উচ্চ হৃদয়ের লক্ষণ সকল হারাইয়া শেষকালের গ্রন্থকারেরা অপর দেশের সাধারণ লোক শ্রেণীর মত হইল; এই সকল স্পষ্ট দর্শন যোগ্য ঘটনা যাহা ধরিয়া ঐতিহাসিকেরা পুস্তক লিখেন, ইহাদের নীচে প্রকৃতির ধীর অন্ধ চেতনাহীন ক্রিয়া চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ অবনতি-প্রাপ্ত মনুষ্যের ভিতর দিয়া ও তাহাদের বংশধরের ভিতর দিয়া এই ধ্বংসের বীজ চালিত হইতে থাকে ও প্রত্যেক পুরুষ কিছু যোগ করিতে থাকে যদিও তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না।

প্রত্যেক উত্থানশীল কিম্বা পতনশীল জাতিতে প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের গোড়ায়, গুপ্তভাবে মনের কার্য্য, তাহা হইলে যান্ত্রিক শরীরের কোন অংশের কার্য্য, চলে এবং বংশানুক্রমিতার নিয়মের অধীনে আসিয়া পড়ে।

বংশানুক্রমিতার সাধারণ চর্চ্চা এইখানে শেষ করিলাম ; ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কথা এখন বলিব।

শৃঙ্খলা ধরিয়া ইহা বলিতে গেলে কারণ হইতে কার্য্যে যাইতে হইবে অর্থাৎ ভাব ও ধারণা হইতে ক্রিয়ায় ও ক্রিয়া হইতে সামাজিক প্রথায়। প্রথমেই বংশানুক্রমিতার প্রভাব মনুষ্যাত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও ধারণা, অত্যুগ্র ভাব সকলের উপরে দেখিতে হইবে ; তৎপরে ক্রিয়ার উপর যে গুলি আভ্যন্তরিক ভাবের বাহ্যিক প্রকাশ ; অবশেষে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা যে সকল ক্রিয়াগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃঢ় করে। এরূপে বংশানুক্রমিতার পরিণাম মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ফল ধরিয়া দেখিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসিক ফল।

বংশানুক্রমিতার মনস্তত্ত্বের উপরে ফল নৈসর্গিক জ্ঞানের উপর আরম্ভ হইবে। এ প্রশ্ন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আর বলিব না, সংক্ষেপে নিশ্চিত অথবা সম্ভবনীয় ফলের কথা বলিব।

বংশানুক্রমিতা যদি রক্ষণশীলভাবে কার্য্য করিত তাহা হইলে মনস্তত্ত্ব কিম্বা অন্য সম্বন্ধে ফলের কথা বলা শক্ত হইত না। দৈহিক ও নৈতিক গুণ সমন্বিত চিরকালের জন্য ব্যক্তিগত আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে এ অনুমান ধরিলে বংশানুক্রমিতার কার্য্য হইবে এ সকল আদর্শের অসীম পুনরাবৃত্তি মধ্যে মধ্যে দৈবাৎ ব্যতিক্রম কিম্বা আপনা আপনি উৎপন্ন পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু যাহা ঘটিতেছে তাহা ভিন্ন রকমের নৈসর্গিক জ্ঞানের উপর অপরিবর্ত্তনীয়তা যাহা আরোপ করা হয় তাহা থাকিলেও তাহারা পৃথক হয় এবং এই পার্থক্য বংশধরে চালিত হয়। এ কারণ বংশানুক্রমিতার প্রথম ফল হইল নূতন সহজজ্ঞান প্রাপ্তি। এ ফল নিশ্চিত ও অখণ্ডনীয় তথ্যের উপর স্থাপিত। আর একটী ফল যাহাকে অনুমান বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা হইতেছে সকল রকম সহজজ্ঞান বংশানুক্রমিতা হইতে উৎপন্ন। সহজ জ্ঞানকে বংশানুক্রমিক অভ্যাস বলিয়া ভাবিলে ইহা মানসিক ক্রিয়ার স্তূপের ফল, যে ক্রিয়াগুলি প্রথমে সরল ছিল কিন্তু ক্রম বিকাশের নিয়মের গুণে সরল হইতে জটিল এক জাতীক হইতে বহু জাতীক হইয়া দাঁড়াইল এবং সেই সকল আশ্চর্য্য রকমের জটিল ক্রিয়ার উদ্ভব করাইল।

এ পর্য্যন্ত আমরা এই মতের সম্পর্কের কথা বলিতে ছিলাম এখন আর এক আকারে ইহার সম্বন্ধ দেখিতে পাইব।

বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ প্রশ্ন উঠে, কেহ কেহ ইহার উৎপত্তি বিষয়ে বংশানুক্রমিতাকে গৌণ কারণ বলিয়া ধরে, ইহার দ্বারা কতকগুলি লক্ষণ চালিত হয় ও স্তূপীকৃত হইতে থাকে এবং এই উপায়ে এই বৃত্তি ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ জাতির পক্ষেও সেইরূপ বিকশিত হওয়া সম্ভব হয়।

অপরে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যায় এবং ইহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে বলে। তাহাদের মতে বুদ্ধির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মূল এবং চিন্তার অবস্থা ও নিয়ম সকল বংশানুগতির কার্য্য।

শেষোক্ত মতটীর প্রথমে পরীক্ষা করিব যাহা ইংলণ্ডের বাহিরে কেহ জানে না এবং যাহা খুব মৌলিক ও আধুনিক। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজ দার্শনিকেরা মনের উপর ছাপ পড়িয়া যে বোধ হয় অর্থাৎ প্রতিভাসের আদি কোথা হইতে হইল এই সমস্যার সমাধান বংশানুক্রমিতা অবলম্বন করিয়া করিয়াছেন।

ঐন্দ্রিয়-মূলকতা-বাদীদের (Sensationalists) প্রধান গুণ হইতেছে যে তাহারা জ্ঞানের আদি খুঁজিতে গিয়া মনের ভ্রূণতত্ত্বে যাইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে ইহা বুঝিতে পারে নাই, কারণ তাহা হইলে কণ্ডিল্যাক ও বনেট এর দ্বারা মূর্ত্তির ধারণার ব্যাখ্যা অসম্ভব হইত। ইহা সেইরূপ হইল যেন শারীরতত্ত্ববিদ মানুষকে ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেখিল পূর্ব্বে দ্রৌণিক অবস্থায় কি হইল তাহার খোঁজ খবর না লইয়া। ইহা বড় বিচিত্র যে কণ্ডীল্যাক বাহ্যিক অসম্পূর্ণ ও ভাসা ভাসা প্রক্রিয়া দ্বারা মনে করেন যে খুব জটিল দৃশ্যেরও ব্যাখ্যা করিতে পারা যাইবে ও তাহাদিগকে উৎপন্ন করা যাইবে। কণ্ডিল্যাকের নিজের দলের দ্বারা তাঁহার মতের দোষ গুণ বাহির করা হইয়াছে। ইহার যত ত্রুটী থাকুক না কেন এই মন্তব্যের উপর আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কারণ ইহা ভুল পথে যাওয়ার জন্য ঠিক পথ বাহির করিতে যে মনের ভ্রূণতত্ত্ব নিতান্ত দরকার তাহা সকলেই বুঝিল। কণ্ডিল্যাকের দিনে জনন সম্বন্ধে প্রকৃতিতত্ত্ব-বিদদিগের নানারূপ মতগুলি দুইটী প্রধান অনুমানে পড়ে, একটী হইতেছে বীজের পূর্ব্ব স্থিতি আর একটী পরে আবির্ভাব হওয়া।

বীজের পূর্ব স্থিতিরূপ মতটী পুরাতন ও শাস্ত্রানুযায়ী। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভ্যালীসনিয়ারী, বনেট, স্প্যালীয়ান জানি এই মত ধরিয়াছিলেন, হলারও ইহা ধরিয়াছিলেন। এ মতটী হইতেছে যে ডিম্বের ভিতর খুব সূক্ষ্মাকারে জীব কিম্বা মানুষ থাকে; প্রসূতি হইতে প্রসূতিতে এই সকল ডিম্ব সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, সকল জীবের বিশেষ বিশেষ আকৃতি লইয়া আসিতেছে; জনন ক্রিয়া ইহাকে প্রাণ দেয় ও বর্দ্ধন এবং বিকাশ হইবার উপযুক্ত করে। মপার টুইস তাঁহার ভিনস ফিসিক নামক গ্রন্থে বলেন এই সকল ক্ষুদ্র মূর্ত্তি একটীর ভিতর আর একটী থাকে যেমন খোদকারী বাটালী দিয়া কুঁদের কার্য্যে তাহার শিল্প নৈপুণ্য দেখায় যাহাতে একটী বাক্সের ভিতর একশত বাক্স বন্ধ করা থাকে।

বফোঁ ও উলফ অবলম্বিত বীজ পরে আমার মত বলে জীব ইহার সমগ্র অংশ লইয়া জনন ক্রিয়াতে গঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভ্রূণতত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন যে সমস্ত জীবের দেহ গঠন শূন্য এবং এক রকমের, এবং প্রত্যেক বীজের বিকাশ হওয়ার অর্থ তাহার জাতির আকৃতি পাওয়া। ভ্রূণের অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য মেকেল এবং সেরিজ মানুষ এবং অপরাপর মেরুদণ্ডী জীবে মেরুদণ্ডহীন জীবের স্থগিত কিম্বা স্থায়ী আকার দেখেন। অন্ততঃ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় পক্ষী মৎস্য সরীসৃপ অথবা মানুষের ভ্রূণের বিকাশ কালে মেরুদণ্ডী জীবের খুব সাধারণ এবং সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট মূর্ত্তি পূর্ণাবয়বে হওয়ার অনুমানের সঙ্গে ইহার সম্পূর্ণ পার্থক্য।

পদার্থ জ্ঞানের আদিকে যদি এই দুই অনুমানের সাহায্যে দেখি তাহা হইলে দার্শনিক প্রশ্নটীকে আর এক মূর্ত্তিতে দেখা যায়।

অধ্যাত্মবাদী কিম্বা যুক্তি-বাদীরা নিজেদের রকমে বীজের পূর্ব্ব স্থিতি বিশ্বাস করেন। ডেকার্টের সঙ্গে অন্তর্জাত ধারণা সকল বিশ্বাস করি কিম্বা লাইবনিজের মত গণিত ও জ্যামিতি আমাদের ভিতর স্বভাবসিদ্ধ রূপে থাকে বিশ্বাস করি, এবং মনের উপর অজানা অনেক সত্য অঙ্কিত হইয়া থাকে মনে করি, ইহা ধরিতেই হইবে যে মন ইহার অঙ্গীভূত সামগ্রী সকল বরাবর ধরিয়া

রাখিয়াছে। বহু দর্শন জ্ঞান ইহাকে সম্পূর্ণ করে কিন্তু যাহা ইহার আছে তাহার সঙ্গে তুলনায় সামান্য দেয়। বীজের পূর্ব্ব স্থিতি রূপ অনুমানে ক্ষুদ্র জীব বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে কিন্তু ইহার আবশ্যকীয় অংশে কিম্বা তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না, কেবল আকারে বৃহৎ হয় মাঝের ফাঁক সকলকে ভর্ত্তি করে, সাহায্যকারী অঙ্গ সকল উপার্জ্জন করে; আধ্যাত্মিক অনুমানে অভিজ্ঞতা আমাদিগকে কেবল আত্মার মৌলিক আকার ও নিয়ম সকলের উপযুক্ত করে, যে আকারগুলি লইয়া মন হইয়াছে এবং যাহার তুলনা দেহের মস্তিষ্ক ও শির দাঁড়ার সঙ্গে হয়। এ সাদৃশ্য আরও পরিষ্কার বোধ হইবে যখন আমরা লাইবনিজের কথা স্মরণ করি যে মনুষ্যাত্মা কোন দর্শন জনিত জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে মোটা রকমের মার্বেলের মূর্ত্তির মত যাহার উপর শিরা সকলের আদড়া দেওয়া হইয়াছে।

সৃষ্টির পর বীজ আসার মতের অনুরূপ দর্শনশাস্ত্রে হইতেছে ঐন্দ্রিয়-মূলকতা জ্ঞান কিন্তু আমরা একটী নূতন মতের কথা বলিব যাহা স্পেন্সার, লিউইস, মর্ফা বলিয়াছেন এবং যাহা বংশানুক্রমিতার উপর নির্ভর করে। এই সকল দার্শনিক, বহুদর্শন জনিত জ্ঞান হইতে সকল জ্ঞানের উৎপত্তি রূপ প্রাচীন মতের উপর খুব কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেন্সার বলেন ঐন্দ্রিক জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে মন ফাঁকা অবস্থায় থাকে, এই অসমর্থনীয় মতকে ধরিলে আসল প্রশ্নের গোড়াকে তাচ্ছল্য করা হইল। সে প্রশ্ন হইতেছে সকল রূপ সংবেদনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? জন্মের সময়ে মনের যদি ধারণা সকলের নিশ্চেষ্টভাবে ধরিবার ক্ষমতা থাকিল, তাহা হইলে একটী ঘোড়া মানুষের ন্যায় শিক্ষা পাইতে পারে না কেন? বিড়াল, কুকুর পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা সকল লাভ করিয়া মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিমাণে উঠে নাই কেন? বহু দর্শন জ্ঞানের উপর সমস্ত নির্ভর করে এই অনুমান বিশিষ্ট রকমে সুশৃঙ্খলিত স্নায়ু মণ্ডলী বুঝায়, যাহা সকল অপেক্ষা আবশ্যকীয় হইলেও অকিঞ্চিৎকর ভাবা হয়।

জ্ঞান দুইটী উৎপাদকের ফল প্রথম মনের সামনে আভ্যন্তরিক কিম্বা বাহ্যিক দৃশ্য আসিয়া পড়ে তাহার আকার রং প্রীতিপদ কিম্বা অপ্রীতিকর

সংবেদন ইত্যাদি; ইহার পর মন যাহা দেয় চিন্তার নিয়ম যাহা দৃশ্য সকলকে সংযুক্ত করে এবং অশাসিত গোলমেলে গাদাকে শৃঙ্খলায় লইয়া আসে। ইহা ক্যাণ্ট ভাল করিয়া বুঝিয়া ছিলেন এবং সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। যে সকল দার্শনিকের কথা বলিতেছি তাঁহারা তাঁহার মতের প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু তাহার সঙ্গে নিন্দাও করিয়াছেন কেন না তিনি চিন্তার নিয়মগুলিকে চরম অব্যাখ্যাত বলিয়া মনে করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। লিউইস বলেন ক্যাণ্ট এবং তাঁহার শিষ্যগণ পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য মনকে লইয়া ইহার অঙ্গীভূত আকার সকল এবং প্রাথমিক অবস্থা সকলের বিচার করিয়াছেন। এই আকারগুলি তাঁহারা বলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যায়। এরূপ না বুঝাইলে তাহাদিগকে কোথা হইতে পাওয়া যাইবে এ ব্যাখ্যা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু মানসতত্ত্বের কোন কার্য্য লাগিতে পারে না যাহার কার্য্য হইল আদি অনুসন্ধান করা। কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান করিয়া আমরা বলিতে পারি যে মেরুদণ্ড, আদর্শ মেরুদণ্ডী জীবের আবশ্যকীয় আকার, একথা শারীর সংস্থান বিদ্যায় বলা যাইতে পারে কিন্তু আকার সম্বন্ধীয় বিদ্যায় চলে না, যেহেতু জীবের বিকাশের পর পর ক্রম হইতে উহার শেষ আদর্শ মূর্ত্তির উদ্ভব হয়। ক্যাণ্ট জ্ঞানকে ভাল করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন কিন্তু উহার আকারকে তাচ্ছল্য করিয়াছেন।

চিন্তার আকারের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল তাহা হইলে কি হইল? প্রাণের আকারের মত তাহারা ক্রমবিকাশের ফল কোন কিছু সম্পাদনের নহে। বহুদর্শন জ্ঞানের তাহারা নিয়ম, আবার সেই সঙ্গে ফলও বটে ব্যক্তির নহে, সমস্ত জাতির অভিজ্ঞতার ফল তাহারা বংশানুক্রমিতার উৎপন্ন দ্রব্য। এ মতের পরিষ্কার ধারণা পাইবার চেষ্টা করা যাউক। একটা ঘণ্টা বাজিল, শুনিলাম। এ ঘটনা বাহ্যতঃ সরল হইলে খুব জটিল, ইহা সংবেদন, উপপাদন (বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওন) ঐন্দ্রিক মূর্ত্তি সকল জড়িত যাহারা প্রত্যেকেই একটী করিয়া গুচ্ছ। আদি উপাদানের কথা না ধরিয়া মোটা সরল সুপরিচিত জিনিস যাহার

সমষ্টি লইয়া ঐ দৃশ্যটী হইয়াছে, যদি ধরা যায় তাহা হইতে নিনাদিত ঘণ্টার শব্দের গুণের কথা বলিতে পারি ; ঘণ্টাটী বড় ছোট কিম্বা মাঝারি আকারের ; নিকটে কি দূরে , হাতুড়ী দিয়া ইহা বাজান হইল না ঘণ্টার নুড়নুড়ি দিয়া বাজান হইল ; এ গির্জ্জাতে না ও গির্জ্জাতে ইহা বাজিল ; অবশেষে শব্দের স্থিতি অল্প না বহুক্ষণ ধরিয়া। সংবেদনের স্থিতিরূপ এই তথ্য হইল বিশেষ দরকারী ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে ভিত্তির উপর অপরাপর ধারণা প্রক্ষিপ্ত হয়। আবার মনে করা যাউক একটা দাঁত উবড়ান গেল। এ ঘটনাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ জটিল সংবেদন ভাব এবং ধারণা জড়িত রহিয়াছে, এখানেও দেখিতে পাই যে স্থিতি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। যে কোন ঘটনা কিম্বা বহুদর্শন জ্ঞান লও না কেন সংবেদনের গুচ্ছ দেখিতে পাইবে এবং সেই গুচ্ছের মৌলিক উপাদান, স্থিতি অথবা সময়কে দেখিবে, সে সময়কে বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে দেখ বা সার্ব্বজনীন আকারে দেখ।

চোখ খুলিলাম, সম্মুখে টাটকা বপন করা ক্ষেত্র দেখিলাম। ইহাতে কতকগুলি সংবেদন ধারণা (যথা রং, আকার দূরত্ব ইত্যাদি) রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটী গুণ বিশেষ দরকারী, নিরবচ্ছিন্নতা যাহা মাঠের সকল বিন্দুকে যুক্ত করিয়া একটী বিস্তৃত মাঠ করিয়াছে। এই বিস্তৃতি রূপ গুণকে দেখিতে পাই অনেক পরিবর্ত্তনশীল গুণের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যাহাকে পদার্থ বলা যায়। সকল পদার্থেরই বিস্তৃতি কিম্বা দেশ হইল স্থায়ী গুণ।

অগ্নির নিকটে যাইলাম, ইহা আমাকে উত্তাপিত করিল, ক্ষারের গন্ধ পাইলাম, ইহাতে আমার নিশ্বাস বন্দ হইয়া গেল, একটী কামানের গোলা ছোড়া হইল দেখিলাম, যে দেয়ালে লাগিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। এই সকল এবং অপরাপর অনেক ঘটনায়, প্রথমটীর পরে দ্বিতীয়টী আসে। সমগ্র ধরিলে দেখা যায় দুই দল দৃশ্যাবলি এক দলের পর আর এক দল আসিতে বাধ্য। এই মৌলিক গুণকে কার্য্য কারণ বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ ইংরাজ দার্শনিকদের নিকট হইতে ধার করা নহে যদিও তাহাদের মতের অনুরূপ। উহাদের সঙ্গে যদি আমরা বিশ্বাস করি যে মন তৈয়ারি হয় বাহ্য জগতের ঘাত প্রতিঘাত হইতে, আরও যদি ধরা যায় দৈবাগত পরিবর্ত্তনশীল গুণ সকল দেহে উৎপন্ন হওয়ায় মনেও ঐরূপ হইয়া স্থায়ী রূপান্তর আনয়ন করিবে, স্থায়িত্ব-রূপ গুণ সকলেতেই দেখা যাইবে, বিস্তৃতির জ্ঞান প্রায় সকলেই এবং কার্য্য কারণের ভাব অনেক স্থলে দেখা যাইবে এবং লক্ষ লক্ষ বার প্রত্যেক জীবনে আবির্ভূত হওয়ায় দেহ যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে, বংশানুক্রমিতার দ্বারা বংশান্তরে পর পর চালিত হইবে। দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে দেখিতে পাইব মনের অভ্যাস দেহভূত হইয়া গিয়াছে যাঁহাকে আমরা সহজ প্রকৃতি-গত ধারণা বলি।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন প্রতিক্রিয়া যুক্ত কার্য্য সকল যাহাকে সহজ জ্ঞান বলে, এইরূপ ভিতরের সম্বন্ধ বাহিরের সম্বন্ধের সঙ্গে বার বার মিল হইয়া অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এই নিয়মের দ্বারা স্বাভাবিক দেশ কালের বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আমাদের বোধগম্য হয়। একজন অসভ্য লোক বাণের দ্বারা একটী পক্ষীকে বিদ্ধ করিল, ইহা করিতে যে সকল মানসিক ক্রিয়া বার বার আবৃত্ত হইতে লাগিল, অবশেষে দেহভূত হইয়া চিন্তা ব্যতীত স্বয়ংচল ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইল। বাণ সংযোজন করার পারদর্শিতা বংশধরে চালিত হইতে পারে, যে জন্য বিশেষ বিশেষ জাতি কার্য্য বিশেষের দক্ষতার জন্য বিখ্যাত হয়, যে পারকতা কেবল আংশিক ভাবে মানসিক ক্রিয়ার সংযোগ অঙ্গীভূত হওয়া বুঝায়। জাগ্রত জীবনের সকল মুহূর্ত্তে স্থায়ী ভাবে যে সকল বাহিরের সম্বন্ধ ভিতরের সম্বন্ধের সহিত সার্ব্বজনীন রূপে মিলে তাহাদিগকে দেশ কাল বলা যায়। ইহারাই হইল সকল অনাত্ম পদার্থের সম্বন্ধের অধঃস্তর, যাহারা আত্মার সকল রকম আধারের সহিত মিলে। নিত্য অসংখ্য প্রকারে আবৃত্ত ইহারাই হইল চিন্তার মৌলিক উপাদান, ইহাদিগকে কিছুতেই পৃথক করা যায় না, এ কারণ ইহাদিগকে সহজোপলব্ধ জ্ঞান বলে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দর্শন শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ বিষয় চিন্তার মূল দেখিতে পাই। এখানে আদি কারণে পৌঁছিয়া ঘটনা সকল ছাড়িয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যায় উপস্থিত হই।

অজ্ঞেয়ের নানারূপ আকারের মধ্যে চিন্তা হইতেছে গূঢ়তম আকার। বাহ্য জগতকে পদার্থরূপে বুঝিতে যাইলে ইহাকে চিন্তায় পরিণত করিতে হইবে, যাহা ছাড়া ইহার অন্যপ্রকার অস্তিত্ব নাই; নিয়মের দ্বারা শাসিত দৃশ্যাবলির সমষ্টি ইহাতেই দেখি, সেই দৃশ্যগুলি আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে রূপান্তরিত হয় এবং নিয়ম সকল যুক্তিযুক্ত বিচারে পরিণত, একারণ সমগ্র বিশ্বকে মানসতত্ত্বের অবস্থায় আনা যায়। মায়াবাদীদের সঙ্গে যদি আমরা বলি যে চিন্তাই হইতেছে সমস্ত জিনিষের মাপ কাঠি, এবং প্রকৃত সত্যের সীমা চিন্তার সীমার সঙ্গে মিশে, তাহা হইলে আমাদের অহেতুক অনুমান করা হইল, কারণ আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে আমাদের প্রকৃত কিম্বা সম্ভবনীয় জ্ঞানের বাহিরে চিরকাল অজ্ঞেয় কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে কি না, নিশ্চয় করিয়া এ কথাও বলিতে পারি না যে মনুষ্য চিন্তা দেশকালাতীত পরম চিন্তা কিনা! কিন্তু যখন আমরা বলি যে আপেক্ষিক ভাবে আমাদের চিন্তাই হইতেছে আমাদের সত্তার মাপ কাঠি তখন স্বতঃসিদ্ধ নিঃসন্দেহে সত্য বলা হয়; আর মনুষ্যের চক্ষে জগতের অস্তিত্ব থাকে না যতটুকু আমাদের চিন্তার ভিতর আনিতে না পারি। জগৎ হইতেছে কতকগুলি অজানা গুণের প্রণালী-বদ্ধ সমষ্টি যাহাকে আর একটী অজানা গুণ চিন্তার দ্বারা ব্যাখ্যা করি, শেষোক্তটী হইল সমীকরণের অজানা অংশ (X) একস চিন্তা হইতেছে অধ্যাত্মবিদ্যার আদি কারণ ও ন্যায়শাস্ত্রের মূলসূত্র, এ কারণ ইহা কি? ইহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব দেখিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। চিন্তার বাহিক ব্যাখ্যা ছাড়া, ইহা আসলে কি তাহা বুঝিবার আমাদের ক্ষমতা নাই।

ইহার বাহিক আকারে চিন্তা সরল করণ ছাড়া আর কিছুই নয়, চিন্তা করার অর্থ হইল সহজ করা, বহুত্বকে একত্বে পরিণত করা। চেতনার অবস্থার সকল পদার্থই হয়, মূর্ত্ত বস্তু না হয় বস্তু নিরপেক্ষ ভাব, আর ইহাদের নিকট পৌঁছিতে হইলে এক মাত্র পথ সরল করণ। প্রথমেই ভাবিতে হইবে যে মূর্ত্ত বস্তু সকল যথা ঘর, মানুষ, তারা ইহাদিগের বিস্তৃতি আছে, এবং

আমাদের চিন্তার ভিতর ঢুকিতে পারে সরল শ্রেণী হইয়া সময়ের সর্ত্তের অধীনে। আমরা বুঝিতে পারি না যে যাহার বিস্তৃতি নাই সে বিস্তৃত পদার্থের কি করিয়া নিদর্শন হইবে, অর্থাৎ সময় কেমন করিয়া বিস্তৃতির স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে মূর্ত্ত বস্তু সকল জ্ঞানগম্য হয় এই সর্ত্তে আর স্থানকে সময়ে আরোপ করার অর্থ জটিলকে সরল করা অর্থাৎ সরলতাপাদন।

বস্তু নিরপেক্ষ জ্ঞান পাইতে হইলে আমাদিগকে বস্তু হইতে ভাবকে টানিতে হইবে, সাধারণ সূত্রে ফেলিতে হইবে, এবং আগম নিগম করিতে হইবে, এই সকল কার্য্যে বিশেষতঃ শেষ বিশ্লেষণে সাদৃশ্য ও প্রভেদ হইতে শ্রেণীভুক্ত করণ অর্থাৎ সরলতাপাদন করিতে হইবে। চিন্তা হইতেছে এক করার সূত্র, সৃষ্টির প্রাক্কালীন বিশৃঙ্খলকে শৃঙ্খলায় আনা। চিন্তা করার অর্থ এক করা। চিন্তার যন্ত্র হইল এই একত্ব সম্পাদনের প্রক্রিয়া। চিন্তার জ্ঞানের কথা যখন বলি তখন চিন্তার আকারের কথা বুঝি, ইহার বাহিরে আমাদের যাইবার ক্ষমতা নাই, আর আমরা বুঝিতেও পারি না যে চেতনার দ্বারা আমাদের মনে একটি জগৎ সৃষ্টি হইতেছে, যাহা বাহ্য জগতের সঙ্গে মিলে না কিন্তু প্রতিস্পন্দিত হইতেছে। চিন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সমস্ত তর্কই ইহার আকার লইয়া, আর এই সকল আকার যখন বংশানুক্রমিতার ফল বলি, তখন বলা হয় যে চিন্তা বাহ্য দৃশ্য হিসাবে বংশানুক্রমিতারই ফল।

দুইটী বিভিন্ন জিনিস মনে উদয় হইলে তাহারা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত হইয়া যায় এই মতবাদীর ক্যাণ্টের সঙ্গে মিল আছে। যিনি বলেন ভূয়োদর্শন জ্ঞানকে সংযুক্ত করিয়া চিন্তা গঠিত হয় এবং ইহা করিতে যাইলে দেশ, কাল, কার্য্যকারণরূপ আকার সকল থাকা আবশ্যক, কিন্তু ঐ দার্শনিকের সঙ্গে পার্থক্য হইতেছে যেখানে বলা হয় যে এসকল আকার হইতেছে ক্রমবিকাশের ফল। ক্যাণ্টের অনুমানে আধ্যাত্মিক আকার সকল বাহ্য পদার্থকে আকার দেয়, অপর অনুমানে বাহ্য পদার্থ মনকে আকার দেয়; এক মতে বিশ্ব চিন্তার উপর নির্ভর করে, অপর মতে চিন্তা বিশ্বের উপর নির্ভর করে। প্রসঙ্গত একথাও বলিতে চাই যে ফ্রান্স দেশে সংযোগ

মানসতত্ত্বের উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। ধারণার সংযোগ হইতে সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি এই নিয়ম বাহির হওয়ায়, চিন্তার সকল কার্য্যকে এই নিয়মের অধীনে আনার চেষ্টা করা হইয়াছে, এই মতবাদীরা বলেন যে আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলের কারণ হইতেছে বাহ্যিক শৃঙ্খল; দুইটী দৃশ্য বাহিরের পদার্থে সংযুক্ত থাকিলে মনেও সংযুক্ত থাকিবে, একথা ক্যাণ্টের মতের বিপরীত যে জ্ঞানের নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মের উপর স্থাপিত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির ভিতর যন্ত্রকে প্রবেশ করান হইল, এবং ঐ বৃত্তিকে উহার দৃশ্য সম্বন্ধীয় বিকাশ লইয়া যন্ত্রের অধীন করা হইল।

ক্রমাবয় ক্রমবিকাশ হইতে চিন্তার আকারের উৎপত্তি রূপ অনুমান, সমস্ত সংযোগকারী মতের লক্ষণ নহে কেবল সেই সকল সংযোগকারীরা ইহা বিশ্বাস করেন যাঁহারা বলেন যে বিশ্ব ক্রমবিকাশ হইতে উৎপন্ন। ইহাই খুব সরল অনুমান এবং অনুমান প্রথমে যেরূপ গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে হয় তাহা নহে।

আদিম নীহারিকা (primordialnebula) মতবাদ হইতে আরম্ভ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এ বিশ্বে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভৌতিক ও রাসায়নিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা বলিতে পারি না যে কখনও কেমন করিয়া বহু অন্ধ চেষ্টার শ্রেণী পার হইয়া প্রাণ আসিল, আরও আমরা বলিতে পারি না যে শারীরতত্ত্ব হইতে মানসতত্ত্বে কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, অর্থাৎ চিন্তাশূন্য যুগ হইতে চিন্তাযুক্ত যুগে আসিল। বিকাশপ্রাপ্তির দলেরা পর পর আরোহণকারী ক্রমবিকাশ মতকে ধরিয়া থাকিতে বাধ্য। লামার্ক ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্য সাহস করিয়া বোধশূন্য জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাণ আনিতে গিয়া প্রকৃতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইন্দ্রিয় রূপ উচ্চ বৃত্তি সৃষ্টি করেন নাই। জীব জগতের প্রাচীনতম অসম্পূর্ণ জীবে এরূপ উচ্চবৃত্তি সৃষ্টি করিবার প্রকৃতির উপায় নাই।

জীবতত্ত্বের দিক হইতে মানসিক ক্রিয়ার দৃশ্যগুলিকে দেখিলে এবং তাহাদিগকে খাঁটি প্রাণের ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে একটা আর একটার অনুরূপ। হার্বার্ট স্পেন্সার দেখাইয়াছেন যে শরীরে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জীবন হইতেছে জীব এবং তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলনকে এবং সমস্ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, যাহা লইয়া প্রাণ, তাহাদের মধ্যে ভিতর ও বাহিরের সম্বন্ধের ক্রমাগত adjustment নিষ্পত্তি চলিতে থাকে, প্রাণের পরিমাণের বিভিন্নতা মিলনের পরিমাণ ধরিয়া হয়, পূর্ণ প্রাণের অর্থ পূর্ণ মিলন। চিন্তা করা কিম্বা পদার্থের জ্ঞান হওয়ার অর্থ মানসিক কোন অবস্থার বাহিরের অবস্থার সঙ্গে মিলন; এবং এই মিলন জুফাইট (Zoophyte) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল রকম জীবে দেখিতে পাওয়া যায়, এমতে জ্ঞানের পরিমাণ, মিলনের পরিমাণ ধরিয়া মাপা যায়। আংশিক এবং পূর্ণ মিল অপেক্ষা প্রাণ ও চিন্তার মধ্যে অপর পার্থক্যও আছে, অসম্পূর্ণরূপে একীভূত প্রাণ ও পূর্ণভাবে একীভূত চেতনার মধ্যে; শেষে অচেতন ও সচেতন মিলনের মধ্যে, আর এইখানেই গূঢ় রহস্য। এক সঙ্গে নিষ্পন্ন ঘটনা কিরূপে পর পর হইয়া দাঁড়ায়, বহু কিরূপে এক হইয়া যায়, ইহা যদি বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে চিন্তা কিরূপে প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে পারিতাম।

(ক) উদ্ভিদে যেমন পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন যথা শৈত্য, শুষ্কতা ইত্যাদি হইতে ইহাতে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

(খ) জনৈক লেখক ক্রমবিকাশ হইতে চিন্তার আকারের উৎপত্তি লিখিতে গিয়া এই অদ্ভুত অনুমান করিয়াছেন যে কাল ছাড়িয়া কেবল দেশ ধরিয়া চিন্তা করা যায়। তিনি বলেন যে কথা পর পর মনে উদয় হওয়ার পরিবর্ত্তে যে উপায় দ্বারা মানুষ চিন্তা করে, দেশের উপর চিহ্ন করিয়াও চিন্তা করা যায়। ইহাতেও কিন্তু দেশ ও কাল উভয়েই থাকে কেবল স্থান ধরিয়া চিন্তা করা যায় না; ইহা প্রমাণ করাও যায় না কারণ চিন্তার আসল সর্ত্ত হইল দেশ কালের একত্ব।

এই পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমিতার দ্বারা ব্যাখ্যাত ইহাও তাহারা ভাবে। এ অনুমান যে বিশেষ সুবিধার ইহা আমরা বলি না, কতকগুলি আকার ছাড়িলে চিন্তা করা অসম্ভব; এই সকল আকার যদি মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগ করা হয়, যে মস্তিষ্কের অবস্থা হইতেছে ক্রমবিকাশের ফল তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে চিন্তার আকারের উদ্ভব হইতেছে জাতির ক্রমবিকাশের পরিণাম। গ্রাটিওলেট যাঁহার জড়বাদের বিরুদ্ধ মতকে (মায়াবাদকে) কেহ তর্ক উথাপন করিয়া অপ্রমাণ করিতে পারেন না, প্রায়ই বলিতেন যে জীব দেহে পূর্ব্ব হইতে দেশ কালের ধারণার পার্থক্য পূর্ব্বে অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ক্রমবিকাশ মতকে ধরিলেই বিকাশের কারণ ধরা হইল।

এ অনুমানের উপর হাজার হাজার বৎসর চলিয়া যাইবার পর পৃথিবীতে চিন্তার আবির্ভাব হইল। স্নায়ু মণ্ডলহীন ব্রাওজোয়ার (bryozoa) ন্যায় জীব, গ্রন্থিল স্নায়ুযুক্ত জীব আষ্টিরিয়াস (asterius) যে স্নায়ুগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রায় স্বাধীনভাবে কার্য্য করে, কিম্বা সেই সকল জীব যাহাদের একত্ব এই মাত্র আরম্ভ হইয়াছে চেতনার অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে না; তাহাদের গোলমেলে অবস্থার ভৌতিক জীবনে পদার্থ হইতে আত্মাকে তফাৎ করিতে পারে না। উচ্চতর জীবে সম্ভবতঃ মনুষ্যতেই কেবল ক্রমোন্নতি দ্বারা মস্তিষ্ক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে গঠন প্রাপ্ত এবং বংশানুক্রমিতার দ্বারা রক্ষিত ও চালিত হইয়া চিন্তার যন্ত্র হইয়াছে।

জীব জগতের অভিব্যক্তির অনুমান চিন্তা রাজ্যেও খুব কড়াকড়ি ভাবে আরোপ করা যাইতে পারে। একদিকে যেমন সমস্ত জাতির উৎপত্তি ৩টী কি ৪টী আদিম জাতি হইতে সেইরূপ অসংখ্য সহজ জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা, ভাব এবং উগ্রভাব কতকগুলি সরল মানসিক ক্রিয়া হয়ত কেবল একটী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এ অনুমান কিরূপে বুঝিতে হইবে এবং কিরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখাইয়াছি; নিজের কথা বলিতে হইলে আমরা ইহা গ্রহণ করি না ত্যক্তব্যও বলি না।

ইহা যদি গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে বহুদর্শন জ্ঞানের দ্বারা ইহাকে প্রমাণ করিতে হইবে ও ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইবে। ইহার পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ হইতেছে যে তথ্য সকলের সঙ্গে ইহার মিল আছে কিনা দেখান যে তথ্যগুলিকে আমাদের শাসনে আনিতে পারি কিন্তু এরূপ দেখান অসম্ভব। ইহার ন্যায়সঙ্গত প্রতিপাদন হইতেছে যে এই এক মাত্র অনুমান অপর সকল অনুমান ছাড়িয়া তথ্য সকল ব্যাখ্যা করিতে পারিবে; কিন্তু এরূপ প্রতিপাদনও অসম্ভব। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে এ অনুমানে ন্যায়ের বিরোধী উক্তি জড়িত আছে দেখাইতে হইবে, কিন্তু তাহাও নাই। ইহা বুঝা বড় শক্ত যে চিন্তাহীনতা কিরূপে চিন্তা হইল, ইহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের মনে রাখা উচিত যে এ পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, প্রাণ এবং চিন্তার অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ অঙ্গ যে শ্রেণীবদ্ধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন মিল। সমস্ত জাতির উপর আরোপনীয় চিন্তার আকারের ক্রম বিকাশ সম্বন্ধীয় উৎপত্তি ব্যক্তির উপরও আরোপ করা যায়। প্রকৃত অর্থে কথাটীকে ধরিলে ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না যতক্ষণ না তাহার মস্তিষ্ক পরিস্ফুট হইয়াছে; সমস্ত আকার সম্বলিত চিন্তাও এককালে জন্মাইল ধরা যায় (যে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে) তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি না যে অচেতনতার রাত্রে এই উজ্জ্বল চমক কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে সমস্ত জাতিকে উদ্ভাসিত করিবে। যে সকল জিনিস লইয়া চিন্তার আকার হইয়াছে তাহারা মস্তিষ্ককে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কারণ সে জিনিস হইতেছে দেশ কাল ও কার্য্য কারণ যাহাদের প্রকৃতির ভিতর জড়ের মতন অস্তিত্ব নাই যেমন পাথরের কিম্বা কুকুরের আছে। ইহা বুঝাও শক্ত নহে, কারণ লাইবনিজের মত ধরিলে পদার্থ যেমন মস্তিষ্কের বিকার আনিতে পারে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও সেইরূপ পারে।

এই দুই বিপরীত মত যাহার মধ্যে একটী চিন্তাকে আসল কারণ এবং প্রকৃতি গৌণ কারণ বলিয়া ধরে, অপরটী প্রকৃতিকে প্রধান এবং চিন্তাকে গৌণ বলিয়া ধরে। এ দুইটীকে মিলাইতে পারা যায় এই স্বীকার করিয়া

যে চিন্তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতির বুদ্ধিমত্তা একই জিনিস, যন্ত্র এবং ন্যায়ের যুক্তি সম্বন্ধে। এ মতের উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু বিস্তারিতভাবে বলিবার এ স্থান নহে।

৩

কতকগুলি অনুমানে আমরা দেখিয়াছি বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টিতে বংশানুক্রমিতা কতদূর সাহায্য করে। মূলের সমাধান হইতে ফিরিয়া আমরা অনুসন্ধান করিব ইহার বিকাশে কতদূর সাহায্য করে। বুদ্ধিমত্তা কথাটী এখানে সাধারণ ও দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। সেই মানসিক বৃত্তি যে বিচার করে, এক করে, গুণ ও ভাবকে বস্তু হইতে পৃথক রূপে চিন্তা করে, যাহাকে আমাদের চরিত্রে পরিণামদর্শিতা, হিতাহিত জ্ঞান, কার্য্যকুশলতা, লঘুহস্ততা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিত্ব বলে; শিল্পে নব কল্পনা ও রুচি বলে, বিজ্ঞানে আবিষ্কারের সাধারণ সূত্রে আনয়ন করার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করার বৃত্তি বুঝায়। বুদ্ধিমত্তার বংশানুক্রমিতার অস্তিত্ব ইতিহাস হইতে চলিত এবং অসুস্থ মানসতত্ত্ব হইতে প্রমাণ করিয়া আমরা ইহাকে অভিজ্ঞতা-লব্ধ নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার ভাবী ফলের বিষয় অনুসন্ধান করিব।

যদি আমরা বংশানুক্রমিতাকে পূর্ণ আদর্শ অবস্থার ভিতর দেখি তাহা হইলে ইহার ফল নির্ণয় করার ন্যায় আর সহজ কার্য্য কিছুই নাই; যে ধরণের বুদ্ধিমত্তা আবির্ভূত হয় তাহাকে ইহা ঠিক করিয়া ধরিয়া রাখিবে। কোন ব্যক্তিতে বুদ্ধিমত্তার রকম মেজাজ দেখা দিল, ইহা কতকগুলি কারণের হঠাৎ সহযোগিতা যাহাকে আপনা আপনি উদ্ভব বলে তাহার দ্বারা হয়; এক্ষণে বংশানুক্রমিতা যদি একেলা কার্য্য করিত তাহা হইলে এই মানসিক বৈচিত্র ধারাবাহিকরূপে পর পর পুরুষে চালিত হইত। কিন্তু ইহা হইতে পায় না অনেক রকমের ব্যাঘাত আসিয়া ইহাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় কিম্বা একবারে ধ্বংস করিয়া দেয়। এরূপ হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা না দেখিয়া যেখানে বংশানুক্রমিতা কার্য্য করিতেছে না মনে হয়, এক সঙ্গে অনেক ঘটনা যদি দেখা যায় এ ব্যতিক্রম কিম্বা অকস্মাৎ যাহাকে বলা যায়, তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়, যখন সংখ্যার নিয়মকে আরোপ করা যায় অর্থাৎ

আসল লক্ষণটী প্রধান স্থান অধিকার করে। এইরূপে জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে বংশানুক্রমিতা সাহায্য করে। কোন নিশ্চিত মনের ভাব একটী পরিবারে স্থায়ী হইতে না পারে, কিন্তু ইহা যদি সমগ্র জাতির সাধারণ ভাব হয় তাহা হইলে নিরাপদে বলা যাইতে পারে যে ইহা স্থায়ী হইবে। গল্ দেশের লোকের মনের ভাব যাহা ষ্ট্যাবো ডাওডোরস সিকিউলস এবং অপরাপর প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ফরাসী মনের ভাবের কত নিকট মিল তাহা আমরা বর্ণনা করিয়াছি। কোন পারিবারিক কিম্বা জাতীয় বিশেষ চরিত্রের নির্ম্মাণে এবং রক্ষণে বংশানুক্রমিতা হইতেছে আবশ্যকীয় উৎপাদক। এ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া আর একটী বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিব যাহা অনেকেই জানে না, ইহা হইতেছে পর পর পুরুষে যোগ হইয়া বুদ্ধিমত্তাকে বাড়ায় ও নূতন দিকে বিকাশের জন্য পারক করে।

ইহা এখন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

এ ঘটনার শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কারণ সকলের আলোচনা করিব। সকলেই জানে যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় চালনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কামারের হাতের পেশী সকল, পদব্রজে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পায়ের পেশী সকল যেরূপ হইয়া থাকে। আমরা সন্দেহ করিতে পারি না যে এই নিয়ম মস্তিষ্কেও খাটে, ইহা চালনায় বাড়ে এবং সে বৃদ্ধি বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত করা যায়। ব্রোকা অনেক অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে মাথার খুলির ধারণ শক্তি তাহা হইলেই মস্তিষ্কের আয়তন ভিন্ন ভিন্ন জাতির বুদ্ধিমত্তার অনুপাতে হইয়া থাকে; বৃহত্তম শ্বেত জাতিতে তাহার পর ককেশীয়তে, তাহার পর আফ্রিকার নিগ্রোতে, তাহার পর নিম্নতম অষ্ট্রেলিয়ার নিগ্রোতে। বনের আলবার্ট Albert of Bon বলেন অনেক দিন ধরিয়া মানসিক কার্য্যে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাদের মস্তিষ্ক খুব কড়া এবং তাহার ধুসর পদার্থ এবং পাকানগুলি খুব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্কের স্তূপের বৃদ্ধি কতকটা প্রমাণিত হয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

লোকের ভিতর পার্থক্যের দ্বারা; এবং মস্তিষ্কের বৰ্দ্ধিত আয়তন যাহা হইতেছে ইউরোপের সভ্যতার উন্নতির ফল, যে বৰ্দ্ধন বংশানুক্রমিতার গুণে স্তূপীকৃত হইতে থাকে এরূপ পরিমাণে যে ইহা প্রমাণ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে শিক্ষিত লোকদের মাথার খুলি অশিক্ষিতদের অপেক্ষা বড় হয়। এ প্রশ্ন সম্বন্ধীয় আর একটী তথ্য হইতেছে যে গোর স্থান খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে মধ্য যুগ হইতে মাথার খুলি বাড়িয়া যাইতেছে।

প্যারিস নগরের সেণ্ট বারথেলেমি (Saint Barthelomi) প্রাচীন নির্জ্জার সমাধি কোষ্ঠ হইতে ১২৫টী খুলি (Dr. Broca) তুলনা করিয়া দেখিয়াছিলেন (দ্বাদশ শতাব্দীর), সিমেটিএরী ডেস ইনোসেণ্টস (Cimetiero des innocents) যাহা ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়াছিল।

সেখানকার সমাধি কোষ্ঠ হইতেও ১২৫টী লওয়া হইয়াছিল, আর সিমেটিএরী ডিলাওএষ্ট (Cimetiero delieuest) যাহা ১৭৮৮ হইতে ১৮২৪ পর্য্যন্ত খোলা ছিল সেখান হইতেও ১২৫টী লইয়া তুলনা করিয়া ছিলেন। এই তুলনার ফল নিম্নে দেওয়া গেল, খুলির মধ্যবর্ত্তী গড়।

	গড় আয়তন
দ্বাদশ শতাব্দীর খুলি	৮৪·৭৭৭ ঘন ইঞ্চ
সিমডে ইনোসেণ্টস	৮৩·৭৮৩ ,, ,,
উনবিংশ শতাব্দীর খুলি	৮৬·৯০৬ ,, ,,

ইহাতে দেখা যায় যে বর্ত্তমান শতাব্দীতে খুলির আয়তনের প্রাধান্য রহিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর মাথার খুলি অপেক্ষা সিমেটীএরী ডেস ইনোসেণ্টস এর খুলির নিকৃষ্টতা ব্রোকা ব্যাখ্যা করেন এই বলিয়া যে ইহা বড় লোকদের সমাধি স্থান আর লেস ইনোসেণ্টস এর খুলি সম্বন্ধে বলেন যে এগুলি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের যাহাদিগের সমাধির জন্য ফিলীপ আগষ্টস প্যারিস নগরের ঐ স্থানটী দিয়াছিলেন।

এই সকল সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া গল এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ ও আধুনিক সময়ের আগষ্ট কণ্টে, প্রীচার্ড বিশ্বাস করেন যে মানসিক বৃত্তি সকল সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে যে পরিমাণে তাহারা চালিত হয়। এ সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত মনে হয়।

বুদ্ধিমত্তার প্রধান ইন্দ্রিয় ও সর্ত্ত হইল মস্তিষ্ক থাকা চাই; সেই মস্তিষ্কের যত কার্য্য হইবে তত বাড়িতে থাকিবে এবং এই বর্দ্ধন বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হইতে পারে। এরূপ অনুমান করা খুব ঠিক যে কোন ইন্দ্রিয়ের বিকার কিম্বা উন্নতি বলিলে বুঝিতে হইবে যে ইহার ক্রিয়ার ও বিকার কিম্বা উন্নতি হইয়াছে; তাহা হইলে মস্তিষ্কের পুষ্টি অর্থে বুদ্ধিমত্তার পুষ্টি বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধির উন্নতি হওয়া সম্ভব এই আবশ্যকীয় তথ্য কেবল ব্যক্তিতে নহে জাতিতেও আরোপ করা যায়। বংশানুক্রমিতার দ্বারা সামান্য বিকার সকল চালিত হয় ও রাশীকৃত হয় এ সত্য প্রমাণ করা যায় শারীরতত্ত্বের নহে মানসতত্ত্বের তর্কের দ্বারা। ইহা খুব দুরূহ কার্য্য। ইহা সম্পন্ন করিবার কেবল চেষ্টা করিতে পারি।

প্রথমেই বুঝিবার চেষ্টা করিব যে ব্যক্তিতে বুদ্ধিমত্তার উন্নতি কোন কোন অবস্থা ধরিয়া হইয়া থাকে। ইহা ক্রমবিকাশ দ্বারা হইয়া থাকে। মন প্রথমে জটিল অপেক্ষা সরল ঘটনাগুলি ধরে, পরে সরল সম্বন্ধ সকল, তাহার পর জটিল সম্বন্ধ। এ উন্নতির প্রত্যেক ধাপে, পূর্ব্বের উন্নতির অবস্থা বুঝাইতেছে যাহা পূর্ব্বে ধরা হইয়াছে এবং যাহা পরের উন্নতিকে সম্ভব করে। বুদ্ধিমত্তাকে অট্টালিকা নির্ম্মাণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে যাহার প্রত্যেক পর্য্যায়টীকে ভাল করিয়া বসাইতে হইবে তাহার উপর আবার গাঁথুনি চড়াইতে হইবে। কিম্বা আধুনিক দার্শনিকদের মত আমরা জ্ঞানকে বাহ্যিক পদার্থের অবস্থার সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থার সঙ্গে মিল বলিয়া বুঝিতে পারি, অর্থাৎ আমরা বলিতে পারি যে মন প্রথমে সরল সম্বন্ধের সঙ্গে মিলে পরে খুব জটিল সম্বন্ধে উঠে।

অনুমান করিবার সময় যে পার্থক্য লইয়া কোন তর্ক উঠিতে পারে না কার্য্য কালে তাহা ভুলিয়া যাই। অঙ্কশাস্ত্রের মত অনেক সমস্যা আছে যাহাতে একটী ধাপের উপর আর একটীকে বসাইতে হয়; কিন্তু সামাজিক এবং রাজনৈতিক রাজ্যে সাধারণ লোকে শেষ হইতে আরম্ভ করে। এই জন্যই এত ভ্রান্ত মত ও মিথ্যা অনুমানের সৃষ্টি হয়। কারণ মন প্রথমে সরলকে না বুঝিয়া জটিলকে ধরিতে যায়। স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন মনের সম্মুখে কতকগুলি বিষয় ধরিলে সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে ইহা মনে করা ভুল। হাজার হাজার দৃষ্টান্ত ইহার বিপরীতটীকে প্রমাণ করে। অনুশীলন করিবার অসম্পূর্ণ ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন বুদ্ধিমান লোক গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস পড়িয়া যে সকল ভুল ব্যাখ্যা করে তাহা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই। বহুল পরিমাণে এরূপ ভুল মধ্যযুগের লেখকদের ভিতর দেখা যায়, যখনি তাঁহারা ভিন্ন সময়ের ভিন্ন রকম আচার ব্যবহার বিশিষ্ট সমাজের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিচিত্র ছবিতে এবং মধ্যযুগের নাইটদিগের গুণাবলী বর্ণনার কবিতায় ট্রোজান যুদ্ধ সিজার ও আলেকজেণ্ডারের যেরূপ হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ করা হইয়াছে তাহা দেখিলেই একথা সুস্পষ্ট হইবেক। নিউজিলাণ্ড দেশবাসী বড় ঘরের একটী বুদ্ধিমান লোক ইংরাজ ভ্রমণকারীর সঙ্গে বিদ্যা শিখিবার জন্য লণ্ডন আসিয়াছিল, ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার মনের অসম্পূর্ণ বিকাশ জন্য কিছুই বুঝিতে পারে নাই এবং সকল জিনিস তাহার অসভ্য ধারণা অনুসারে বুঝিবার চেষ্টা করিত। একজন ধনী লোক পার হইয়া যাইতে দেখিয়া বলিল "ও লোকটার খাইবার অনেক জিনিস আছে" ধনের আর কোনরূপ ব্যবহার থাকিতে পারে ইহা সে বুঝিল না। জটিল প্রশ্ন বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব অনুশীলন দ্বারা মনকে গড়িতে হইবে, ইহা জাতির পক্ষে যেরূপ ব্যক্তির পক্ষেও সেইরূপ। ব্যক্তিতে বুদ্ধির উন্নতি স্মৃতির দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইলে ভাবী উন্নতির ভিত্তি হইবে। ব্যক্তির পক্ষে স্মৃতি যে কার্য্য করে জাতির পক্ষে বংশানুক্রমিতাও তদ্রূপ।

(ক) ক্যাম্পানা মিউজিয়মে থিসিয়স ও আরিআড্নীর বিপৎসঙ্কুল কার্য্যের যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অশ্বারোহী নাগর বালক ভৃত্য, গির্জ্জা, গথিক স্থাপত্য রীতির গৃহ, সঙ্কীর্ণ রাস্তা, কামনাদি ছুঁড়িবার খাঁজ-কাটা প্রাচীর এ সকলও দেখান হইয়াছে।

পঞ্চম এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সহিত্যিক লোকদের মধ্যে যথা টাওর্সের গ্রেগরী এবং ট্রেডেগ্যারিয়স, ভল্ট্যায়ার ও ডিডেরো এবং সমগ্র বিশ্ব-কোষ লেখক, সার্লেমেনের সভা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত রকমের চালচলনের মধ্যে তুলনার পার্থক্য ও বৈপরিত্য এত বেশী মনে হয় যে তুলনাটীকে খামখেয়ালী বলিয়া মনে হয়। এই দুই যুগের বুদ্ধির আকারের তুলনায় অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় যাহা সভ্যতা ও উন্নতির ফল বলিয়া মনে করা হয়।

আমরা শুনিতে পাই ও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ফরাসী মন অনেক বিফল চেষ্টা ও অন্ধকারে হাতড়ানর পর উচ্চতম বিন্দুতে পৌছিয়াছে। এ উন্নতি বাহ্যিক কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় যথা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস, জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য সমরাভিযান, মহা আবিষ্কার সকল, গ্রীক ও ল্যাটীন বিদ্যায় পারদর্শিতা, পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি। কিন্তু ইহাতে আভ্যন্তরিক কারণও রহিয়াছে; বংশানুক্রমিতার দ্বারা বুদ্ধিমত্তার ক্রমশঃ রূপ পরিবর্ত্তন। ষষ্ঠ এবং নবম শতাব্দীতে গড় ফরাসী মন কতক পরিমাণ সভ্যতার উপযুক্ত হইয়াছিল; তাহার বাহিরে যাইতে পারিত না এবং নিউ-জিলাণ্ডের অসভ্য লোকের মত সকল জিনিসের অর্থ নিজের মনের মত করিত। এই গড় মানসিক প্রকৃতি অনুশীলনের দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া, আসল মায় সুদ সহিত পরবর্ত্তী পুরুষে দিয়া যায় এইরূপ আজ ১০।১২ শতাব্দী চলিতেছে।

ইহা কেবল অনুমান নহে যদিও প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করা শক্ত। ফ্রান্স দেশে গলেদের ইতিহাস খুলিয়া যদি দেখি এবং ঐতি-

হাসিকেরা যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকেন অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ধি, কুটম্বিতা, গ্রাম আক্রমণ ইত্যাদিগুলিকে তুচ্ছ করিয়া উপাখ্যান, অলৌকিক ঘটনা, স্বপ্ন যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে সেগুলিকে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখি তাহা হইলে মধ্যযুগ ও উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যকে শরীরের অঙ্গীভূত বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ! এ পার্থক্যের সংজ্ঞা করা কঠিন ইহা করিতে হইলে ভৈষজ্য শাস্ত্রে ও মানসতত্ত্বেও নিপুণ তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন লোকের দরকার। সাধারণ কথায় বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগের লোকেরা যাহা বোধ করিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকেরা তাহা চিন্তা করিয়াছিল, একে ভাবের প্রাধান্য অপরে যুক্তির প্রাধান্য হইয়াছিল ; মধ্য যুগের মস্তিষ্ক বোধ ও মূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেগুলি বস্তু নিরপেক্ষ চিন্তন ও ধারণা হইয়া দাঁড়াইল।

এ যুগের ন্যায় আর কোন যুগে লোকেরা কল্পনা ভাব ও স্বপ্নের রাজ্যে এত বাস করে নাই। ইহা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হয় গথিক স্থাপত্য আদর্শ নাইটদিগের গুণাবলী ও দান্তে ও ভাব যোগীদের লেখার দ্বারা। কতকগুলি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ও শুষ্ক দার্শনিক ছাড়া সে সময়ের লোকেরা কেবল ভাবেই বাস করিত। সে যুগের অবস্থাও ইহার অনুকূলে ছিল, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, অবরোধ, লুণ্ঠন এবং প্রত্যেক রকমের প্রচণ্ড আবেগ। এই সকল আবেগ দ্রুতপদে উত্তেজিত হইয়া কোন ইন্দ্রিয়ের অতিবৃদ্ধির ন্যায় আতিশয্য প্রাপ্ত এবং এই ভাব-প্রবণতার অতিশয় বিকাশের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়। বোধ এবং ধারণার ঝটিকায় ঠাণ্ডা ধীর বিচারশক্তি বড় অসুবিধায় পড়িয়া যায়। তখন ছেলের মন মানুষের শরীরে দেখা দেয়। অপর দিকে, আমাদের শৈশবাবস্থা হইতে বিজ্ঞান যুক্তির হাওয়ায় প্রণালীবদ্ধ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া মানসিক বৃত্তি সকল বিশেষরূপে বিকশিত হয়, সে কালের লোকেরা উচ্ছৃঙ্খল প্রবল ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চিন্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া মদ্যপানোৎসব (ভৈরবী চক্র) হইতে ভাবোন্মাদ পর্য্যন্ত হঠাৎ

পরিবর্ত্তিত হয়। ভাব বেশী চিন্তা কম হওয়ায় বৃদ্ধ বয়সেও তাহারা কিছুই জানিত না আমরা বাল্যকালেই অনেক জানি। আমরা বৃদ্ধ হইয়া জন্মাই তাহারা শৈশবাবস্থাতেই মরিয়াছিল। এই জন্যই তাহাদের বৃত্তান্ত লেখকেরা সেই সকল অলৌকিক ঘটনা, আশ্চর্য্য ব্যাপার, প্রেত মূর্ত্তি, স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদির অবিশ্রান্ত বর্ণনা দিয়া থাকে যেগুলি সময়ে সময়ে কবিত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে আবার অনেক সময় বালসুলভ অতিরঞ্জিত হয়। এই কল্পনা রাজ্য তাহাদের বিশেষ পরিচিত, অলৌকিক ব্যাপার তাহাদের নিকট খুব সোজা, প্রেত দর্শন পূর্ণভাবে স্বাভাবিক, অপ্রাকৃত ঘটনা অপরূপ নহে ইহা ত হইয়া থাকে। এ সকল সোজাসুজি ভাবে বর্ণনা করে যাহাতে সন্দেহের ছায়ামাত্রও নাই, যেরূপ ভাবে তাহারা যুদ্ধ ও অবরোধের বর্ণনা করে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাহা আমাদের পক্ষে একটী জটিল যন্ত্র যাহার ক্ষুদ্রতম অঙ্গ সকলও নির্দ্ধারিত নিয়মের দ্বারা শাসিত, কিন্তু তাহাদের পক্ষে ইহা অদ্ভুত রঙ্গমঞ্চ যাহার পট পরিবর্ত্তন করিতেছে গুহ্যতম কর্ত্তারা। এই সকল তথ্য একত্র করিয়া তাহাদের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা তাহা হইলে দেখিতে পাই যে মধ্য যুগের লোকের মনুষ্যাত্মার বিশেষ লক্ষণ হইতেছে জীবন্ত কল্পনা এবং আভ্যন্তরিক ছায়া মূর্ত্তি দর্শন, কিন্তু পরীক্ষামূলক মানসতত্ত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতেছে যে জীবন্ত কল্পনা ও ভ্রমাত্মক মূর্ত্তি দর্শনের পার্থক্য কেবল পরিমাণ ধরিয়া। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মধ্য যুগ বরাবর চিত্ত-বিভ্রমের সীমার ধারে ছিল সময়ে সময়ে পার হইয়াও যাইত। অনেক বৃত্তান্ত লেখকেরা স্বপ্নে বুকের উপর ভার বোধ হওয়াতে নিশ্বাস বন্ধর বর্ণনা দিয়াছেন যাহাতে কষ্টদায়ক দৃশ্য সকল দেখা যাইত যেগুলি এত স্পষ্ট যে তাহাদিগকে বাস্তব বলিয়া মনে হয়।

অনেকদূর ঘুরিয়া আমরা এ সমস্যাকে ভেদ করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি। ইহা হইতেছে যে প্রত্যেক অভ্যস্থ মানসিক অবস্থার সদৃশ, মস্তিষ্কের অবস্থা হইয়া থাকে, ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে মধ্য যুগের অর্দ্ধ ভ্রান্তির মানসিক অবস্থার সদৃশ মস্তিষ্কের অবস্থা ছিল, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর অভ্রান্ত সঠিক মনের অবস্থার সদৃশ মস্তিষ্কের অবস্থা হইয়াছিল। এ পরি-

বর্ত্তন শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা মন ও মস্তিষ্কের কিছু কিছু রূপান্তর ধীরে ধীরে সাধিত হইয়া বংশানুক্রমিতার দ্বারা রক্ষিত ও সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে জড় মানসিক প্রকৃতি গঠিত হয় এবং বস্তু নিরপেক্ষ ধারণা মনে আনিতে সক্ষম হয়, মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আর দৃশ্য এবং সংবেদনের প্রয়োজন হয় না।

নিকৃষ্ট জাতির ছেলেরা যাঁহাদিগকে স্কুলে পাঠান হয় কিম্বা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয় প্রথমে অদ্ভুত রকমের তৎপরতা দেখায় কিন্তু হঠাৎ ইহা থামিয়া যায়। স্যাণ্ড উইচ দ্বীপবাসী উৎকৃষ্ট স্মৃতি শক্তি দেখায়, আশ্চর্য্য রকমের তৎপরতার সহিত মুখস্থ করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করিতে পারে না। সার স্যামুএল বেকার বলেন নিগ্রো শিশুরা সেই বয়সের শ্বেতকায় শিশু অপেক্ষা বেশী উন্নত হয় কিন্তু যেরূপ ফল আশা করা যায় তাহা পাওয়া যায় না। টম্পসন বলেন নিউজীল্যাণ্ডে ১০ বৎসরের বালকেরা ইংরাজ বালক অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক নিউজীল্যাণ্ডবাসী উচ্চ অঙ্গের মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় ইংরাজদের সমকক্ষ হয়। যুক্ত রাজ্যে নিগ্রো বালকদের শ্বেতকায়দের সঙ্গে শিক্ষা না দেওয়ার কারণ দেখান হয় যে তাহাদের উন্নতি পরস্পর মিলে না, নিগ্রোর বুদ্ধিমত্তা নির্দ্ধারিত বিন্দুর বাহিরে যাইতে অপারক। এই সকল যদি প্রকৃতির কোন দুরারোগ্য ত্রুটির অপূর্ণভাব জন্য না হয় তাহা হইলে বংশানুক্রমিতার অনুকূলে ইহাই এক যুক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। এই সকল অসভ্য মন যেন অকর্ষিত জমি যাহাকে পুরুষানুক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের দ্বারা ভাঙ্গিতে হইবে। এই জন্যই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের ছেলেরা অপর জাতির ছেলেদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষনীয়তা দেখায় কারণ তাহাদের যে বংশ হইতে উদ্ভব তাহাদের মানসিক ক্ষেত্র অনেক কাল হইতে কর্ষিত হইতেছে। কোনও জাতি বিনা শাস্তিতে তাহার সাহসী ও বিদ্বান লোকদের হারাইতে পারে না যদি হারায় তাহা হইলে তাহার ফল শোকাবহ হইতেই হইবে। গ্যাল্টন বলেন স্প্যানিশ Spanish জাতি ১৪৮১ হইতে ১৭৮১ পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়া ও কারাবাস সহ্য করিয়া গড়ে হাজার লোক হারাইত, ঐ সময়ের মধ্যে

প্রত্যেক বৎসর ১০০ লোকের প্রাণবধ ও ৯০০ লোকের কারাদণ্ড হইত। এই ৩০০ বৎসরের ভিতর ৩২০০০ হাজার লোককে পোড়ান হইয়াছিল এবং ১৭০০০ লোককে কুশপুত্তলিকা করিয়া পোড়ান হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ কারাগারে মরিয়াছিল না হয় স্পেন হইতে পলাইয়াছিল, আরও ২৯১০০০ হাজার নানা সময়ের জন্য কারাবাস এবং অপর রকমের শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালের কুসংস্কার সম্পন্ন নির্ব্বোধ স্প্যানিস জাতিকে দেখিলেই মনে হয় যে জাতির এই অধঃপতনের কারণ হইতেছে এই প্রকার রাজনীতির অনুসরণ।

আরও দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের কথায় ইহার শেষ সিদ্ধান্ত করিব যাহাতে বংশানুক্রমিতার ফল কেবল বুদ্ধিবৃত্তিতে নহে দৈহিক অবস্থাতেও দেখা যায়—তিনি বলেন যে মনুষ্য মস্তিষ্ক যেন একটী হিসাব লিখিবার দপ্তর যাহাতে অসংখ্য রকমের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়িয়াছে, জীবনের ক্রমবিকাশের ফল স্বরূপ কিম্বা মনুষ্যদেহ যাহা অসংখ্য দেহের ভিতর দিয়া আসিয়াছে তাহার বিকাশের ফল! এক রকমের বার বার আগত অভিজ্ঞতা যাহা সুদে আসলে পর পর পুরুষে চালিত হইয়াছে; আস্তে আস্তে জমা হইয়া যাহা শিশুর মস্তিষ্কে অব্যক্তভাবে থাকে যাহা বড় হইয়া সে কার্য্যে লাগায় ও বলবান ও জটিল করে ও ভবিষ্যৎ পুরুষে চালিত করে। এরূপ করিয়া ইউরোপ-বাসী পাপুয়ান অপেক্ষা ২০ হইতে ৩০ ঘন ইঞ্চি অধিক মস্তিষ্ক পাইয়া থাকে। এরূপ করিয়া অসভ্য লোক যাহারা হাতের আঙ্গুল মাত্র গণিতে পারে ও যে ভাষায় কথা কয় তাহাতে কেবল বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ মাত্র থাকে আবার ইহাদেরই মধ্য হইতে কালে নিউটন ও শেক্‌সপিয়ার মত লোক উঠিয়া থাকে।

৪

বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সে সমস্তই আবার ভাবের উপর আরোপ করা যাইতে পারে। কতক পরিমাণে উক্ত বিষয়ের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছি কারণ ভাব ও ধারণার সহিত মিলিত নহে এরূপ ঐতিহাসিক

বাস্তব ঘটনা পাওয়া অসম্ভব; ঘনিষ্ঠ রকমে সংযুক্ত এই দুই উপাদানকে বিশ্লেষণকারী মানসতত্বই কেবল পৃথক করিতে পারে।

যদি আমরা ত্রিভুজ, বৃত্ত, অনুবৃত্ত, বীজগণিত সম্পর্কীয় কোন ক্রিয়া কিম্বা অঙ্কশাস্ত্রের কোন সত্যের কথা ভাবি তখন জ্ঞান ছাড়া আর কোন জিনিস থাকে না। কিন্তু যাহা আমরা ভাবি কিম্বা প্রত্যক্ষ করি তাহার সাথের সঙ্গে আনন্দ ও নিরানন্দর ভাব মিশান থাকে। এই ভাবগুলিকে সুখদায়ক ও কষ্টদায়ক এই দুই শ্রেণীতে যদিও মোটামুটি রকমে ভাগ করি তথাচ তাহারা এত অসংখ্য রকমের বর্ণে ও আতিশয্যে ছড়াইয়া আছে যে তাহাদের কার্য্যতঃ শ্রেণী বিভাগ এক প্রকার অসম্ভব। প্রত্যেক রকমের ভাবের নিম্ন শ্রেণীর অনুভবগুলিকে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় যেগুলি সহজ জ্ঞানের অধিক আর কিছু নহে, সঙ্গে কেবল অস্পষ্ট জ্ঞানই থাকে। সেই নিঃসংজ্ঞতার নিম্ন প্রদেশে ভাব এবং চিন্তা এরূপ এলো মেলো রকমের একত্রে মিশিয়া যায় যে সেখানে শুদ্ধ জ্ঞান কোন উপায়ে পৌঁছাইতে পারে না। যেমন চেতনা জাগিয়া উঠে, ভাবের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে যাহাকে কোন জানা কিম্বা আন্দাজী কারণে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, ইহার সঙ্গে জ্ঞান জড়ান থাকে, সে জ্ঞান যেন ইহার কিরণ নির্গত হওয়ার মতন। এই প্রকারে বুদ্ধিমত্তা ও ভাবের ক্রমবিকাশ সমান্তরে চলিতে থাকে। বুদ্ধিমত্তা সামান্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান খুব সরল এবং মোটা রকমের হইতে আরম্ভ করিয়া যুগ যুগান্তর যে প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিতে সমর্থ হয় ও সামাজিক শাস্ত্রের জটিল সমস্যাকে প্রকাশ করিতে পারে; ভাবও তেমনি সরল সাধারণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া যেমন জীবের শাবকের উপর স্বাভাবিক ভালবাসা এবং তথা হইতে মার্জ্জিত অভ্যাসম অনুশীলনের ফল শ্লীয়ার মেকারের (Schleier macher) ধর্ম্মের ভাবে উঠে কিম্বা গেটে অথবা হেনরীক হীনের সৌন্দর্য্য তত্ত্বে উঠিয়া যায়। সরল হইতে জটিলে পরিবর্ত্তন ভাব এবং বুদ্ধি উভয় সম্বন্ধেই, অনেক সরল ভাবের সুসঙ্গত মিশ্রণের দ্বারা হইয়া থাকে। এখনকার মানসতত্ত্বের যে ক্ষমতা নাই সেরূপ গভীর জ্ঞানের দরকার হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বড় দরের কবিদের প্রকৃতির

ভাবকে পর পর বিশ্লেষণের দ্বারা ইহার ভিত্তিস্বরূপ সরলভাব ও প্রত্যক্ষকে বাহির করার জন্য।

আদি কালের লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি ভাবের একবারে অভাব লক্ষিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ান ভাষায় ন্যায়পরায়ণতা, পাপ ও অপরাধের কোন কথা নাই। এ লোকেরা ক্ষমা, দয়া কিম্বা অনুকম্পা কাহাকে বলে বুঝে না। তাহারা প্রতিহিংসাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। এরূপ জটিল নৈতিক ভাবের যাহা হইতে উৎপত্তি তাহা ধরিবার বুদ্ধি ইহাদের নাই। মার্জ্জিত রকমের কতকগুলি ভাব যেরূপ উদারতা ঐতিহাসিক যুগের অনেক পরে উদ্ভব হইয়া থাকে। এ সকল ভাবের ধারণা হইবার পূর্ব্বে অনেক জটিল ভাব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা চাই। মনুষ্যাত্মার প্রথমে অসীম, অস্পষ্ট, রহস্য পূর্ণ পরকালের ভাব হওয়া দরকার পরে যাতনাদায়ক অবসাদ কিম্বা উৎফুল্লতার ভাব আসিবে। জাতি, নগর কিম্বা দেশ সম্পর্কীয় প্রাচীনকালের সঙ্কীর্ণ স্থানীয় ভাবের বাহিরে যাইতে হইবে, সমস্ত মনুষ্য জাতিকে ধরিয়া যে বিশ্বপ্রেম হয় তাহা অনুভব করিবার জন্য। পূর্ব্ব দেশে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এভাব খুব প্রাচীন, যদিও ইহার উৎপত্তি কতকগুলি উদারচেতা দার্শনিক কবিদিগের মধ্যে হইয়াছিল এবং পরে বিস্তৃত হইয়া পুষ্টি লাভ করিল, এবং খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৩০০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। হাম্বোল্ড (Humboldt) তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড Cosmos নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতির উপর বিশ্বজনীন প্রেম পাশ্চাত্য দেশে কেবল আধুনিকদের ভিতর হইয়াছে।

বুদ্ধিমত্তার ন্যায় ভাবও সরল হইতে জটিল হইতে থাকে। বুদ্ধির উৎকর্ষতা যদি বংশানুক্রমিতার দ্বারা হয় ভাবেরও তাহাই হয়। ভাবের রাজ্যেও আচার ব্যবহারের প্রভাবে উন্নতি যে পরিমাণে হয় বংশানুক্রমিতার আভ্যন্তরিক প্রভাবেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

অর্জ্জিত ভাব যাহা বংশানুগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে বন্য জন্তুদের ভয় একটা। মানুষ যখন ফকল্যাণ্ড দ্বীপে প্রথম আসিল বৃহদাকার নেকড়ের ন্যায় কুকুরের দল বায়রণের নাবিকদের নিকট নির্ভয়ে আসিল

এবং তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা জন্য কৌতুহলকে প্রচণ্ডতা ভ্রম করিয়া নাবিকেরা জলে নামিয়া পড়িল ; এমন কি সম্প্রতি একখণ্ড মাংস একহাতে ও ছুরী আর এক হাতে লইয়া রাত্রে তাহাদিগকে বধ করা যায়। আরাল সমুদ্রের একটী দ্বীপ বুটাকফ যখন বাহির করিলেন সেখানকার সেইগাক্ নামক কৃষ্ণসার মৃগ যাহারা সাধারণতঃ বড় ভীরু ও সতর্ক, মানুষের নিকট হইতে পলাইবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে এক রকম কৌতুহলের সহিত দেখিতে লাগিল। মরিশস দ্বীপের তটে মানাটী নামক জলজন্তু মানুষকে কিছু মাত্র ভয় পাইত না, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে শীল ও মোর্স সম্বন্ধেও এইরূপ। অনেক দ্বীপের পক্ষীরা আস্তে আস্তে পিতৃপুরুষ হইতে মনুষ্যের উপর ভয় অর্জ্জন করিয়াছে। গ্রন্থকার বলেন গ্যালাপাগস দ্বীপ বহুল সমুদ্রে তিনি বন্দুকের কুঁদা দিয়া বাজপক্ষীদিগকে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন এবং এক কলসী জল ধরিয়া রাখিয়াছিলেন অপরাপর পাখীরা নামিয়া জলপান করিবে বলিয়া।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন সঙ্গীতের জ্ঞান বংশানুক্রমে সঞ্চিত হওয়ার ফল। মনুষ্য ভাষার স্বর পরিবর্ত্তন কতকগুলি ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত যাহা জাতির ভিতর পুরুষানুক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় যে কিরূপ স্বরের সহিত কিরূপ ভাবের মিল থাকিবে। মিষ্ট গান এই সকল স্বরের যোগে হইয়া থাকে যাহা ক্রমান্বয়ে শুনিয়া ও ব্যবহার করিয়া ও পর পর পুরুষে চালিত হইয়া সঙ্গীত বুঝিবার জ্ঞান হইয়া থাকে। যখন আমরা স্মরণ করি যে মোজার্ট, বিটহোভেন, হন্মেল, হেডন্, ও এবর সকলেই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞর পুত্র এবং ব্যাকের দৃষ্টান্ত যখন মনে করি তখন সঙ্গীতের কান হঠাৎ হইয়াছে বলিতে পারি না। ইহাকে আরোপ করা যায় সেই সকল অঙ্গের পুষ্টি ও চালনার উপর যাহা হইতে সঙ্গীত বুঝিবার ক্ষমতার উৎপত্তি।

ভাব সকলের বংশানুগতি ও তাহার ভাবী ফল ধরিয়া গ্যাল্টন মধ্য যুগের উপর এই কঠোর মত দিয়াছেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই তমসাচ্ছন্ন যুগের অবনতির কারণ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতর কৌমার ব্রত অবলম্বনের আদেশ। মৃদু প্রকৃতির স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উদারচেতা, ধ্যান রত, সাহিত্য

এবং শিল্পের দিকে ঝোঁক, সমাজে থাকিবার উপায় না দেখিয়া গির্জ্জায় যাইয়া আশ্রয় লইত এবং সেখানে চিরকুমার থাকিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের দলকে পশুবৎ করিয়াছিল। চির কৌমার ব্রতের আদেশ প্রচার করায় তখনকার উপাসক দল এরূপ ভাবে কার্য্য করিলেন যেন রুক্ষ অশিষ্ট লোক সকল সমাজে থাকিবে ও ভবিষ্য পুরুষের জন্মদাতা হইবে। প্রচণ্ড, খেঁকি, হীনবুদ্ধি শাবকোৎপাদন করিবার জন্য পশুপালকেরা যে সকল চাতুরী করিয়া থাকেন উপাসক দল তাহাই করিলেন। ইহার ফলে ইউরোপে শত শত বৎসর ধরিয়া লাঠীর আইন চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইউরোপীয়েদের রক্তে ভাল জিনিস কতক থাকিয়া গেল যাহা হইতে বর্ত্তমান সময়ে তাহারা মোটামুটি রকমের নৈতিক জ্ঞানে উঠিয়াছে। বংশানুক্রমিতার দ্বারা জীব সকলের ক্রমবিকাশের কথা আর না বলিয়া আমরা আশ্চর্য্য রকমের গুণের পুনরাবৃত্তি কিম্বা আটাভিজমের কথা বলিব।

আমরা সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া যাই যখন সুসভ্য লোকের ভিতরেও অসভ্য জীবনের লক্ষণ যুদ্ধপ্রিয়তা ও যাযাবর বৃত্তি দেখিতে পাই; কিম্বা যখন দেখি যে কতকগুলি প্রকৃতির পক্ষে সভ্যতার জটিল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলাইয়া চলা কত শক্ত যে সভ্যতা হইতেছে অনেক মতামত ও অভ্যাসের ফল। এখানে আমরা আদি কালের অসভ্যতার শিকড় দেখিতে পাই যাহাকে বংশানুক্রমিতা জীবন্ত ভাবে রক্ষা করিয়াছে।

অসভ্যদের মধ্যে যুদ্ধের উপর রুচি সাধারণ; তাহাদের মধ্যে জীবনই হইল যুদ্ধ। সমস্ত প্রাচীন জাতিদিগের ভিতর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সাধারণ এবং মনুষ্যত্বের উন্নতি বিষয়ে অনেক কার্য্যে লাগিয়াছে কারণ ইহার দ্বারা বলবান, বুদ্ধিমান জাতিরা অনুন্নত জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করে। এই সকল যুদ্ধ-প্রিয়তার সহজ জ্ঞান আবার বংশানুক্রমিতার দ্বারা রক্ষিত ও সঞ্চিত হইয়া নাশ, লুণ্ঠনও ধ্বংসের কারণ হয়। সামাজিক জীবন প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়া ইহার ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন কার্য্য থাকে না। এই সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, দুইটী জাতিকে যুদ্ধ বিগ্রহে না আনিয়া ফেলিলেও

ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলি: ঝগড়াটে কলহপ্রিয় মেজাজ দেখা যায় যাহা প্রতিহিংসা, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ও মনুষ্য হত্যায় লইয়া যায়।

সাহসের কর্ম্মের উপর ভালবাসা সম্বন্ধেও এইরূপ অসভ্য জাতিরা অজানা কার্য্যে বাল-সুলভ চিন্তাহীনতার সহিত লাফাইয়া পড়ে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে খুব উন্নত সভ্যতার ভিতরেও এই সাহসের কার্য্যের উপর ভালবাসার স্থান আছে। আর তাহা না থাকিলে মনুষ্যত্বের পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া এই অসমসাহসিকতা নূতন দেশ সকল আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা দ্বারা বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসা, দূরদেশে ভ্রমণ বাড়িয়া গিয়াছে, অপর দিকে ইহাই আবার বৃথা গর্ব্বের অনিষ্টকারী উত্তেজনার কারণ হয়, যাহা জুয়াখেলায় ঝুঁকিদার ব্যবসায় ষড়যন্ত্রে (intriguo) প্রকাশ পায় ও বিজয়ীদের স্বার্থপর প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষের খেয়ালে সমগ্র জাতি নষ্ট হয়।

মধ্যে মধ্যে দূরস্থিত বংশধরদের ভিতর প্রাচীন জাতির প্রবৃত্তি যাহা বহুদিন ধরিয়া নিষ্ক্রিয় এবং গুপ্ত ছিল তাহা পূর্ব্ব পুরুষদের নৈতিক আদর্শ লইয়া ফিরিয়া আসে যাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। এইরূপে চুরীর অদম্য প্রবৃত্তি শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর বালকদের ভিতর দেখা যায় যাহা বড় বয়সেও থাকিয়া যায়; অভিজাত বংশের ঘরে স্ত্রীলোকদের ভিতর ইহার দুর্দ্দমনীয় শক্তি দেখা যায়, যাহা অলঙ্ঘনীয় দৈবের কার্য্য বলিয়া মার্জ্জনীয় হইতে পারে না এরূপ হতভাগা রমণীদিগকে অসভ্য বিজয়ীদের প্রাচীন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারিণী বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় আর কোন কাজে লাগে না যে শিকার করিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাও এইরূপ। প্রত্যেক শিশুতে ইহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় লক্ষিত হয়, যাহা বড় বয়সেও থাকিয়া যায়। এবং বিলাসী যুবক এবং উপাধিধারী জমিদারদিগকেও উত্তেজিত করে। ইহার ব্যাখ্যা, জাতীয় স্বাভাবিক অন্ধ ও পূর্ব্বনিরূপিত বংশানুক্রমিতার দ্বারা হইয়া থাকে, যাহার আবশ্যকতা বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তি অনেকদিন

ধরিয়া জীবন যাপনের অত্যাবশ্যকীয় উপায় ছিল। এখানে কেবল প্রত্যাবর্ত্তনের দৃশ্য দেখা যায় যাহা রক্ষিত হইয়া মাঝে মাঝে বহু দূরের পূর্ব্ব পুরুষদের মানসিক লক্ষণ বাহির হইয়া পড়ে।

ফিলিপাইন দ্বীপে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ হইতে এই অসভ্য প্রবৃত্তির পুনরাবির্ভাব হওয়ার চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এই সকল অসভ্য লোক অপর পলেনেসীয় জাতি অপেক্ষা স্বাধীনতার উপর অদম্য ভালবাসার জন্য বিখ্যাত। এই দ্বীপবাসী নেগ্রীটোজ (যে নামে তাহারা অভিহিত হয়) কোনরূপ নিয়মের অধীনতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, যাহা ভ্রমণকারীদিগের কৌতুহলের জিনিস হয়। দেশীয় সেনা লইয়া স্প্যানিস কর্ম্মচারী, লিউকন দ্বীপ আক্রমণ করিয়া ৩ বৎসর বয়সের একটী কৃষ্ণকায় ছেলেকে কয়েদী করেন ও তাহাকে মানিল্লাতে লইয়া যান। সেখানে একজন আমেরিকান তাহাকে পোষ্য পুত্র লইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল ও তাহার নাম রাখিল প্রেড্রিটো। সেই দূর দেশে যেরূপ শিক্ষা পাওয়া সম্ভব তাহা সে পাইল, কিন্তু দ্বীপবাসীরা আড়ালে হাসিতে লাগিল সভ্য করিবার এই সকল চেষ্টা দেখিয়া তাহারা নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। প্রেড্রিটোর পোষ্য বাপ এ সব ঠাট্টায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লণ্ডনে লইয়া গেল এবং সেখানে শিক্ষিত করিয়া দুই বৎসর ভ্রমণের পর দেশে ফিরিয়া আসিল। দুই বৎসর পরে প্রেড্রিটো তাহার আশ্রয়দাতার বাটী হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং তাহার কথা কেহই জানিতে পারিতনা যদি বিখ্যাত হমবোল্ডের কুটস্থ একজন প্রুসিয়ান প্রকৃতিতত্ত্ববিদ, মানিল্লার নিকটে মারিভালিস পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিতে না যাইত। তিনি প্রায় শিখর দেশে পৌঁছিয়াছেন এমন সময় এক ঝাঁক কাল ছেলে দেখিতে পাইলেন। কতকগুলি ছবি আঁকিতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন। ঐ অসভ্যদের মধ্যে একটী হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট আসিয়া ইংরাজীতে কথা কহিতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল মানিল্লাতে গ্রেহাম নামক একজন মার্কিন আছেন তাহাকে তিনি জানেন কি না। এ যে প্রেড্রিটো তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি থাকিল না, তাহাকে মানিল্লায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুই হইল না।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা চীনা শিশুদিগকে লইয়া ইউরোপীয় প্রথায় অনেক খরচ করিয়া, শিক্ষিত করে। তাহারা ধর্ম্মপ্রচার করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যায়, কিন্তু জাহাজ হইতে নামিবামাত্র খ্রীষ্টান বিশ্বাস এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যায় ও যে চীনা সেই চীনা হইয়া যায় যেন তাহাদের নিজের দেশ কখনও ছাড়িয়া যায় নাই।

বংশানুক্রমিতার ফল সংক্ষেপে বলিতে যাইলে দুই রকমের দেখা যায়। প্রথমে ইহা ভবিষ্যতের জন্য গাঁথুনি তুলিতে থাকে, সরল ধারণা সকলকে একত্র করিয়া জটিল ভাবকে উৎপন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত করে। আবার অতীতের দিকে চলিয়া যায় ও তীব্রানুভূতির কার্য্য সকলের আকারকে দেখায় যেগুলি এক সময়ে স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এখন তাহাদের চতুষ্পার্শ্বের জিনিসের সঙ্গে আর মিল নাই। আমাদের আত্মার তলায় সত্তার গভীরতম দেশে অসভ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বেদিয়াদের মত যাযাবর রুচি, অদম্য রক্তপাতের পিপাসা ঘুমাইয়া থাকে কিন্তু মরে নাই। তাহাদের সাদৃশ্য সেই সকল প্রাথমিক শারীরিক অবয়বে পাওয়া যায় যাহার কার্য্য আর নাই স্থগিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সাক্ষী দিতেছে যে জীবের উন্নতিশীল ক্রমবিকাশে কি কার্য্য করিয়াছে। অতীতকালে এই সকল অসভ্য প্রবৃত্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যখন মানুষ স্বাধীনভাবে জঙ্গল ও নদীর ধারে বাস করিত, তাহারাই আবার বংশানুক্রমিতার কোন চাতুরীর দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয় যে চাতুরী আমরা বুঝিতে পারি না; মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে দীর্ঘ রাস্তা আমরা ভ্রমণ করিয়াছি তাহা চক্ষু দিয়া মাপিবার জন্যই যেন এরূপ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বংশানুক্রমিতার নৈতিক ফলাফল।

নৈতিক নিয়মের চর্চ্চার প্রথম ধাপেই আমরা দুজ্ঞের্য় স্বাধীন ইচ্ছা রূপ সমস্যা দেখিতে পাই। এ স্থানে এ সমস্যাকে আমরা এড়াইতে পারি না কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনেক স্থানে ইহা জড়িত আছে। বংশানুক্রমিক চালনায় ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাই; পাঠক দেখিবেন যে বংশানুক্রমিতায় যতটা দেওয়া হয় ততটা স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার হইতে লওয়া হয়। বংশানুক্রমিতা হইতেছে নিয়তি-বাদের অনুকূলে অজস্র প্রমাণ যোগাইবার উৎপত্তি স্থান বংশানুক্রমিতা ও স্বাধীন ইচ্ছা দুইটী বিপরীত অপরিসমাধেয় (irreconciliable) মত। প্রথমটী আমাদের ভিতর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সৃষ্টি করে, এই বিশেষ ভাগ আমরা যাহা নহি তাহা হইতে প্রভেদ করে, ইহাই আমাদের অত্যা-[illegible] ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ জিনিস, অপরটী ব্যক্তিগত ভাবকে পুঁছিয়া দিয়া [illegible] এবং অব্যক্তিক নিয়তিবাদের (impersonal fatalism) নিয়মে [illegible] বশীভূত করে, আমরা ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া বোধ করি, চিন্তা করি এবং কাজ করি আমাদের বাপ পিতামহ যেরূপ করিয়াছে যাহাদের চিন্তাগুলি [illegible] হইয়া গিয়া আবার আমাদের ভিতর পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। এক কথায় স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা আমরা যাহা আছি তাহা হইয়াছি, বংশানুক্রমিতার দ্বারা অপরে যাহা তাহা হইয়াছি।

অপরাপর সমাধানে যাহা অপ্রমাণিত হইয়াছে সেগুলিকে ত্যাগ করিয়া এবং বিজ্ঞানানুমোদিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ধরিয়া স্বাধীন ইচ্ছারূপ প্রশ্নের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

স্বাধীন ইচ্ছার পণ্ডারা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে যার স্থানে দাঁড়াইয়া বরাবর ঝগড়া করিতে থাকুক। নিশ্চিতাত্মক-মতবাদীরা আধ্যাত্মিক দিক ধরিয়া বলে যে ভিতরে আমার বিশ্বাস হইতেছে আমি স্বাধীন এজন্য আমি স্বাধীন। নিষেধার্থক দল বাহিরের জিনিস দেখিয়া বলে যে যখন সকল জিনিস আইনের দ্বারা শাসিত, যাহা নৈতিক এবং জড় বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, তখন স্বাধীন ইচ্ছা একটা ভ্রান্তি মাত্র।

প্রথম দৃষ্টিতে এ তর্ককে নিশ্চিত বলিয়া মনে হয় কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা চূড়ান্ত নহে। গত দুই শতাব্দীর অধিকাংশ দার্শনিকদের কথা যদি আমরা ভাবি যে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জীবন চেতনার রাজ্যের ভিতর সীমাবদ্ধ, এবং আত্মা ও অমিত্ব মন (ego) এক, নানা প্রকার প্ররোচনা (motives) যাহা আমরা জ্ঞাত আছি সেগুলি হইতেছে পরামর্শ উপদেশ যুক্তি এ সকলই তর্কের জিনিস, কিন্তু যে বিচার করে, তুলনা করে, নির্ব্বাচন করে তাহার সঙ্গে এক নহে সুতরাং ইচ্ছা সম্ভূত কার্য্যে উদ্দেশ্য প্ররোচনা ছাড়া আরও কিছু বুঝাইতেছে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যাহাকে সত্য বলিয়া মনে হয়, যে সচেতন জীবন ছাড়া একটা নিঃসজ্ঞ জীবন রহিয়াছে যাহার প্রভাব আমাদের সাধারণ কার্য্য, ধারণা এবং আবেগের উপর খুব বেশী, কে বলিতে পারে যে এই নিঃসজ্ঞ কর্ত্তা আমাদের স্থির সঙ্কল্পকে কত দূর প্রভাবিত করে। এই জন্য আমি স্বাধীন বলিয়া আমার জ্ঞান হয় এই হেতু আমি স্বাধীন এ কথার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। আরও এই নিসংজ্ঞ কর্ত্তৃত্ব যাহাকে অবহেলা করা হয় সেই হইতেছে ইচ্ছাশক্তির ভিত্তি শিকড় এবং আসল জিনিস।

যাহারা সংজ্ঞার সাক্ষ্যকে গৌণ বলিয়া ধরে তাহারা প্রধানতঃ দুইদিক হইতে তর্ক করে ভৌতিক ও শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দৃশ্য হইতে ও ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য হইতে।

প্রাকৃতিক জগৎ (Physical world) তাহারা বলে স্থির সঙ্কল্পের (determinism) আইনের বশীভূত যাহার ব্যতিক্রম হয় না। অভিজ্ঞতা ইহা প্রমাণ করে এবং বিজ্ঞান ইহাই চাহে (দাওয়া) করে। বিজ্ঞান হইল ব্যাখ্যা; ব্যাখ্যা করার অর্থ স্থির করা এবং কোন দৃশ্যকে স্থির করার অর্থ তাহার

পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ও নিয়মের উপর আরোপ করা। বুদ্ধি পূর্ব্বক কোন ঘটনার ধারণা করিতে পারি না যাহা আপনা আপনি হয়, এবং এরূপ হইবে অপর রকম হইবে না ইহা স্থির করিবার কেহ নাই। ইহা বিনা কারণে সৃষ্টি ঘটিতে হইবে যাহাকে অলৌকিক ঘটনা miracle বলে। এ সত্যকে লাইবনিজ এবং তাহার পরে লাপ্লাস খুব জোরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র প্রমাণ করিয়াছে যে যাহা নাই তাহা হয় না এবং যাহা আছে তাহা নাশ হয় না সে জড় সম্বন্ধেই কি, আর শক্তি সম্বন্ধেই কি, যাহা হয় তাহা পরিবর্ত্তন মাত্র একটীর জায়গায় আর একটী হয়, যাহার তেজ নিরূপণ করা যায় এ কারণ বিজ্ঞানের একটী সাধারণ কথা হইয়াছে সর্ব্বজনীন (universal) নিরূপণ (determinism) শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ ও তুল্য মূল্যতা এই বিশ্বাসের চরম প্রকাশ। হার্বার্ট স্পেন্সার এই বিশ্বাসেই বলেন যে সকল রকম দৃশ্য হইতেছে গতির রূপ পরিবর্ত্তন; তাঁহার মতে সামাজিক তথ্য সকলের উৎপত্তি মনো-বিজ্ঞানের অবস্থা হইতে, সেগুলি আবার শারীরতত্ত্বের অবস্থা হইতে, এমনকি প্রাণের উদ্ভব ও ভৌতিক তেজের খেলা হইতে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে জড় পদার্থের শক্তির উৎপত্তি কোথা হইতে যাহা জীবনী শক্তির মধ্যস্থতায় সামাজিক শক্তির উদয় করায়, তাহা হইলে আমরা উত্তর করিব যেমন বরাবর করিয়াছি যে ইহা হয় সৌর তেজের বিকীরণ হইতে। [এই জগতে যেখানে সকল পদার্থই শিকলের ন্যায় কড়া রকমে গাঁথা আছে সেখানে স্বাধীন ইচ্ছার স্থান কোথায়? স্থির-সঙ্কল্প-বাদীরা বলেন তোমার কি অধিকার আছে কার্য্য কারণের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া অগম্য আপনা আপনি উদ্ভবের মতকে আনয়ন করা? তুমি বল যখনি আমি ইচ্ছা করি হাত নাড়িব অমনি নাড়িতে পারি, কিন্তু এ গতি তুমি যেরূপ ভাব, প্রথম সৃষ্টি নহে, এ তোমার দেহে ভিন্ন আকারে ছিল; এবং যে কার্য্যের দ্বারা সঙ্কল্প করিলে তাহা ও বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক মানসিক অবস্থা শারীরিক অবস্থার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, কাজে কাজেই সার্ব্বজনীন স্থির সঙ্কল্পের নিয়মের অধীনে পরোক্ষভাবে আসিল। এ লইয়া যদি বিবাদ কর তাহা হইলেও তোমার অবস্থা ভাল হইল না কারণ তোমাকে স্বীকার করিতে

হইবে যে এ মানসিক অবস্থা ইহার পূর্ব্বের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইহা সংযোগের নিয়মের অধীন laws of association যাহার উদ্ভব অপর সংযোগ association হইতে হইয়াছে, কিন্তু এই সংযোগের নিয়ম সকল ও স্থির সঙ্কল্পের একটী আকার মাত্র।

ঐচ্ছিক কার্য্যকে ফল বলিয়া ধরিলে ইহা আবশ্যকীয় ফল নহে, এবং কারণ সকল ক্ষেত্রে বাধ্য বাধকতা বুঝায় না। আমাদের মনে হয় এ ব্যাখ্যা প্রশ্নের গোড়া পর্য্যন্ত যায় না। ইহা প্রশ্ন নহে যে উদ্দেশ্য সকলের বাধ্য করিয়া ফল আনিবার ক্ষমতা আছে কি না? বরং উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যক্তি বিশেষে আপনা আপনি উদ্ভব হইবার কারণ আছে কি না? আমরা ধারণা, ভাব ও আবেগ সকলকে শক্তির শ্রেণী বলিয়া ভাবিতে পারি, যাহার প্রত্যেকটী কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আকর্ষণ অপসারণ ঘটিতে থাকে, কতকগুলি একত্রে কার্য্য করিবার জন্য মিলিত হইয়া যায়, অপর কতকগুলি পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকে, অপর কতকগুলির পূর্ণ কিম্বা আংশিক ভাবে ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এ অনুমানে বিবিধ শক্তির বিরোধের শেষ ফল ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে বাধ্যতা মূলক ফল বলিয়া মনে হয় না, আর এখানেও পুরুষকার কিম্বা স্বাধীন ইচ্ছার ছায়া মাত্রও দেখা যায় না। স্বাধীনতা দূরের কথা, মৌলিক শক্তিগুলি দেওয়া থাকিলে আমরা গণনা করিয়া বলিতে পারি কার্য্য কি হইবে, যেমন যন্ত্র বিজ্ঞানের সমস্যাতে বলিয়া থাকি। যদি স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, ইহা সেই গুণেতে দেখা যায়, যাহা কারণের উপর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কতকগুলি ক্রিয়া স্থির করে।

এই অস্পষ্ট ব্যাপারকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে যাইলে আমরা আবার বংশানুক্রমিতায় আসিয়া পৌঁছাই, তাহার পূর্ব্বে সংক্ষেপে দেখা যাউক নীতি শাস্ত্র স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কথা বলে।

ইতিহাসের সাধারণ গতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য্য কতকটা অস্পষ্ট। সামাজিক ঘটনার চর্চ্চা সংখ্যা বিবরণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিলে আপত্তির ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়। কোএটেলেট, বকল, উণ্ডট এবং লিট্রে বলিয়াছেন যে সকল কার্য্যকে, স্বাধীন ইচ্ছার ফল বলিয়া ধরা হয়

যেরূপ খুন, চুরী, সকল রকম অপরাধ, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, কোন দেশে বৎসরের পর বৎসর তাহারা একরূপ অঙ্কে আসিয়া পৌঁছায়। বেল্‌জাম দেশে ১৮৪১—১৮৪৫ পর্য্যন্ত সহরে বিবাহের গড় বৎসরে ২৮৪২ চরম পার্থক্য যোগ ৪৬ এবং বিয়োগ :৩৬। ফ্রান্স দেশে ১৮২৬—১৮৪৪ পর্য্যন্ত বৎসরে অপরাধীর সংখ্যা ৮২৩৭ হইতে ৬২৯৯ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য কার্য্যের, সংখ্যা বিবরণীতে কটাক্ষ করিলেই, তাহাদের পুনঃ পুনঃ উদয় হইবার শৃঙ্খলা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনুষ্য ব্যাপার সকল কার্য্য কারণের নিয়মের দ্বারা শাসিত, কার্য্য কারণ নাই তাহা প্রমাণ হয় না। সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিয়মের উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু সংখ্যা বিবরণী আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারে না যে এ নিয়ম ছাড়া অপর অনিশ্চিত অগণ্য কারণ ইহাদের উপর কার্য্য করিতেছে কি না। (Wundt) উণ্ডট বলেন আমাদের পর্য্যবেক্ষণ একটী মানুষ ছাড়িয়া সমগ্র জাতির উপর যখন ছড়াই, তখন ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা লোকসংখ্যার সামান্য ভাগের যে সকল বিভিন্নতা থাকে তাহা ছাড়িয়া দিয়া থাকি। পদার্থবিজ্ঞানবিদের কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করি, যিনি দৈবাগত প্রভাব সকল বাদ দিয়া যে পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান লাভ করেন তাহা হইতে একটী নিয়ম বাহির করেন। সংখ্যা বিবরণী লেখক ব্যক্তিগত পার্থক্য সকল বাদ দিয়া যদি সিদ্ধান্ত করেন যে তাহাদের অস্তিত্বই নাই তাহা হইলে পদার্থ বিজ্ঞান বিদের ন্যায় কার্য্য করা হইবে যিনি সাধারণে আকস্মিক পার্থক্যগুলিকে বাদ দিয়া অনুমান করেন যে তাহারা ব্যক্তি বিশেষে ছিল না। পদার্থবিজ্ঞানবিদ ইহাকে গ্রাহ্য না করিতে পারেন কারণ তাঁহার কাছে ইহার গুরুত্ব কিছু নাই কিন্তু মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ তাহা করিতে পারে না তাঁহাকে সামাজিক প্রভাব ছাড়া ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রভাব ধরিতে হইবে।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে অস্বীকার বাচক কথা পাওয়া যায়। আমরা স্বাধীন ইচ্ছাকে অজ্ঞেয় তত্ত্ব বলিয়া ধরি যে

সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদেরা ভূয়োদর্শন লব্ধ জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া স্বাধীন ইচ্ছারূপ প্রশ্নের এক নূতন আকার দিয়াছে, যাহা দ্বারা বংশানুক্রমিতার ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাগ করিয়া বুঝা যায়। তাঁহারা সকলেই মানুষের ভিতর আপনা আপনি উদ্ভবের মত পোষণ করেন তাহা শারীর বিজ্ঞানে হউক কিম্বা মনোবিজ্ঞানেই হউক। ইংলণ্ডের এ মতের ব্যাখ্যাকারক বেএন (Bain) জার্ম্মাণীতে (Wundt) উণ্ডট।

বেএনের মতানুসারে ইচ্ছার বীজ স্নায়বীয় কেন্দ্রে আপনা আপনি কার্য্যে দেখা যায় যাহাকে কার্য্য করাইবার জন্য বাহিরের কোন দীপ কিম্বা ভিতরের কোন বোধের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বের কোন মনোবিজ্ঞানবিদ এই আপনা আপনি উৎপন্ন কার্য্যের কিম্বা ইহার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় সম্বন্ধের কথা বলেন নাই। ইহার প্রথম উল্লেখ মূলারে পাওয়া যায়। ঐ শারীরবিজ্ঞানবিদ্ বলেন ভ্রূণের নড়ন চড়ন সেই সকল জটিল কারণের উপর নির্ভর করে না যাহার দ্বারা পূর্ণবয়স্ক জীব জন্তুর গতিবিধি সম্পন্ন হয়। এ সকল গতির কারণ কেবল স্নায়বীয় কেন্দ্রে থাকে, কিন্তু স্নায়বীক শক্তি শরীরের সকল অংশে সমানভাবে ছড়ান থাকে না। কতকগুলি কেন্দ্রে স্তূপীকৃত হয় এই সকল পার্থক্যের জন্য ভ্রূণের গতি এক দিকেই হইয়া থাকে। একারণে ইচ্ছাশক্তির বীজ স্বতস্ফূর্ত উত্তেজনা ইহা প্রকৃতির আদিম ঘটনা, ইহার উত্তেজক সংবেদন কিম্বা ভাব নহে যাহারা কেবল আভ্যন্তরিক শক্তি যোগায় না আরও কার্য্যের মাত্রা ও ধারা স্থির করে। এ আবিষ্কারের মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় গুরুত্ব স্বীকার করিলেও ইহা আমাদিগকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে সাহায্য করে না। বেএন এই স্নায়বীয় শক্তির আদি কি তাহা কিছু বলেন না, এবং একস্থানে ঐ শক্তি কেন স্তূপীকৃত হয় অন্য স্থানে না হইয়া তাহার কারণ কিছু দেখান নাই। অপর স্থানে খুব জোরের সহিত তিনি বলিয়াছেন যে পৈশিক শক্তির আদি ও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতেছে স্নায়বিক ও পৈশিক তেজের অত্যধিক খরচ, যে তেজের শেষ অবলম্বন হইল ভাল শ্বাস প্রশ্বাস ও উত্তম হজম শক্তি, বাষ্পীয় যন্ত্রের পক্ষে অঙ্গারকজানের প্রজ্বলন যেরূপ জীবন্ত শরীর যন্ত্রের পক্ষে খাদ্য ও বায়ু তদ্রূপ; চুলী হইতে উত্থিত আলো যেমন বাষ্পীয় যানের গতির

কারণ হইতে পারে না তদ্রূপ সংজ্ঞা এই শক্তির কারণ হইতে পারেনা, যে সংজ্ঞা শক্তির খরচায় উৎপন্ন হইতে থাকে। এ ও বিশ্বাস করা সহজ নহে যে আপনা আপনি উদ্ভবের ক্ষমতা যান্ত্রিক নিয়মের অধীন হইতে পারে না। স্নায়বিক শক্তি পূর্ব্বের কোন ভৌতিক শক্তির রূপান্তর মাত্র। সমস্ত শরীরের উপর এই শক্তি যে অসমান ভাবে ছড়ান রহিয়াছে ইহাও যান্ত্রিক কিম্বা ভৌতিক কারণের উপর নির্ভর করিতেছে। এজন্য আমরা বুঝিতে পারি না যে আপনা আপনি উদ্ভব জিনিসটা চারিদিক হইতে যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কি হইয়া দাঁড়াইল।

(Wundt) উণ্ডট একখানি তথ্য ও ভাবপূর্ণ পুস্তকে স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্নকে ভিন্নরূপ আকারে দেখাইয়াছেন, যে পুস্তকে ইংরাজদের পরীক্ষা মূলক ও সুস্পষ্ট মনোবিজ্ঞানকে জার্ম্মানদের সাহসিকতার সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি যে সংখ্যা বিবরণীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে মনুষ্য কার্য্যের ভিতর একটা পরিবর্ত্তনশীল উপাদান থাকিয়া যায় যাহা বিবরণী লেখক উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু মানসতত্ত্ববিদকে তাহা ধরিতে হইবে; আরও দেখাইয়াছেন যে ঐহিক কার্য্যের বাহিরের কারণ সংখ্যা বিবরণী দেখায় কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণ সম্বন্ধে আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া যায়। এই সকল আভ্যন্তরিক কারণকে উণ্ডট বলিয়াছেন ব্যক্তিগত উপাদান (Personal factor)

তিনি বলেন বাহ্যিক উপাদানের নাম উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা ইচ্ছার প্রকৃত কারণ নহে। উদ্দেশ্য এবং কারণের মধ্যে আসলে পার্থক্য আছে, কারণ ফলকে উৎপন্ন করিবেই করিবে কিন্তু উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। ইহা সত্য যে কারণ অপর এক কারণের দ্বারা নাকচ হইয়া যায়, কিম্বা ফলে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এই রূপান্তরে পূর্ব্বের কোন কারণকে ধরিতে পারি এমন কি তাহাকে মাপিতেও পারি। অপর দিকে উদ্দেশ্য ইচ্ছাকে স্থির করিতে পারে, না করিতেও পারে, যদি না করে ইহার ফল কি হইল জানিবার উপায় থাকে না। উদ্দেশ্য motive এবং ইচ্ছার মধ্যে এই অনিশ্চিত সম্বন্ধ ব্যক্তিগত উপাদানের উপর নির্ভর করে।

এই ব্যক্তিগত উপাদান (personal factor) টী কি, যাহা কার্য্য কারণের শৃঙ্খলার ভিতর রহস্যময় ভাবে হঠাৎ ঢুকিয়া পড়ে ? ইহা হইতেছে আভ্যন্তরিক সারাংশ যাহাকে চরিত্র বলা যায়, সেইখানেই ইচ্ছার শিকড়কে খুঁজিতে হইবে। ঐচ্ছিক কার্য্যের প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে চরিত্র। সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হইতেছে পরোক্ষ কারণ। উদ্দেশ্য এবং চরিত্রের কারণের মধ্যে পার্থক্য এই, উদ্দেশ্য সংজ্ঞা যুক্ত কিম্বা সংজ্ঞা যুক্ত হইতে পারে আর কারণ একবারেই নিঃসজ্ঞ। এ জন্য চরিত্র বক্তিত্ব চিরকালই সমস্যা হইয়া থকিবে ইহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ইহাকেই ক্যাণ্ট অনিশ্চিত সংখ্যা বলিয়াছেন। যে সকল উদ্দেশ্য ইচ্ছাকে ঠিক করে তাহারা বিশ্বব্যাপী কারণের শৃঙ্খলের একটী অংশ কিন্তু ব্যক্তিগত উপাদান যেখানে ইচ্ছার আরম্ভ এ শৃঙ্খলের ভিতর আসে না। ব্যক্তিত্বের অন্তরতম সারাংশ যাহা ব্যক্তি সকলের মধ্যে পার্থক্যের শেষ আশ্রয় কারণের বশীভূত কিনা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা মীমাংসা করিতে পারি না।

যখন বলা হয় যে মানুষের চরিত্র, হাওয়া, আলো, শিক্ষা ভাগ্য (desting), খাদ্যের আবহাওয়ার ফল এবং এই সকল প্রভাবের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে স্থির করা আছে যেমন প্রত্যেক প্রাকৃতিক দৃশ্য হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্ত একবারে অপ্রতিপাদনীয় (undemonstrable) হইবে। শিক্ষা এবং ভাগ্যের পূর্ব্বে চরিত্র রহিয়াছে যাহা তাহাদিকে স্থির করে; অর্থাৎ এখানে ফল বলিয়া ধরা হইল যাহা আংশিক ভাবে কারণও বটে। মানসিক বংশানুক্রমিতা ইহাকে খুব সম্ভবপর করিতে পারে যে ব্যক্তিগত জীবনের আদি বিন্দুতে পৌঁছিতে পারিলে সেখানে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বীজ দেখিতে পাইব যাহা বাহির হইতে কোন কিছুর দ্বারা স্থির হইতে পারে না, কারণ বাহিক স্থিরীকরণের পশ্চাতে ইহা রহিয়াছে।

আমরা অনায়াসে উণ্ডট এর এ মত গ্রহণ করিতে পারি; কারণ একদিকে ইহার সুবিধা হইতেছে যে ইহা স্বাধীন ইচ্ছাকে বস্তুর অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব (noumenon) বলিয়া দেখাইতেছে; এবং অপর দিকে

ভূয়োদর্শন জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া অদৃষ্টবাদের সঙ্গে সাধারণ মতের যে কোন অসামঞ্জস্য নাই তাহাও দেখান যায়, যেহেতু ইচ্ছাশক্তির শেষ শিকড় নিঃসঙ্গ দেশে প্রোথিত এজন্য আমরা এই দুই বিরুদ্ধ মতের (পুরুষকার ও ভাগ্য) মিল আন্দাজ করিতে পারি কিন্তু প্রতিপাদন করিতে পারি না। আমরা দেখাইয়াছি তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না, যে মনোবিজ্ঞান কিম্বা পরীক্ষা মূলক মনস্তত্ত্বকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে সকল বিষয়ে আমাদের সম্মুখে একটা মূলতত্ত্ব আসিয়া দাঁড়ায় তাহাকে অহং ব্যক্তি চরিত্র (ego the person, the charactor) যাহাই বল না কেন যাহা আমাদের অন্তরতম স্থানে রহিয়াছে, যাহা আমাদিগকে অপর যাহা কিছু আমি ছাড়া তাহা হইতে পৃথক করিতেছে; আমাদের ধারণা, ভাব, সংবেদন, ইচ্ছা এ সকল আমার অপর কাহারও নহে বিশ্বাস করাইতেছে। আমরা ইহাও প্রশ্ন করিতে পারি যে আত্মরক্ষার যে সহজ জ্ঞান যাহা জীব সকলে প্রবলভাবে বর্ত্তমান তাহা এই ব্যক্তিগত মূল পদার্থ কি না ? যাহা সত্তার উপর একগুঁয়ে ভাবে লাগিয়া আছে ও প্রাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এই ব্যক্তিত্ব মনস্তত্ত্বে নহে ইতিহাসে কি কার্য্য করিয়াছে ইহার আলোচনা যদি করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাই এ সমস্যা এখানেও সেই ভাবে কার্য্য করিয়াছে এবং সেই ভাবেই ইহাকে বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যক্তি মাত্রেই ভৌতিক ও নৈতিক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা শাসিত ও তাহাদের দ্বারা চালিত হয়। নিয়তি নির্দ্দিষ্ট অসীম স্থানের বাহিরে স্বায়ত্তশাসনের কিম্বা আপনা আপনি উদ্ভবের সম্ভাবনার চমক দেখিতে পাই। ইতিহাসে প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্যই প্রধান, ইহাই সমস্ত বলিলেও চলে, এখানেও ব্যক্তিত্বের নিয়মিত কার্য্য রহিয়াছে যাহার নিদর্শন বড় লোকে পাওয়া যায়।

আলেকজেণ্ডারের যুদ্ধ যাত্রা ও হোমারের মহাকাব্য ব্যক্তি ধরিয়া হইয়াছে। আলেকজেণ্ডার না জন্মিলে ইতিহাসের গতি ভিন্নরূপ ধারণ করিত, হোমার না থাকিলে গ্রীকদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার আর এক রকমের হইত। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমাজের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে তাহা

হইলেও এ প্রভাবকে ক্ষণস্থায়ী কারণ বলিতে হইবে। হোমার গ্রীকদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কেন না গ্রীকরা তাঁহার কবিত্বের সৃষ্টিগুলিকে তাহাদের নিজের করিয়া লইয়াছিল; আর আলেকজেণ্ডার ইতিহাসে যে গভীর দাগ কাটিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহার ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়াছিল বলিয়া।

মানসতত্ত্ব এবং ইতিহাস একই সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতেছে যে সমস্ত জিনিসের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব নির্দ্দেশ (নিয়তির) দ্বারা হইতে পারে না। আমাদের অনুসন্ধানকে আরও বেশী দূর ঠেলিয়া লইয়া যাইলে আর একটী দুরূহ বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে। ব্যক্তিত্বের প্রকৃত প্রকৃতি আমরা জানি না কারণ নিঃসংজ্ঞের গভীরতম দেশে ইহা রহিয়াছে, আমরা কি, উহা কি ও আদি কোথায় জানিতে পারি?

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এ বিষয়ে দুইটী অনুমান হইতে পারে; একটী হইতেছে প্রত্যেক জন্মে সৃষ্টির বিশেষ কার্য্য চলিতেছে যাহা প্রত্যেক জীবে ইহার ব্যক্তিত্বের অথবা চরিত্রের বীজ স্থাপন করে; আর একটী হইতেছে এ বীজ পূর্ব্ব পুরুষদের ফল যাহাকে পিতা মাতার প্রকৃতি ও জননক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইতে আসিতেই হইবে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটী এত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ যে ইহার সম্বন্ধে তর্ক করিবার দরকার নাই, এজন্য দ্বিতীয়টার বিচার করিব।

এই খানেই এ বিষয়ের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে বংশানুক্রমিতার হাত এড়াইলাম কিন্তু এখন সেই বীজেতেই তাহাকে দেখিতে পাইতেছি যাহা আমাদের ভিতর আসল অন্তরতম ব্যক্তিগত জিনিস। ঘটনা সকলের লম্বা তালিকা দিয়া দেখান হইয়াছে যে অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি পিতা হইতে পুত্রে চালিত হয়, ঐরূপ ভাবে সহজজ্ঞান আবেগ এক রকমের কল্পনা ও তাহার সঙ্গে যক্ষ্মা রোগ, বিকৃতি শীর্ণতাদি [illegible], দীর্ঘ জীবন পাওয়া যায় এ সব দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে মানসতত্ত্ব

সম্বন্ধীয় জীবনের একটা অংশ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত নিয়মের বাহিরে পড়িবে অর্থাৎ চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, অস্মিতা বংশানুক্রমিতার নিয়ম হইতে অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু বংশানুক্রমিতা কিম্বা পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ বাহিরে ভিতরে প্রত্যেক দিকেই আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। অভিব্যক্তি-বাদীদের সঙ্গে আমরা বংশানুক্রমিতার ভিতর এমন শক্তি দেখিতে পাই যাহা কেবল যে রক্ষা করে তাহা নহে কিন্তু আস্তে আস্তে যোগ হইয়া নূতন সৃষ্টিও করে তবেই ইহা বলিতে হইবে যে চরিত্র চালিত হয় যাহা নিয়তির কার্য্য একটুক একটুক করিয়া বহু পুরুষের ধীর এবং নিঃসঙ্গ মেহনতে তৈয়ারি হইয়াছে। বিষয়টি এখন সমস্যার ভিতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

আমরা এত বেকুব নহি যে ইহার সমাধান জন্য চেষ্টা করিব। আদি কারণ সম্বন্ধে সকল প্রকার অনুসন্ধান অপরিহার্য্য-রূপে সেই অপরিজ্ঞেয় দেশে লইয়া যায়, যাহাকে সেখানে আমরা কেবল স্পর্শ করিতে পারি। এই স্থানেই বিজ্ঞান শেষ হইল, এবং অদৃষ্টবাদীদের সঙ্গে, বিশ্বে, কেবল নিয়তি নির্দ্দেশ ছাড়া আর কিছু নাই, বিশ্বাস করিতে হইল যাহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে, অদৃষ্টবাদীর প্রতিপক্ষেরা আবার বলে যে স্বাধীন ইচ্ছা (পুরুষকার) হইতেছে প্রধান তাহার নীচে নিয়তি। স্বাধীন ইচ্ছা নির্দ্ধারিত নিয়মের দ্বারা শাসিত হইলেও তাহার সমর্থনকারীরা এমন কোন ঘটনা দেখাইতে পারে না যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে সকল জিনিসের শেষ কারণ যন্ত্র না (mechanism) স্বাধীন ইচ্ছা। এরূপ হইলে জননক্রিয়ার শারীরতত্ত্ব এবং মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যের কোন রহস্যই থাকিত না কিন্তু তাহা নহে। অপর দিকে স্যাপেনহার ও তাঁহার শিষ্যেরা বলেন যে স্বাধীন ইচ্ছা, জ্ঞানের বিষয় সমূহের ব্যাপক শ্রেণী বিভাগ যথা কার্য্য কারণ দেশ কাল যাহার সাহায্যে আমরা চিন্তা করি, এই সকল চিন্তার আকারের ভিতর এই স্বাধীন ইচ্ছা পড়িতে পারে না কারণ আসলে ইহা দৃশ্যই নহে এবং বিশ্বের পরস্পর সংযুক্ত শৃঙ্খলের ভিতর পড়ে না, ইহাকে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অনুমানে ফেলা হইল যাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু পরীক্ষার

দ্বারা ইহাকে প্রমাণ করা অসম্ভব। (ভুয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের নিম্ন ধাপে দাঁড়াইয়া আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে চরিত্র যাহাকে ক্যাণ্ট ভুয়োদর্শন-লব্ধ চরিত্র বলেন) যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলা যায় যাহাতে অনেক ব্যতিক্রম থাকে তাহা হইলে ইহার বংশানুক্রমিতা সামান্য মানসিক ক্রিয়ার বংশানুক্রমিতা অপেক্ষা প্রমাণ করা বেশী শক্ত; যে পরিমাণে আমরা চরিত্রের ভিত্তি স্বরূপ নিঃসজ্ঞ অবস্থার দিকে যাই ততই একথা উত্তরোত্তর অনিশ্চিত হইতে থাকে যদিও সম্ভাবনার স্থান হইতে বিচ্যুত হয় না।

সমস্ত নীতির গোড়া হইল দায়িত্ব; একথা কি বলা যাইতে পারে যে বংশানুক্রমিতা ইহাকে চাপিয়া রাখে? এ প্রশ্নের সার্ব্বজনীন উত্তর কিছু পাওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু সমস্ত বিশেষ ঘটনাগুলিকে দুইটী শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে একটার ভিতরে সেই সকল ঘটনা থাকে যেখানে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতার অপ্রতিহত বা দুর্জ্জয়তা থাকে না মানুষ পিতৃপুরুষ হইতে সংবেদন, চিন্তার কতকগুলি ধারা প্রাপ্ত হয় সেইজন্য তাহারা যেরূপ করিয়াছে সেইরূপ ইচ্ছা ও কার্য্য করিতে প্রবণ হয়। এই আবেগ ও প্রবণতার বংশানুক্রমিতা আভ্যন্তরিক প্রভাব সৃষ্টি করে যাহার ভিতর মানুষ থাকে কিন্তু তাহার বিচার করিবার ও দমন করিবার (সেই ব্যক্তির) ক্ষমতা থাকে। ভিতরের কিম্বা বাহিরের অবস্থা যেমন স্বাধীন ইচ্ছাকে আটক করিতে পারে না ইহারাও সেইরূপ পারে না, ব্যক্তিগত গুণ-নীয়ক কিম্বা কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলকেও কাটিয়া দিতে পারে না। এক কথায় বংশানুক্রমিতা কিম্বা আপনা আপনি উদ্ভবশীলতা ভাল মন্দের দিকে প্রবণ করে এবং দোষ করিবার দিকে ঝোঁক হয়। পাপপুণ্য এ দুয়ের কেহ কাহারও উপরে নির্ভর করে না, যেহেতু ইহারা স্বয়ম্ভু নহে, এবং তাহারা বাহ্যাভ্যন্তরিক উত্তেজনার ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত নহে কিন্তু মনের ও ইচ্ছা শক্তির কার্য্য-করী মিলের উপর নির্ভর করে। এ সকল কারণে উহারা ব্যক্তিগত এবং স্বাধীন ইচ্ছার উপর স্থাপিত তাহারা বংশপরম্পরাগত নহে।

দ্বিতীয় বিষয়টী হইল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা যাহার প্রকৃতি হইতেছে দুর্দমনীয়। সুস্পষ্ট ক্ষিপ্ততার কথা না ধরিলেও যেখানে ব্যক্তিত্ব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং বিদেশী লোক আসিয়া যেন সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে এরূপ অনেক অকাট্য ঘটনা দেখিতে পাই যেখানে পাপ কিম্বা অপরাধ করিবার ঝোঁক পিতৃ পুরুষ হইতে প্রাপ্ত এবং নিয়তি নির্দ্দিষ্ট রকমে পর পর পুরুষে নামিয়া আসে। এই আভ্যন্তরিক উত্তেজনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ব্যক্তিগত উপাদানের থাকেনা। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে ভাব ও আবেগের বংশানুক্রমিতার অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এ সব স্থলে কোন দায়িত্বই থাকে না।

আমাদের ভিতরে যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, ব্যক্তিগত কিম্বা জাতিগত লক্ষণের মধ্যে, ব্যক্তিত্ব এবং বংশানুক্রমিতার মধ্যে সাধারণ কথায় পুরুষকার এবং ভাগ্যের মধ্যে তাহাতে অধিকাংশ স্থলে (স্বাধীন ইচ্ছা) পুরুষকারের পরাভব ঘটিয়া থাকে। বর্ডাক ভালই বলিয়াছেন যে মানুষ স্বাধীন ইহা প্রমাণ করিবার সদুদ্দেশে আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে আমাদের মনের ও চরিত্রের উপরে বংশানুক্রমিতার প্রভাব বেশী। আর এক আকারে ইহাকে দেখিব যখন শিক্ষা এবং বংশানুক্রমিতার মধ্যে সম্বন্ধ বিচার করিব। বর্ত্তমান সময়ে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। জলবায়ু, হাওয়া, মৃত্তিকার প্রকৃতি, খাদ্য এবং পানীয়ের প্রকৃতি অর্থাৎ সেই সকল জিনিস যাহাকে শারীর বিজ্ঞান (circumfuse ingosta) সারকমফুইজা ইঞ্জেষ্টা নাম দিয়াছে তাহারাই তাহাদের ক্রমান্বয় কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য শরীরকে তৈয়ারি করে; আরও সেই সকল প্রচ্ছন্ন নিঃশব্দ সংবেদন যাহা চেতনার উপরে ভাসিয়া উঠে না, কিন্তু বোধের স্নায়ু সকলে ক্রমাগত দল বাঁধিয়া জমা হইতেছে, তাহারাই অবশেষে যাহাকে আমরা মেজাজ বলি সেই অভ্যস্ত শারীরিক ভাবকে আনিয়া দেয়।

শিক্ষার প্রভাবও ঠিক এইরূপ। ইহা হইতেছে নৈতিক পারিপার্শ্বিক এবং ইহার ফল অভ্যাস সৃষ্টি করা। ইহাও বলিতে পারা যায় যে এই নৈতিক পারিপার্শ্বিক স্থূল জড় পারিপার্শ্বিকের ন্যায় জটিল, বিবিধজাতিক

ও পরিবর্ত্তনশীল। পিতা মাতা এবং শিক্ষক হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায়, সঠিক এবং সম্পূর্ণ অর্থে শিক্ষা তাহা নহে; আচার ব্যবহার ধর্ম্ম বিশ্বাস যা পড়ি যা শুনি ইহারা সকলে মনের উপর নিঃশব্দে কার্য্য করে, যেমন প্রচ্ছন্ন বোধ শক্তি শরীরের উপর কার্য্য করে এবং শিক্ষার উপাদান হয়, অর্থাৎ তাহারা আমাদিগকে কতকগুলি অভ্যাস অর্জ্জন করায়।

কিন্তু এখানে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা উচিত নহে। ল্যামার্ক এবং তাঁহার সাহসিক পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা জড় পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এত অধিক মনে করিতেন যে ইহাকে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন; এবং শিক্ষার উপর এত ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন যে বলেন ব্যক্তিগত চরিত্র ইহার কার্য্য জন্মগত তেজের ইহাতে কোন হাত নাই। লাইবনিজেরও খুব সাহসের কথা যখন তিনি বলিয়াছিলেন যে শিক্ষার ভার আমার হাতে দাও আমি এক শতাব্দীর কম সময়ে সমস্ত ইউরোপ ভূখণ্ডের মূর্ত্তি বদলাইয়া দিব। ডেকার্টের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফল হইতে যে মত বাহির করিয়াছেন তাহা ধরিয়া তিনি বলেন যে পৃথিবীতে পাকা জ্ঞান, সকল জিনিস অপেক্ষা বহু বিস্তৃত, এক মন অপর মন হইতে যে ভিন্ন হয় তাহা কেবল বিভিন্ন রাস্তায়, চিন্তাকে চালনা করার জন্য। বহুদর্শনিজ্ঞান হইতে সকল জ্ঞানের উৎপত্তি, জন্মগত কিছুই নাই যাহাদের মত সে দলের লোক লক্ (Locke) বলেন যে শিক্ষানুসারে এক শতের মধ্যে ৯০ জন সমাজের পক্ষে ভাল কিম্বা মন্দ ব্যবহার্য্যণীয় কিম্বা অনিষ্টকর। হেল্‌ভিশিয়স ইহাকে চরমে তুলিয়া বলেন যে সকল মানুষই সমান বুদ্ধি লইয়া সমান হইয়া জন্মায়, শিক্ষার জন্যই তাহাদের ভিতর পার্থক্য হয়। তিনি আরও বলেন যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, স্মরণ শক্তির দৌড়এ, একাগ্রতার পারকতায় সকল মানুষই সমান এবং সকলেই উচ্চতম ধারণায় উঠিতে পারে, এই অসম্ভব উক্তি করিয়া বলেন যে প্রভেদ কেবল অবস্থার পার্থক্য জন্য হইয়া থাকে।

আমরা শিক্ষার উপর সেইটুকু আরোপ করি যাহা ইহার নিজের, এবং আপনা আপনি উদ্ভবের অধিকারকে ইহার বিরুদ্ধে সমর্থন করি, কারণ [illegible] কারণ আমাদের ভিতরে। আমরা বলি আপনা [illegible]

উদ্ভব এবং বংশানুক্রমিতা একই জিনিস। কতকগুলি মানসিক গুণ স্বতঃসিদ্ধ ব্যতিক্রম হইতে হয় কিম্বা বংশানুক্রমিক চালনা হইতে উৎপন্ন হয় এ প্রশ্নের কোন মূল্য নাই। আমাদের কেবল দেখাইলেই হইল যে তাহারা শিক্ষার পূর্ব্বে রহিয়াছে এবং শিক্ষা মাঝে মাঝে তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিতে পারে কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারে না; বংশানুক্রমিতার প্রতিপক্ষেরা ভুল করেন যখন তাঁহারা শিক্ষা রূপ বাহ্যিক কারণের দ্বারা তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হয়েন যাহা আভ্যন্তরিক চরিত্র রূপ কারণ হইতে হয়। তাহাদের তর্ক কেবল এই উভয় সঙ্কট জিনিস লইয়া শেষ হয়; ছেলেরা তাহাদের বাপ মায়ের সদৃশ হয় না, আর বংশানুক্রমিক নিয়ম বলিয়া কিছুই নাই, আর না হয় নৈতিক বিষয়ে পিতা মাতার সদৃশ হয় আর শিক্ষা ছাড়া আর কোন কারণের দরকার হয় না। ইহা খুব স্বাভাবিক যে চিত্রকর কিম্বা সঙ্গীতজ্ঞ তাহার ছেলেকে নিজের বিদ্যা শিখাইবে, চোর তাহার ছেলেকে চৌর্য্য শিখাইবে ভ্রষ্টাচারের মধ্যে যে ছেলে জন্মাইবে সে তাহার চতুঃপার্শ্বের দাগ নিশ্চয়ই পাইবে।

সেই সময়ের চলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গল (Gall) যাহা দেখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহার ন্যায্যতা স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে প্রত্যেক জাতির ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণের বৃত্তি দেখা যায় এবং প্রবণতার এই বৈচিত্র হইতেছে একটী সর্ব্বজনীন তথ্য ইহার উপর শিক্ষার কোন হাত নাই। গৃহপালিত পশুর মধ্যে স্প্যানিয়াল এবং শিকার নির্দ্দেশক কুকুরের সমান ঘ্রাণশক্তি এবং শিকার বাহির করিবার ক্ষমতা থাকে না, মেষপালকদের কুকুরের একরকমের সহজজ্ঞান থাকে না; ঘোড়দৌড়ের একই জাতীয় ঘোড়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রুত গমনের পারকতা; একই জাতীয় বোঝা টানা ঘোড়ার মধ্যে জোরের তারতম্য দেখা যায়। বন্য জীবের পক্ষেও এইরূপ হইয়া থাকে। গায়ক পক্ষীরা প্রকৃতিসিদ্ধ তাহাদের জাতির স্বর পায় কিন্তু সেই স্বরের মধুরতা, গভীরতা এবং প্রকারের ভিন্নতা দেখা যায়। পাত্রকুইন এমন কি ঘোড়া ও কুকুরের মধ্যে জড়বুদ্ধি বাতিকগ্রস্ত উন্মত্ত দেখিয়াছিলেন।

মানুষের পক্ষে বাছা বাছা কতকগুলি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহা হইতে দেখা যায় যে আপনা আপনি উদ্ভব যাহা বংশানুক্রমিতা ও তাহাই, শিক্ষার প্রভাবের অসম্পূর্ণতা আর দেখাইতে হইবে না। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত ডালেম্বার্ট (D'Alembert) নামক কুড়ানো ছেলে আগানায় যে সার্শী বসায় তাহার স্ত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল, অতি দরিদ্র কখনও কাহার নিকট ভাল পরামর্শ পায় নাই, সঙ্গীরা, শিক্ষক ও পালনকারিণী মাতা সর্ব্বদাই তাহাকে বিদ্রুপ করিত তথাচ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া ২৪ বৎসর বয়সে বিজ্ঞান সভার সভ্য হইয়াছিল; এই তাঁহার যশের আরম্ভ মাত্র। মনে করা থাউক তাঁহার নিজের মা ম্যাডিমইদেলডি টেনসিন তাহাকে মানুষ করিল, অল্প বয়সে বৈঠকখানায় বড় বড় লোকেরা যেখানে জমা হইতেন সেখানে তাঁহাদের নিকট বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের কূট সমস্যা সকল শুনিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আলাপ শুনিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি হইতে লাগিলেন, এ ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিতার বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতিভায় শিক্ষার ফল নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। অনেক বড় লোকের জীবনে দেখা যায় যে শিক্ষার ফল কতক ক্ষেত্রে অতি সামান্য অপর অপর জায়গায় অনিষ্টকারক। বড় বড় সেনাপতির কথা ধরিলে দেখা যায় আলেকজেণ্ডার ২০ বৎসর বয়সে জয় করিতে আরম্ভ করেন, বড় সিপীও আফ্রিকেনস ২৪ বৎসরে, সার্লেমাঁ ৩০শে, দ্বাদশ চার্লস ১৮তে, রাজপুত্র ইউজিন ২০ বৎসর বয়সে অষ্ট্রীয় বাহিনীর নায়ক হইয়াছিলেন এবং ২৬ বৎসর বয়সে বুনোপার্ট ইটালীর সেনানায়ক হইয়াছিলেন। ঐরূপ অকালপক্বতা অনেক শিল্পী আবিষ্কর্তা ও চিন্তাশীল লোকের ভিতর দেখিয়া মনে হয় যে আপনা আপনি উদ্ভবের তুলনায় শিক্ষার ফল নগণ্য।

শিক্ষার ফলকে ইহার প্রকৃত সীমার ভিতর আবদ্ধ করিলে দেখা যায় যে ইহা মাঝারি রকমের প্রকৃতির উপর ফলোপদায়ক হয়। ইহাকে রৈখিক আকারে দেখাইলে দুইটা চরম প্রান্তে জড়বুদ্ধিতার ধাপে ও প্রতিভার ধাপে ইহার প্রভাব নিম্নতম, গড় মনুষ্য মনের উপর উচ্চতম লক্ষিত হয়। বুদ্ধিমত্তার যত উপর দিকে উঠি এ প্রভাব কমিতে থাকে, উচ্চতম প্রতিভার কাছাকাছি আসিলে আর কিছুই থাকে না।

শিক্ষার প্রভাব এত পরিবর্ত্তনসহ যে সন্দেহ হয় ইহার কোন অনন্য-সাপেক্ষ গুণ আছে কি না। ইতিহাসের ঘটনা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই কারণ উহাতে বিখ্যাত বড়লোকদের কথাই থাকে। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় যাহা বলে তাহাই ধরিতে হইবে। নাস্তিক পরিবারে ধার্ম্মিক ছেলে ও বিশ্বাসী পরিবারে অবিশ্বাসী ছেলে পাওয়া বিরল নহে। ভাল দৃষ্টান্তের মধ্যে ভ্রষ্টাচারী লোক ও নিরীহ শান্তিপ্রিয় পরিবারে উচ্চাভিলাষী লোক দেখাও বিরল নহে। একথা সাধারণ লোকের উপরেই আরোপ করিতেছি যাহারা সীমাবদ্ধ মঞ্চের উপর কার্য্য করে, যাহাদিগের মৃত্যু হইলেই সকলে ভুলিয়া যায়।

শিক্ষা হইল কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি; সভ্য জাতির মধ্যে ইহা অনেক কৌশলে বহু পরিশ্রমে এমন অট্টালিকা উত্থিত করে যাহার বিশেষ বিশেষ অংশ পরীক্ষা করিলে আমরা চমৎকৃত হইয়া যাই। সভ্যভব্য ভদ্রলোকের সঙ্গে অসভ্যের তুলনা করিলে কতই না পার্থক্য অনুভূত হয়। ছয় হাজার বৎসরের অধিক এই দুইএর মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। অনেক-গুলি অভ্যাস যাহা শিক্ষা হইতে প্রাপ্ত হই তাহা অর্জ্জন করিতে বহু শতাব্দীর চেষ্টা লাগিয়াছে। বহু শত পুরুষে যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাকে শিক্ষা আমাদের ভিতর বসাইয়া দেয়। শরীরকে উন্নত করিতে, মনের চর্চ্চা করিতে, আচার ব্যবহার ঠিক করিতে বহু লক্ষ লোকের উদ্ভাবনী শক্তির দরকার হইয়াছে। পূর্ণ শিক্ষার অর্থ কি একবার ভাবিয়া দেখ। কি করিয়া চলিব, দৌড়াইব, কুস্তি করিব, অসি চালনা করিব, ঘোড়ায় চড়িব এবং অপরাপর শারীরিক ব্যায়াম করিব এ সমস্ত জানিতে হইবে, অনেক ভাষা জানিতে হইবে; কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা জানিতে হইবে; বিচারণ অনুচিন্তন করা শিখিতে হইবে; প্রচলিত প্রথা ও লোক ব্যবহারের অনুষায়িক সকল কার্য্য করিতে হইবে। এই সকলের প্রত্যেক কার্য্যটিকে অভ্যাসে পরিণত করিয়া যন্ত্রবৎ করিতে হইবে; এই সকল অভ্যাসের একত্র সম্মিলনে তবে পূর্ণ শিক্ষা হইবে। অনেক কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগের ভিতরে একটী দ্বিতীয়

প্রকৃতি তৈয়ারি হইয়াছে যাহা আসল প্রকৃতিকে এরূপ ভাবে ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে যেন ইহাকে গ্রাস করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। আমাদের সময়ে ইহাও বিরল নহে যে উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এরূপ শিক্ষার পাতলা ঢাকন কিম্বা চকচকে বার্ণিস পাইয়া থাকে যাহার সামান্য ঘর্ষণে আঁইস সকল খসিয়া পড়ে আর প্রকৃত পাশবিক প্রকৃতি, বর্ব্বরোচিত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অদম্য লালসা বাহির হইয়া পড়ে; সভ্যতা যে সকল বন্ধন ইহার উপর চাপাইয়াছে তাহা ছিন্ন হইয়া যায় এবং বর্ব্বরতায় ফিরিয়া আসিয়া যেন ঘরে আসিল মনে করে। আমরা অবাক হইয়া যাই যখন দেখি শান্তির সময় যে জাতি ভদ্র, বিনীত, দয়ালু, দাতা ছিল সে যুদ্ধের সময়ে সকল রকম আতিশয্যে যাইয়া পড়ে। ইহার কারণ হইতেছে, যে যুদ্ধের অর্থ বর্ব্বরাবস্থায় ফিরিয়া আসা যাহা মানুষের আদি প্রকৃতিকে জাগাইয়া তোলে যেমন ইহা সভ্যতার পূর্ব্বে ছিল, ইহার সঙ্গে বর্ব্বরোচিত সাহস, শক্তির পূজা এবং অসীম ইন্দ্রিয়াসক্তিকে লইয়া আসে।

কার্লাইল বলিয়াছেন যে সভ্যতা হইতেছে একটী ঢাকন যাহার নীচে অসভ্য প্রকৃতির নারকীয় অগ্নি সদাসর্ব্বদা জ্বলিতেছে।

এই সকল তথ্য আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। শিক্ষা সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে ইহা খুব সাবধানে বিশ্বাস করিতে হইবে। ইহার উপকারিতার লাঘব করিতে চাহি না। বহু শতাব্দীর চেষ্টার ফলে যাহা আমরা হইয়াছি তাহা শিক্ষার দ্বারা হইয়াছে। গড় মনের উপর শিক্ষা মহা কার্য্য করিয়া থাকে, উন্নতির মনই কার্য্যের সূত্রপাত করে, মাঝারি মন সকল প্রতিক্রিয়া করে এবং মনুষ্যত্বের উন্নতি এই প্রতিক্রিয়া হইতে হয় যাহা গতি সঞ্চার করে, যেমন ক্রিয়াগুলি প্রথমে দিক নির্ণয় করিয়া দেয়।

৩

নৈতিক অভ্যাস সকল তৈয়ারি করিতে বংশানুক্রমিতার যে হাত আছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার অবস্থায় আমরা এখন পৌঁছিয়াছি। কিন্তু আমাদের কার্য্য সুগম হইত যদি নৈতিক ধারণা সকলের উৎপত্তি

ও তাহাদের বিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা থাকিত। কেহ যদি ক্রমবিকাশের মতের উপর দাঁড়াইয়া দেখাইতে পারিত যে মনুষ্যের নীতি অসভ্য জাতির নিম্ন আকারের শ্রেণী হইতে বর্ত্তমান উচ্চ আকারের শ্রেণীতে উঠিতে পর পর কিরূপ ক্রমের ভিতর দিয়া পার হইতে বাধ্য, এই উন্নতির বিভিন্ন অবস্থাগুলি যদি এরূপ চিহ্নিত হইত যে তাহাদের পরস্পরের ন্যায়ানুমোদিত নির্ভরতা বুঝিতে পারিতাম, আরও বুঝিতে পারিতাম, একটী আর একটীর পিছনে থাকে কেন,—তাহা হইলে আমরা সহজে দেখিতে পাইতাম যে এই বিকাশের ভিতর বংশানুক্রমিতা উৎপাদক ভাবে কিরূপে আসিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নৈতিক ধারণার উৎপত্তি পূর্ণভাবে কেহই দেখায় নাই, এ কার্য্য করিতে পারদর্শী ব্যক্তির দরকার। মিঃ স্পেন্সার এ কার্য্য তাঁহার সমাজতত্ত্বে করিবেন বলিয়া যতক্ষণ অপেক্ষা করিব তাহার মধ্যে একটা মোটামুটি খসড়া করিবার এখানে চেষ্টা করিব।

ইহা করিতে দুইটী প্রণালী আছে, একটী বিশ্লেষণাত্মক যাহাতে চলিত নৈতিক ধারণা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে যাহা সভ্য জাতির আচার ব্যবহারে, আইনে ও মতামতে প্রকাশ পায়; তাহার পর ইতিহাসের গতি ধরিয়া পিছাইয়া যাইতে হইবে ও নূতন রকমের সমস্ত ভাবকে বাদ দিতে হইবে, পর পর এইরূপ সরল করিয়া সমস্ত নীতির ভিত্তিতে এবং আসল অবস্থায় পৌঁছিতে হইবে। আর একটী সংশ্লেষণ প্রথা যাহাতে সমাজের অত্যন্ত অসভ্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মানবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং ইতিহাসের সাহায্য লইয়া নৈতিক ধারণার সরল হইতে জটিল ক্রমবিকাশ স্থির করিতে হইবে। একটা বিন্দু আছে যেখানে ইতিহাস ব্যর্থ হয়। সমস্ত সভ্যজাতির উপলব্ধি লইয়া ইতিহাস, যাহাতে পরম্পরাগত প্রবাদ বাক্যের ধারাবাহিকতা বুঝায় সে জনশ্রুতি লিখিত হউক কিম্বা মৌখিক হউক। কিন্তু এরূপ নিরবচ্ছিন্নতা সেই জাতির ভিতর দেখা যাইতে পারে না যাহাদের স্মৃতিস্তম্ভ নাই এবং কেবল দৈনন্দিনের হিসাব মাত্র থাকে। কিন্তু ইতিহাস যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে মানবতত্ত্ব আমাদের চালক হয়।

মনুষ্য জাতির কেবল শারীরতত্ত্ব লইয়া আদিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল কি না ইহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। অসভ্য জাতির যুগ ধরিয়া আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইল। অসভ্য লোক বালকের ন্যায়, একথা সকল ভ্রমণকারীই সমর্থন করে। তাহার মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লক্ষণ হইতেছে বোধশক্তি ও কল্পনার (নিম্ন আকারের প্রাধান্য); নৈতিক হিসাবে সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা। তাহাদের ধারণা ও ভাবের অত্যন্ত গতিশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অঙ্গভঙ্গী, চীৎকার, গাকে মোচড়ান, বাঁদুরে চাতুরীতে প্রকাশ পায়। তাহারা খেয়ালের উপর কার্য্য করে মতলব ধরিয়া নহে। ডুমণ্টডার্ভিল (Dumont dirville) অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা বালকদের সঙ্গে ঠিক মিলে এমন কি ছোট ছোট বিষয়েও যেমন S. R. অক্ষরের ছেলে মানুষী উচ্চারণে পর্য্যন্ত নীতির কেবল বাহিরের আদড়া ছাড়া আর তাহাদের কিছু থাকা অসম্ভব। প্রত্যেক লোক প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রাগ দ্বেষাদি প্রচণ্ড ভাবের বশবর্ত্তী হয়, তাহাদের জীবন খেয়ালের ঘূর্ণাবর্ত্ত বলিলেই হয়, বাসনা এবং কার্য্যের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই কারণ তাহারা অনু-চিন্তন করিতে পারে না। তাহাদের জীবন হইতেছে হাঙ্গামাকারী রক্ত-পিপাসু তাহাতে শৃঙ্খলা কিম্বা যুক্তির চিহ্নও নাই।

প্রথম উন্নতি শাসনের চাপে আরম্ভ হইল। জ্ঞানী রাজা কিম্বা পুরোহিত ঈশ্বরের নামে অথবা অমানুষিক শক্তিধারী কোন সত্তার ভয় দেখাইয়া ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকে সঙ্কোচ করে এবং এই সকল প্রচণ্ড প্রকৃতিকে দমন করে এই সকল বিধি ব্যবস্থা সর্ব্বদাই ভঙ্গ হইত তথাচ ইহাকেই সামাজিক বিচারের বীজ স্বরূপ ভাবিতে হইবে, ইহার পর সম্পত্তির উপর যখন সম্মান করা আরম্ভ হইল সভ্যতার চেহারা দেখা দিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নিউজিলাণ্ড ও টোঙ্গা দ্বীপ নিবাসীদের এইরূপ ছিল। অষ্ট্রেলিয়া-বাসী অপেক্ষা উচ্চতর নিউজিলাণ্ডবাসীরা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ছিল। তাহাদের ইতিমধ্যে সম্পত্তির উপর অধিকারের জ্ঞান হইয়াছিল এবং জাতি সকলের অধিকারের উপরও লক্ষ্য হইয়াছিল এমন কি শত্রুর প্রতিশ্রুতিতেও তাহারা

বিশ্বাস করিত। তাহাদের ভিতর চৌর্য্য ছিল না। মার্সডেন (Marsden) বলেন একটী জাতির সর্দার একজন পুরাতন লোহা চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন, সাধুতার অপরাপর দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।

যে জাতি পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের ধারণায় না উঠিতে পারে, তাহাকে অপরিহার্য্য ঘটনায়, ন্যায়বিচারে, নাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। নীতি শাস্ত্রের ঠিক মূল্য ধরিতে হইলে ইহাকে প্রচলিত প্রথা সম্মত বলিতে হইবে এই মতই এখন বহু বিস্তৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা ইহাকে আদি চুক্তির উপর স্থাপিত কৃত্রিম পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের সময়ের পূর্ব্বে প্যাস্কাল (Pascal) এক অনুমান করিয়াছিলেন যাহা মণ্টেনের (Montaine) প্রকাশিত মতের সঙ্গে মিলে যে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল হইতেছে নিত্য, অচল, দৃঢ়বদ্ধ একথা যাহারা বলে তাহারা তামাসা করে।

এ মতের প্রতিপক্ষদের ভাল জবাব দেওয়া হইত যদি তাঁহারা নৈতিক ধারণা ক্রমবিকাশ হইতে হয় এ মত ধরিতেন, কারণ এ বিশ্লেষণ ইহার ভিত্তি পর্য্যন্ত যাইয়া ইহার প্রকৃতি ও দৃঢ়বদ্ধতা দেখায়। মানুষকে বুদ্ধিমান জীব বলিয়া মনে করিলে সমাজে বাস করিতে হইবে, কারণ স্বতন্ত্র একেলা থাকিলে মন বলিয়া কোন জিনিস হইত না। সমাজকে ইহার খুব সরল আকারে কতকগুলি নিশ্চিত অবস্থার উপর থাকিতে হইবে। মনে কর কোন সমাজের লোকেরা খুন করা এবং লুটপাট করাকে ভাল বলিয়া মনে করে কিম্বা উহার উপর উদাসীন থাকে, যথায় বাপ মা শিশুদিগকে রক্ষা করে না এবং ছেলেরা বাপ মায়ের উপর কুব্যবহার করে, এরূপ সমাজ টিকিতে পারে না, ইহাকে মরিতেই হইবে। ইহা যদি বাঁচিতে পারে তাহা হইলে মস্তকশূন্য acephalous কিম্বা জলপূর্ণ মস্তক hydrocephalous বিশিষ্ট বিকটাকার জীবও বাঁচিয়া থাকিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, শারীর বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এরূপ হওয়া অসম্ভব। প্রচলিত অবস্থার বাহিরে প্রত্যেক বিকটাকার শরীরধারী অপরিহার্য্যরূপে নাশ প্রাপ্ত হইবে। সামাজিক শরীরের পক্ষেও এই নিয়ম। নীতিশাস্ত্র আসল জিনিসে কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত

না হইলে মানুষ অদৃশ্য হইয়া যাইবে। নীতিধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় আকার সকলকে মণ্টেন (Montaigne) হাস্যোদ্দীপক জিনিস বলিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে যাইলে বলিতে হইবে নীতি ধর্ম্ম ছাড়া সমাজ ও সমাজ ব্যতীত মনুষ্য জাতি টিকিতে পারে না। এ কারণ ইহাকে প্রচলিত লোক-মত বলিতে পারি না, ইহা সকল জিনিসের প্রকৃতির আবশ্যকীয় পরিণাম ইহা অপরিবর্ত্তনীয়, আবশ্যকীয় অলঙ্ঘনীয়, এ বিশেষণগুলি গোলমেলে অর্থে ব্যবহৃত হইল না, ইহা প্রকৃতির ন্যায় নিত্য এবং ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তির ন্যায় অবশ্য পালনীয়।

নীতিশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারণাকে ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের মত যদিও দেখায়, ইহা অপ্রত্যাশিত ফলে আমাদিগকে লইয়া যায়। এ বিষয়ের ভাল করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে নীতি ধর্ম্মের উন্নতি বলিলে কি বুঝায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। এ সম্বন্ধে কথা কহিতে যাইলে ইহা আসলে অপরিবর্ত্তনীয় বলিলেই যথেষ্ট মনে করা হয় যদিও আকস্মিক ঘটনায় ইহা পরিবর্ত্তনশীল। পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তনের অধীন বলিয়া যদি ধরা হয় তাহা হইলে ইহার স্থায়িত্ব প্রভূত্ব-ব্যঞ্জকতা থাকে না এবং সকল জিনিসের ইহা যে অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম তাহা অস্বীকার করা হয়। অপর দিকে ইহা কোন পরিবর্ত্তনের অধীন নহে বলিলে ইতিহাসকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, সত্য ঘটনাকে অঙ্গহীন করা হয়, আংশিক ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলিয়া ধরা হয়, এবং এ সমস্যার সমাধান না করিয়া বাজীকরের ন্যায় ইহা লইয়া ভেল্কি করা হয়। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে আজ কালের ফ্রান্সের নীতিধর্ম্ম, দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট ফ্রাঙ্ক রাজাদের সময়ের নীতি নহে। আমাদের সময়ের কোন বিশপ ক্লভিসের (Clovis) অন্যায় আচরণকে সে ভাবে বিচার করিবেন না যে ভাবে টাওয়ার্সের গ্রেগরী করিয়াছিলেন যদিও তাঁহার পবিত্রবংশে জন্ম এবং সিদ্ধ পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হইতে যাইতে ছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এ অনুসন্ধান কখনই করা হয় নাই। যদি নীতি বিষয়ে অপরিবর্ত্তনীয়কে পরিবর্ত্তনীয় হইতে এবং আদিকে অর্জ্জিত হইতে পৃথক করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বংশানুক্রমিতার ইহার উপর প্রভাব

স্থির করা সহজ হইবে, কারণ ইহা পরিবর্ত্তনীয় উপাদান যাহা ক্রমবিকাশ আইনের অধীন অর্থাৎ তাহার উপর কার্য্য করে।

অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে কিন্তু কিছুই ঠিক করা হয় নাই। এখানে ইহা করিতে চেষ্টা না করিয়া এ প্রশ্ন কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ এই সাধারণ ভিত্তি যদি থাকে, কতকগুলি নৈতিক সত্য যদি থাকে যে গুলি অপর সকলের আধার স্বরূপ, তাহা হইলে ইহা খুব সাধারণ রকমের অস্পষ্টরূপ ধারণ করিবে। প্রত্যেক নৈতিক কার্য্যকে বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রকৃত কিম্বা সম্ভবনীয়, এই অসংখ্য ঘটনার গোড়াতে দেখিতে হইবে ও বিস্তারিত প্রণালীর দ্বারা ইহাকে নির্ণয় করিতে হইবে, এ প্রণালীর বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারিতা থাকিলেও ইহাকে কৃত্রিম বলিয়া ধরিতে হইবে। সরল এবং খোলাখুলিভাবে ইহাকে দেখান যায় না মোট সমষ্টির ভিতর ইহা একটা অংশ মাত্র। প্রত্যেক নীতিধর্ম্ম কার্য্যের গোড়ায় শেষ নিদান স্বরূপ যে সূত্র দেখা যায় তাহাকে তর্জ্জমা করিলে এইরূপ হয়; নিজের মঙ্গল চাও ত পরের মঙ্গল কর, নিজেকে সম্মান করিতে হইলে পরকে সম্মান কর। এই সকল সূত্রই চরম এবং স্বাভাবিক।

ইহা স্বীকার করিলে নীতিধর্ম্মে অপরিবর্ত্তনীয় এবং পরিবর্ত্তনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বাহির করিতে সক্ষম হইব। সভ্যজাতির ভিতর প্রত্যেক নৈতিক কার্য্য এত জটিল যে ইহা সমস্তটার ভিতর একটী সামান্য অংশ। উপরোক্ত দুইটী সূত্রের সঙ্গে যন্ত্র সম্বন্ধীয় বিদ্যা অর্জ্জনের মনে হয় কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার; মনের প্রবণতা এই বিদ্যা অর্জ্জনের দিকে, কেন ইহা অর্জ্জন করিতে যাইতেছে তাহার উদ্দেশ্য ইত্যাদি ইহার প্রত্যেকটী আবার খুব জটিল, এই সকল মৌলিক উপাদানের গাদার ভিতর নৈতিক উপাদানটী যেন হারাইয়া যায় এবং একটী ক্রিয়ার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

অপরিবর্ত্তনীয় উপাদানটী ইহার অতি সামান্য অংশ; পরিবর্ত্তনশীল উপাদানের ভিতর এই সকলের সমষ্টি থাকিয়া যায় যথা ধারণা, বিচার,

সম্বন্ধান্বেষণ, স্মৃতি পথে আনয়ন করা, মনের আবেগ ও ভাব সকল, অভ্যাস, সকল জিনিসের উপর মতামত, যাহা সময়ে সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, কুসংস্কার, ভুল, মানব মনের ক্রমবিকাশের আইন অনুসারে যাহা প্রত্যেক শতাব্দীতে জাতির এবং ব্যক্তির ভিতর বদলাইয়া যায়।

এমত ধরিলে পরস্পরে বিরুদ্ধ অনেক তথ্য দেখিতে পাই যাহারা একই নৈতিক সূত্রে পড়ে যেমন ব্যোমযানের উত্থান ও প্রস্তরের পতন এক ম্যাধ্যাকর্ষণ নিয়মের দ্বারা সংঘটিত হয়। নির্জ্জন স্থানে কোন ছেলেকে কুড়াইয়া পাইলাম, তাহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া মানুষ করিলাম, শিক্ষা দিলাম এবং সকল বিষয়ে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করিলাম নিঃসন্দেহে সকলেই এ কার্য্যের জন্য আমাকে প্রশংসা করিবে। মনে মনে শতাব্দী যদি পিছাইয়া যাই ও ম্যাড্রিড কিম্বা সেভিল নগরে উপস্থিত হই দেখিতে পাইব আদালত গৃহ সজ্জিত, দলে দলে লোক বিচার দেখিতে যাইতেছে, পুরোহিতের দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতেছে যেখানে তাহাদের মতে বিধর্ম্মীদিগকে দল বাঁধিয়া পোড়াইতে হইবে। এই দুই বিসদৃশ কার্য্য একই উদ্দেশ্য হইতে প্রসূত অপরের মঙ্গল করা। প্রথমটী ছেলে মানুষ করা ঠিক বিচারের ফল, দ্বিতীয়টী কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন।

প্রকৃত নৈতিক উপাদানের ইহাতে সামান্য অংশ আছে, এবং যাহাকে ইহার অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তি বলা হয় তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। ধারণা, বিচার যাহা ইহার সঙ্গে জড়িত তাহারাই ইহাকে পূর্ণ করে ও ইহাতে পরিবর্ত্তন আনে। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে অত্যন্ত বিবদনীয় প্রবাদ বাক্যে অনেক সত্য রহিয়াছে সকল অপরাধ হইতেছে অজ্ঞতা (Omnispoccans est ignrans)

ইহা যদি স্বীকার করা হয় যে নৈতিক কার্য্যের ভিতর অনেক সংখ্যক ধারণা, বিচার এবং ভাব রহিয়াছে, যাহাদের উপর বংশানুক্রমিতা প্রভাব বিস্তার করায় বোধ এবং বুদ্ধি বৃত্তির উপর ইহা যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে ইহাকে অনেকটা শাসনে রাখে এবং অভ্যাস ও নীতি

ধর্ম্মকেও ইহা প্রভাবিত করে, অর্থাৎ মানসিক বংশানুক্রমিতা ও নৈতিক বংশানুক্রমিতা একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন আকার। সমাজের ক্রম বিকাশের অবস্থাকে ঠিক করিতে বংশানুক্রমিতার কতটা হাত আছে তাহা সংক্ষেপে দেখাইলেই চলিবে।

সকলেই স্বীকার করেন যে আদিম সমাজ ৩টী অবস্থার ভিতর দিয়া পার হয় যথা শিকার, মেষ পালন ও কৃষি। সভ্যতার আরম্ভ কৃষি হইতে। বর্ত্তমান সমগ্র অসভ্য জাতি শিকার, মাছ ধরা ও যুদ্ধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এ ক্রমের লক্ষণ হইতেছে অসীম সামরিক প্রবৃত্তির পুষ্টি, রক্ত লিপ্সা ও যাযাবর বেপরওয়া জীবন। বালকের ন্যায় অসভ্যেরা হাঙ্গামাকারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এরূপ সমাজ আর উন্নতি করিয়া উপরে উঠিতে পারে না, হয় মরিয়া যায় না হয় কোন উন্নত জাতি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞ লোকের কর্কশ শাসন মানিয়া চলে তাহাদের আচার ব্যবহার কম প্রচণ্ড হইতে থাকে ও বংশানুক্রমিতার প্রভাব ক্রমশঃ যোগ হইয়া, তাহাদিগকে সভ্য করিয়া তুলে।

প্রথম প্রথম অসভ্যদের আদিপুরুষের লোকেরা বড়ই অনিচ্ছার সহিত আইনের বশবর্ত্তিতা মানিয়া চলে। তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আটক সকল মানিতে বড় কষ্ট হয়, পরে শিষ্টাচারের অভ্যাস বংশানুক্রমিতার দ্বারা চালিত হইয়া পরবর্ত্তী পুরুষের লোকদিগকে আইন মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত করে। ইহাতে অনেক ব্যতিক্রম ঘটে, মধ্যে মধ্যে আদিম সময়ের উৎকট প্রবৃত্তি সকল ফিরিয়া আসে, তথাচ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অসভ্য প্রবৃত্তি সকল কমিতে থাকে।

তাতার এবং মোগল যাযাবর জাতিদেরও ঐরূপ। শিকারের উপর নির্ভর করে যে সকল জাতি তাহাদের অপেক্ষা ইহাদের আচার ব্যবহার কম প্রচণ্ড এবং ইহারা বেশী সামাজিক তথাচ সাহসের কার্য্যের দিকে অতিশয় রুচি থাকায় ইহাদিগকে সভ্যতার নিম্নস্তরে আটকাইয়া রাখিয়াছে। সভ্যতাকে জমি ধরিয়া থাকিতে হইবে এবং বহুক্ষণ উপবেশনে অভ্যস্ত এরূপ জীবন যাপন করিতে হইবে; নগর, রাস্তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে হইবে অর্থাৎ সেই সকল স্থায়ী জিনিস যাহা লইয়া সভ্যতা।

তুর্ক এবং মাঞ্চু জাতিরা সভ্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার লইয়া নিজেদের যাযাবর প্রবৃত্তি হারাইয়াছে। জেঙ্গিস খাঁ এবং টাইমুর লঙ্গের অধীনে মঙ্গলেরা এরূপ করিতে অসমর্থ হইয়া অল্পদিন গৌরবের সময়ের পর পূর্ব্বের আচার ব্যবহারে যাইয়া পড়িল।

যে সকল জাতির সমাজ বন্ধনের দিকে ভবিতব্যতা তাহারা প্রথম হইতেই কৃষিকার্য্য ধরিয়া থাকে, এবং ইহার অর্থে যাহা বুঝায়, সম্পত্তির বিভাগ, কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্র এবং বিদ্যা, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা। এ কার্য্যের এইবার দুরূহ অংশ আরম্ভ হইল কারণ নৈতিক ধারণার বিজ্ঞান সম্মত আদি কারণ ঠিক করিতে না পারায় ইহাতে হাত দিতে আমরা পারি না। সভ্যতার প্রত্যেক উন্নতিশীল ধাপের পূর্ব্বে নূতন রকমের জীবন যাত্রা থাকিতে হইবে। জীবনের সরল অবস্থার পরে উত্তরোত্তর জটিল অবস্থা আসিয়া সভ্যতার এক এক ক্রম আগাইয়া দেয়। এই সকল নূতন অবস্থায় উপযুক্ত করিতে বংশানুক্রমিতা কি খেলা খেলিয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে। আমরা দেখাইয়াছি মানুষের আদিম অবস্থার লক্ষণ হইতেছে বেআইনী স্বার্থপরতা তাহার পর যেমন সভ্যতা বাড়িতে লাগিল সহানুভূতির ঝোঁক ফুটিতে লাগিল যাহাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলে। এরূপ ধর্ম্মের প্রবৃত্তি বরাবরই রহিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে স্বার্থপরতা-বাদের লোকেরা যতই বলুক না কেন। মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে যেরূপ দেখা যায় নিষ্কাম ধর্ম্ম স্বভাবজাত। নিম্নশ্রেণীর জীবের ভিতর যাহাদের মধ্যে লিঙ্গের পার্থক্য এখনও হয় নাই কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রবৃত্তি দেখা যায়; কিন্তু লিঙ্গের প্রভেদ যেমন দেখা দিল অমনি ভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি দেখা দিল অর্থাৎ স্বার্থপরতা ছাড়িয়া নিষ্কামতার দিকে বুদ্ধি যত বাড়িতে লাগিল উহাও তত অগ্রসর হইতে লাগিল।

মানুষের ভিতর স্বাভাবিক সহানুভূতির ঝোঁক যে রহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; যে গুলি হইতেছে জটিল ভাব সকলের বীজ যথা দেশহিতৈষিতা, সর্ব্বজন হিতৈষিতা, সমাজের উপর কিম্বা কোন বিশেষ ভাবের উপর ভক্তি। পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে জটিল ভাব এবং ধারণার উৎপত্তির কতকটা জ্ঞান পাওয়া যায় যে বংশানুক্রমিতা নৈতিক অভ্যাস

তৈয়ারি করিতে এবং নীতিধর্ম্ম বিকাশ করিতে কি কার্য্য করিয়াছে, নীতির ক্রমবিকাশ এবং বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশ এক জিনিস মনে করিতে হইবে।

বংশানুক্রমিতার একটা উল্টা দিকও আছে। কিছু কিছু সঞ্চিত হইয়া ইহা উন্নতিকে সাহায্য করে আবার সভ্য অবস্থার মাঝে থাকিয়া এমন সব ভাব ও ঝোঁক লইয়া আসে যাহার সভ্যতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা আটাভিজমের দৃষ্টান্ত খুব সভ্য লোকের ভিতরও দেখিতে পাই সেই সাহসের কার্য্যে অতৃপ্ত বাসনা, অসভ্য রুচি, মৃগয়ার উপর পাগলের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভালবাসা। এই সকল ব্যসন আবার শক্তি ও মহত্বের ভিত্তি এগুলিকে দমন করিলে মনুষ্যত্বের জীবন্ত শক্তিকে দুর্ব্বল করা হইবে, একারণ সভ্যতার কার্য্য হইতেছে এ সকল ব্যসনকে শাসিত করা একবারে ধ্বংস না করিয়া। এই সকল উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যকারিতাকে অনাবিষ্কৃত জঙ্গলময় স্থানের দিকে চালিত করিতে পারিলে অনেক উপকার হয়। সভ্যতার সীমার বাহিরে এই সকল লোক সভ্যতার কার্য্য করে। কতকগুলি বাহিরে না যাইয়া ইহার গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া যায় তাহারা সমাজের ঘৃণার্হ হইয়া থাকে এবং আদিম মনুষ্যের আচার ব্যবহার দেখায়।

অনেক ধর্ম্ম মত যাহাদিগকে অস্পষ্ট ভাবে দেখার জন্য সেই সকল ধর্ম্ম মতের বিশ্বাসানুসারে প্রকাশ করিয়াছে তাহাকে বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করিতে চায়। ঐ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধারণ বিশ্বাস যে মনুষ্য পতিত জীব, যে আদি পাপের দাগ ধরিয়া রাখিয়াছে যাহা বংশানুগতির দ্বারা বংশধরে চালিত করিতেছে। বিজ্ঞান এই অস্পষ্ট অনুমানের ব্যাখ্যা করে। মনুষ্যের আদি অবস্থা কি ছিল তাহা না খুজিয়া আমরা এই মাত্র ধরিয়া লইতে পারি যে ইহা অত্যন্ত নীচ ছিল। আদিম মানুষ অজ্ঞ, ক্ষুৎ পিপাসা এবং কামনার দাস, ধারণা শূন্য, প্রকৃতির শক্তি তাহার ভিতর অবাধে কার্য্য করিতে লাগিল পরে ক্রমে ক্রমে আদর্শের কল্পনা করিতে পারিল। শিল্প, কবিত্ব, বিজ্ঞান, নীতিধর্ম্ম, মনুষ্যাত্মার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সকল দেখা দিল, ক্ষণভঙ্গুর মূল্যবান গাছের মত, যাহা অনেক পরে জন্মিয়াছে এবং যাহাকে অনেক পুরুষের চেষ্টায় বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। জাহাজকে দিক নির্ণয় যন্ত্র কিম্বা তারার সাহায্য ব্যতিরেকে চালান যেমন অসম্ভব মনুষ্য জীবনকে বিনা

আদর্শে শাসন করা তেমনি অসম্ভব। এ আদর্শ মনুষ্যের চক্ষুর সম্মুখে একবারে প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু আস্তে আস্তে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের আদর্শ আছে, প্রত্যেক পুরুষ পরবর্ত্তী পুরুষকে উচ্চতর এবং পূর্ণতর আদর্শে পৌঁছাইতে সাহায্য করে, যেমন উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যত উপরে উঠি প্রশস্ততর চক্রবাল দেখা যায়। এই মানব জাতির ক্রমোন্নতি ক্রমশঃ চেষ্টা করিতে থাকে যাহা কিছু অধম ও নীচ তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য এবং আদিম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাকে আদি কলঙ্ক বলিয়া ধরা হয় তাহাকে দূর করিবার জন্য কিন্তু উহা প্রতি মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইতে থাকে কিছু দুর্ব্বল রকমের অনপনেয় ভাবে— ইহাকে পতন না ভাবিয়া সেই অধম অবস্থা যাহা হইতে আমরা উঠিয়াছি তাহাই বুঝায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বংশানুক্রমিতার সমাজের উপরে প্রভাব।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাজের উপর এই প্রভাবকে পরীক্ষা করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। তাহাকে আচার ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা, সামরিক ও রাজনৈতিক বিধানের ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাসন পদ্ধতির ভিতর দিয়া বাহির করিতে হইলে পৃথক গ্রন্থের দরকার। বংশানুক্রমিতাকে দুইটী আকারে দেখা যায় একটী স্বাভাবিক অপরটী বিধান ধরিয়া। আমরা স্বাভাবিক অংশটী মানসতত্ত্বের দিক হইতে দেখিয়াছি আমাদের তর্কের স্থানকে সুদৃঢ় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কেবল শারীরতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থকে বৈধানিক (institutional) বংশানুক্রমিতা কেমন করিয়া স্বাভাবিক বংশানুক্রমিতা হইতে উৎপন্ন হইল ইহা দেখাইয়া শেষ করিব।

প্রত্যেক জাতির বংশানুক্রমিক চালনার উপর অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে। এ বিশ্বাস সভ্যতার সময় অপেক্ষা আদিকালে প্রবল ছিল। এই বিশ্বাস হইতেই বৈধানিক বংশানুক্রমিতার উৎপত্তি। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাব এমন কি কুসংস্কার পর্য্যন্ত ইহাকে প্রকট ও দৃঢ় করিয়াছে, ইহা যে কাহারও দ্বারা নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। অপরিহার্য্যতা, রক্ষণশীলতা, স্থিরতা বংশানুক্রমিতার লক্ষণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন যে সকল বিধি ব্যবস্থা তাহাদেরও এ সকল গুণ থাকা ন্যায়সঙ্গত। পরিবার, জাতি, অভিজাতবংশ এবং রাজপরিবারের ব্যবস্থায় উপর বংশানুক্রমিতার কত দূর হাত আছে তাহা নির্ণয় করিতে বিশেষ লক্ষ্য হইবে স্বাধীন (পুরুষকার) ইচ্ছা এবং (দৈব) বংশানুক্রমিতার মধ্যে বিরোধের মীমাংসা।

পারিবারিক বন্ধন একটী স্বভাবজাত ঘটনা। ফ্রান্সে এবং অপর দেশে অনেক গ্রন্থ লেখা হইয়াছে যাহাতে ইহার নানারূপ আকারের ও

নৈতিক সম্বন্ধের বর্ণনা আছে। কিন্তু এখানে ইহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

বংশানুক্রমিতার দিক হইতে দেখিলে সকল আকারের পারিবারিক বন্ধনকে দুইটী প্রধান পরস্পর বিরোধী আদর্শে ফেলা যাইতে পারে যাহার চারিদিকে মধ্যবর্ত্তী আকারের অনেক আদর্শ ঢুলিতে থাকে। একটী বংশানুক্রমিতাকে অনেক স্থান, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাকে সামান্য পরিসর দেয় অপরটী স্বাধীন ইচ্ছাকে বেশী প্রসর দেয় এবং বংশানুক্রমিক চালনাকে আইন নহে ব্যতিক্রম মনে করে। প্রথমোক্ত খাঁটী রক্ষণশীলতা শেষোক্ত ইচ্ছাপত্র কিম্বা উইল সম্পর্কীয় স্বাধীনতা।

এই আদর্শের মধ্যে প্রথমটীকে পরীক্ষা করিলে প্রাচীন সভ্যতার সকল রকম আকারে ইহাকে দেখিতে পাই এবং বংশানুক্রমিতার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ইহা স্থাপিত। বালককে দেখা হয় যেন বাপ মায়ের সাক্ষাৎ ধারাবাহিকতার রূপ বস্তুতঃ বাপ ও ছেলে মা ও কন্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই— একটী ব্যক্তির দুইটি আকার মাত্র। বংশধরদের শ্রেণীর উপর এই ভাব যদি আরোপ করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাই যে প্রথমে একজন আদি পুরুষ পরিবারের কর্ত্তা সে এক রহস্যপূর্ণ মাননীয় লোক দেবতাদের শ্রেণীভুক্ত; তাহার পর, পুরুষ পরম্পরা চলিতে লাগিল; প্রত্যেক পুরুষ প্রথম জন্মান ছেলের দ্বারা প্রদর্শিত, যে হইতেছে আদি পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি, এবং সে ধর্ম্ম বিশ্বাস কিম্বদন্তী বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ধরিয়া রাখিবে। কোন জিনিস সে ছাড়াইতে পারে না ধ্বংস করিতেও পারে না। অপরিবর্ত্তনীয় পারম্পর্য্যের ক্রম সে বদলাইতে পারে না, যাহা তাহাকে ভবিতব্যতার আবরণে ঢাকিয়া রাখে। এরূপ শাসন প্রণালীতে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার স্থান থাকে না বংশানুক্রমিতাই সর্ব্বেসর্ব্বা। এইরূপ পারিবারিক panthiostic organization of the family ব্যবস্থা সর্ব্বেশ্বরত্ববাদের ন্যায়, বংশানুক্রমিতা হইতেছে অপরিবর্ত্তনীয় অবিনাশী জমি যাহার উপর ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিদের ছায়া পড়িতেছে এবং উড়িয়া যাইতেছে। আদিম সভ্যতাতে পরিবার এই আদর্শের নিকটে আসে, যেখানে বংশানুক্রমিতাই সব

এবং স্বাধীন ইচ্ছা কিছুই নহে। হিন্দু, গ্রীক, রোমান এবং অপরাপর আর্য্য জাতির ভিতর পরিবার হইতেছে স্বভাবজাত দল যাহাদের সম্পত্তি, স্বার্থ, কিম্বদন্তী কেবল এক নহে দেবতাও এক, ধর্ম্ম ক্রিয়া সকল এক। ধর্ম্ম, গৃহ সম্বন্ধীয়, এজন্য প্লেটো কুটম্বিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন গার্হস্থ্য দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক। এই সকল দেবতা তাহাদের নিজের মন্দিরে নিজের পরিবারের দ্বারা উপাসিত হয়। যে বেদির উপর হোমানল জ্বলিতেছে সেখানে বাহিরের লোক কেহ পূজা করিতে পারে না, পূজা করিলে তাহাকে অপবিত্র করা হইবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান রক্ষা করার আবশ্যকতার সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষা করার বাধ্যতা যোগ হইল। আদি কালের হিন্দুদের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের অযোগ্য ছিল। অনেক গ্রীক নগরে শাস্ত্র ছিল যে নগর-বাসী তাহার জমি বিক্রয় করিতে পারিবে না। গ্রীস এবং ভারতবর্ষে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ছেলে বাপের বিষয় পাইত, ঐতিহাসিক যুগে অনেক পরে অপরাপর ছেলে এবং কন্যারা বিষয়ের অংশ পাইবার অধিকারী হইল। ঐ রূপেই প্রাচীন রোম জ্যেষ্ঠাধিকারের আইন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক পরে যখন ব্যক্তিগত কার্য্যকে বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হইল তখন সমাজ ও পরিবার হইতে উত্তরাধিকারের নিশ্চলতা ভাঙ্গিয়া গেল। ফষ্টেল ডি কাউল্যাঞ্জেসের মতে প্রাচীন হিন্দু আইন উইল করার আইন জানিত না। ঐরূপ সোলনের পূর্ব্বে এথিনিয়ানরাও জানিত না, স্পার্টাতে পিল পনিশিয়ান যুদ্ধের পর তবে উইল দেখা গেল। রোমে দ্বাদশতত্ত্বের আইন গ্রীস হইতে আনার পর ইহার ব্যবহার দেখা যায়। সম্পত্তির সংরক্ষণকে বাধ্যতামূলক করিয়া ব্যক্তিকে বংশানুক্রমিতার অধীন করা হইয়াছে। ইহা সুইডেন, নরওএ, ডেন্মার্ক ও স্কটল্যাণ্ডের বড় পরিবারদের ভিতর দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ জার্ম্মাণীর হ্যানোভার, ব্রন্সউইক, ম্যাকলিনবর্গ ও ব্যাভেরিয়াতে ইহা দেখা যায়। রুসীয়ার ইউরাল ও ক্যাস্পিয়ান যাযাবর জাতিদিগের মধ্যে ও ভল্গা ও ডন নদীর মোহানার লোকদের ভিতর ইহা দেখা যায় যে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি জাতি সাধারণের এবং পরিবারের কর্ত্তারা কোন জিনিস হস্তান্তর করিতে পারে না।

অপর দিকের শেষ সীমায় আমরা বিপরীত রকমের উইল করার অধিকার রূপ স্বাধীনতা দেখিতে পাই যাহাতে ব্যক্তি বংশানুক্রমিতার দাস না হইয়া ইহার প্রভু হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে ইহাকে দৃঢ় করিতে, সীমাবদ্ধ করিতে, কিছু সময়ের জন্য থামাইতে কিম্বা একবারে ইহাকে বাতিল করিতে পারে। এখানে স্বাধীন ইচ্ছাকে অবাধ প্রসর দেওয়া হইয়াছে এবং বংশানুক্রমিতা নিয়ম না হইয়া ব্যতিক্রম হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাতে কোন আশ্চর্য্যের কথা নাই, আদিম জাতিরা ইহা জানিত না, যে পরিমাণে আমরা প্রকৃতি ও তাহার অদৃষ্টবাদের নিয়ম সকল হইতে দূরে যাই ততই এই স্বাধীনভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। ইহার পূর্ণ আকারে, আমেরিকার সংযুক্ত প্রদেশে এবং সীমাবদ্ধ আকারে ইংলণ্ডে ও ভিন্ন ভিন্ন জার্ম্মাণ রাজ্যে ও ইটালীতে ইহাকে দেখা যায়। প্রাচীন রোমের আদিকালে ইহাকে দেখা গিয়াছিল।

আমাদের এখানে এ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই যে উইল করা রূপ ক্ষমতার কি কি অসুবিধা আছে। ফরাসী দেশের আইন প্রবর্ত্তকেরা এ ক্ষমতার বিরুদ্ধে থাকেন এই ভয়ে পাছে ইহার অপব্যবহার করা হয়; যাহারা এরূপ অবাধ ক্ষমতা চায় তাহাদের প্রকাশ্য ঝোঁক হইতেছে প্রাচীন শাসন প্রণালীর দিকে যাওয়া কিন্তু তাহাতে বিপৎপূর্ণ ফল হইবে। উইল করার স্বাধীনতা অপর স্বাধীনতার ন্যায় যাহারা চাহে তাহাদের উপযুক্ত হওয়া দরকার ও কিরূপে ইহাকে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা জানা চাই। যাহা ইচ্ছা তাহা করা অর্থাৎ উইল করার অধিকারে মালিকী স্বত্ব পূর্ণ মাত্রায় থাকে, সম্পত্তি তাহার নিজেরই অংশ তাহাকে যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে।

বাধ্যতামূলক সংরক্ষণে স্বামীত্ব কেবল ফল ভোগাধিকারে। প্রথম বন্দোবস্তে বংশানুক্রমিতার, স্বত্বে, কোন স্থান নাই কারণ ইহা স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত, দ্বিতীয় বন্দোবস্তে স্বত্বে এবং প্রকৃত তথ্যে ইহার স্থান আছে, আর আমরা সেই নিয়ম বিরোধের সম্মুখীন হইলাম। এখন আমরা অনুমান করিতে পারি যে পরিবার সংগঠনে বংশানুক্রমিতা ও স্বাধীন ইচ্ছা উল্টা অনুপাতে থাকে।

সমাজবদ্ধ জগতের পরিবার হইল অণু অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশ। পরিবার গঠিত হইলেই সমাজের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। পরিবার সকল যোগ হইতে লাগিল, মিলিতে মিশিতে লাগিল, এবং পরস্পর মিশ্রণের দ্বারা স্থায়ী ভাব ধারণ করিল। এই মিশ্রণের ফল হইল সামাজিক দেহ। ঐ দেহের ভ্রৌণিক অবস্থা মৃগয়া ও পশুচারণ ক্রম, পার হইবার পর সভ্য জীবনের আকার সকল দেখা দিল, তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানে বংশানুক্রমিতার আবির্ভাব হইল, যাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সংঘটিত হইল।

অনেক কারণের সম্মিলিত ফল হইতে জাতির উৎপত্তি। বংশের জেতা বিজিতের ও ধর্ম্ম মতের পার্থক্য হইতে, কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার ভিত্তি হইল বংশানুক্রমিতায় বিশ্বাস। ইহার জাতি বিভাগ প্রথা একাধিকৃত (exclusive) ইহার ভিতর ঢুকিবার কোন উপায় নাই, সেই জাতির ভিতর জন্মাইতে হইবে। যত গুণবান বিদ্বান হউক না কেন ইহার দরজাকে জোর করিয়া ভাঙ্গিবার পথ নাই, মানুষের ভাগ্যের উপর ইহারই একাধিপত্য। বংশানুক্রমিতার নিত্য লক্ষণ রক্ষণশীলতা ও স্থায়ীত্ব ইহাতে দেখা যায়।

যে জাতির ভিতর জাতি প্রথা প্রচলিত তাহার ন্যায় নিস্পন্দ জাতি আর কোথাও নাই।

এ প্রথার আদর্শ বন্দোবস্ত ভারতবর্ষে দেখা যায়, আর কোথাও ইহাকে এত দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় না, মনুসংহিতায় ইহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মিত করা হইয়াছে। নৈতিক বংশানুক্রমিতা ইহার স্বাভাবিক ভিত্তিকে মনু প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

মনু বলেন—"জন্মদাতা পিতার সমস্ত গুণ লইয়া পুত্র পৃথিবীতে আসে। ছেলের কর্ম্ম দেখিয়া বুঝা যায় যে সে নিম্ন শ্রেণীর লোক কিম্বা দুশ্চরিত্রা মাতার ছেলে।"

ছোট জাতির ছেলে তাহার বাপের কিম্বা মায়ের কিম্বা উভয়ের খারাপ গুণ সকল পায়। সে তাহার কোথা হইতে জন্ম কিছুতেই লুকাইতে পারে না। হিন্দু জাতির সকলেই জানে ৪টী জাতি, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,

বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জানু হইতে বৈশ্য ও পা হইতে শূদ্র। পুরোহিত, যোদ্ধা এবং ব্যবসাদার সকলেই দ্বিজ, চতুর্থ দাসের জাতির একটী মাত্র জন্ম। পঞ্চম জাতি আর নাই।

ব্রাহ্মণ উত্তরাধিকারে পাইয়াছে বিজ্ঞান চর্চ্চা, ধ্যান ধারণা, গূঢ় রহস্যের উপর চিন্তা, ভগবানের পূজা এবং পবিত্র পুস্তকের অধ্যয়ন। তাহাকে চিনা যায় তাহার দণ্ড, কাঁধের উপর রজ্জু, কোমরে মেখলা হইতে বিশেষতঃ তাহার বর্ণ হইতে যাহা অপরাপর জাতির বর্ণ হইতে পৃথক। ভ্রমণকারীরা বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ কাল ও পারিয়া শাদা, ইহা অস্বাভাবিক আর কোন জাতির ভিতর এত সুন্দরী মেয়ে ও সুরূপ ছেলে দেখা যায় না।

ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মঠ জীবনের জন্যই জন্ম হয়। সে সৈনিক না হয় রাজা কিন্তু সকল অবস্থাতে ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, সে সব সময়ে করে না।

বৈশ্যের কার্য্য শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য তাহারাই পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়কে প্রতিপালন করে। পুরোহিত তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে, আর ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের জন্য যুদ্ধ করে।

নিম্নতম শ্রেণী শূদ্রদের একমাত্র ধর্ম্ম নীরব সহিষ্ণুতা, দাসের কার্য্যে নিরত, ঘৃণিত ও জীবনে কেবল অভাব ছাড়া আর কিছু জানে না, সুদূর ভবিষ্যতে মুক্তির ক্ষীণালোক পাইয়া থাকে।

এইরূপে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও পারিপার্শ্বিক জন্ম হইতে স্থির হইয়া আছে। উপর দিকে সে তাকাইতে পারে না, তাহার নিজের জাতির বাহিরে সে বিবাহ করিতে পারে না। সময় আসিল যখন আদি ৪ ভাগকে আর যথেষ্ট মনে হইল না। শাস্ত্র যদিও জাতির বাহিরে বিবাহ বারণ করিল ও তাহাকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিল, তথাচ প্রবল রিপু ও দৈব ঘটনা শাস্ত্র অপেক্ষা বেশী প্রবল হইল, এজন্য ৪টী পবিত্র জাতি ছাড়া অনেক সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইতে লাগিল, মনু তাহাদিগকে ইতর জাতি বলিলেও অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রের শাসনের ভিতর ফেলিলেন। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্কর জাতির সংখ্যা এত বাড়িতে লাগিল যে তাহাদের নাম করা

বিরক্তিকর হইবে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬টী প্রধান শ্রেণী আবার ২০ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। শূদ্রদের মধ্যে ১২০টী ভাগ ছিল যাহাগিকে ১৮টী প্রধানভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। লুক্যাস বলেন এই সকল জাতিভ্রষ্ট শ্রেণীর লোক যাগযজ্ঞ হইতে বঞ্চিত ও হিন্দুদের চক্ষে ঘোড়া, গবাদি ও কুকুরের মত যাহাদের কুলজি নাই।

এই সকল ছোট ছোট ভাগে যে জিনিষ চিত্তাকর্ষক তাহা হইতেছে তাহার মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুগতি। হিন্দুদিগের বিশ্বাসে পুত্রোৎপাদনে বাপের প্রভাব বেশী, এজন্য মার জাতির বাহিরে বিবাহ বাপের অপেক্ষা বেশী দোষাবহ। ব্রাহ্মণ কন্যা শূদ্রকে বিবাহ করিলে চণ্ডালের উৎপত্তি হয় যে সমস্ত মনুষ্য অপেক্ষা নিন্দার্হ।

ইহা দেখিতে বিচিত্র যে বংশানুক্রমিতার উপর যে নিয়মের স্থিতি তাহা অসৎ শূদ্রদের মধ্যে কে কোন ব্যবসা করিবে তাহা ঠিক করিয়া দেয়। বাপের প্রাধান্য মায়ের অপেক্ষা বেশী স্বীকার করিলেও সঙ্কর জাতিদিগকে উভয়ের গুণ পায় বলিয়া ধরা হয়। ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য হইতে যে ছেলের জন্ম সে চিকিৎসা ব্যবসা করিবে, যে ব্যবসা এক হিসাবে উদার আবার অন্য হিসাবে শিল্পীদের মত। ব্রাহ্মণ কন্যা ও ক্ষত্রিয়ের যে সন্তান হইবে সে বাপের অভ্যাসানুসারে অশ্বারোহী হইবে ও ব্রাহ্মণের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি হইবে। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাণীর সন্তান বাপের ন্যায় শিকারী হইবে কিন্তু শিকারের দ্রব্য হইবে সর্প কিম্বা গুহাবাসী জীব।

স্পষ্ট বুঝা যায় এ আইন বহু পরিশ্রমে বিস্তারিতভাবে সম্পাদিত হইতেছে বংশানুক্রমিতার মূল কারণ ধরিয়া। আর কোন দেশে জাতিভেদ প্রথা এত পুর্ণাবয়ব ও দৃঢ়রূপে স্থাপিত দেখা যায় না। কম পুর্ণতা প্রাপ্ত-ভাবে এ প্রথাকে প্রাচীন আসীরিয়, পারস্য ও মিশর দেশে দেখা যায়। স্পেন দেশের লোকেরা এ প্রথাকে পেরুতে চলিত রহিয়াছে দেখিয়াছিলেন, সাধারণ লোকের উপর সেখানে কুরুকাস ও ইনকাস অভিজাত সম্প্রদায় যাহাদের মাথার খুলি অপর জাতির খুলি অপেক্ষা বৃহত্তর, নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিমত্তার প্রাধান্য দেখায়। যে সকল জাতি বর্ব্বরতার উপরে উঠিয়াছে

তাহাদের উপর সার্ব্বজনীনভাবে জাতি ভেদ না থাকিলেও শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। যদিও জন্ম ও বংশানুক্রমিতা জাতি ভেদের ভিত্তিস্বরূপ এবং এই বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল তাহাদের ভিতর কাহাকেও ঢুকিতে দেয় না, তথাচ নূতন আগন্তুকের দ্বার একবারে রুদ্ধ হয় নাই কারণ তাহার গুণ, মানসিক তেজ ও দৈব মধ্যে মধ্যে এসকল প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া দেয়। ইতিহাস দেখায় যে শ্রেণী বিভাগ নানারূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, কথনও জাতিভেদের ন্যায় অলঙ্ঘ্য আবার কখনও সামান্য পার্থক্য দেখায়।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও জার্ম্মাণ জাতিদিগের ভিতর ইহা ছিল; তাহাদের ইতিহাসের আরম্ভে জাতিভেদের চিহ্ন দেখা যায়, রোমে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে এ পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট যেমন জার্ম্মানিতে স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের মধ্যে ছিল। দাস প্রথা যাহাকে প্রাচীন জাতিদের মধ্যে সার্ব্বজনীন-ভাবে দেখা যায় তাহাও বংশানুক্রমিতার উপর স্থাপিত তথাকথিত প্রজাতন্ত্র ও ধরিতে যাইলে প্রকৃত অভিজাততন্ত্র। জাতি এবং শ্রেণীর সঙ্গে বংশানুগত ব্যবসার তুলনা হয়; লুক্যাস বলেন সকল রকম পার্থক্যের আদিরূপ ইহাই এবং নৈতিক প্রকৃতির বংশানুক্রমিতার উপর ইহা স্থাপিত। মানুষ জীব জন্তুর ন্যায় তাহার পারকতা অনুসারে তাহার সহজ জ্ঞানের অনুবর্ত্তন করে সেইরূপ পরিবার ও সমগ্র জাতি করিয়া থাকে। যে কাজ ক্রমাগত করা যায় তাহা হইতে অভ্যাস হয় অভ্যাস হইতে বিশেষ বিশেষ শিল্প হইয়া থাকে, এবং উহা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে কেন্দ্রীভূত হইয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মায় যে সে শিল্পটী যেন সেই পরিবারের সময় ক্রমে ধর্ম্মমত ও বিজেতা বিজীত সম্প্রদায় উঠিতে লাগিল ও বাধ্য বাধকতার ভাব আসিতে লাগিল, রাজা, আইন ও পুরোহিত আসিল, বাপের স্বয়ংজাত ইচ্ছা ও ছেলের সহজজ্ঞান হইতে যাহা হইতেছিল তাহা এখন আইন, রাজা ও পুরোহিতের ইচ্ছানুসারে হইতে লাগিল। এ স্থলে শিক্ষা ও বাহিরের কর্ত্তৃত্বের উপর অনেকটা ধরিতে হইবে; বংশানুক্রমিতা সব না হইলেও অনেক বলিতে হইবে। ইহাতে যদি কাহারও সন্দেহ হয় তিনি প্রাচীন সময়ের কতকগুলি ব্যবসা নৈতিক রকমের দেখুন, যাহার পিছনে মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি অবস্থা রহিয়াছে, এগুলি

বংশানুক্রমিক কিরূপে হইল, তাহা বাহিরের কারণ, পারিবারিক কিম্বদন্তী কিম্বা পুরুষ পরম্পরায় রক্ষিত ও চালিত রহস্য সকলের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রাচীন গ্রীসে কতকগুলি পরিবারের ভিতর ঔষধের চর্চ্চা হইত এবং তাঁহারা স্বর্গ বৈদ্য এসকুইলাপিয়সের বংশধর বলিতেন। তাঁহাদের ব্যবসা এপ্রেপিয়াতে চালাইতেন ও রোডস্ দ্বীপে নাইডস নামক স্থানে তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন— হিপোক্রেটীজ বলেন ঐ পরিবারের তিনি সপ্তদশ চিকিৎসক

গ্রীকরা ভাবিতেন যে শকুন বিচার, ভবিষ্যৎ কথনের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রসাদে বাপ হইতে পুত্রে আসে। এ বিশ্বাস হোমারের সময়ে ছিল ; ক্যাল-চাস ভবিষ্যৎ কথকদের বংশে জন্মিয়াছিলেন।

জাতিভেদ যাহারা জানে না, তাহাদের ভিতরে পুরোহিতদিগের বংশানুক্রমিতার বিশ্বাস ছিল। ইহা মেক্সিকো, জুড়িয়া ও গ্রীসে ছিল, জুভার বংশধরেরাই কেবল পুরোহিত যোগাইত। গ্রীসে প্রত্যেক নগরে নিজের নিজের দেবতা ছিল, এবং অধিকাংশ নগরে যাজক গোষ্ঠী ছিল যথা ডেলফিতে ডিউ (Duo) ক্যালিওনাইডী ব্র্যাঙ্কাইডী এথেন্সে ইমোলপাইডী ইত্যাদি।

এই সকল হইতে যে সিদ্ধান্ত বাহির করা যায় তাহা হইতেছে বংশানু-ক্রমিতাই প্রাকৃতিক নিয়ম, জাতি যত সভ্যতায় অগ্রসর হইতে থাকে ইহা হইতে সেই পরিমাণে মুক্ত হয়। আদি সভ্যতার বিধানকে পর পর লইলে দেখা যায় যে প্রথমে জাতিভেদ ও বংশগত ব্যবসা থাকে এবং শ্রেণী বিভাগ থাকে, যেমন ইণ্ডিয়া, পার্সিয়া, ইজিপ্ট, আমেরিকা, জুডিয়া, পেরু, মেকসীকো, গ্রীস, রোম এই সকল দেশে ছিল। অপর দিকে যখন খুব সভ্য সমাজের দিকে লক্ষ্য করি তখন দেখিতে পাই যে জাতি বিভাগ বংশগত ব্যবসা ও শ্রেণী বিভাগ আর চলিতেছে না বংশগত ব্যবসা সমবায়ে ও যদৃচ্ছা পেশায় পরি-বর্ত্তিত হইল, আরও দেখিতে পাই বংশানুক্রমিতার প্রভাব যাহা জাতিভেদ প্রথায় অনন্ত সাপেক্ষ ছিল তাহা এখন শ্রেণী বিভাগে আপেক্ষিক হইল ও

অবশেষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এ সকল দেখিয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে বংশানুগতি ও স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে অদ্ভুত রকমের বৈপরীত্য রহিয়াছে।

বংশানুক্রমিতা হইল জীবন্ত প্রকৃতির নিয়ম, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভবিতব্যতার নিয়ম, অবশ্যম্ভাবিতা যেরূপ জড় জগতে দেখা যায় স্থায়িত্বর ও রক্ষণশীলত্বের মূল কারণ। এই জন্য উন্নতির নিয়ম অনুসারে সভ্যতা যেমন গজাইয়া উঠিল, যাহার আসল জিনিস হইল পার্থক্য, এই দুই মূলতত্ত্বের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, গ্রীসে যেরূপ উন্নতি জাতি ভেদকে উল্টাইয়া দিবে, কিম্বা ইণ্ডিয়ায় যেমন জাতি ভেদ উন্নতির অন্তরায় হইবে।

এই বংশানুক্রমিতা ও স্বাধীন ইচ্ছা হইতে কতকগুলি আবশ্যকীয় ফল ফলিয়াছে যাহা আমরা এই গ্রন্থের উপসংহারে দেখাইব। এখন বংশানুক্রমিতা ও অভিজাত দলের মধ্যে সম্বন্ধ বিচার করা যাউক।

আমরা গ্রহণ করি কিম্বা ত্যাগ করি যাহাই করি না, আভিজাত্যের উৎপত্তি স্বাভাবিক কারণ হইতে হইয়াছে। ইহা বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রের আদি বৈষম্য হইতে হইয়াছে। ইতিহাস দেখাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা নানারূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই জ্ঞাতসারে ঐচ্ছিক নির্ব্বাচনের উপর ইহা স্থাপিত, এবং জমাট বাঁধিয়া প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইল, যাহা হইবার জন্য ইহা ইচ্ছা করিয়াছিল। চীন দেশকে বাদ দিয়া ইহা সকল দেশে বংশানুক্রমিতার উপর স্থাপিত। চীন দেশে রাজা সম্রাট হইয়া কাহাকেও সম্মানের পদবী দান করিলে উর্দ্ধতন পুরুষেরা সেই পদবী পাইল, পুত্র পৌত্রেরা যাহা ছিল তাহাই থাকিল। প্রাচীন সময়ে প্রাচ্যে যথা ইণ্ডিয়া, পার্সিয়া, ইজিপ্ট, অসীরিয়া ইত্যাদি যেখানে জাতি প্রথা প্রচলিত ছিল এই আভিজাত্যকে বর্ত্তমান সময়ের আভিজাত্যের মতন দেখিতে পাই নাই, ইহাকেও একটী জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত; এই দুই প্রকারের আভিজাত্য অত্যন্ত অসদৃশ। ৩।৪টী শ্রেণীতে বিভক্ত অতি সবল সমাজে আভিজাত্য অসম্ভব, এবং অত্যন্ত কর্ষিত ও মিশ্রিত সমাজ যেমন আমেরিকার যুক্ত প্রদেশেও ইহা থাকা অসম্ভব, প্রাচ্যের সামাজিক অবস্থা মিত্র (সূর্য্য) পূজার প্রতীক সিঁড়ীর মত যাহার ৭টী ক্রম ৭ রকমের ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত যাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অসীম

রহস্যের ভিতর লোকে দীক্ষিত হইত। প্রত্যেক মানুষ তাহার ক্রম লৌহ, রৌপ্য, সীস কিম্বা স্বর্ণের ভিতর জন্মায়, এবং সেই খানেই তাহাকে থাকিতে হয়, জাতি ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়া লইল। পাশ্চাত্যরা ক্রমশঃ ছোটকে লম্বা করিয়া লইয়া এত ধাপ বাড়াইয়াছে যে তাহাদের পার্থক্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই দুই চরম সীমা ৭ ধাপ যুক্ত সিঁড়ী ও অনন্ত ধাপ সমন্বিত সোপানের মধ্যে আভিজাত্যের কাল যাহা মধ্য যুগের জার্ম্মাণিতে ও রোমে প্রচলিত ছিল।

বড় বড় পরিবারের উদ্ভব বংশানুক্রমিতার দ্বারা নানা রূপমে হইয়াছে ও শত শত বৎসর ধরিয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি বিজয়ী জাতি যেমন ইংলণ্ডের নর্মানেরা, পেরুর ইঙ্কারা ও গলের ফ্রাঙ্করা সংখ্যায় কম হইলেও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পরাজিতদের দমন করিয়া রাখিয়াছিল। শেষোক্তদেরই কেবল পৈত্রিক জমি ছিল যাহা পরে জায়গীর হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের প্রাধান্য কেবল বিজয়ের জন্য। অনেক সময়ে কোন গৌরবের কার্য্য করার জন্য রাজা ইহা দিয়া থাকেন। কতকগুলি বিশ্বাসের কার্য্য ও ব্যবসা আছে যাহা হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা বংশধরে চালিত হইতে পারে নাও হইতে পারে; ইহা ব্যক্তিগত হয়, জমি সম্বন্ধীয় হয়, রাজকার্য্য কিম্বা তরবারির জোরেও হয়, ইহা এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে যে গত শতাব্দীতে ইহার শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া একজন দেখাইয়াছেন যে ইহা ষাট সংখ্যারও অধিক।

উৎপত্তির কারণ যাহাই হউক ইহাকে সর্ব্বদাই বংশগত দেখা যায়। ইহাই ইহার প্রথম নিয়ম। ইহার নিজের জিনিস হইতেই ইহাকে স্থায়িত্ব লাভ করিতে হইবে, ইহার অতীত ইতিহাস থাকা চাই, ইহার স্মৃতি ও কিম্বদন্তী সকল রক্ষা করা চাই। ইহারা থাকিলেই রাজ্যের স্থায়িত্ব হয়। ধারাবাহিকত্ব ও স্থায়িত্ব বংশানুক্রমিতার লক্ষণ হইতেছে আভিজাত্যের আসল জিনিস। কাজেই পবিত্র রাখিবার চেষ্টা বরাবর করা হইয়াছে, ইহাই ইহার প্রধান কর্ত্তব্য। কোণ্টে ডি বোলেন ভিলিয়ার্স বলেন ইহা প্রকৃতি-দত্ত অধিকার, জন্ম ছাড়া আর কাহারও ভিতর দিয়া প্রাপ্তব্য নহে। চরিত্রের উপর আর কোন কলঙ্ক এত গুরুতর নহে যেমন জন্মের অপযশকর মান কার্য্য করা। কৌলিন্যের অমর্য্যাদাকর কোন কার্য্য করিলে পূর্ব্বপুরুষদিগকে

অস্বীকার করা হইল ও ভাবী বংশধরদিগকে নাশ করা হইল, অর্থাৎ সেই সুবর্ণ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া গেল ও সাধারণ লোকের নীচে পড়িল ও সমাজচ্যুত হইল, সমাজে তাহাদের কোন নাম নাই স্থানও নাই। ইহা হইলে সেই কুলজী নামা যাহা যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে ও যাহাকে সাবধানে চিহ্নিত করা হইতেছে তাহাও ভাঙ্গিল। ইহার জন্যই কোন্ পরিবারে বিবাহ হইবে তাহার জন্য এত ভাবনা, যেমন: জার্ম্মাণ কুলীনের যাহার স্ত্রীর কুলজীতে ৬টী সম্মানসূচক চিহ্ন থাকিতে হইবে, ইঙ্কার পক্ষে তাহাই যাহার সূর্য্য বংশ হইতে উৎপত্তি বজায় রাখিবার জন্য ভগ্নিকে বিবাহ করিতে হইবে।

লুকাস বলেন কৌলিন্য প্রথার প্রথম অবস্থা হইতেই নিজের রক্ত অপরাপর শ্রেণীর রক্তের সহিত মিশান হইবে না, ইহাই বিশেষ সম্মানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপরাপর গৌণ সুবাদেও কুলজীর পবিত্রতা পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া বিচার করা হয়, যেমন আফ্রিকার আরবেরা করিয়া থাকে কিম্বা ঘোড়দৌড়ের জকীরা তাহাদের ঘোড়ার বিষয় ইংরাজ এবং ফরাসী ঘোড়ার পুস্তক হইতে বাহির করে ও কুলজী বিচার করে।

আমাদের নিকট ইহা পরিষ্কার ও নিঃসন্দেহ যে কৌলিন্য প্রথা বংশানুক্রমিতার ধারণার উপর স্থাপিত। এ প্রথা প্রচলনের আরম্ভেই এই অনুমান ধরা হইয়াছে যে মানুষ যেমন শরীরের উচ্চতা, সতেজ স্বাস্থ্য, বলবান বাহু তাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে পাইয়া থাকে তেমনি সাহস, সম্মানের উপর শ্রদ্ধা, রাজভক্তি ইত্যাদি গুণও পাইয়া থাকে, এজন্য প্রবাদ বাক্য হইল যে রক্তই সর্ব্বেসর্ব্বা। সামন্ততন্ত্রের ভাটেরা তাঁহাদের কবিতায় আনন্দ করিয়া দেখান যে ভীরু ও দুর্ব্বৃত্তেরা বেজন্মা সেই বড় বংশের অনুপযুক্ত সন্তান যাহারা রক্তকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সাহসী সাহসী হইতেই উৎপন্ন এবং কার্য্যের দ্বারা তাহাদের বংশমর্য্যাদা প্রচার করিতে ভালবাসে। আমাদের সময়ের একজন বড় দরের লেখক বলিয়াছেন যে কৌলিন্য প্রথার গুণ হইতে উদ্ভব, গুণ যখন বংশানুক্রমিক হইতে পারে না তখন বংশানুক্রমিক অভিজাত সম্প্রদায় হইবে কিরূপে? এরূপ হওয়া অসম্ভব। ফরাসীদিগের সার্ব্বজনীন ভুল হইতেছে বিভাগাত্মক ন্যায় বিচার যাহার নিক্তি শাসনতন্ত্র ধরিয়া আছে।

কৌলিন্য প্রথাকে সাধারণের ব্যবহার্য্য বিধান ধরিলে ইহা কেবল গুণের পুরস্কার জন্য নহে কিন্তু কতকগুলি গুণকে বাহির করা ও তাহাদিগকে যাহাতে সহজ হইয়া সমাজে সকলেই পাইতে পারে তাহারই বিধান। লেখকের দৃষ্টির দিক আমাদের দিক হইতে কিছু ভিন্ন কারণ তিনি আভি-জাত্যের ব্যবহারের কথা ধরিয়াছেন কিন্তু আমরা ইহাকে সামাজিক ব্যবহার ফল বলিয়া ধরি; বংশানুক্রমিতা যে ইহার ভিত্তি এ বিশ্বাস জীবন্ত ও কেহ নড়াইতে পারিবে না, ভূয়োদর্শন জ্ঞানের সকল রকম আক্রমণ দোষ দর্শন ও বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ইহা এখনও বাঁচিয়া আছে। আমাদের দৃষ্টিতে কৌলিন্য প্রথা দুইটী গুণনীয়কের ফল, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক কোন অসাধারণ গুণ এবং এই গুণ চালিত হইতে পারে এই ধারণা। নিঃসন্দেহে এ প্রথা খুব ভাল; উৎকৃষ্টগুলিকে বাছিয়া লওয়া হইল এবং সেই বাছুনিকে ঠিক রাখিবার জন্য শৈশব কাল হইতে তাহার যত্ন করা হইতে লাগিল যেমন ভাল মাটিতে পোঁতা তপ্তাগারে তরুগুল্মের তদারক করা হয়; ইহা করিতে হইলে কড়াকড়ি নির্ব্বাচন ও তাহার সঙ্গে শিক্ষা যোগ করিতে হইবে। ইহা স্বপ্ন মাত্র কাজে করা বড় শক্ত।

আদিতে ইহাদিগকে নির্ব্বাচিত দল বলিয়া ধরা হইতেছে কিন্তু সীমাবদ্ধ ভাবে ছাড়া পূর্ণমাত্রায় কখনও হইতে পারে না। জাতির যৌবনাবস্থায় যখন কল্পনায় আদর্শ বীর ছাড়া আর কিছু নাই এবং বীরপূজা ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম প্রণালী ছিল না, যখন গুণের মধ্যে মর্য্যাদা রক্ষা ও ব্যবসায়ের মধ্যে যুদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী উন্নত যুগে শান্তিজনক গুণবান লোক সকল যথা শিল্পী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেরাও কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। আইনের কৌলিন্য ছাড়া বিদ্যার ও ধর্ম্মের কৌলিন্য যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কৌলিন্যের সঙ্গে তুলনাই হইতে পারে না কারণ শীঘ্র ইহা বুঝা গেল যে প্রতিভা সাহসের মত পিতা হইতে পুত্রে চালিত হয় না। কৌলিন্যের ভিত্তিস্বরূপ নির্ব্বাচন দেখা গেল মূল সূত্রে অসম্পূর্ণ এবং কার্য্যতঃ নিষ্ফল। একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায় যাহারা এই নির্ব্বাচন উদার রকমে করিয়াছেন এবং এখনও খুব শক্তিশালী এবং সম্মানিত তাহারা সাধারণ লোকের মধ্যে এত ছড়াইয়াছে যে সেকালে

বলেন যাজক সম্প্রদায় ছাড়া ৪২৭ জন কুলীনের মধ্যে ৪১টী মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের বাকী সমস্তই আধুনিক।

যদি নির্ব্বাচনে সন্দেহ হইল তখন বংশানুক্রমিক চালনা স্থায়ী হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি যে জীবন্ত প্রকৃতির বংশানুক্রমিতাই নিয়ম। খাঁটী অবস্থার ভিতর সেই আদর্শ মুর্ত্তি, সেই আকার, সেই গুণ, সেই প্রবৃত্তি সকল ক্রমান্বয়ে আবৃত্তি হইতে থাকে; কিন্তু সেই অত্যন্ত জটিল জীবন্ত জীবের বিস্তৃতির ভিতর এত নিয়ম একটার পর আর একটী আসিয়া পড়ে, পরস্পরকে ছেদ করে এবং একটা আর একটাকে তেজ দেয় ধ্বংসও করে, দৈবাগত জিনিস এত আসিয়া পড়ে যে সমস্তকে গোল করিয়া দেয় ও নষ্ট করে, এতদূর করে যে ছেলের বাপের সঙ্গে তুলনা কাছাকাছি হয় পূর্ণমাত্রায় হয় না। ভূয়োদর্শন জ্ঞানই কেবল মীমাংসা করিতে পারে যে বংশানুক্রমিতার নিয়ম ইহার ব্যতিক্রম অপেক্ষা বলবত্তর কি না, বলবত্তর স্বীকার করিয়া যদি ধরা যায় যে পুর্ব্বপুরুষদের কায়িক ও নৈতিক গুণ সকল বংশধরে চালিত হয়, তাহা হইলেও আর একটী চড়া অগভীর জলে আছে, যেখানে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে—ইহা হইতেছে বংশানুক্রমিতা দ্বারা বংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

লীটে্ বলেন প্রাচীন সাধারণতন্ত্রের লোকেরা পর পর বংশ বিস্তারের দ্বারা রক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। লাইকার্গসের সময়ের ৯০০০ স্পার্টান আরিষ্টটলের সময়ে ১৯০০ হইয়া গিয়াছিল। এথেন্সের লোকেরা বাধ্য হইয়াছিল বিদেশীকে তাহাদের দলে প্রবেশ করাইতে। বর্ত্তমান সময়েও এ ধারা চলিতেছে। সকল অভিজাত সম্প্রদায় ও সমবায় যাহারা তাহাদের ভিতর হইতেই সভ্য নিযুক্ত করে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত যদি সময়ে সময়ে বাহির হইতে লোক না লওয়া হইত। ইউরোপের ভিতর এমন একটীও কুলীন দল নাই যাহারা খুব প্রাচীন।

বিনীওষ্টেন ডি শাটুনিউক দেখাইয়াছেন যে ইহাদের গড় স্থায়িত্ব তিন শত বৎসর। ইহার কারণ তিনি বাহির করিয়াছেন স্বগোত্রে বিবাহ, জ্যেষ্ঠানুক্রমিতা, যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এ কল আরও কোন সাধারণ নিয়মের

থারা শাসিত কারণ ঐ গ্রন্থকারই স্বীকার করিয়াছেন যে ব্যবসাদার ও নিম্নশ্রেণীর পরিবারের ভিতরও এইরূপ হইয়া থাকে। বার্ণ নগরের নাগরিক অধিকারিত্বে ১৫৮৩ ও ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪৮৭ পরিবারকে লওয়া হইয়াছিল কিন্তু এক শতাব্দীর শেষে ২০৭ অর্দ্ধেকের কম অবশিষ্ট ছিল, ১৭৮৩তে ১৬৮ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ রহিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে বার্ণের সভায় ১১২টী পরিবার হইতে সভ্য লওয়া হইত, ১৭৯৬তে মোটে ৫৮টী ছিল।

টাওয়াসের মোক্ নামক পণ্ডিত বলেন যে অনেক লেখক কুলীন পরিবারের অধোন্নতি লক্ষ্য করিয়াছেন; পোপ বলেন যে ইংরাজ কুলীন দলের মর্য্যাদার চেহারা একবারেই নাই; স্পেনে ইহা প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে যে বৈঠকখানায় বড়লোকের আগমন বিজ্ঞাপিত হইলেই মনে করিতে হইবে যে একটী গর্ভস্রাব আসিতেছে; ফ্রান্সে যে কেহ উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে দেখে সে মনে করে যে একদল রোগী সম্মুখে আসিয়াছে। মার্কুইস. ডি মিরাবিউ তাঁহার পুস্তকে তাহাদিগকে খর্ব্বাকার লোক কিম্বা শুষ্ক উপোষিত বৃক্ষ বলিয়াছেন। এই শারীরিক ও মানসিক অধোন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বংশানুক্রমিতাকে ইহার নিজের রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই বিপরীত তেজের সঙ্গে লড়িতে হইতেছে, প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইলেও অনেক লোকসান হওয়ায় ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক তথ্য ভাবিয়া কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে যে সকল দোষ ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞান দেখাইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন দেখাইব যে ইহার প্রভাব সমস্তই খারাপ নহে, ইহার দ্বারাও কতকগুলি ভাল গুণের উন্মেষ হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য ব্যাপারের এমনি অবস্থা যে অনেক মন্দকে আমরা তাচ্ছল্য করি যদি কিছু ভাল তাহা হইতে পাই। মানুষ এত ছোট যে বড় হইতে হইলে নিজেকে পুঁছিয়া দিতে হইবে একটী ভাবের জন্য, জাতির জন্য, সমবায়ের জন্য, দেশের জন্য, বংশাবলির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইবে। অনন্ত সময়ের উপর, অসীম সমুদ্রের উপর পরিত্যক্ত শিশুর ন্যায় অবলম্বন খুঁজিতে যায় ক্ষণস্থায়ী অপেক্ষা আরও কিছুক্ষণ নশ্বর জীবনকে বাড়াইবার জন্য। ইহা অর্থাৎ এই আকাঙ্ক্ষা কৌলিন্য প্রথায় দেখা যায়। কে বলিতে পারে

কত নীচাত্মা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের কথা স্মরণ করিয়া উন্নত হইয়াছে। অনেক লোক বৃহৎ নিস্তব্ধ হলে (বৃহৎ কক্ষে) পূর্ব্ব পুরুষদের রাগদ্বেষ শূন্য ছবি সকলকে তাহাদের কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ দেখিয়া সেই দূর যুগের বীর-দিগের নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয় ও তাঁহাদের নির্ব্বাপিত (extinct) চিন্তা হৃদয়ে পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিতেছে দেখিতে পায়; এরূপে তাহার বংশের সহজ জ্ঞানে যেন আবিষ্ট হইয়া তাহার নীচতা হইতে অনেক উপরে তাহাদের নিকট পর্য্যন্ত উঠিতে সক্ষম হয়।

সেই সকল সমাজ যাহারা সদ্‌গুণের ও ধর্ম্ম ভাবের বংশানুক্রমিতায় বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাস হইতে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারাই আবার পাপের এবং পাপ প্রবৃত্তির বংশানুক্রমিতায় বিশ্বাস করিয়া অভিশপ্ত অপবিত্র জাতিকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে ও বাপের অপরাধের জন্য পুত্র পৌত্রদের শাস্তি দিয়া থাকে। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে যত প্রাচীন সময়ের দিকে যাওয়া যায় তত ইহাকে বহু বিস্তৃতভাবে প্রচলিত দেখা যায় ও নানারূপ বিধান ও আইনের দ্বারা এই বিশ্বাসকে প্রকাশ করিতেছে দেখা যায়।

চীন দেশে কেহ বধ দণ্ডার্হ অপরাধ করিলে তাহার শারীরিক অবস্থার, মেজাজের, মনের অবস্থার ও পূর্ব্ব কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হয়; এ অনুসন্ধান ব্যক্তিবিশেষে শেষ হয় না পরিবারের সমস্ত লোকের এমন কি পূর্ব্ব পুরুষদের কার্য্যেরও খবর লওয়া হয়। আমাদের মতে এরূপ করাই বংশানুক্রমিতার ঠিক বিচার। এই লোকেরা রাজদ্রোহিতায় রাজাকে হত্যা করিলে অপরাধীকে দশ হাজার টুকরা করিয়া কাটা হইবে ও তাহার পুত্র পৌত্রদিগকেও কাটিয়া ফেলা হইবে, বাপ বেটা একটা জমাট জিনিস এই অন্যায় যুক্তি ধরিয়া। জাপানী আইনে অপরাধীর বাপ মাকে দণ্ড দেওয়া হয়।

যোজেসের আইনে বাপ মায়ের অপরাধের জন্য সন্তানকে শাস্তি দেওয়া সাধারণ। সমস্ত মনুষ্য জাতি আদমের অপরাধের জন্য আজি পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছে।

মধ্য যুগে সকলকার ঘৃণার পাত্র, তাহাদের বেটীর ভিতর আবদ্ধ, ইহুদীরা অকৃতপূর্ব্ব অদ্বিতীয় অপরাধ দেবতার প্রাণ নাশ জন্য, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অপরাধ এ দণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত ইতিহাস আর দেখাইতে পারে না যে পূর্ব্ব পুরুষের অপরাধের কলঙ্কের দাগ বংশানুক্রমিকভাবে চালিত হইতে লাগিল। অসভ্য আইন, যাহা জার্ম্মাণ আচার ব্যবহার হইতে হইয়াছে, অপরাধের বংশানুক্রমিতা স্বীকার করিয়া, মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকে।

এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে সভ্য সময়ে একজন বিচক্ষণ গ্রীক লেখক এ মতকে ভাল যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্লুটার্ক বলেন পরিবার কিম্বা সমাজ একটী জীবন্ত দেহ। ইহার উপর ভগবানের কোপ অপরাধীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে পতিত হয়, ইহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। সমাজ সম্বন্ধে যদি ইহা হয় পরিবার সম্বন্ধেও তাহাই হইবে, বংশের তেজ ও গুণ গোষ্ঠির সকল লোকের ভিতর ছড়াইবে। শিল্পজাত দ্রব্যের ন্যায় ইহা নহে, বংশে জন্মান লোককে জন্মদাতার সারাংশ লইয়া আসিতে হইল তাহারই আত্মা লইয়া আসিল এজন্য তাহার কার্য্যের জন্য পুরস্কার কিম্বা শাস্তি পাওয়াই ঠিক। পাপী দুর্ব্বৃত্ত লোকের ছেলেরা তাহাদের বাপের সার জিনিস পাইয়া থাকে। বাপ যেরূপে কথা কয় ভাবনা করে, যেরূপে মানুষ হইয়াছে ও বাঁচিয়া ছিল, ছেলেদিগকে ঠিক তাহাই দিয়া যায়। এজন্য ইহা বিচিত্র নহে যে পুত্র ও জন্মদাতার নিগূঢ় একত্ব জন্য বাপের কার্য্যের ফল ভোগ সন্তানকেও করিতে হয়।

প্লুটার্কের এই সকল সিদ্ধান্ত কাযে লাগাইলে ফল ভয়ানক হইবে।

কার্য্য কারণের সঙ্গে পূর্ণ মিল আমরা দেখিয়াছি। বংশানুক্রমিতার ন্যায় কৌলিন্য প্রথা, রক্ষণশীল স্থায়ী শক্তি হইয়া নিশ্চলত্বের দিকে ঝুঁকিবে। উভয়েই সীমার ভিতর আবদ্ধ যে সীমা বহুদর্শন জ্ঞান ঠিক করিবে। আধুনিক জাতিদিগের অনুষ্ঠান সকল ইহা ধরিয়া হইয়াছে। বোধ হয় বেন্থাম ইহা অবলম্বন করিয়া মার্কিণদিগকে বলিয়াছিলেন যে কৌলিন্য প্রথাকে সাবধানে বংশগত করিবে। গুণ হইতে প্রাপ্তব্য মর্য্যাদা যেন জন্মগত না হইয়া পড়ে।

কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর, সম্মানের পদবী দাও কিন্তু এই সকল যেন ব্যক্তিগত হয়। সম্মানের সমস্ত শক্তি ও পবিত্রতা রাষ্ট্রের হাতে থাকুক, এই মূল্যবান ধনকে ছাড়িও না এবং একটি গর্ব্বিত শ্রেণী সৃষ্টি করিও না যাহারা শীঘ্র তাহাদের বিশেষ অধিকার তোমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে।

রাজা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ইহা প্রচলিত রীতি অনুযায়িক কিম্বা স্বাভাবিক বংশানুক্রমিতা এই দুয়ের কথা এখন কিছু বলিব। এখানেও আমরা বংশানুক্রমিতা এবং স্বাধীনতা, প্রাচীন সময়ের বিশ্বাস ও আধুনিক সমাজের মত এ দুয়ের মধ্যে বৈপরীত্য দেখিতে পাই।

প্রথমে শাসনকার্য্য একজনের হাতে থাকিত সেই রাজাই সর্ব্বে সর্ব্বা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় দেবতাদের সমতুল্য সকলের উপরে তাঁহাকে ভাবা হইত। প্রাচীন কিম্বদন্তী তাঁহাকে দেবতা কিম্বা উপদেবতা বলিয়া দেখাইত, আদিকালের রাজাদিগকে প্রজারা ঐশী শক্তি-সম্পন্ন অতি মানুষ বলিয়া ভাবিত। তাহারা ঐশ্বরিক উপাধি সকল প্রাপ্ত হইত এবং দেবতাদের ন্যায় পূজা ও প্রণাম পাইত এবং অনেক স্থলে তাহাদের ঈশ্বরত্ব কিম্বা অর্দ্ধ ঈশ্বরত্ব আছে বলিয়া তাহাদের পূজা করা হইত। তাহাদের এবং তাহাদের কুটুম্বদের স্বর্গ হইতে উৎপত্তি বলিয়া এবং তাহাদের আত্মা আছে বলিয়া যেমন পেরুর ইনকাদের বিশেষতঃ চীনের রাজাদের পূজা হইত।

এই বিশ্বাস যতদিন ছিল, রাজকীয় ক্ষমতা বংশানুক্রমিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল; ইহার আদি স্বর্গে হওয়ায় জন্মের দ্বারা ইহা চালিত হইত, যাহার চিহ্ন এখনও এই কথায় দেখা যায় যে রাজপুত্রের সিংহাসনে অধিকার ঈশ্বর দত্ত।

বর্ত্তমান সময়ের মত হইতেছে যে জাতীয় ইচ্ছা রাজার ইচ্ছা অপেক্ষা বলবত্তর এ কারণ জ্যেষ্ঠাধিকার কথার আর কোন মূল্য নাই। ইহার ফল হইল সভ্য জাতির মধ্যে বংশানুক্রমিক ক্ষমতার উচ্ছেদ যেমন সাধারণতন্ত্রে দেখা যায়, কিম্বা মহাসভা যুক্ত রাজতন্ত্র শাসন যন্ত্রের একটী অংশ বলিয়া ইহাকে ধরা হয়। শেষোক্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্বের স্থায়িত্ব বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা হয় না কেবল শাসন যন্ত্রের উপকারিতার জন্য ইহাকে লওয়া হয়।

বংশানুক্রমিতাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; ইহার স্বপক্ষ ও বিপক্ষের দলেরা এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন না কেবল এই কারণে যে তাঁহারা এ প্রশ্নটিকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতেছেন। বংশানুক্রমিতাকে স্বাভাবিক তথ্য বলিয়া আক্রমণ করা যেমন সহজ, প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহাকে বাঁচানও তেমনি সহজ। ইহার বিপক্ষেরা বলেন যে প্রতিভা, প্রখর বুদ্ধি, সাধুতা বংশানুক্রমিক যখন হইতে পারে না তখন অযোগ্য হাতে শাসন পরিচালনের ভার দেও কেন? সিংহাসনাধিকার জন্মগত হইলে রাজপুত্রদিগকে গর্ব্বিত, কুঁড়ে, অজ্ঞ এবং অসমর্থ করিয়া তুলে। বিশেষ ঘটনা সকলের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে উচ্চদরের বুদ্ধিমান জাতির ভিতরে বংশানুক্রমিতা লোকদিগকে দুর্ব্বল করে এবং জীবন সংগ্রামে বিঘ্ন বাধার সঙ্গে লড়িতে গিয়া ইহা গুড়া হইয়া যায়। অভিজাত এবং রাজবংশ সকল তাহাদের কক্ষের দূরতম বিন্দুতে পৌঁছাইতে গিয়া কেমনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা বলা হইয়াছে। বংশানুক্রমিতার স্বপক্ষের লোকেরা বলেন যে মন যদিও চালিত না হইতে পারে, পরিবারের কিম্বদন্তী সকল চালিত হয়, ইহা হইলেই সমাজের পক্ষে যথেষ্ট হইল। সমাজের ভিতর রক্ষণশীলতা ও স্থায়িত্ব আনা বংশানুক্রমিতার প্রধান কার্য্য; ইহা না থাকিলে সেই উচ্চ স্থান পাইতে অনেক বুদ্ধি ও ক্ষমতার অপব্যয় হয় যেখানে তাহাদের দক্ষতা দেখাইবে। চ্যাথামের আরল দরিদ্র বিধবার পুত্র, অশ্বারোহি সৈন্যদলের পতাকাবাহী ছিলেন, ৪৮ বৎসর বয়সে উচ্চপদ পাইলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত পীট ১২ বৎসর বয়সে অসাধারণ বালক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, ভালরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও যত কম বয়সে পার্লামেণ্টে ঢুকিবার আইন আছে সেই বয়সে ঢুকিয়া শ্রোতৃবর্গকে বক্তৃতায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন ও ২৩ বৎসর বয়সে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বড় পরিবারের এইরূপ ইতিহাস, পদমর্য্যাদা বংশগত করায় ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সুবিধা রাজ্যের পক্ষেও তদ্রূপ।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীয় বংশানুক্রমিতা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ জন্মগত রাজ্যাধিকারের অনুকূলে অতি অল্প সংখ্যক লোক পাওয়া যায়; তবে রাজতন্ত্র যে এখনও বজায় আছে তাহা কেবল

তাহার কতকটা কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া। সেই রক্ষণশীল দল যাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে লর্ডস, সিনিয়রস, পিয়ার্স এবং সেনেট নামে অভিহিত হয় তাহাদের উপরেও এ কথা আরোপ করা যায়। ইহার অর্থাৎ অভিজাতবর্গ গঠনের আদি স্থান বংশানুক্রমিতা তাহা এখন সকল দেশেই আর ধরা হয় না। ইংরাজদের মধ্যে লর্ড সভা বর্ত্তমান মতের বিরুদ্ধে মনে হয় কিন্তু ইহার ভিতরেও নির্ব্বাচিত সভ্য লওয়া হয়, স্কটল্যাণ্ড হইতে ১৬ এবং আয়রল্যাণ্ড হইতে ২৮ জন।

আদিকাল হইতে যত বর্ত্তমানের দিকে আসি দেখিতে পাই বংশানুক্রমিতার গুরুত্ব কমিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ চিন্তাশীল লোকের এখন মত যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাড়িবে ও শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা কমিতে থাকিবে। প্রত্যেকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকিবে অপরের যেরূপ আছে এবং শাসনযন্ত্রের পুলিশের ন্যায় কার্য্য হইবে সেই সীমাবদ্ধতাকে রক্ষা করা। এখানে আমরা সেই পরস্পরের বিরোধ দেখিতে পাই, স্বাধীন ইচ্ছার চরম বংশানুক্রমিতার চরমে মিলিয়া যাইতেছে।

বংশানুক্রমিতার ফলের উপর কতকগুলি মন্তব্য লিখিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব; সমস্ত উন্নতি ঠিক কথায় বলিলে সমস্ত বিকাশের পূর্ব্বে অভিব্যক্তি ও বংশানুক্রমিতা রহিয়াছে। পূর্ব্বটী না থাকিলে পরিবর্ত্তন আসে না আবার শেষোক্তটী না থাকিলে স্থায়িত্ব আসে না। কিন্তু বংশানুক্রমিতার সীমা আছে। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভূমিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ২।৩ পুরুষ পরে আদি আদর্শে ফিরিয়া আসে।

নৈতিক বিষয়েও অনেক ঘটনায় দেখা যায় লোকে অসভ্য জীবনে ও যাযাবর বৃত্তিতে ফিরিয়া আসে ও উচ্চ দরের প্রতিভা বিশিষ্ট পরিবার গড় সমতলে নামিয়া আসে। বংশানুক্রমিতা ক্রমবিকাশে যে পরিবর্ত্তন আনে তাহাকে স্থায়িত্ব দিলেও মধ্যে মধ্যে আদি আদর্শে ফিরিয়া যায় কেন? এই প্রত্যাবর্ত্তন জাতি যখন নিজে নিজে পড়িয়া থাকে তখন হয় কিন্তু সে জাতির ভিতর হয় না যাহারা কৃত্রিম কিম্বা স্বাভাবিক কারণে অনেকদিন ধরিয়া তাহাদের নূতন প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আছে। প্রত্যেক

পদার্থ ভৌতিক কিম্বা নৈতিক তাহার বাঁচিয়া থাকার সর্ত্ত হইতেছে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিয়া থাকা। পূর্ণভাবে মিলিয়া থাকায় আসল লক্ষণগুলি স্থায়ী, কারণ বাহির ও ভিতর হইতে সে পুষ্টি লাভ করে, আর অসম্পূর্ণভাবে মিলন হইলে অস্থায়ী কিম্বা দৈবাগত লক্ষণ পায়, কারণ ভিতর হইতে পুষ্ট হইলেও বাহিরের পুষ্টি পায় না। জড় কিম্বা মানসিক আদর্শে প্রত্যাবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মের ফল তাহার ভিতর রহস্যপূর্ণ ক্ষমতা কিম্বা গুহ্য প্রভাব কিছু নাই। অর্জ্জিত লক্ষণকে স্থায়ী করিবার পক্ষে যদি স্বাভাবিক কিম্বা কৃত্রিম চতুর্দ্দিকস্থ জিনিস অনুকূলে থাকে, তাহা হইলে অভ্যাস হইবে, আর বংশানুক্রমিতা সমগ্র জাতির অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর এই অভ্যাস আদি স্বভাবে এরূপ দৃঢ়রূপে প্রোথিত যে একটীকে আর একটী হইতে ভিন্ন করা যায় না।

বর্ত্তমান সময়ের একজন দার্শনিক পণ্ডিত বংশানুক্রমিতা ও বিবর্ত্তবাদের নিয়ম হইতে মনুষ্য জাতির ভবিষ্য উন্নতি কিরূপ হইবে তাহা দেখাইয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার "জীবতত্ত্বের সূত্র" নামক গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন যে সভ্যতা যে স্বাভাবিক নিয়ম হইতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে সেই আবার তাহাকে কমাইবে।

দৈব পদার্থের পূর্ণতা উত্তরোত্তর পারিপার্শ্বিকের সহিত উপযুক্ততা হইতে হইয়া থাকে। সমগ্র মানব জাতির উন্নতি এই উপযুক্ততা হইতে হইবে এরূপ ভাবা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কি উপায়ে হইবে? কোন কোন বৃত্তির বিকাশ হইবে? শারীরিক শক্তির উন্নতিতে হইবে কি? ফল কথা পাশবিক শক্তির স্থান ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে, সামাজিক জীবনের উন্নতি শারীরিক বলের উপর আর নির্ভর করে না।

দ্রুতগামিতা এবং ক্ষিপ্রকারিতার দ্বারা কি ইহা সাধিত হইবে? সম্ভবতঃ নহে। জীবন রক্ষার জন্য অসভ্যদের জন্য ইহা দরকারে লাগিতে পারে, কিন্তু সভ্য লোকের পক্ষে ইহার আবশ্যকতা তত বেশী নহে। কল কবজার উন্নতির দ্বারা কি ইহা হইবে? কতক পরিমাণ বটে। অস্ত্র সকল ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে না পারিলে আঘাত এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কল কবজা সকল উত্তরোত্তর জটিল হইতে থাকে

৫২

এবং তাহাদিগকে খুব নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। সমস্ত শিল্প শ্রম সম্বন্ধীয় হউক কিম্বা ভাব সম্বন্ধে হউক, যত উন্নত হইতে থাকিবে জ্ঞানেরও তত উন্নতি হইবে।

বুদ্ধিমত্তার বিকাশে কি ইহা হইবে? অনেক পরিমাণে নিঃসন্দেহে। এ দিকের উন্নতির অনেক জায়গা আছে চাহিদাও আছে। আমাদের জীবন আমাদের অজ্ঞানতার জন্য স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, এ নিয়ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায়। আমাদেরও চতুষ্পার্শ্বের দ্রব্যের প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান পাইতে হইলে যে অবস্থার মধ্যে আমরা রহিয়াছি তাহার জ্ঞান থাকা চাই। আত্মসংযমের দ্বারা অতিমাত্র নৈতিক উন্নতির দ্বারা ইহা কি সম্পাদিত হইবে? অনেক পরিমাণে বটে। ভাল চরিত্র হইয়া থাকে ইচ্ছা শক্তি হইতে জ্ঞান হইতে নহে। সেই সকল জটিল ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ যাহা হইতে মানব জীবন সভ্যতার আকার ধারণ করে তাহার পূর্ণ আবশ্যকীয় জিনিস হইতেছে উপযুক্ত জীবনের গতি কি তাহাকে চিনিতে পারা, আর তাহার পুর্ব্ব আবশ্যকীয় হইতেছে সেই গতির পিছুনে যাওয়ার উত্তেজনা। এখন সেই সকল ভাবের আরও বিকাশ দরকার যাহা সভ্যতা করিতেছে, এবং যাহা পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারিলে জীবন সংক্ষেপকারী অপরাধ, অতিশয্য, রোগ, অবিমৃষ্যকারিতা, অসদ্ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। মনুষ্যের পক্ষে কিম্বা অপর জীবের পক্ষে আমরা ধরিয়া লইতে পারি না যে ক্রমবিকাশ আপনা আপনি হইবে। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ তিন কালেই ইন্দ্রিয় কিম্বা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন পরোক্ষ কিম্বা অপরোক্ষ ভাবে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার উপর নির্ভর করে। মনুষ্য শরীর চতুষ্পার্শ্বের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আপনাকে উপযুক্ত করিয়া লইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে এজন্য কি শরীরের অধিকতর বিকাশের প্রয়োজন হইবে?

সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইল লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাহার ফল হইল জাতিধ্বংসকারী কতকগুলি শক্তির হ্রাস ও অপর কতকগুলি শক্তির বৃদ্ধি। মানুষ যত বাড়িতে থাকে বন্য জন্তু হইতে মৃত্যুর ভয় কমিতে থাকে। মানুষ যেমন ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়ে তাহারা পরস্পরের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করে। কিন্তু গোত্র সকল মিলিয়া

জাতি হইলে এরূপ ঝগড়ার ও পরস্পরের লোপ সাধনের প্রবৃত্তি কমিল বটে, কিন্তু মৃত্যুর ভয় থাকিল অতিরিক্ত লোক বৃদ্ধি এবং খাদ্যের অপ্রতুলতা বশতঃ। অতিরিক্ত লোক বৃদ্ধির কারণ, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব বাড়িতে লাগিল; যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হওয়াতে যোগানের বৃদ্ধি জন্য সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিল এজন্য নানারূপ বিদ্যার চর্চ্চা বাড়িতে লাগিল।

প্রত্যেক রকমের কৃষি শিল্পের উন্নতি, উচ্চতর মনুষ্যত্বের ফল, এবং তাহা কার্য্যে লাগাইতে হইলে উন্নত মনুষ্যত্বের দরকার। শিল্পের উপর বিজ্ঞানের আরোপ বলিলে বুঝিতে হইবে আমাদের অভাব মোচনের জন্য বেশী বুদ্ধি লাগান; যাহা বুঝাইতেছে বুদ্ধিমত্তার ক্রমান্বয় উন্নতি। এক একর জমি হইতে অধিক ফসল পাইতে হইলে কৃষককে রসায়ন শাস্ত্র পড়িতে হইবে, নূতন যন্ত্র সকল ব্যবহার করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহার নিজের ও মজুরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। বাজারের আবশ্যক মত জিনিস সরবরাহ করিবার নিমিত্ত কারিগরকে সর্ব্বদাই পুরাতন যন্ত্রগুলিকে উন্নত করিতে হইবে ও নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। বেশী মজুরীর লোভে কারিগরেরা বেশী নিপুণতা তাহাদের কার্য্যে দেখাইতে উত্তেজিত হইবে। বাণিজ্যের শাখা প্রশাখা যত বাড়িতে থাকিবে ব্যবসাদার তত বেশী জ্ঞান ও জটিল হিসাব শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে, পোতাধিকারীদের লাভ যত কমিতে থাকিবে তত বিজ্ঞানানুমোদিত পোত নির্ম্মাণ করিতে বুদ্ধিমান নৌচালক ও ভাল নাবিক রাখিতে বাধ্য হইবে। সকল স্থানেই লোকসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির চাপই হইতেছে এই সকলের আদি কারণ। প্রতিযোগিতা না থাকিলে জীবনের কার্য্যে বেশী চিন্তা ও বেশী কার্য্যশক্তি কেহ লাগাইত না, আর মানসিক জীবনের এত উন্নতিও হইত না। জীবিকা উপার্জ্জনের কাঠিন্যই হইতেছে বালকদিগের উচ্চ শিক্ষার ও বড় মানুষদের অধ্যবসায়ের আতিশয্যের প্ররোচক। ইহাই মাকে অল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে শিখায় ও বাপকে দিনের পর দিন পরিশ্রম করিতে ও আত্মত্যাগ করিতে উত্তেজিত করে। নিতান্ত দরকার না হইলে মানুষ কখনই এরূপ শাসনাধীনতার বশবর্ত্তী হইত না; আর এরূপ নিয়ম নিষ্ঠা না থাকিলে ক্রমান্বয় উন্নতিও হইত না।

অন্য বিষয়ে যেমন এ বিষয়েও তেমনি, প্রকৃতি উন্নতির দিকে প্রত্যেক ধাপে বার বার পরীক্ষার পর ফল পায় যে উপপাদ্যে আমরা পৌঁছিলাম তাহা হইতেছে, অত্যধিক উর্ব্বরাশক্তি মানুষের অধিকতর ক্রমবিকাশের কারণ; ইহা হইতে এই স্পষ্ট অনুমান হয় যে অতিরিক্ত ক্রমবিকাশ হইলেই উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হইবে ও মনুষ্য জাতি নাশ প্রাপ্ত হইবে।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ উন্নতি যাহা লোকসংখ্যার চাপে হইতেই হইবে, ব্যক্তিত্বের খরচায় ইহা হইবে অর্থাৎ শরীরের বিশেষতঃ স্নায়ু প্রণালীর গঠন ও কার্য্যের অবনতি হইতে ইহা হইবে। সংখ্যায় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে ও জটিল হইয়া পড়িতেছে এরূপ সমাজের ভিতর শান্তিময় জীবন সংগ্রামের আনুসঙ্গিক হইবে স্নায়বিক কেন্দ্রের আয়তনে জটিলতায় কার্য্যকারিতার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। সামাজিক জীবনের অতিশয় প্রতিযোগিতার ভিতর পরিবার প্রতিপালন ও স্বাধিকার বজায় রাখিতে হইলে কার্য্যশক্তির উৎপত্তিস্থলতার সকল দরকার যাহাদের আনুষঙ্গিক হইতেছে বড় মস্তিষ্ক। সেই সকল উন্নত ভাব যাহার পিছুনে আত্মসংযম থাকে এবং যাহা থাকার জন্য লোকে স্থায়ী বংশ রাখিয়া যাইতে পারে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে কেহ যদি সফলকাম হইতে চায় তাহা হইলে নানারূপ বস্তু নিরপেক্ষ ধারণা সকল আনিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের জটিলতা বাড়িতে থাকিবে। যে মস্তিষ্ক আকারে বাড়িয়াছে ও গঠনে বিকশিত হইয়াছে তাহাতে নানারূপ ভাব ও চিন্তা যেরূপ বাড়িতে থাকিবে তাহার স্নায়বিক পেশীর ক্ষয়ও বাড়িতে থাকিবে এবং তাহার মেরামত করিতে বেশী জিনিস খরচ হইবে। এমতে শরীরের প্রধান কার্য্য হইল স্নায়ু প্রণালীর সৃজন ও তাহার ক্ষয়ের জীর্ণ সংস্কার। এখনি দেখা যায় অসভ্য অপেক্ষা সভ্যজাতির মস্তিষ্ক প্রায় এক তৃতীয়াংশ বড়। অসভ্যের যদি ১০০ হয় সভ্যের ১৩০; পাকান সম্বন্ধে সভ্যের বিজাতীয়ত্ব (heterogeneity) ও বিস্তার অনেক বেশী। এই সবলের ন্যায় অধিকতর পরিবর্ত্তন হইতেই থাকিবে যেমন হইয়াছে।

সর্ব্বদা সকল স্থানে ক্রমবিকাশ জনন সম্বন্ধীয় বিগলনের বিরুদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে ব্যক্তিত্ব ও উৎপত্তির মধ্যে এই বিরুদ্ধতা স্নায়ু প্রণালীতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, কারণ স্নায়বিক গঠন ও

তাহার ক্রিয়ার বহুমূল্যতা জন্য। আর এক স্থানে দেখান হইয়াছে যে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও সঙ্গমেচ্ছার অনেক দেরীতে প্রকাশ এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝা যায়। ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে অতিরিক্ত উর্ব্বরতা হইলে মন জড় হইয়া পড়ে আর অতিরিক্ত মানসিক ক্রিয়া হইলে পূর্ণ কিম্বা আংশিক-ভাবে অনুর্ব্বরতা আসিয়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায় যে মানুষের ভবিষ্যতে যে ক্রমবিকাশ হইবে তাহাতে জননক্রিয়া শক্তির হ্রাস হইতে থাকিবে।

ব্যক্তি বিশেষত্ব (individuation) ও সাধারণ উৎপত্তির (genesis) মধ্যে অপরিহার্য্য বিরুদ্ধতা জাতি সংরক্ষণের আনুমানিক নিয়ম নির্ভুলতার সহিত প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যাবতীয় পদার্থের মূল উপাদান অর্থাৎ তন্মাত্র (monad) হইতে মানুষ পর্য্যন্ত এই জাতির সংরক্ষণের উচ্চতম আকার পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া দেয় যে আকারে জীবিত কালের পরিমাণ খুব বেশী হইবে ও জন্মমৃত্যু খুব কম হইবে। এই বিরুদ্ধতা সেই সকল ফল ইহার কার্য্যের দ্বারা আনয়ন করে, যেমন অতিরিক্ত উর্ব্বরতা সভ্যতার প্রক্রিয়াকে অপরিহার্য্যরূপে আনে, আবার সভ্যতা অতিরিক্ত উর্ব্বরতাকে নষ্ট করে। গোড়া হইতে লোকসংখ্যার চাপ উন্নতির প্রত্যক্ষ কারণ। ইহা প্রথমের মত জাতিকে ছড়াইতে থাকে। মানুষকে মেষপালকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। ইহাই পৃথিবীর উপরিভাগকে পরিষ্কার করায়, মানুষকে সামাজিক করে এবং সামাজিক ভাব সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ করায়। ইহা উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমশঃ উন্নতি করায় ও অতিরিক্ত কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন বিষয়ে আরোপ করিতে শিখায়। ইহা ঘনিষ্টতর সুবাদে ও পরস্পর নির্ভরকারী সম্বন্ধে প্রবেশ করিতে আমাদিগকে দৈনন্দিন বাধ্য করিতেছে। অবশেষে সমগ্র ভূমণ্ডলকে মনুষ্য দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া বাসোপযোগী স্থান সকলকে চরম উর্ব্বরতায় লইয়া গিয়া মনুষ্যের সকল রকম অভাব পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণ করিয়া, বুদ্ধি বৃত্তিকে কার্য্যের উপযুক্ত যাহাতে হয় সেরূপ ভাবে বিকশিত করিয়া ভাব সকলকে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত করিয়া লোকের চাপ এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আস্তে আস্তে শেষ হইয়া যাইবে।

উপসংহার

আমাদের বিষয়ের একটা সাধারণ জ্ঞান পাইবার জন্য যাহা বলা হইল তাহার একটা সংক্ষেপ বর্ণনা করিব।

কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে দুইটী রাস্তা আছে, হয় আমরা তথ্য সকলে সীমাবদ্ধ থাকিব না হয় তাহাদিগকে সম্ভবনীয় কোন অনুমানে সংযুক্ত করিব, আমরা ভূয়োদর্শন জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারি, কিম্বা তথ্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বাহিরে যাইতে পারি। প্রথমটী ধরিলে বংশানুক্রমিতাকে জীবনের একটী নিয়ম বলিয়া মনে করা হয়, যাহার কারণ হইতেছে বাপ মায়ের শরীরের উপাদানগুলি ছেলের শরীরের আংশিকভাবে উপাদান হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী ধরিলে সমগ্র বিশ্বের আইনের ইহা একটী অংশ মাত্র যে আইনের কারণ বিশ্বজনীন যন্ত্রবৎ অবশ্যম্ভাবিতায় খুঁজিতে হইবে। এ প্রশ্নের বিচার উভয় মত ধরিয়া করিব।

প্রথমে ভূয়োদর্শনের দিক হইতে ইহাকে দেখা যাউক। এ উদ্দেশে এ গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মোটামুটি আলোচনা করিলেই চলিবে।

বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে বংশানুক্রমিতা স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ লইয়া দাঁড়ায় কারণ ইহার কোন স্থানে ব্যতিক্রম নাই। দৈহিক এবং নৈতিক বিষয়ে প্রত্যেক জীব তাহার জাতির লক্ষণ সকল জন্ম হইতে প্রাপ্ত হয়। কোন জীব তাহার নিজের জাতির দেহ পাইয়া অপর জাতির স্বাভাবিক জ্ঞান যদি প্রাপ্ত হয় তাহাকে বিকটাকার রাক্ষস বলিতে হইবে। মাকড়সার মৌমাছির মতন বোধ থাকে না ও তাহার কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ বীবর নেকড়ে বাঘের কার্য্য করিতে পারে না। এক জাতির ভিতর সে জীব হউক কিম্বা মনুষ্য হউক মানসিক এবং দৈহিক লক্ষণ সকল ঠিক বজায় রাখিবে। মানব জাতির এমন একটী ক্ষুদ্র বিভাগ নাই যাহাকে দেশবাসী বলি, যাহারা স্থায়ী নৈতিক চিহ্ন দেখায় না, যখন ব্যক্তিগুলিকে সমষ্টিরূপে ভাবি।

জাতীয় আকারে মানসিক বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কেবল ব্যক্তিগত লক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে। রাশিকৃত ঘটনা হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে ব্যক্তিগত বংশানুক্রমিতা কখনও দৈবাৎ হইতে পারে না যেমন কতক লোকে বলে। আমরা দেখিয়াছি যে সকল রকম মানসিক ক্রিয়া চালিত হইতে পারে, যথা সহজজ্ঞান, প্রত্যক্ষানুভূতির ইন্দ্রিয় বৃত্ত, কল্পনা শক্তি, শিল্প কলা বুঝিবার উপযুক্ত ক্ষমতা, বিজ্ঞান করিবার ক্ষমতা, বস্তু নিরপেক্ষ ভাবের অনুশীলন, ভাব ও কাম ক্রোধাদি উগ্রভাব সকল, চরিত্রের বল এ সকলি সন্তানে চালিত হইতে পারে। সুস্থভাব সকলের চালনা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ভাবেরও সেইরূপ যেমন ক্ষিপ্তত্মা, চিত্তভ্রম ও জড়বুদ্ধিতা।

তথ্য সকল একত্র করিবার পর কার্য্য, আইন বাহির করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করা কিন্তু এইখানে বিরুদ্ধ কারণ সকল অমোচনীয় রূপে পাক পড়িয়া যায়; কারণ নির্ণয় করা অনেকটা আনুমানিক হইয়া পড়ে। কার্য্যতঃ আমরা কতকগুলি পরীক্ষা-সিদ্ধ কিন্তু বিজ্ঞানানুমোদন সাপেক্ষ সূত্র ঠিক করিয়া লই ও তথ্য সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লই। বংশানুক্রমিতা হয় প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ, এক সময়ে বাপ মা হইতে সন্তানে আসে আবার দূর পূর্ব্বপুরুষ হইতেও আসে। আমরা ২।৩ পুরুষ ডিঙ্গাইয়া বংশানুক্রমিতার আসার সাদৃশ্য নিম্ন শ্রেণীর জীবে পাইয়াছি; এই সকল দেখিয়া বংশানুগতি কি তাহা ঠিক করিতে পারি এবং ইহার আইনের একগুঁয়ে দৃঢ় সসক্তিও দেখিতে পারি।

নিয়ম হইতে কারণে যাইতে, শেষ কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান সাবধানতার সহিত ত্যাগ করিয়াছি, এবং বংশানুক্রমিতার অব্যবহিত কারণ যাহাকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা হইতেছে এইঃ—মানসিক বংশানুগতির কারণ হইতেছে দৈহিক বংশানুক্রমিতা, যাহার কারণ হইতেছে যে সকল দ্রব্য লইয়া পিতামাতা ও সন্তানের দেহ গঠিত হইয়াছে তাহার সহিত আংশিক একত্ব এবং পুত্রোৎপাদনের সময় সেই দ্রব্যের বিভাগ। বংশানুক্রমিতা তাহা হইলে আংশিক একত্ব হইল; এবং অপরাপর মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ের সঙ্গে ইহার স্থান নির্ণয় করাই হইল বংশানুগতি। শরীর এবং মনের মধ্যে নানারূপ

সম্বন্ধের মধ্যে ইহা একটী সম্বন্ধ, অর্থাৎ শরীরের মনের উপর প্রভাব বুঝাইতেছে, শরীর ও মনের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ক শাস্ত্রের ইহা একটি শাখা মাত্র। ফলের চর্চ্চা করিতে গিয়া আমরা কতকগুলি কার্য্যকরী প্রশ্নে উপস্থিত হইলাম। বংশানুগতি চালিত করে, রক্ষা করে, ও স্তূপীকৃত করে। বুদ্ধি সম্বন্ধীয় এবং নৈতিক অভ্যাস সকল ইহারই ফল যাহাতে উন্নতি উন্নতির দিকে লইয়া যায় ও পতন পতনের দিকে যাইতে প্রবণ করে! বংশানুক্রমিতার সাধারণ ফল সম্বন্ধে আমাদের মনে দুইটী ব্যাখ্যা উদয় হয়—একটী মৌলিক অনুমানাত্মক অপরটী নিশ্চয়াত্মক। প্রথমটী বংশানুক্রমিতার উপর সৃষ্টি-কারিণী শক্তি আরোপ করে ও মানসিক বৃত্তি সকলের উৎপত্তি ইহা দ্বারা ব্যাখ্যা করে; দ্বিতীয় মতটী সংরক্ষিণী কার্য্য ইহার উপর আরোপ করিয়া বৃত্তি সকলের বিকাশ কিরূপে হয় তাহা ব্যাখ্যা করে। প্রথমটী আমরা গ্রহণ করিয়াছি কারণ দ্বিতীয়টী স্বীকার করিবার এখনও সময় হয় নাই। ফলের প্রশ্নটী বিচার করিতে যাইলে দেখা যায় এই সাধারণ নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত, অর্জ্জিত পরিবর্ত্তন যে চালিত হয় তাহা ভূয়োদর্শন প্রমাণ করে। যখন মানসিক বংশানুক্রমিতাকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে, অস্পষ্ট সহজ জ্ঞান যখন পরিষ্কার সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে, তখন ইহার সামাজিক গুরুত্ব যাহা এখন ঠাওরাণ হইতেছে, ভাল করিয়া বুঝা যাইবে এবং ইহা হইতে অনেক প্রশ্ন উঠিবে, যাহার আলোচনা করা এখন বৃথা, যাহার মীমাংসা আপনা হইতেই হইবে। খুব অমনোযোগী দর্শকও এ প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারে না যে মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতার নিয়ম সকল জানা যাইলে, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে সেগুলিকে লাগান যাইবে না কেন? যেমন প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লাগাইতেছি। ৪০ বৎসর হইল যখন স্পার্জেম (spurzheim) এবং অপরাপর পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন যে পিতা মাতার মানসিক প্রকৃতি জানা থাকিলে সন্তানের প্রকৃতি জানা যাইবে না কেন? জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন করিতে যে সকল উপায় অবলম্বিত হয় তাহা ধরিয়া কার্য্যক্ষম লোক সকল সৃষ্টি করা যাইবে না কেন?

৫৩

বর্ত্তমান সময়ে এ সকল প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর দেওয়া একরূপ অসম্ভব। মানুষ এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতির নিয়ম সকল ভাল করিয়া না জানার জন্য অপর জাতির উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত। সম্ভাবনা গণনার অকাট্য জোরের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি যে বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধিমান সন্তান হয় যদিও ইহার ভিতর অনেক ব্যতিক্রম থাকে কারণ কতকগুলি স্থায়ী ও কতকগুলি অস্থায়ী কারণের উপর ইহা নির্ভর করে। এরূপ হইলেও আইনের জয় সর্ব্বশেষে হইতেই হইবে—অনেক দিন ধরিয়া ভাল নির্ব্বাচনের ফল ভাল হইবে। কিন্তু এরূপে প্রস্তুত করা জাতিকে অনেকদিন একেলা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, আটাভিজমের কথা না ধরিলে বংশানুগতির ঝোঁক হইতেছে আদি আদর্শে দ্রুত বেগে ফিরিয়া আসা। সম্প্রতি অর্জ্জিত লক্ষণের স্থায়িত্ব খুব কম। নির্ব্বাচিত দেহ অস্থায়ী মিশ্র পদার্থের সদৃশ যাহাকে স্থির করিয়া রাখা বড় শক্ত।

মানুষ প্রথমে কি ছিল এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা আমরা জানি না। মুহূর্ত্তের জন্য প্রকৃতির অবস্থার সঙ্গে সর্ব্বোচ্চ সভ্যতার সহিত তুলনা কর। এক দিকে কাষ্ঠলোষ্ট্র দেবা প্রায় উলঙ্গ বর্ব্বর, বর্ব্বরের ন্যায় ভাষা, মস্তিষ্ক ধারণা-শূন্য প্রাকৃতিক মূর্ত্তিতে পূর্ণ, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও তাহারই ন্যায় জীবন; অপর দিকে প্রকৃতি হইতে অনেক দূরে সুসভ্য মার্জ্জিত রুচি, শিল্প কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত, সামাজিক জীবনের ভব্যতা ও জটিল রকমের চালচলনে অভ্যস্ত হইয়া গেটের সেই উপদেশ মত কার্য্য করিতেছে, নিজেকে বুঝিবার চেষ্টা কর ও ছাড়া অন্য সকল জিনিস বুঝ। এই দুই চরম বিন্দুর দূরত্ব অসীম যাহা মানুষ ধাপে ধাপে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। বহুবিধ কারণের মিশ্র সংযোগে ইহা হইয়াছে কেবল বংশানুগতি হইতে নহে, এ পুস্তক লেখার ফল আমাদের কিছুই হয় নাই যদি এত দূর আসিয়া পাঠক না বুঝিতে পারেন যে এইরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে বংশানুক্রমিতার হাতই অধিক।

বহুদর্শন জনিত জ্ঞানকে ছাড়িয়া এখন আমরা বংশানুক্রমিতাকে অপর কোন বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। এ সমস্যার কাটা ছাঁটা সমাধান ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে বর্ত্তমান সময়ের ফ্রান্স, জার্ম্মানি ও ইংলণ্ডের

মত এক দিকেই ঝুঁকিতেছে যাহা কিছু জানি অর্থাৎ জড় ও নৈতিক জগতে যাহা কিছু আছে তাহা যন্ত্রবৎ উৎপত্তি কিম্বা আপনা আপনি উদ্ভব, দৈব আর পুরুষকার এই দুই শ্রেণীর বিরোধাভাসের মধ্যে একটীতে পড়িতে হইবে। এক দলের মত হইতেছে যে যন্ত্রবৎ উৎপত্তিরূপ কারণ সকল জিনিস ব্যাখ্যা করিবে, অপরাপর অনুমান কেবল আমাদের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখে। আর এক দলের মত বিশ্বব্যাপী যন্ত্রবৎ উৎপত্তি কেবল ফাঁকা কথা, প্রকৃত অস্তিত্ব কি তাহা বুঝায় না, কেবল বাহ্যিক দৃশ্য মাত্র। ইহাকে বেগ ও প্রাণ দিতে হইলে আদ্যা শক্তির কল্পনা করিতে হইবে। সকল জিনিস দৈব নির্দ্দিষ্ট ইহার প্রমাণ অকাট্য, সমস্ত জ্ঞানের শেষ হইল ইহার চর্চ্চা, বিজ্ঞানের কার্য্য হইল ইহাকে ঠিক করা, মনুষ্য মনের প্রকৃত উন্নতি হইল, বে-আইনী আকস্মিক উৎপত্তির মধ্যে ইহাকে ধরা। প্রত্যেক বিজ্ঞান দৈব নির্দ্দেশকে ভূয়োদর্শনের অবস্থার ভিতর লক্ষ্য করে এবং ইহা লইয়াই বিজ্ঞান। যে সকল শাস্ত্র ইহাকে অস্বীকার করে তাহারাও ইহাকে ধরিতে বাধ্য হইবে। আমরা এ মতকে মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যের উপর আরোপ করিয়াছি বংশানুক্রমিক চালনার দিক দিয়া, কারণ বংশানুক্রমিতা হইতেছে দৈব নির্দ্দেশের একটী আকার। মানসিক কার্য্য অনেক নিয়মের বশে ঘটিয়া থাকে যে সমস্ত গুলি নির্দ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন আকার যাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সাহচর্য্য ভাব, সংযোগ ও অভ্যাস। এই জটিল নিয়ম সকল প্রত্যেকে তাহার কার্য্য করিতেছে ও অধীনতা পাশ আমাদের উপর জড়াইতেছে। এখন দেখিতে হইবে যে ইহা যন্ত্রবৎ উৎপত্তির একটী আকার কি না।

জড় রাসায়নিক দৃশ্যাবলিতে সকলেই স্বীকার করেন যে হৃদয়বেগ ভাব ও তাহার পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে এই জন্যই পূর্ণ মাত্রায় নিয়তি নির্দ্দেশ অজৈব জগতে রাজ্য করে।

প্রাণ সম্বন্ধীয় দৃশ্যে এরূপ মতের মিল নাই। অনেকে বলেন উদ্ভিদ ও জীবের শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার মিল, শক্তির সাধারণ নিয়মের ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শরীরের ভিতর পৃথক কোন বস্তু ভিন্ন নিয়মের বশীভূত থাকা দরকার। এও অস্বীকার করা যায় না যে প্রাণ-বাদীদের মত কিছু

দিনের জন্য, কারণ দিন দিন ইহা যন্ত্রবৎ উৎপত্তির মতের দিকে আসিতেছে, অবশেষে অজ্ঞতাই ইহার শেষ আশ্রয় হইবে। আরও ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর গতির মোট পরিমাণের কম বেশী নাই এজন্য গতি উৎপাদক শক্তির অনুমানে অনেক কঠিনতা ও বৈপরীত্য আছে যে গতির দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে, স্থগিৎ রাখা হইতেছে ও নানারূপ পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে জড়ে নিয়মের অধীনে প্রাণকে আনিতে পারি যদিও কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে যাহা দ্বারা অজৈব পদার্থ হইতে প্রাণ বাহির হইবে।

মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃশ্যাবলিতে নিয়তি নির্দ্দেশকে আনা আরও কম লোকের ইচ্ছা তথাচ পরীক্ষামূলক মানসতত্ত্বে গত ৪০ বৎসরের ভিতর যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রকৃত উন্নতি কি তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাহা হইতেছে কতকগুলি নিয়ম বাহির করা যাহার অর্থ মানসিক দৃশ্য সকলের একত্রে কিম্বা পর পর সংঘটন অর্থাৎ কার্য্য কারণের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্থাৎ নিয়তি নির্দ্দেশের মত। এ চর্চ্চা এত অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার বিষয় এত অল্প জানা গিয়াছে যে মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিয়তি নির্দ্দেশ মতের সাপেক্ষ অতি অল্প সংখ্যক লোক, ইহার বিরুদ্ধেই অনেক। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের বিরুদ্ধ যদি ধরা যায় যে মানসিক দৃশ্যগুলি নিয়তি নির্দ্দেশের অধীন নহে। সমস্ত সচেতন মানসিক ক্রিয়ার আরম্ভ হইল প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহা শারীর তত্ত্বের নিয়মের অধীন, যে নিয়ম গুলির সঙ্গে আমরা আংশিকভাবে পরিচিত হইয়াছি ; আরও আমরা দেখিয়াছি যে সংবেদনকে বিশ্লেষণ করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার পর দেখিতে পাই যে বুদ্ধি সম্বন্ধীয় কার্য্য অর্থাৎ বিচার যুক্তি স্মৃতি কল্পনা যোগ সাহচর্য্য ও অভ্যাসের নিয়মের দ্বারা শাসিত, যাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝা যায় নির্দ্দেশের একটি আকার। অবশেষে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কথা বলিতে যাইলে আমরা দেখি যে ইহা অভ্যাসের নিয়মের অধীন যাহা ইহাকে স্বয়ং-চলতায় আনিয়া ফেলে. কারণ ইহা সঙ্কল্পের দ্বারা নিয়মিত, আরও ভূয়োদর্শন জনিত জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা যন্ত্রবৎ উচ্চবের সর্ব্বজনীন বুনটে প্রবেশ করে।

আমাদের আরও দেখাইতে হইবে যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা সকল এ নিয়তি নির্দ্দেশের বাহিরে নহে; কিন্তু সন্তোষকররূপে ইহা এখন প্রমাণ করা অসম্ভব।

আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে সমস্ত বলা হইয়াছে তাহারই আবশ্যকীয় ফল। প্রকৃতির মানুষের উপর কার্য্য ও মানুষের প্রকৃতির উপর কার্য্য হইতে ইতিহাস, প্রকৃতি এবং মানুষ যদি নিয়তি নির্দ্দেশের শাসনে পড়িল তখন ইহাদের যোগোদ্ভূত জিনিস ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিকাশ ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।

সকল জিনিসের আদ্যন্ত মধ্যে ভাগ্যাধীনতা দেখিতে পাই। ইহার উপর আর বলিতে হইবে না যে বংশানুক্রমিতা ইহারই একটী আকার বিশেষ। প্রাণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়াগুলি, তাহাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে, যদি নিয়তি নির্দ্দেশের অধীন হইল এবং শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বংশানুক্রমিতা যদি শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার বংশানুক্রমিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বংশানুক্রমিক চালনা মানসিক বৃত্তির যন্ত্রবৎ উৎপত্তির একটী কারণ এবং প্রকৃতিকে স্বাধীন ইচ্ছার রাজ্যে আনিয়া ফেলার হেতু। আমরা নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কার্য্যে দেখিতে পাই স্বাধীন ইচ্ছা যতটা হারায় বংশানুক্রমিতার ততটা লাভ হয়। যন্ত্রবৎ উৎপত্তির নিয়মানুসারে যে সকল গতির সমষ্টি একটা দেহ অপর রকম না হইয়া নির্দ্দিষ্ট রকমের করে, তাহারাই পরোক্ষভাবে শরীর যন্ত্ররূপ মানসিক অবস্থা উদয় করায়।

বংশানুক্রমিতা এ কারণ নির্দ্দেশের একটী মূর্ত্তি, অপর আকারের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ইহা জাতি সম্পর্কীয় নির্দ্দেশ যেমন পারিবারিক জাতি কিম্বা গণ সম্বন্ধীয় অভ্যাস। পূর্ব্বার্জ্জিত দিকে যাইবার ঝোঁক যাহা অঙ্কিত হইয়াছে জীবন্ত দেহের মিতব্যয়িতা অনুসারে তাহাকেই পুনরাবৃত্তি বলে এবং তাহা হইতে আপনা আপনি উদ্ভবের দৃশ্য কতকগুলি দেখা যায়; ইহার দ্বারা জীব সকল পরস্পরকে অনুকরণ করে অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা করিয়াছে তাহার আবৃত্তি করে এবং ইহা হইতে পূর্ব্বপুরুষদের অনুকরণ হইয়া থাকে। অপর কথায় বলিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে যাহা হইয়াছে তাহার শেষ হইবে না, ব্যক্তিতে ইহাকে অভ্যাস বলি ও জাতিতে বংশানুক্রমিতা

বলা যায়। ইহাই কার্য্য কারণের অবিনাশী শ্রেণীতে আমাদিগকে স্থির করিয়া রাখিয়া দেয় এবং ইহাই আমাদের এই দরিদ্র ব্যক্তিত্বকে জিনিসের শেষ আদি কারণের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখে অসীম অবশ্যম্ভাবিতার শৃঙ্খলের ভিতর দিয়া। পদার্থবিদেরা যাহাকে তেজের সংরক্ষণ বলেন এবং অধ্যাত্মবিদেরা যাহাকে সর্ব্বজনীন কারণ বলেন, বংশানুক্রমিতা তাহারই একটা আকার।

ইহা বুঝা বড় শক্ত যে সমস্ত জিনিসকেই যন্ত্রবৎ উৎপত্তিতে পরিবর্ত্তন করা যায়। যন্ত্রবৎ উৎপত্তি রূপ মতে, অস্তিত্বতে খাঁটী ন্যায়সঙ্গত সম্ভাবনা ও কেবল অবস্থার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এ মতে কেবল আসল ছাড়িয়া খোসাটী ধরা হয়। আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে যে রকমের তথ্য হউক না কেন, তাহাতে নিয়তি নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং যেখানে এই নির্দ্দেশ সেই খানেই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এই নির্দ্দেশের বাহিরে যাইতে পারে না, ইহার কমও হইতে পারে না। বিজ্ঞানের বাহিরে কি কিছু নাই যাহা ইহার নিয়মের অধীনে আসে না, বিজ্ঞান যাহা জানিতে পারে তাহার অনেক উপরে যায় বিশেষ রকমের কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া। ইহাকে ছাড়িতে যাইলে পরস্পর বিরোধী হয়, ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইলে কেবল একটী অনুমান ধরা হয়। ইহাকে অস্বীকার করা কিম্বা নিষ্পত্তি করা অসম্ভব, কারণ আমাদের নিকট ইহা অজ্ঞেয় ও আবশ্যকীয় আকারে আসে। এই পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি যে এই অজ্ঞেয় জিনিসটী হইতেছে প্রকৃত সত্য, মানসতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিয়তি নির্দ্দেশের দ্বারা ইহা ঢাকা আছে—প্রত্যেক বস্তুতে যে উদ্দেশে প্রাণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সকল ধাবিত হইতেছে এবং এই অস্পষ্ট ঝোঁক প্রকাশ পাইতেছে জড় পদার্থের পূর্ণ মাত্রায় নিয়তি নির্দ্দেশে।

স্বাধীন ইচ্ছা এবং যন্ত্রবৎ সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে এই চরম বিরোধাভাস যাহা বিজ্ঞান ও শিল্পের নীচে ব্যক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের নীচে রহিয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে অসমাধানীয়।

সময়ে সময়ে এরূপ বিশ্বাস করিতে আমরা ঝুঁকি যে সমস্ত সত্যই ব্যক্তিতে, পূর্ণতা পূর্ণ ব্যক্তিত্বে পাওয়া যাইবে, সাধারণ জ্ঞান যাহাকে বলি

তাহা হইতেছে সত্তার ক্ষণবিধ্বংসী আকার, ব্যক্তি সকলের সাধারণ লক্ষণ হইতে উৎপন্ন; সর্ব্বজনীন যন্ত্রবৎ উৎপত্তি মতের ঘোমটার নীচে প্রকৃতির ভিতর ছড়ান চিন্তা রহিয়াছে যাহা জড়ে নিজেকে জানিতে পারে না, জীবের ভিতর জানিবার চেষ্টা করে অবশেষে মানুষের ভিতর আপনাকে চিনিতে পারে।

অপর সময়ে ইহাও বিশ্বাস করিতে ঝুঁকি যে ব্যক্তি বিশেষত্ব হইতেছে শাশ্বত নিয়ম সকলের ভিতরের কার্য্যের ক্ষণস্থায়ী ফল যাহা ব্রহ্মাণ্ডের ছোট কুলুঙ্গিতে হারাইয়া গিয়াছে, আমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট কার্য্য হইতেছে ব্যক্তিত্বকে ভ্রম মনে করা ও বৃথা শোক দুঃখ ও ক্ষণস্থায়ী আমোদ প্রমোদকে ঘৃণার চক্ষে দেখা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া তাহার নিয়মের অক্ষোভ্য প্রশান্ততার অংশীদার হওয়া। সময়ে সময়ে আমরা মনে করি যে পুরুষকার ও দৈব কিম্বা স্বাধীন ইচ্ছা ও যন্ত্রবৎ প্রণালীরূপ বিরোধকে সমাধান করিতে পারি পরস্পরের বিরোধত্ব বজায় রাখিয়া; কোন উচ্চতর স্থানে দাঁড়াইলে আমরা দেখিতে পাইব যে বাহির হইতে বিজ্ঞানের আকার ধরিয়া যন্ত্রবৎ প্রণালী অনুসারে যাহা আসে তাহাই ভিতর হইতে স্বাধীন ইচ্ছার আকারে আসিলে তাহাকে সৌন্দর্য্য তত্ত্ব ও নীতি বলি।

আমাদের মতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে এই বিরুদ্ধতা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব ও ইহার সমাধানের আশা করিব।

=সমাপ্ত=